Boighar.com

বইঘর নিবেদন

আগাথা ক্রিস্টি-র

# বেনামী চিঠি

রূপান্তরঃ সায়েম সোলায়মান

সেবা প্রকাশনী

বইঘর

Boighar.com

বইঘর নিবেদন

অনুবাদ

আগাথা ক্রিস্টি-র

# বেনামী চিঠি

রূপান্তরঃ সায়েম সোলায়মান

ক্র্যাশ ল্যাণ্ডিং-এর পর আমার জন্য ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ছিলঃ সম্পূর্ণ বিশ্রাম। তাই নিরিবিলি মফস্বল শহর লাইম্‌স্টকে হাজির হয়ে ভেবেছিলাম, ঠিক জায়গাতেই এসেছি। কিন্তু কল্পনাও করিনি, জড়িয়ে যেতে হবে একের পর এক রহস্যময় বেনামী চিঠির সঙ্গে। ভাবিনি, শুনতে হবে কারও আত্মহত্যার খবর, জানতে হবে খুন হয়েছে কেউ। ঘুণাক্ষরেও ধারণা ছিল না, ভালোবেসে ফেলব কাউকে নিজেরই অগোচরে। এবং আটপৌরে চেহারার চিরকুমারী মিস মার্পলকে দেখেও বুঝিনি, মানবচরিত্র পর্যবেক্ষণের কী গভীর অন্তর্দৃষ্টি আছে তাঁর। খুনিও হয়তো টের পায়নি, মিস মার্পলকে আসলে খবর দিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে লাইম্‌স্টকে।

...রহস্যরানি'র অমর চরিত্র মিস মার্পল-এর একটি অনবদ্য কাহিনি-সংকলন এটি, একটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসসহ আছে ছ'টি বড় গল্প—আপনার জন্য মানবচরিত্র পর্যবেক্ষণের সুবর্ণ সুযোগ।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী বইঘর

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি শো-রুমঃ ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

আগাথা ক্রিস্টি-র

# বেনামী চিঠি

www.boighar.com

রূপান্তর ■ সায়েম সোলায়মান

সেবা প্রকাশনী

www.boighar.com

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
ISBN 984-16-3270-5

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
**সেবা প্রকাশনী**
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: অনুবাদকের

প্রথম প্রকাশ: ২০১৬

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
**সেগুনবাগান প্রেস**
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
**সেবা প্রকাশনী**
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
ফোন: ৮৩১৪১৮৪, ০১৭৮৪-৮৪০২২৮
mail: alochonabibhag@gmail.com
webpage: facebook.com/shebaofficial

একমাত্র পরিবেশক
**প্রজাপতি প্রকাশন**
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
**সেবা প্রকাশনী**
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
**প্রজাপতি প্রকাশন**
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮ ১৯০২০৩

BENAMI CHITHI
By: Agatha Christie
Trans. by: Sayem Solaiman

www.boighar.com

সেবা প্রকাশনী

একশ' নয় টাকা

www.boighar.com

BOIGHAR.COM

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

EXCLUSIVE

বই ঘর

SCAN

EDIT

Visit Us at boighar.com

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

# সূচি


রক্তের দাগ ৫

বাংলো-রহস্য ২৩

অদ্ভুত উইল ৪৩

বিষ ৬২

সন্দেহ ৮১

নীল ফুল ১০২

বেনামী চিঠি ১২৪



www.boighar.com

www.boighar.com

**বিক্রয়ের শর্ত:** এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেয়া বা নেয়া; কোনওভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা; এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা দণ্ডনীয় অপরাধ।

বি. দ্র.: বর্তমানে সেবা প্রকাশনীর কোনও বইয়ে মূল্যের উপরে বর্ধিত মূল্যের আলগা কাগজ (চিপ্পি) সাঁটানো হয় না।

# বেনামী চিঠি

## মূলঃ আগাথা ক্রিস্টি

## রূপান্তরঃ সায়েম সোলায়মান


কৃতজ্ঞতা

ASHIQ

SCAN &EDITED BY:

BOIGHAR

WEBSITE:

WWW.BOIGHAR.COM

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Boighar-বইঘর

WE ALWAYS ENCOURAGE BUYING THE ORIGINAL BOOK.

# সেবা প্রকাশনীর
## ক'টি অনুবাদ

**হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড**

মর্নিং স্টার/নিয়াজ মোরশেদ
চাইল্ড অভ স্টর্ম/কাজী মায়মুর হোসেন
এলিসা/কাজী মায়মুর হোসেন
অ্যালান অ্যাণ্ড দ্য হোলি ফ্লাওয়ার/কাজী মায়মুর হোসেন
শী অ্যাণ্ড অ্যালান/কাজী মায়মুর হোসেন
বেনিটা/সায়েম সোলায়মান
ক্লিওপেট্রা/সায়েম সোলায়মান
জেস/সায়েম সোলায়মান
রানী শেবার আংটি/সায়েম সোলায়মান
দ্য ভার্জিন অভ দ্য সান/সায়েম সোলায়মান
দ্য লেডি অভ ব্লসহোম/সায়েম সোলায়মান
মেরি/সায়েম সোলায়মান
হার্ট অভ দ্য ওয়ার্ল্ড/সায়েম সোলায়মান
ফিনিশ্‌ড্‌/সায়েম সোলায়মান
সোয়ালো/সায়েম সোলায়মান
মণ্টেজুমার মেয়ে/কাজী আনোয়ার হোসেন
পার্ল মেইডেন/ইসমাইল আরমান
দ্য পিপল অভ দ্য মিস্ট/ইসমাইল আরমান
মিস্টার মিসন'স উইল/ইসমাইল আরমান
দ্য ব্রেদ্‌রেন/ইসমাইল আরমান
মাইওয়ার প্রতিশোধ/ইসমাইল আরমান
নাডা দ্য লিলি/ইসমাইল আরমান
হিউ-হিউ অর দ্য মনস্টার/সাইফুল আরেফিন অপু
ট্রেজার অভ দ্য লেক/সাইফুল আরেফিন অপু
দি আইভরি চাইল্ড/সাইফুল আরেফিন অপু
দ্য ইয়েলো গড/সাইফুল আরেফিন অপু

www.boighar.com

দ্য উইজার্ড/তারক রায়

**ভিক্টর হুগো**

নাইন্টি থ্রি/ইসমাইল আরমান

**সল বেলো**

হেণ্ডারসন দ্য রেইন কিং/বাবুল আলম

**রাফায়েল সাবাতিনি**

দ্য সি-হক/ইসমাইল আরমান
দ্য লায়ন'স স্কিন/সায়েম সোলায়মান

**ব্রাম স্টোকার**

ড্রাকুলা/রকিব হাসান
দ্য জুয়েল অভ সেভেন স্টারস/ইসমাইল আরমান
লেয়ার অভ দ্য হোয়াইট ওঅর্ম/ইসমাইল আরমান

**ফ্রেডা ওয়ারিংটন**

রিটার্ন অভ ড্রাকুলা/ইসমাইল আরমান

**অ্যানি ফ্র্যাঙ্ক/ডি. এইচ. লরেন্স**

অ্যানি ফ্র্যাঙ্কের ডাইরি+সান্স অ্যাণ্ড লাভার্স/সুরাইয়া আখতার জাহান/কাজী শাহনূর হোসেন

**এমিলিও সালগ্যারি**

মিস্ট্রিজ অভ দ্য ডার্ক জাঙ্গল/ডিউক জন

**পি.,জি. ওডহাউস**

জীভ্‌স্‌ অভ অল ট্রেডস/ডিউক জন

**মেরাল ওকায়**

সুলতান সুলেমান/ডিউক জন

**আগাথা ক্রিস্টি**

ক্যাসল হাউসের খুনি/সায়েম সোলায়মান
সিরিয়াল কিলার/মোঃ ফুয়াদ আল ফিদাহ/তৌফিক হাসান উর রাকিব
বেনামী চিঠি/সায়েম সোলায়মান

www.boighar.com

## রক্তের দাগ

'গল্পটা ইন্টারেস্টিং,' বলল জয়েস লেম্প্রেইরি, 'কিন্তু বলতে ভালো লাগে না আমার। তারপরও আমাদের টুয়েস ডে নাইট ক্লাবের খাতিরে বলছি। ঘটনাটা অনেক আগের—ঠিক করে বললে পাঁচ বছর, কিন্তু স্মৃতিটা যেন আজও তাড়া করে বেড়ায় আমাকে।

'জায়গাটার নাম র‍্যাথোল—দক্ষিণ-পশ্চিম ইংল্যাণ্ডের কর্নওয়ালের ছোট একটা গ্রাম। সেখানকার বেশিরভাগ লোকই মাছ ধরে সংসার চালায়। গ্রামটা দেখতে ছবির মতো, কয়েকটা দোকান আছে, সেগুলোতে বব-করা মেয়েরা ওভারঅলের মতো ঢিলা কাপড় পরে পার্চমেণ্ট কাগজে আদর্শবাণী লেখে। মোটের উপর জায়গাটা সুন্দর, অদ্ভুত আর আকর্ষণীয় www.boighar.com

'আমি সেখানে গিয়েছিলাম ছবি আঁকার জন্য, ইচ্ছা ছিল সপ্তাহ দু'-এক থাকবো। র‍্যাথোলে বেশ পুরানো একটা সরাইখানা আছে, নাম দ্য পলহারউইথ আর্মস। শুনেছি ওটা নাকি পনেরো শতকের এবং সে-আমলের ওই একটা বাড়িই টিকে আছে গ্রামে। স্প্যানিয়ার্ডরা যখন হামলা চালায় সেখানে, উপকূলে জাহাজ ভিড়িয়ে কামান নামায় সৈকতে এবং দাগতে শুরু করে। সরাইখানাটা বাদে সব বাড়ি ধসে পড়ে তখন। ওটা এত পুরানো, তারপরও এককথায় চমৎকার। সামনের দিকে

চারটা পিলার দিয়ে বানানো একটা পোর্চের মতো আছে।

'যা-হোক, পছন্দমতো একটা জায়গা পেয়ে গেছি, তাই কাজ শুরু করে দিলাম। একমনে কিছুক্ষণ স্কেচ করার পর হঠাৎ দেখি, একটা গাড়ি আঁকাবাঁকা পাহাড়ি রাস্তা ধরে ধীর গতিতে এগিয়ে আসছে সরাইখানার দিকে। পোর্চের সামনে থামল ওটা। একটা লোক আর এক মহিলা বের হলো ভিতর থেকে। খেয়াল করে দেখিনি তখন ওদেরকে। তবে মনে আছে, মহিলার পরনে বেগুনি রঙের লিনিনের কাপড়, আর মাথায় একই রঙের একটা হ্যাট।

www.boighar.com

'আমি তখন পাহাড় আর আঁকাবাঁকা রাস্তার ছবি আঁকছি, গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে আমার দৃষ্টিপথে, তাই যথেষ্ট অসুবিধা হচ্ছে আমার। কপাল ভালো—কী মনে করে লোকটা গিয়ে উঠল গাড়িতে, কিছুটা দূরে একটা জেটি আছে, সেখানে নিয়ে রাখল গাড়িটা। তারপর মহিলাটাকে সঙ্গে নিয়ে আমাকে ছাড়িয়ে গিয়ে ঢুকল সরাইখানায়। কিছুক্ষণ পরই দেখি আরেকটা ধূলিধূসরিত গাড়ি আসছে পাহাড়ি রাস্তা ধরে, সরাইখানার সামনে থামল ওটাও। ভিতর থেকে বের হলো এক মহিলা। পরনে ছিটকাপড়ের লাল ফ্রক, এত টকটকে রঙ আর কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। মাথায় কিউবানদের মতো বড় স্ট্র হ্যাট।

'এই মহিলাও সরাইখানার সামনে গাড়ি রাখল না। এদিক-ওদিক তাকিয়ে ঢুকে গেল গাড়ির ভিতরে, ওটাকে চালিয়ে নিয়ে গিয়ে রাখল আগেরটার কাছে। তারপর আবার নামল গাড়ি থেকে। ততক্ষণে আগের লোকটা বেরিয়ে এসেছে রাস্তায়। মহিলাকে দেখে চেঁচিয়ে উঠল, "আরে, ক্যারোল! তুমি এখানে? কল্পনাও করিনি দেখা হয়ে যাবে তোমার সঙ্গে। কত বছর পর দেখা হলো! আমার স্ত্রী মার্জারিকে নিয়ে এখানে এসেছি আমি। চলো, পরিচয় করিয়ে দিই ওর সঙ্গে।"

বইঘর.কম

'ওরা দু'জনে পাশাপাশি হাঁটতে-হাঁটতে এগিয়ে যাচ্ছে সরাইখানার দিকে। তখন দেখি, মার্জারি দাঁড়িয়ে আছে সরাইখানার দরজায়, স্বামীকে দেখে এগিয়ে এসে নামল রাস্তায়। আমাকে ছাড়িয়ে যাওয়ার সময় ক্যারোলের চেহারার দিকে তাকালাম। গালে ইচ্ছামতো পাউডার ঘষেছে, ঠোঁটে মেখেছে গাঢ় লাল লিপস্টিক। কেন যেন মনে হলো আমার, ওকে দেখে খুশি হয়নি মার্জারি। তারপরও, হয়তো ভদ্রতার খাতিরেই, শান্ত একটা ভাব বজায় রেখেছে চেহারায়।

'আপনারা হয়তো বলতে পারেন, কে কোথায় গেল না-গেল, কে কাকে দেখে খুশি হলো না-হলো, তাতে আমার কী? আসলে আমার কিছু না। কিন্তু মাঝে মাঝে এমন কিছু ঘটনা ঘটে আমাদের জীবনে যে, দর্শক হিসেবে দেখতে হয় সেগুলো, ইচ্ছা থাক বা না-থাক অংশ নিতে হয়। যে-কাহিনি শোনাচ্ছি সেটাতে আমার ভূমিকাও অনেকটা সে-রকম।

'যা-হোক, যেখানে দাঁড়িয়ে আছে ওই তিনজন সেখান থেকে ওদের টুকরো-টুকরো কথা ভেসে আসছে আমার কানে। শুনে বুঝতে পারছি, সমুদ্রস্নান নিয়ে কথা বলছে ওরা। লোকটা, ওর নাম ততক্ষণে জানা হয়ে গেছে আমার—ডেনিস, একটা নৌকা ভাড়া নিয়ে উপকূল বরাবর চক্কর দিতে চাইছে।

'সে বলল, "শুনেছি এখানে নাকি বিখ্যাত একটা গুহা আছে, উপকূল থেকে মাইলখানেক দূরে।"

'ক্যারোলেরও দেখতে যাওয়ার ইচ্ছা আছে। বলল, "নৌকা না-নিলে হয় না? ওসব একটুও ভালো লাগে না আমার। তারচেয়ে বরং তীর ধরে হাঁটি আমরা, ওখান থেকেই দেখি।"

'শেষপর্যন্ত ঠিক হলো, তীর বরাবর এগিয়ে যাবে ক্যারোল, গুহায় হাজির হয়ে দেখা করবে ডেনিস আর মার্জারির সঙ্গে। শেষের দু'জন যাবে নৌকায় চড়ে।

'সমুদ্রস্নানের কথা শুনে গোসলের ইচ্ছা জাগল আমার মনেও। খুব গরম পড়েছে সেদিন, কাজে মন বসাতে পারছি না, স্কেচিং হচ্ছে না ঠিকমতো। ভাবলাম, রোদের তেজ যখন কিছুটা কম আছে, আমিও একটু গা ভিজিয়ে নিই না কেন? কাজেই তল্পিতল্পা গুটিয়ে নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম ছোট সৈকতটাতে।

'যে-গুহার কথা বলেছে ডেনিস, যতদূর জানি সেটা ওই সৈকতের উল্টোদিকে। ভেবেছিলাম ইচ্ছামতো দাপাদাপি করবো পানিতে, কিন্তু কেন যেন ভালো লাগছে না। তাড়াহুড়ো করে শরীর ভিজিয়েই উঠে এলাম সৈকতে, টিনজাত মাংস আর দুটো টমেটো দিয়ে লাঞ্চ সারলাম। তারপর ফিরে গেলাম সরাইখানার সামনে, ছবি আঁকার নতুন এক উদ্যম টের পাচ্ছি নিজের ভিতরে।

'একমনে কাজ করছি। যতদূর চোখ যায় কেউ নেই। মনে হচ্ছে দিবানিদ্রা সেরে নিচ্ছে পুরো র‍্যাথোল। বিকেলের রোদ এসে পড়ছে আমার চোখে-মুখে, টের পাচ্ছি আস্তে-আস্তে লম্বা হচ্ছে নিজের ছায়া। এবার আমার স্কেচের বিষয়বস্তু দ্য পোলহারউইথ আর্মস। রোদ তেরছাভাবে এসে পড়ছে সরাইখানাটার উপর, তারপর যেন আছড়ে পড়ছে ওটার সামনের মাটিতে, অদ্ভুত এক প্রভাব বিস্তার করছে আমার মনে। আপনমনে কাজ করতে করতে একসময় টের পেলাম, নিরাপদে ফিরে এসেছে ডেনিস আর মার্জারি। কারণ সরাইখানায়, ওদের কামরার ব্যালকনিতে ঝুলছে রক্তলাল আর গাঢ় নীল রঙের দুটো বেদিংড্রেস—রোদে শুকাতে দেয়া হয়েছে।

'চোখের কোনা দিয়ে কী একটা গণ্ডগোল দেখতে পেলাম আমার স্কেচে এমন সময়। ঝুঁকে পড়ে বোঝার চেষ্টা করলাম ব্যাপারটা, সময় নিয়ে ঠিক করলাম। যখন মাথা তুললাম তখন দেখি, সরাইখানার পোর্চের একটা পিলারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে

বইঘর.কম

আছে এক লোক—ভোজবাজির মতো উদয় হয়েছে যেন। পরনে নাবিকদের মতো কাপড়, কিন্তু আসলে মনে হয় জেলে। চেহারায় লম্বা লম্বা কালো দাড়ি। লোকটাকে দেখে কেন যেন আগেরদিনের শয়তান স্প্যানিশ ক্যাপ্টেনদের কথা মনে পড়ে গেল আমার।

'বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে, কাজ শেষ করার জন্য তাড়া অনুভব করছি, তাই লোকটা নিজে থেকেই চলে যাবে ধরে নিয়ে আবার মন দিলাম ছবি আঁকায়। কিন্তু কীসের কী? নড়ার কোনও লক্ষণ নেই দাড়িওয়ালার, ওর ভাব দেখে মনে হচ্ছে পিলারে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে আমরণ।

'যা-হোক, নড়ে উঠল সে একসময়, কিন্তু আমার দিকেই এগিয়ে আসছে দেখে বিরক্তিতে ভরে গেল মনটা। কাজ না-থাকলে খেজুরে গল্প জুড়ে দেয়া লোকের অভ্যাস, টের পেলাম দাড়িওয়ালাও তা-ই করবে।

'আমার অনুমান ভুল হলো না। কাছে এসে লোকটা বলল, "র‍্যাথোল খুব ইন্টারেস্টিং জায়গা, না?"

' "জী," ছোট করে জবাব দিলাম, চাইছি কেটে পড়ুক দাড়িওয়ালা। ওকে সুবিধার বলে মনে হচ্ছে না কেন যেন।

'কথায় আছে মানুষ ভাবে এক, আর হয় আরেক। তা-ই হলো আমার বেলায়। কেটে পড়া তো দূরের কথা, র‍্যাথোলের ইতিহাস-ঐতিহ্য নিয়ে আমাকে জ্ঞান দিতে শুরু করেছে লোকটা। কেন হামলা করেছিল স্প্যানিয়ার্ডরা, কীভাবে বিনা-নোটিশে শুরু করেছিল কামান দাগা—এসব নিয়ে শুরু হলো ওর বকবকানি। সরাইখানার মালিক নাকি মারা পড়ে সবার শেষে। জনৈক স্প্যানিশ ক্যাপ্টেনের তলোয়ারের আঘাতে জান যায় ওর, প্রাণহীন দেহটা মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে সরাইখানার গোবরাটে। ফিনকি দিয়ে বের হয়ে গড়িয়ে-পড়া রক্তে ভিজে যায় সরাইখানার

পেইভমেণ্ট। শত বছর চেষ্টা করেও নাকি রক্তের-দাগ ধুয়ে সাফ করতে পারেনি কেউ।

'সারাদিন রোদে পুড়ে পুড়ে কাজ করেছি, দুপুরে খেয়েছি বাসি খাবার; আমার তখন কেমন কাহিল লাগছে, ঘুমও পাচ্ছে খানিকটা। দাড়িওয়ালার বাচনভঙ্গি মধুর ও বিনয়ী, তবে তাতে আন্তরিকতা নেই। "জ্ঞানগর্ভ" প্যাঁচালের জায়গায় জায়গায় গলা খাদে নামিয়ে ফেলছিল সে, আসলে মনে হয় ভয় দেখাতে চাইছিল আমাকে। তবে একবারও বদনজরে তাকায়নি আমার দিকে, খারাপ কোনও কথাও বলেনি। তারপরও ওকে নিষ্ঠুর বলে মনে হচ্ছে আমার। স্প্যানিয়ার্ডরা কীভাবে র‍্যাথোল দখল করল, কীভাবে অত্যাচার চালাল ওখানে—পুরো ইতিহাস শুনতে বাধ্য হলাম ওর কাছ থেকে।

'আমার সঙ্গে জোঁকের মতো সেঁটে গেছে লোকটা, সহজে নিস্তার নেই—বুঝতে পেরে কান খাড়া রেখে নিজের কাজ করে যাচ্ছি। হঠাৎ বুঝতে পারলাম, আমার মনে প্রভাব বিস্তার-করা গল্পটার কারণে উত্তেজিত হয়ে অথবা অন্যমনস্ক হয়ে এমন কিছু একটা এঁকে ফেলেছি, যা আসলে নেই সরাইখানায়। কাজ থামিয়ে ভালোমতো তাকালাম দ্য পোলহারউইথ আর্মসের দিকে। তারপর তাকালাম আমার ছবির দিকে। বিকেলের রোদে ঝকঝক করছে প্রকৃতি, আমার ছবিতেও তা-ই—ঠিক আছে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সরাইখানার সামনের সাদা পেইভমেণ্ট, আমার ছবিতেও তা-ই—এটাও ঠিক আছে।

'কিন্তু এ কী! আমার ছবির পেইভমেণ্টে রক্তের দাগ কেন?

'মানতেই হবে ঘটনাটা অস্বাভাবিক। ফিনকি দিয়ে বের হয়ে গড়িয়ে-পড়া রক্ত, যার দাগ ধুয়ে পরিষ্কার করা যায়নি শত বছরেও, আলোড়িত করেছে আমাকে; আর সে-কারণে পেইভমেণ্টকে রক্তে রঞ্জিত করেছে আমার অবচেতন মন,

বইঘর.কম

আমারই হাত দিয়ে। আবার তাকালাম সরাইখানার দিকে, বলা ভালো পেইভমেন্টের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা একটা স্রোত যেন নেমে গেল আমার মেরুদণ্ড বেয়ে।

'না, অবচেতন মনের কারসাজি না, আমার চোখ যা দেখেছে তা-ই এঁকেছে আমার হাত—আসলেই ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ে আছে পেইভমেন্টের উপর।

'মূর্তির মতো স্থির হয়ে গেছি আমি, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি সামনের দিকে। ওভাবেই তাকিয়ে থাকলাম দু'-এক মিনিট। তারপর চোখ বন্ধ করে ফেললাম। মনে মনে বললাম নিজেকে, "বোকামি কোরো না, ওখানে আসলে কিছুই নেই।" তারপর চোখ খুললাম ধীরে-ধীরে।

'কিন্তু কীসের কী? আগের মতোই আছে রক্তের দাগ।

'হঠাৎ করেই টের পেলাম, এসব আর সহ্য করতে পারছি না। জেলে লোকটার মুখ দিয়ে তখনও বন্যার মতো বের হচ্ছে স্প্যানিয়ার্ডদের নির্যাতনের ইতিহাস, ওকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, "আচ্ছা, একটা কথা বলুন তো। আলো কমে এলে ভালোমতো দেখতে পাই না আমি—পেইভমেন্টে ওগুলো কীসের দাগ? রক্তের?"

'প্রশ্রয় দেয়ার ভঙ্গিতে মায়া মায়া চোখে আমার দিকে তাকাল লোকটা। বলল, "রক্তের দাগ উধাও হয়ে গেছে অনেক আগেই, লেডি। আমি যে-গল্প বলছি আপনাকে তা প্রায় পাঁচ শ' বছর আগের।"

' "হ্যাঁ, কিন্তু এখন...পেইভমেন্টে..." গলা শুকিয়ে গেল আমার, আর কিছু বলতে পারলাম না। বুঝতে পারছি, আমি যা দেখতে পাচ্ছি তা দেখতে পাচ্ছে না লোকটা।

'উঠে দাঁড়ালাম, কাঁপা কাঁপা হাতে গুছিয়ে নিচ্ছি আমার জিনিসপত্র, আজ আর ছবি আঁকা হবে না। তখন সরাইখানার

দরজা দিয়ে বাইরে বের হয়ে এল ডেনিস। দেখে মনে হচ্ছে দ্বিধায় ভুগছে যেন, ঘাড়টা একবার উঁচু আরেকবার নিচু করে তাকাচ্ছে আঁকাবাঁকা পাহাড়ি রাস্তার দিকে। ওর মাথার উপরে, ওদের কামরার ব্যালকনিতে আছে মার্জারি, শুকাতে দেয়া বেদিংড্রেসগুলো গুছিয়ে নিচ্ছে। ডেনিস তখন এগিয়ে যাচ্ছে ওদের গাড়ির দিকে, কিন্তু কী মনে করে দিক পাল্টাল হঠাৎ। আমার কাছে দাঁড়িয়ে-থাকা "ইতিহাসবেত্তার" দিকে এগিয়ে আসছে।

'কাছে এসে জেলে লোকটাকে বলল, "কিছু মনে করবেন না, একটা কথা জিজ্ঞেস করি। দ্বিতীয় গাড়িতে করে যে-ভদ্রমহিলা এসেছেন এখানে, তিনি ফিরেছেন কি না জানেন?"

' "কার কথা বলছেন? যে-ভদ্রমহিলার কাপড়ে অনেকগুলো ফুলের ছবি ছিল? না, স্যর, তাঁকে দেখিনি আমি। তবে সকালে দেখেছি তীর ধরে গুহার দিকে যাচ্ছেন তিনি।"

' "জানি, জানি। আমরা একসঙ্গে গোসল করেছি সাগরে। তারপর আমাদেরকে ছেড়ে চলে এল সে, বলল হেঁটেই ফিরে আসবে। কিন্তু বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে, এখনও কোনও খবর নেই ওর। সৈকত থেকে এ-পর্যন্ত আসতে তো এত সময় লাগার কথা না! ...সমুদ্রতীরে যে-খাড়া পাহাড়িচূড়াগুলো আছে, সেগুলো কি বিপজ্জনক?"

"ব্যাপারটা নির্ভর করে কীভাবে চড়বেন আপনি ওগুলোতে তার উপর। সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে এমন কাউকে সঙ্গে রাখা, যে ওই জায়গা চেনে।"

'বুঝলাম, নিজের ঢোল নিজেই পেটাচ্ছে দাড়িওয়ালা। তীরের পাহাড়ি চূড়াগুলোর ব্যাপারে সবক দিতে শুরু করল, অভদ্রের মতো ওকে থামিয়ে দিয়ে সরাইখানার দিকে ছুট লাগাল ডেনিস। দৌড়াতে দৌড়াতে নাম ধরে ডাকছে নিজের স্ত্রীকে।

বইঘর.কম

'মার্জারি জবাব দিয়েছিল কি না শুনতে পাইনি। কিন্তু ডেনিসের ডাকাডাকি তখনও চলছে, "মার্জারি, আর তো দেরি করা যায় না। পেনরিথারের দিকে রওনা হতে হবে কিন্তু। তুমি রেডি? গাড়ি ঘোরাচ্ছি আমি।"

'কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেল দু'জনে। আমি তখন মনে মনে সাহস জোগাচ্ছি নিজেকে—যা দেখেছি ভুল দেখেছি এবং প্রমাণ করতে হবে সেটা। তাই গাড়িটা চলে যাওয়ার পর পায়ে পায়ে গিয়ে হাজির হলাম সরাইখানায়, বলা ভালো পেইভমেন্টের কাছে। ভালোমতো দেখছি পেইভমেন্টটা।

'না, কোথাও কোনও রক্তের-দাগ নেই।

'থতমত খেয়ে গেলাম। তারমানে পুরো ব্যাপারটাই আমার উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কল্পনা? নাকি...। আবারও ভয়ের একটা শীতল স্রোত নেমে গেল আমার মেরুদণ্ড বেয়ে।

' "কী যেন বললেন?" জেলে লোকটার বাজখাঁই গলা শুনে চমকে উঠলাম এমন সময়, কখন যেন এসে দাঁড়িয়েছে আমার কাছে। "রক্তের দাগ দেখেছেন এখানে?"

'মাথা ঝাঁকালাম আমি।

"অদ্ভুত, খুবই অদ্ভুত। আমাদের গ্রামে একটা কুসংস্কার প্রচলিত আছে, জানেন কি না জানি না। কেউ যদি এই পেইভমেন্টে রক্তের-দাগ দেখে..." ইচ্ছাকৃতভাবে থেমে গেল সে।

' "তা হলে?" জিজ্ঞেস না-করে পারলাম না।

'স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে লোকটা, কোনও বিপদ ঘনিয়ে আসছে কি না তা যাচাই করছে হয়তো। কিছুক্ষণ পর, আমাকে ভয় দেখানোর জন্য নাকি সে নিজেই ভয় পেয়ে জানি না, গলা খাদে নামিয়ে বলল, "তা হলে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কেউ না কেউ মারা পড়বেই র‍্যাথোল কিংবা তার

আশপাশে।”

‘তৃতীয়বারের মতো শিউরে উঠতে হলো আমাকে।

‘ “এ-রকম এক মৃত্যু নিয়ে লেখা একটা লিপিফলক সংরক্ষিত আছে আমাদের গির্জায়,” আবারও সবক দেয়ার ইচ্ছা জেগেছে দাড়িওয়ালার, “লেডি, আপনি যদি শুনতে চান...”

‘ “না, না, শুনতে চাই না আমি। ধন্যবাদ আপনাকে। ইতোমধ্যেই অনেক বেশি জানা হয়ে গেছে আমার,” বলে পাঁই করে ঘুরলাম, জেলে লোকটাকে আর কিছু বলার সুযোগ না-দিয়ে হাঁটা ধরেছি। সোজা চলে গেলাম রাস্তায়, তারপর সেখান থেকে যে-কটেজে উঠেছি সেখানে। গোবরাট পেরিয়ে ভিতরে ঢুকতে যাবো, এমন সময় দেখি, পাহাড়ি পথ ধরে দ্রুত পায়ে সরাইখানার দিকে আসছে ক্যারোল, পরনে ছিটকাপড়ের সেই লাল ফ্রক। ধূসর পাহাড়ি প্রকৃতির পটভূমিতে ওকে দেখাচ্ছে রক্তলাল কোনও বিষাক্ত ফুলের মতো। এমনকী মাথার হ্যাটটাও টকটকে লাল রঙের!

‘পানি থেকে উঠলে যেভাবে গা ঝাড়া দেয় কুকুর, নিজের মাথাটা ঝাঁকালাম সেভাবে। রক্ত শব্দটা গেঁথে গেছে আমার মস্তিষ্কে, যেদিকে তাকাচ্ছি সেদিকেই রক্ত দেখতে পাচ্ছি!

‘কিছুক্ষণ পর, কটেজের ভিতরে একটা আরামকেদারায় বসে আছি তখন, শুনতে পেলাম গর্জে উঠল ক্যারোলের গাড়ির ইঞ্জিন। সে-ও কি পেনরিথারের দিকে যাচ্ছে? আনমনে উঠে গিয়ে দাঁড়ালাম জানালার কাছে। অবাক কাণ্ড, ডেনিসদের গাড়িটা যেদিকে গেছে সেদিকেই যাচ্ছে ক্যারোল! উঁচু-নিচু আঁকাবাঁকা পাহাড়ি রাস্তায় একসময় অদৃশ্য হয়ে গেল গাড়িটা।

‘স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম আমি—জানি না কেন। জানালা দিয়ে মাথা বের করে ডানে-বাঁয়ে তাকালাম যতদূর চোখ যায়। র‍্যাথোল মনে হয় এখনও জেগে ওঠেনি দিবানিদ্রা থেকে।’

'এ-ই তোমার গল্প?' জয়েস থামা মাত্র বলে উঠল রেমণ্ড ওয়েস্ট। 'তা হলে এখনই নিজের রায় জানিয়ে দিতে পারি আমি। এককথায় যদি বলি, বদহজম। বাসি খাবার খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলে, তার উপর সারাদিন কাজ করেছ রোদে। পেইভমেন্টের উপর কী দেখতে কী দেখেছ, সেটাকেই ধরে নিয়েছ রক্তের-দাগ হিসেবে। আসলে সরাইখানার মালিকের শহীদ হওয়ার ঘটনাটা ভীষণ নাড়া দিয়েছে তোমাকে।'

'গল্প এখনও শেষ করিনি আমি,' বলল জয়েস। 'বাকিটা শোনো আগে, তারপর রায় জানিয়ো। দু'দিন পরের ঘটনা। সকালে পত্রিকা নিয়ে বসেছি, কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে চোখ বুলাচ্ছি হেডলাইনগুলোর উপর। একটা খবরে আটকে গেল আমার দৃষ্টি, সেটা পড়ে উধাও হলো সব আয়েশ: "সমুদ্রস্নানের করুণ পরিণতি—উপকূল হইতে খানিকটা দূরে ল্যাণ্ডিয়ার কোভের নিকট দুর্ভাগ্যজনকভাবে ডুবিয়া মরিয়াছেন ক্যাপ্টেন ডেনিস ডেকারের স্ত্রী মিসেস ডেকার। জানা গিয়াছে, তিনি এবং তাঁহার স্বামী প্রমোদভ্রমণে উপস্থিত হন অত্র অঞ্চলে। পরবর্তীতে তাঁহারা সমুদ্রস্নানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু সৈকতসংলগ্ন সমুদ্রে ওই সময় ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতেছিল। উপায়ান্তর না-দেখিয়া দূরবর্তী গল্ফ লিঙ্কের দিকে সরিয়া যান ক্যাপ্টেন ডেকার এবং তাঁহার সঙ্গের আরও কয়েকজন। কিন্তু ওই শীতল বায়ুর পরোয়া না-করিয়া কোভের দিকে আগাইয়া যান মিসেস ডেকার। যথেষ্ট সময় গড়াইয়া যাইবার পরও যখন তিনি ফিরিয়া আসিতেছিলেন না, তখন সচকিত হইয়া উঠেন ক্যাপ্টেন ডেনিস। বন্ধুগণকে সঙ্গে লইয়া সৈকতে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া বেড়ান তিনি তাঁহার স্ত্রীকে। তাঁহারা একটি বড় পাথরের পাশে ভদ্রমহিলার বস্ত্রাদি পড়িয়া থাকিতে দেখেন, কিন্তু কোথাও তাঁহার চিহ্নমাত্র নাই। যাহা

হউক, পরবর্তীতে খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে হতভাগ্য মহিলাটির লাশ। ধারণা করা হইতেছে, যেঁই স্থানে ডুবিয়া গিয়াছিলেন তিনি, সেই স্থান হইতে স্রোতের ধাক্কায় বেশ খানিকটা দূরে উপকূলেরই কাছাকাছি অন্যত্র চলিয়া আসিয়াছে মরদেহ। লাশের মস্তকে গুরুতর জখমের চিহ্ন রহিয়াছে। ধারণা করা হইতেছে, এই আঘাত তাঁহার মৃত্যুর পূর্বের এবং ইহার ফলেই প্রাণ হারাইয়াছেন তিনি। স্থানীয় লোকেরা বলাবলি করিতেছে, কোভের নিকট যখন জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন মিসেস ডেকার, জানা না-থাকিবার কারণে তখন কোনও ডুবোপাথরের সহিত সজোরে বাড়ি খাইয়াছে তাঁহার মস্তক।"

'খবরটা পড়ে দুইয়ে দুইয়ে যোগ করে চার মেলানোর চেষ্টা করলাম আমি। মনে হলো, পেইভমেন্টের উপর রক্তের দাগ দেখার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই মৃত্যু হয়েছে ওই মহিলার।'

'এটা কোনও রহস্যগল্প না,' বলে উঠলেন স্যর হেনরি, 'এটা আসলে ভূতের গল্প। আমার মনে হচ্ছে মিডিয়ামের ভূমিকা পালন করছেন মিস লেম্প্রেইরি।'

স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে গলা খাঁকারি দিলেন মিস্টার পেথেরিক। বললেন, 'লাশের মাথায় গুরুতর আঘাতের চিহ্নটাই ভাবিয়ে তুলেছে আমাকে। খবরের কাগজে ওই ভদ্রমহিলার মৃত্যু, দুর্ঘটনা বলে চালিয়ে দেয়া হয়েছে; কিন্তু খুনখারাপির সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়াটা বোধহয় ঠিক হবে না আমাদের। তবে আমার মনে হয় সে-ব্যাপারে মাথা ঘামানোর মতো যথেষ্ট তথ্যউপাত্ত পাইনি এখনও। হ্যালুসিনেশন বা কল্পনাশক্তি যা-ই বলি না কেন, স্বীকার করতেই হবে মিস লেম্প্রেইরি যা দেখেছেন তা নিঃসন্দেহে ইন্টারেস্টিং। তবে আমরা ঠিক কী নিয়ে মন্তব্য করবো সে-ব্যাপারে খোলসা করে কিছু বলেননি তিনি এখনও।'

'বদহজম এবং একইসঙ্গে কাকতালীয় ঘটনা,' বলল রেমণ্ড।

বইঘর.কম

'আরও একটা কথা আছে। নাম এক হলে যে মানুষও এক হতে হবে, এমন কোনও যুক্তি নেই। জয়েস যে-ডেনিসের কথা বলেছে, আর খবরের কাগজে যে-ক্যাপ্টেন ডেনিসের নাম উঠেছে, তারা দু'জন একই লোক না-ও হতে পারে। তা ছাড়া সরাইখানার মালিক মরার আগে যদি কোনও অভিশাপ দিয়েও থাকে, তা শুধু র‍্যাথোলের বাসিন্দাদের জন্য প্রযোজ্য হওয়ার কথা।'

www.boighar.com

স্যর হেনরি বললেন, 'কেন যেন মনে হচ্ছে আমার, নাবিকদের মতো কাপড় পরা সেই রহস্যময় জেলের কোনও না কোনও ভূমিকা আছে এই কাহিনিতে। আর মিস্টার পেথেরিকের সঙ্গে আমিও একমত, এখনও যথেষ্ট তথ্যউপাত্ত দেননি আমাদেরকে মিস লেম্প্রেইরি।'

ডক্টর পেণ্ডারের দিকে তাকাল জয়েস। মৃদু হেসে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন তিনি, 'গল্পটা ইন্টারেস্টিং, কিন্তু স্যর হেনরি আর মিস্টার পেথেরিকের সঙ্গে আমিও একমত।'

এবার মিস মার্পলের দিকে তাকাল জয়েস।

মুচকি হেসে তিনি বললেন, 'খুঁটিনাটি অনেক কিছু নজর এড়িয়ে যায় পুরুষদের, কিন্তু মহিলাদের বেলায় তা হয় না। কারণ ঘরের কাজকর্ম তো মহিলাদেরকেই করতে হয়, তা-ই না?'

চুপ হয়ে গেছে সবাই, এমনকী জয়েস লেম্প্রেইরিও। টুয়েস ডে নাইট ক্লাবের সদস্যরা কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন মিস মার্পলের দিকে।

'রক্তের দাগ লেগে ছিল পেইভমেন্টে,' বলে চললেন মিস মার্পল। 'ঠিক কোন্ জায়গায়, বলো তো জয়েস? ডেনিস আর মার্জারি যে-কামরায় ছিল সেটার ব্যালকনির নিচেই, না?'

মাথা ঝাঁকাল জয়েস। 'আপনি তা হলে বুঝে ফেলেছেন?'

'লাল রঙের বেদিংড্রেস, তাতে রক্ত লেগে থাকলে কারও পক্ষে ঠাহর করা মুশকিল। ব্যাপারটা ধরতে পারেনি এমনকী ডেনিস বা মার্জারিও।'

'মাফ করবেন, মিস মার্পল,' বলে উঠলেন স্যর হেনরি, 'নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এখনও অন্ধকারে রয়ে গেছি আমি? শুনে মনে হচ্ছে আপনি আর মিস লেম্প্রেইরি যা নিয়ে কথা বলছেন তা আপনাদের কাছে দিবালোকের মতো স্পষ্ট। কিন্তু আমরা পুরুষরা তো কিছুই বুঝতে পারছি না!'

'গল্পের শেষটা বলি এবার,' মিস মার্পলকে কিছু বলতে না-দিয়ে বলে উঠল জয়েস। 'বছরখানেক পরের কথা। ইস্টকোস্টের একটা ছোট সী-সাইড রিসোর্টে আছি তখন, ছবি আঁকছি বরাবরের মতো। অদ্ভুত এক অনুভূতি হলো। মনে হলো এমন কিছু একটা ঘটছে, যে-অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছি আগেও। আমার সামনের পেইভমেন্টে তখন দাঁড়িয়ে আছে এক লোক, সঙ্গে এক মহিলা। আরেক মহিলাকে স্বাগত জানাচ্ছে ওরা দু'জনে। দ্বিতীয় মহিলার পরনে রক্তলাল ছিটকাপড়ের পোশাক। "ক্যারোল," বলছে লোকটা, "চমৎকার মানিয়েছে তোমাকে ওই কাপড়ে! কত বছর পর দেখা হলো তোমার সঙ্গে, বলো তো? আমার স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় আছে তোমার? নেই, না? ...জোয়ান, এ হলো আমার এক পুরানো বান্ধবী, মিস ক্যারোল হার্ডিং।"

'লোকটাকে চিনতে পারলাম সঙ্গে সঙ্গে—র‍্যাথোলের সেই ডেনিস। কিন্তু এবার ওর স্ত্রী মার্জারি না, জোয়ান নামের আরেক মেয়ে। আরও পার্থক্য আছে—ওই মেয়ের বয়স কম, পরনের কাপড় অপরিপাটি।

'ভাবলাম, পাগল হয়ে যাচ্ছি নাকি? কথা বলছে তিনজনে, পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি ওদের আলোচনা। সমুদ্রস্নানে যাওয়ার

বইঘর.কম

প্রস্তাব দিচ্ছে লোকটা।'

'তারপর?' নড়েচড়ে বসলেন স্যর হেনরি।

'তারপর আমার স্কেচিং-এর জিনিসপত্র যেটা যেখানে ছিল সেটা সেখানেই রেখে সোজা হাঁটা ধরলাম থানার উদ্দেশে। আমার কথা শুনলে আমাকে হয়তো পাগল ঠাউরাবে পুলিশের অফিসাররা, কিন্তু পরোয়া করি না।

'কপাল ভালো, থানায় গিয়ে দেখি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের এক অফিসার বসে আছেন, ডেনিস ডেকারের ব্যাপারেই সেখানে গেছেন তিনি। লোকটার উপর সন্দেহ জেগেছে পুলিশের। ওটা ওই লোকের আসল নাম না, বিভিন্ন সময়ে নিজের বিভিন্ন নাম রাখা ওর স্বভাব। জানা গেল, মেয়ে পটানোয় দারুণ ওস্তাদ সে, বিশেষ করে চুপচাপ আর সহজসরল মেয়েদের বেছে নেয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য। সে-রকম কাউকে পছন্দ হলে খোঁজখবর করে মেয়েটার ব্যাপারে, যদি দেখে ওর আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা বেশি না, তা হলে ফুসলিয়ে অথবা প্রেমের ফাঁদে ফেলে বিয়ে করে ফেলে মেয়েটাকে। তারপর মোটা অঙ্কের জীবনবীমা করায় ওই মেয়ের নামে। তারপর...ওহ্, বলতে গেলেও গা গুলিয়ে ওঠে আমার...ওর আসল স্ত্রী ক্যারোলকে নিয়ে নিজেদের পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ঘটায়...প্রতিবার।'

'নিজেদের পরিকল্পনা?' চোখ বড় বড় হয়ে গেছে ডক্টর পেণ্ডারের। 'প্রতিবার? কী সেটা?'

'বার বার ডেনিসের দাবি পরিশোধ করতে করতে একসময় সন্দেহ জাগে বীমা কোম্পানিগুলোর,' বলছে জয়েস, 'তাই স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের শরণাপন্ন হয় তারা। তদন্তে জানা যায়, প্রায় একই উপায়ে খুনগুলো করছে শয়তান লোকটা। বিয়ের কিছুদিন পর নতুন বউকে নিয়ে সাগরের ধারে নির্জন কোনও জায়গায় চলে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই একই জায়গায় আগমন ঘটে ওর

আসল স্ত্রী ক্যারোলের। তিনজনে একসঙ্গে সমুদ্রস্নানে যায়। পরে ডেনিস আর ক্যারোল মিলে খুন করে ক্যারোলের "সতীনকে"। লাশটা যতক্ষণে গাড়ির বুটে ঢুকিয়ে রাখে ডেনিস, ততক্ষণে "নতুন বউয়ের" কাপড় পরে নেয় ক্যারোল। দু'জনে কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়িয়ে একসঙ্গে ফেরে সরাইখানায় বা হোটেলে। তারপর একসময় দু'জনই ব্যতিব্যস্ত হয়ে খোঁজ করে ক্যারোলের, যাকে নিহত "নতুন বউয়ের" সঙ্গে বান্ধবী হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে ডেনিস। খুঁজে পাওয়া যায় না ক্যারোলকে—না পাওয়াটাই স্বাভাবিক, তাই আরেক জায়গায় যাওয়ার ভান করে তাড়াহুড়ো করে ওই এলাকা ত্যাগ করে দুই কুচক্রী। বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর আবার "ক্যারোল" হয়ে যায় ক্যারোল, গাড়ি থেকে নেমে দ্রুত পায়ে হাঁটা ধরে নিজের গাড়ির উদ্দেশে। জায়গামতো এসে গাড়ি নিয়ে চলে যায় সে-ও। পরের সাগরতীরে আসল জামাই-বউ হিসেবেই যায় ওরা, সেখানে স্বার্থসিদ্ধির জন্য বন্ধু-বান্ধব জুটিয়ে নেয় ডেনিস। গোসল করার বাহানায় জামাকাপড় খুলে সৈকতে রেখে সরে পড়ে ক্যারোল, ওদিকে নতুন জোটানো বন্ধুদের সঙ্গে দূরে চলে যায় ডেনিস। সুযোগ আর স্রোতের মতিগতি বুঝে নিয়ে গাড়িতে রাখা লাশটা তখন সাগরে ভাসিয়ে দেয় ক্যারোল। পরে, পরিকল্পনা অনুযায়ী ঠিক করে রাখা জায়গায়, মিলিত হয় দু'জনে।

'আমার ধারণা, মার্জারিকে যখন খুন করে ওরা তখন মেয়েটার কিছু রক্ত লেগে যায় ক্যারোলের লাল বেদিংড্রেসে। কিন্তু রঙ একই হওয়ায় ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি ক্যারোল। ড্রেসটা খুলে যখন ব্যালকনিতে শুকাতে দিয়েছিল, পানির সঙ্গে মিশে রক্তের ফোঁটা পড়ে পেইভমেন্টের উপর। মাত্র কয়েক ফোঁটা রক্ত ছিল, তাই পরে পানির সঙ্গে গড়িয়ে গিয়ে পেইভমেন্টের পাশের ঘেসো জমিনে উধাও হতে সময় লাগেনি।

বইঘর.কম

...আহ্,' কেঁপে উঠল জয়েস, 'দৃশ্যটা এখনও যেন ভাসে আমার চোখের সামনে!'

'এবার সব মনে পড়েছে আমার,' বললেন স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের প্রাক্তন কমিশনার স্যর হেনরি। 'শয়তানটার আসল নাম ডেভিস। ডেনিস, ডেকার ইত্যাদি অনেক ছদ্মনাম ছিল ওর। আর ওর বউটাও কম হারামি না। জুটি বেঁধে ভীষণ ধূর্ততার সঙ্গে করত ওরা খুনগুলো, তাই ওদেরকে ধরতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছিল তদন্তকারী অফিসারদের। তবে আমার কাছে আশ্চর্য লেগেছে কোন্‌টা, জানেন? বার বার ডেভিসের "নতুন বউয়ের" জায়গা দখল করত ক্যারোল, অথচ কেউ ধরতেও পারত না পার্থক্যটা। আসলে আমার মনে হয় "শিকার" হিসেবে এমন সব মেয়েকে বেছে নিত লোকটা, ক্যারোলের চেহারা বা শারীরিক গঠনের সঙ্গে মিল আছে যাদের। ...কী সাংঘাতিক চালাক সে! ক্যারোল যখন ওর নতুন নতুন সতীনদের লাশ ভাসাত সাগরে, তখন বন্ধুদেরকে নিয়ে বার বার দূরে সরে যেত—নিজের জন্য তৈরি করত নিখুঁত অ্যালিবাই।'

মিস মার্পলের দিকে তাকাল রেমণ্ড। 'জেন আণ্টি, আমরা কেউ ধরতে পারলাম না রহস্যটা, অথচ আপনি বুঝে ফেললেন কীভাবে? সারাজীবন কাটিয়েছেন গ্রামের শান্ত পরিবেশে...'

'শান্তি? গ্রামে? সুখ বা শান্তি গ্রামেও থাকে না, শহরেও না। ওসব কোথায় থাকে তা-ও জানি না আমি। তবে এটা জানি, সারাজীবন গ্রামে থাকলেও মানুষের স্বভাবচরিত্র খেয়াল করে দেখেছি আমি এবং মনে রাখার চেষ্টা করেছি।'

'মানে?'

'আমাদের গ্রামে মিসেস গ্রীন নামের এক মহিলা ছিলেন। তাঁর পাঁচ-পাঁচটা বাচ্চা, সবারই জীবনবীমা করানো। এবং নিজহাতে পাঁচটা বাচ্চাকেই দাফন করে বীমার টাকা আদায়

করেন তিনি। এই ঘটনার সঙ্গে মিলিয়ে নিলাম জয়েসের গল্পটাকে। ব্যস, দুইয়ে দুইয়ে যোগ করে চার বানানো হয়ে গেল আমার।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নাড়লেন মিস মার্পল। 'দোয়া করি তোমাদের মতো তরুণ-তরুণীরা যেন কখনও জানতে না পারে পাপ-পঙ্কিলতায় ভরা এই পৃথিবী কত জঘন্য একটা জায়গা।'

*মূল গল্প: দ্য ব্লাডস্টেইণ্ড পেইভমেণ্ট*

টুয়েস ডে নাইট ক্লাব। উপস্থিত সদস্যরা ভাবছেন, কোন্ ইন্টারেস্টিং গল্পটা বলে অন্যদের মনে দাগ কাটা যায়।

'আমি একটা কিছু ভেবেছি,' বলল জেন হেলিয়ার। কোনও কাজ করার নিঃশব্দ অনুমতি চেয়ে বড়দের দিকে তাকিয়ে যেভাবে হাসে বাচ্চারা, সে-রকম হাসি দেখা যাচ্ছে ওর চেহারায়।

নিঃশব্দেই অনুমতি দেয়া হলো ওকে।

'ঘটনাটা অবশ্য আমার না,' বলছে জেন, 'আমার এক বান্ধবীর।'

কিন্তু কর্নেল ব্যান্ট্রি, মিসেস ব্যান্ট্রি, স্যর হেনরি ক্লিদারিং, ডক্টর লয়েড এবং মিস মার্পলের কারও মনেই সন্দেহ নেই, জেনের সেই "বন্ধু" সে নিজে। অন্য কারও জীবনে ঘটা কোনও ঘটনার প্রতি কখনোই কোনও আগ্রহ দেখায় না সে, তাই সেগুলো মনে রাখার প্রশ্নই আসে না।

'বান্ধবীর নামটা বলা যাবে না, তবে সে একজন নামীদামি অভিনেত্রী।'

বিস্ময়ের ছাপ পড়ল না অন্য কারও চেহারায়।

'বছর দু'-এক আগে বেড়াতে বের হয়েছিল সে। কোথায় গিয়েছিল, তা-ও বলা যাবে না। শুধু জেনে রাখুন জায়গাটা লণ্ডন

থেকে বেশি দূরে না এবং একটা নদীর তীরে। ধরুন সেটার নাম...' থামল জেন। কী যেন ভাবছে, ভ্রূ কুঁচকে গেছে। আসলে বানিয়ে একটা নাম বলতেও বেগ পেতে হচ্ছে ওকে।

ওকে "উদ্ধার" করতে এগিয়ে এলেন স্যর হেনরি। 'রিভারবারি নামটা কেমন?'

'হ্যাঁ, চমৎকার! রিভারবারি। তো, যা-ই হোক, আমার বান্ধবী গেছে সেখানে, খুবই অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটল। ...আসলে...আমি বোধহয় গুছিয়ে বলতে পারছি না।'

'কিন্তু আমাদের বুঝতে কোনও অসুবিধা হচ্ছে না,' উৎসাহ দেয়ার চেষ্টা করলেন ডক্টর লয়েড। 'বলতে থাকুন।'

'খুবই অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটল। থানায় ডেকে পাঠানো হলো আমার বান্ধবীকে। গেল সে। ওর তখন মনে হচ্ছে, নদীতীরের বাংলোতে চুরি হয়েছে এবং গ্রেপ্তার করা হয়েছে এক যুবককে। আজব এক কাহিনি শোনাচ্ছে ওই যুবক। এবং সে-কারণেই ডেকে পাঠানো হয়েছে আমার বান্ধবীকে। আগে কখনও থানায় যায়নি সে। তবে অফিসারদের ব্যবহার ভালো...খুবই ভালো।'

'সে-রকমই হওয়া উচিত,' বললেন স্যর হেনরি।

'সার্জেন্ট...আমার মনে হয় সার্জেন্টই হবে...আবার ইন্সপেক্টরও হতে পারে, একটা চেয়ার এগিয়ে দিলেন আমার বান্ধবীর দিকে, কথা যা বলার তিনিই বলছেন। তাঁর কথা শুনে আমি বুঝতে পারলাম, আসলে একটা ভুল হয়ে গেছে...'

'আহ্,' মনে মনে বললেন স্যর হেনরি, 'আমি। শেষপর্যন্ত সত্যি কথাটা বেরিয়ে এসেছে মুখ দিয়ে।'

'আসলে...আমার বান্ধবী সেটাই বলেছে,' বলছে জেন, কী ভুল করেছে তা নিজেও জানে না সম্ভবত। 'পুলিশকে বলল সে, হোটেলে আণ্ডারস্টাডি'র সঙ্গে রিহার্সাল করছিল, এবং মিস্টার

বইঘর.কম

ফকনারের ব্যাপারে কখনও কিছু শোনেনি। সার্জেন্ট বলল, "মিস হেল..." ' থেমে গেল, লাল হয়ে গেছে।

'মিস হেলম্যান,' বলে দিলেন স্যর হেনরি, চোখ টিপলেন।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ধন্যবাদ। সার্জেন্ট বলল, "মিস হেলম্যান, আপনি ব্রিজ হোটেলে উঠেছেন? তা হলে তো ভুল হয়ে গেছে আমাদের। তারপরও, আপনাকে যদি নিয়ে যাই মিস্টার ফকনারের সামনে, কোনও অসুবিধা আছে?"

'আমি বললাম, "না, অসুবিধা কী?"

'গেলাম জায়গামতো। মিস্টার ফকনার দেখতে-শুনতে ভালোই। শুধু ভালো বললে কম বলা হয় আসলে, বেশ ভালো। বয়স কম, লাল লাল চুল। আমাকে দেখামাত্র হাঁ হয়ে যাচ্ছে তার মুখ। সার্জেন্ট বললেন, "এই কি সেই ভদ্রমহিলা?" সে বলল, "না। আমি কী বোকা!" হাসলাম আমি, বললাম, "অসুবিধা নেই।" '

'যদি কিছু মনে না করো,' মুখ খুললেন মিস মার্পল, 'আমার মনে হয় কে কী বলল সেসব বলার চেয়ে, কার কী ভুল হয়েছিল, কী চুরি হয়েছিল সেগুলো যদি বলো তা হলে ভালো হয়। আর...আমরা ইতোমধ্যেই বুঝে গেছি ঘটনাটা কার সঙ্গে ঘটেছে, কাজেই উত্তম পুরুষে বর্ণনা করলেই শুনতে ভালো লাগবে।'

'ঠিক আছে,' বলল জেন। 'ফকনারের পুরো নাম লেসলি ফকনার। বেশ কয়েকটা নাটক লিখেছে সে। তবে কপাল খারাপ ওর, একটাও মঞ্চস্থ হয়নি। লেখার পর অনেকের কাছেই নাটক পাঠায় সে, আমার কাছেও পাঠিয়েছে—পড়ে দেখার জন্য। ওটা পড়েছি, ভালো লেগেছে আমার, সেটা জানিয়ে মিস্টার ফকনারকে চিঠিও লিখেছি। বলেছি, ইচ্ছা করলে আমার সঙ্গে দেখা করতে পারে সে, নাটকটা নিয়ে কথা বলতে চাই আমি ওর

সঙ্গে। ঠিকানা বলেছিঃ দ্য বাংলো, রিভারবারি।

'আমার চিঠি পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই ঘাবড়ে গেল মিস্টার ফকনার, সন্তুষ্টও হয়েছে একইসঙ্গে। একদিন হাজির হয়ে গেল সে জায়গামতোঃ দ্য বাংলো। দরজা খুলে দিল একটা পার্লারমেইড। "মিস হেলিয়ার আছে?" জানতে চাইল মিস্টার ফকনার। "আছেন,' বলল মেইডটা, "আশা করছিলেন আপনি আসবেন।" অতিথিকে পথ দেখিয়ে ড্রইংরুমে নিয়ে এল সে। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, আমার বদলে মিস্টার ফকনারের সঙ্গে দেখা করল আমারই মতো দেখতে অন্য একটা মহিলা। আমাকে মঞ্চে নাটক করতে দেখেছে মিস্টার ফকনার, আমার ছবি দেখেছে, তারপরও ওই মহিলার ব্যাপারে কিছু সন্দেহ করল না।

'পরে ওই মহিলার বর্ণনায় মিস্টার ফকনার বলেছে, মহিলা লম্বা, ফর্সা, বড় বড় নীল চোখ আছে, আর দেখতে খুবই সুন্দরী—আমার কাছাকাছি অনেকটা। যা-হোক, ওর সামনে বসল মহিলা, নাটকটা নিয়ে কথা বলছে। মহিলা জানাল, নাটকটা ভালো লেগেছে ওর, কিন্তু সেটা কতখানি ব্যবসাসফল হবে তা নিয়ে সন্দেহ আছে। ওরা যখন কথা বলছে তখন ককটেল নিয়ে আসা হলো ওদের জন্য, একগ্লাস খেল মিস্টার ফকনার। এ-পর্যন্তই মনে আছে ওরঃ একগ্লাস ককটেল।

'ঘুম যখন ভাঙল ওর, বলা ভালো জ্ঞান যখন ফিরল, অথবা যা-ই বলুন না কেন আপনারা, তখন রাস্তায় ঝোপের ধারে শুয়ে আছে সে। রাস্তার মাঝখানে শুইয়ে দেয়া হয়নি ওকে, তাই গাড়িচাপা পড়ার ভয় নেই। পুরো ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত লাগছে ওর কাছে, শারীরিকভাবেও দুর্বল বোধ করছে একইসঙ্গে। উঠে দাঁড়িয়ে টলমল পায়ে হাঁটতে শুরু করল, কোন্‌দিকে যাচ্ছে জানে না নিজেই। হিতাহিত জ্ঞান যদি থাকত, তা হলে গিয়ে হাজির হতো দ্য বাংলোয়, আসল ঘটনা কী জানার চেষ্টা করত। কিন্তু

বইঘর.কম

নিজেকে তখন কেমন বোকা বোকা লাগছে ওর, হতবিহ্বল হয়ে পড়েছে, কী করছে তা বুঝতে পারছে না অথচ হাঁটছে তো হাঁটছেই। হিতাহিত জ্ঞান কেবল ফিরতে শুরু করেছে, এমন সময় পুলিশ গ্রেপ্তার করল ওকে।'

'কেন?' জিজ্ঞেস করলেন ডক্টর লয়েড।

'ওহ্! বলিনি আপনাদেরকে?' চোখ বড় বড় হয়ে গেছে জেনের। 'চুরি।'

'চুরির কথা বলেছ কিন্তু সেটা কোথায় হয়েছে কেন হয়েছে তা বলোনি,' বললেন মিসেস ব্যাণ্ট্রি।

'আসলে...মিস্টার ফকনার যে-বাংলোতে গিয়েছিলেন সেটা আমার না। এটা যে-লোক ভাড়া নিয়েছেন তার নাম...'

'আমাকে কি আরেকবার গডফাদারের দায়িত্ব পালন করতে হবে?' জিজ্ঞেস করলেন স্যর হেনরি। 'বিনামূল্যে ছদ্মনাম সরবরাহ করি আমি। ওই "বর্গাচাষির" বর্ণনাটা শুধু দিন, সঙ্গে সঙ্গে জুৎসই নাম পেয়ে যাবেন।'

'ধনী, শহুরে একটা লোক...আসলে একজন নাইট।'

'স্যর হারম্যান কোহেন,' প্রস্তাব করলেন স্যর হেনরি।

'চমৎকার! এক ভদ্রমহিলার জন্য ওটা ভাড়া নিয়েছেন তিনি। ওই মহিলা একজন অভিনেতার বউ, নিজেও অভিনয়-টভিনয় করেন।'

'অভিনেতার নাম দেয়া যাক ক্লড লিসন,' বললেন স্যর হেনরি। 'আর ভদ্রমহিলার...মঞ্চে তিনি যে-নামে পরিচিত সেটাই থাক...মিস মেরি কের্।'

www.boighar.com

'বাংলোটা আসলে একটা উইকএণ্ড কটেজ, সেখানে আছেন স্যর হারম্যান আর ওই অভিনেত্রী—মেরি কের্। অবশ্য স্যর হারম্যানের স্ত্রী জানেন না ব্যাপারটা। তাঁরা একসঙ্গে কেন থাকছেন সেখানে, আশা করি বুঝতে পারছেন আপনারা।'

'বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যা হয় আর কী,' ফোড়ন কাটলেন স্যর হেনরি।

'উপহার হিসেবে মেরি কের্‌কে বেশকিছু গহনা দিয়েছেন স্যর হারম্যান। সেগুলোর মধ্যে পান্নার কয়েকটা গহনাও আছে।'

'আহ্!' বললেন ডক্টর লয়েড। 'এতক্ষণে আমরা আসল ঘটনায় আসছি মনে হয়।'

'দ্য বাংলোয় আছে সব গহনা—তালা দিয়ে রাখার কথা একটা জুয়েলবক্সে। পুলিশ বলল, ব্যাপারটা বেপরোয়া হয়ে গেছে, কারণ যে-কেউ চুরি করে নিয়ে যেতে পারে বাক্সটা।'

স্ত্রীর দিকে তাকালেন কর্নেল ব্যান্ট্রি। 'দেখলে, ডলি, সবসময় বলি তোমাকে, তবুও তোমার টনক নড়ে না!'

'আমি যে-কায়দায় আমার গহনা রাখি,' স্বামীকে উপযুক্ত জবাব দেয়ার জন্য মুখ খুললেন মিসেস ব্যান্ট্রি, 'তা যদি ওই...কী যেন নাম...মেরি কের্ করত, তা হলে একটা গহনাও হারাত না।'

মিসেস ব্যান্ট্রির দিকে তাকাল জেন। 'তুমিও কি মেরি কেরের মতো জুয়েলবক্সে তালা দিয়ে সব গহনা আসলে রাখো কাপড়-রাখার ড্রয়ারে? যদি তা-ই হয় তা হলে তোমার জন্য খারাপ খবর আছে। কারণ ওই কাজই করেছিল মেরি কের্, কে বা কারা যেন খুলেছে ওর সবগুলো ড্রয়ার, ভিতরে যা ছিল সব তছনছ করে নিয়ে গেছে গহনাগুলো।'

'কিন্তু ওরা নিশ্চয়ই গহনাগুলো খুঁজছিল না?' গলায় জোর নেই মিসেস ব্যান্ট্রির। 'ওরা মনে হয় অন্যকিছু খুঁজছিল।'

'অন্যকিছুর কথা শুনিনি আমি। যা-হোক, পুলিশকে খবর দিল মেরি কের্। বলল, চুরি হয়েছে দ্য বাংলোয়, চুরিটা করেছে লাল চুলের এক যুবক যাকে সেদিন সকালে যেতে বলা হয়েছিল সেখানে। কিন্তু ওই যুবককে দেখেই সন্দেহ করে পার্লারমেইড,

বইঘর.কম

বাংলোর ভিতরে ঢুকতে দিতে অস্বীকৃতি জানায়। পরে ওই যুবককে একদিকের একটা জানালা দিয়ে বাংলোয় ঢুকতে দেখা গেছে। মেইডটা যুবকের এত নিখুঁত বর্ণনা দিল যে, চুরির একঘণ্টার মধ্যেই লোকটাকে গ্রেপ্তার করতে পারল পুলিশ। যুবক তখন পুলিশের কাছে সব বলল। আমি, মানে আমার নামে যে-চিঠি পাঠানো হয়েছিল ওকে তা-ও দেখাল। তারপর...তার পরের ঘটনা আগেই বলে ফেলেছি।'

'খুবই অদ্ভুত একটা গল্প,' বললেন ডক্টর লয়েড। 'মিস্টার ফকনার কি মিস কের্‌কে চিনতেন?'

'না...আসলে বলেছে যে সে নাকি চেনে না।'

'পুলিশ দ্য বাংলোয় গিয়েছিল?'

'হ্যাঁ। গিয়ে দেখে, ঘটনার যা বর্ণনা দেয়া হয়েছে সেভাবেই আছে সব—টান মেরে খুলে মেঝেতে ফেলে রাখা হয়েছে কতগুলো ড্রয়ার, উধাও হয়ে গেছে সব গহনা।

'যা-হোক, চুরির কয়েক ঘণ্টা পর হাজির হলো মিস মেরি কের্, বাইরে গিয়েছিল। পুলিশ পুছতাছ শুরু করতে না করতেই পাল্টা প্রশ্ন করল, "আগে বলুন আপনাদেরকে খবর দিল কে?"

'পুলিশের অফিসার তো তাজ্জব। "কেন, আপনি!"

'উত্তর শুনে মিস কের্ নিজেও যারপরনাই আশ্চর্য। "না, আমি জীবনেও ফোন করিনি আপনাদেরকে! চুরির খবর তো এখানে আসার পর শুনলাম!"

'পুলিশের অফিসার বলল, "কোথায় ছিলেন আপনি এতক্ষণ?"

' "নাটক করে এ-রকম একটা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার টেলিগ্রাম-মেসেজ পাঠিয়েছিল আমাকে," বলল মিস কের্। "নতুন একটা নাটকে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা চরিত্র দিতে চাইল,

অ্যাপয়েন্টমেন্ট করল আমার সঙ্গে। স্বাভাবিকভাবেই সেখানে ছুটে যেতে হয়েছে আমাকে। কিন্তু জায়গামতো গিয়ে টের পাই আসলে আমার সঙ্গে তামাশা করেছে কেউ, ধাপ্পা দিয়েছে আমাকে—কোনও টেলিগ্রাম-মেসেজই নাকি পাঠানো হয়নি আমার কাছে।" '

'ঘটনাস্থল থেকে মিস কের্‌কে সরিয়ে দেয়ার জন্য সাধারণ চালবাজি,' মন্তব্য করলেন স্যর হেনরি। 'পার্লারমেইডের কী খবর?'

'খবরটা শুনলে আশ্চর্য হবেন আপনারা। পুলিশকে বলল মেয়েটা, "মিস মেরি কের্ চলে যাওয়ার পর একটা ফোন এসেছিল আমার কাছে। হুবহু মিস কেরের কণ্ঠ।"

' "কী বলেছে?" জিজ্ঞেস করল পুলিশ অফিসার।

"জরুরি একটা জিনিস ভুলে ফেলে এসেছি; নিয়ে আসতে হবে তোমাকে।"

' "কী জিনিস?"

"আমার হ্যাণ্ডব্যাগটা। বেডরুমের ড্রয়ারে আছে। জলদি নিয়ে এসো, কারণ আমাকে ট্রেন ধরতে হবে।"

'ওটা নিয়ে ছুট লাগাল পার্লারমেইড, তবে তার আগে বাড়ির দরজা আটকে যেতে ভুল করল না। কিন্তু ওকে যে-ক্লাবে দেখা করতে বলেছে মিস কের্, সেখানে গিয়ে অপেক্ষা করা পর্যন্তই, মিস কেরের সঙ্গে দেখা হলো না।'

'হুম্‌ম্,' বললেন স্যর হেনরি, 'মনে হয় বুঝতে পারছি ব্যাপারটা। ধোঁকা দিয়ে প্রথমে খালি করা হয়েছে বাংলোটা। তারপর...। কিন্তু যা বুঝলাম না তা হলো, মিস্টার ফকনারের ভূমিকাটা কী? আরেকটা কথা। মিস কের্ যদি ফোন না করে থাকেন পুলিশকে, তা হলে কে করল?'

'উত্তর জানে না কেউ। কেউ এখনও বুঝতে পারেনি।'

বইঘর.কম

'ইন্টারেস্টিং,' বললেন স্যর হেনরি। 'ফকনার...নিজের যে পরিচয় দিয়েছে সে তা কি আসল না ভুয়া?'

'আসল। আমি যে-চিঠি লিখেছি ওকে, মানে আমি যে-চিঠি লিখে ওর কাছে পাঠিয়েছি বলে দাবি করা হচ্ছে, তা ওর কাছে আছে। আমার হাতের-লেখার সঙ্গে কোনও মিলই নেই সেই চিঠির হাতের-লেখার, কিন্তু সেটা জানারও উপায় ছিল না মিস্টার ফকনারের।'

'ঠিক আছে, ঘটনাটা তা হলে পর্যালোচনা করা যাক,' বললেন স্যর হেনরি। 'আমার কোথাও কোনও ভুল হলে ধরিয়ে দেবেন, মিস হেলিয়ার। সেই ভদ্রমহিলা আর তাঁর মেইডকে সুকৌশলে বের করা হলো বাংলো থেকে। ভুয়া একটা চিঠি পাঠিয়ে মিস্টার ফকনারকে নিয়ে যাওয়া হলো সেখানে। কিছু একটা খাইয়ে দিয়ে অজ্ঞান বানানো হলো লোকটাকে, ধরিয়ে দেয়া হলো পুলিশের হাতে। সেই ফাঁকে চুরি হয়ে গেল সব গহনা। ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ।'

'ওগুলো কি পরে আর পাওয়া গেছে?'

'না। সব ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করেন স্যর হারম্যান, কিন্তু শেষপর্যন্ত পারেননি। জানাজানি হয়, কেলেঙ্কারি হয়। ডিভোর্সের উদ্যোগ নেন তাঁর স্ত্রী। তারপর কী হয়েছিল, আর জানি না।'

'মিস্টার লেসলি ফকনারের কী হয়েছে?'

'শেষপর্যন্ত ছেড়ে দেয়া হয় তাকে। আসলে পুলিশের হাতে যথেষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণ ছিল না। এবার বলুন, আপনাদের কাছে কি পুরো ব্যাপারটা অদ্ভুত মনে হয় না?'

'অবশ্যই মনে হয়। প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, কাকে বিশ্বাস করবো আমরা? মিস হেলিয়ার, আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, মিস্টার

ফকনারের প্রতি একটুখানি হলেও দুর্বলতা আছে আপনার, একটুখানি হলেও বিশ্বাস করতে চান আপনি লোকটাকে। কাজটা করার বিশেষ কোনও কারণ আছে?'

'না। তবে লোকটা, আগেও বলেছি, দেখতে-শুনতে চমৎকার। অন্য কারও সঙ্গে আমাকে গুলিয়ে ফেলার জন্য কয়েকবার ক্ষমাও চেয়েছে। আমার কাছে তখন মনে হয়, সত্যি কথাটাই বলছে সম্ভবত।'

মিটিমিটি হাসছেন স্যর হেনরি। 'কিন্তু আপনাকে স্বীকার করতেই হবে, পুরো গল্পটা ওর বানানো হতে পারে। চিঠির হাতের-লেখার সঙ্গে আপনার হাতের-লেখার কোনও মিল নেই, তারমানে ওটা নিজেই লিখে থাকতে পারে সে। চুরি করা মাল কারও হাতে তুলে দিয়ে কিছু একটা খেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকতে পারে রাস্তার উপর। তবে...যদি জিজ্ঞেস করেন এত নাটক করার দরকার কী ওর, বলতে পারবো না। কারণ সব গহনা হাতে পাওয়ার পর যদি উধাও হয়ে যেত সে, কেউ কিচ্ছু করতে পারত না। হতে পারে...ওই বাংলোর কাছেপিঠে থাকে এমন কোনও লোক দেখে ফেলেছিল ওকে, তাই নাটকটা করতে হয়েছে। তখন নিজের উপর থেকে সন্দেহ সরিয়ে দেয়ার জন্য পুরো ঘটনা হয়তো নতুন করে সাজাতে হয়েছে ওকে। গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা খেয়াল রাখতে হবে: নাটক লেখে সে।'

'লোকটা কি সচ্ছল?' জিজ্ঞেস করলেন মিস মার্পল।

'মনে হয় না,' বলল জেন। 'টাকার টানাটানি আছে সম্ভবত।'

ডক্টর লয়েড বললেন, 'আমরা যদি মিস্টার ফকনারের কথা বিশ্বাস করি, তা হলে কেসটা আরও জটিল হয়ে যায়। মিস হেলিয়ারের ভূমিকায় অভিনয়-করা সেই অজানা-অচেনা মহিলা কেন সবকিছুর মধ্যে টেনে আনতে যাবে লোকটাকে? এত বড়

বইঘর.কম

একটা কমেডি নাটক করার জন্য কেন মঞ্চ সাজানো হলো?'

মিসেস ব্যাণ্ট্রি বললেন, 'একটা কথা বলো তো, জেন। মেরি কেরের সঙ্গে কি কখনও দেখা হয়েছিল ফকনারের?'

'না...আমি আসলে জানি না,' ভ্রূ কুঁচকে গেছে জেনের, মনে করার চেষ্টা করছে।

'যদি দেখা না হয়ে থাকে তা হলে কেসটা সমাধান করে ফেলেছি আমি!' মিসেস ব্যাণ্ট্রির কণ্ঠে যেন বিজয়োল্লাস। 'আমি নিশ্চিত সমাধান করে ফেলেছি আমি কেসটা। সব দোষ ওই শয়তান অভিনেত্রীর। এমন ভান করেছে, যেন শহরে ডেকে পাঠানো হয়েছে ওকে। ফোন করে মেইডকে ডেকে পাঠিয়েছে রেলস্টেশনে। তারপর দূর থেকে যেই দেখেছে ওখানে গেছে ওর চাকরানি, অমনি নিজে গিয়ে হাজির হয়েছে বাংলোয়। মিস্টার ফকনারের সঙ্গে আগেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল ওর, ওকে নেশার ওষুধ খাইয়ে বেহুঁশ করেছে। তারপর চুরির নাটক সাজিয়েছে। ফোন করেছে পুলিশকে, যতটা নিখুঁতভাবে সম্ভব বর্ণনা দিয়েছে ওর "বলির পাঁঠার", তারপর সত্যি সত্যিই রওনা দিয়েছে শহরের উদ্দেশে। তারপর ট্রেনে করে ফিরে এসে আশ্চর্য হওয়ার অভিনয় করে বলেছে কিছুই জানে না—যেন দুধে ধোওয়া তুলসি পাতা।'

'কিন্তু, ডলি, নিজের গহনা নিজেই চুরি করতে যাবে কেন মেরি কের্?'

'এক শ'টা কারণ বলে দিতে পারবো। হয়তো টাকা চেয়েছিল স্যর হারম্যানের কাছে, পায়নি। তাই গহনাগুলো চুরি যাওয়ার নাটক করেছে, তারপর সেগুলো গোপনে শহরে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দিয়েছে। আবার এমনও হতে পারে, কেউ ব্ল্যাকমেইল করেছে ওকে। বলেছে, গহনা দিতে হবে, তা না হলে ওর স্বামীর কাছে অথবা স্যর হারম্যানের স্ত্রীর কাছে সব

বলে দেবে। আরও কারণ আছে। হয়তো গহনাগুলো পাওয়ামাত্র বেচে দেয়, পরে সেগুলো দেখতে চেয়েও না-পেয়ে খিটখিটে হয়ে ওঠেন স্যর হারম্যান। তখন বাধ্য হয়ে চুরির নাটক করতে হয়—গল্প-উপন্যাসে এ-রকম অনেক ঘটনা পাওয়া যায়। আবার এমনও হতে পারে, চুরির নাটক সাজিয়ে আসলে স্যর হারম্যানের মনে করুণা জাগিয়েছে, তারপর নতুন আরেক সেট গহনা আদায় করে নিয়েছে নিজের জন্য। ফলে এক সেটের বদলে দুই সেট গহনা হয়ে গেছে ওর। যে-মহিলারা স্বামী থাকার পরও...থাক, বাজে কথা বলতে চাই না...তারা যে কতখানি ধূর্ত হয়, তার তুমি কী জানো?'

'আপনি খুব চালাক, ডলি,' বলল জেন, প্রশংসার সুর ওর কণ্ঠে। 'এতকিছু কখনওই ভাবিনি আমি।'

'হ্যাঁ, ডলি,' মুখ খুললেন কর্নেল ব্যান্ট্রি, 'তুমি চালাক হতে পারো, কিন্তু জেন একবারও বলেনি যা বলেছ তা ঠিক আছে। আমার সন্দেহ শহুরে সেই ভদ্রলোককে। ঠিক কীরকম টেলিগ্রাম পাঠালে বাংলো থেকে বাইরে বের করে আনা যাবে ভদ্রমহিলাকে, জানত সে। জানত, কারও সহযোগিতায় কীভাবে গায়েব করে দেয়া যাবে সব গহনা। চুরিটা যখন হয় তখন ওর অ্যালিবাই কী ছিল তা-ও মনে হয় জানতে চায়নি কেউ ওর কাছে, কারণ যত যা-ই হোক সে একজন তথাকথিত গণ্যমান্য নাইট!'

মিস মার্পলের দিকে তাকাল জেন। 'আপনি কী বলেন?'

অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে বসে আছেন মিস মার্পল, কেমন একটা হতবিহ্বলতা তাঁর চেহারায়। কুঁচকে আছে ভ্রূ দুটো। বললেন, 'মাই ডিয়ার, আমি আসলে জানি না কী বলবো। এই ঘটনার সঙ্গে মিলে যায় এ-রকম কোনও গ্রাম্য ঘটনা কখনও দেখিনি বা শুনিনি। তবে...হাউসমেইডের ব্যাপারটা যেন কেমন


বইঘর.কম

কেমন লাগছে আমার কাছে। সে বলেছে দরজায় তালা দিয়েছে, কিন্তু নিশ্চিত হওয়ার উপায় কী? অন্য চোর বা চোরদের জন্য দরজা খোলা রেখে, নিজের উপর থেকে সন্দেহ সরিয়ে দেয়ার জন্য স্টেশনে হাজির হয়নি সে—জানছি কী করে? কাজটা, কেন যেন, নিছক চুরি বলে মনে হচ্ছে না আমার। আচ্ছা, একটা কথা বলুন তো। আপনি বলেছেন, আণ্ডারস্টাডির সঙ্গে রিহার্সাল করছিলেন। কোন্ নাটকটা?'

'মিস্টার সমারসেট মম-এর "স্মিথ"।'

মাথা ঝাঁকালেন মিস মার্পল। 'দেখেছি নাটকটা। মিস্টার সমারসেট মম-এর বেশিরভাগ নাটকই দেখেছি।'

থেমে একটু দম নিলেন মিস মার্পল, তারপর আবার বলতে লাগলেন, 'আসুন, কেন চুরি করা হয়েছে তা নিয়ে কথা বলি আমরা। কারণটা কি বিদ্বেষ? কার প্রতি কার? মিস্টার ফকনারের প্রতি ওই অভিনেত্রীর? কেন? মিস্টার ফকনার কি দুর্ব্যবহার করেছে ওর সঙ্গে? হতে পারে। ...আমি আসলে নিশ্চিত না।'

'নিশ্চিত না?' যা শুনছেন তা যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না স্যর হেনরি। 'এক ও অদ্বিতীয় মিস মার্পল বলছেন রহস্যের সমাধান করতে পারছেন না তিনি? আমি কি ভুল শুনছি?'

'তারমানে আপনারা সবাই স্বীকার করে নিচ্ছেন সমাধান বের করতে পারবেন না?' জিজ্ঞেস করল জেন।

'হ্যাঁ,' মিনিটখানেকের লম্বা বিরতির পর সবার মুখপাত্র হয়ে বললেন স্যর হেনরি।

'আপনারা কেউই বলতে পারলেন না,' চেয়ারে হেলান দিল জেন, অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে নখ পলিশ করছে। 'ইন্টারেস্টিং।'

'সমাধানটা কী?' বললেন মিসেস ব্যাণ্ট্রি।

'সমাধান?'

'হ্যাঁ। কী হয়েছিল শেষপর্যন্ত?'

'জানি না।'

'কী?'

'আমিও আপনাদের মতো সমাধান হাতড়ে বেরিয়েছি, কিন্তু পাইনি। ভেবেছিলাম আপনারা পারবেন, তাই বলেছিলাম গল্পটা।'

সবার চেহারায় বিরক্তি। সবাই ভেবেছিল, কেউ যদি সমাধান বাতলে দিতে না পারে তা হলে শেষপর্যন্ত জেনই তা বলে দেবে। কিন্তু এখন সে বলছে, নিজেই জানে না কী হয়েছিল শেষপর্যন্ত।

'তারমানে সত্য উদ্‌ঘাটন করা যায়নি আজও?' জিজ্ঞেস করলেন স্যর হেনরি।

'না।'

'জেন, আমার কী মনে হয়, জানো?' মুখ খুললেন মিসেস ব্যান্ট্রি। 'তুমি যদি গল্পের পাত্রপাত্রীদের আসল নাম বলতে, এতক্ষণে বলে দিতে পারতাম কে চোর।'

'কিন্তু কাজটা করা সম্ভব না আমার পক্ষে।'

'ঠিক আছে। তা হলে অন্তত এটা বলো, ওই শহুরে ভদ্রলোকের আসল নামটা কী।'

মাথা নাড়ল জেন। 'সেটাও বলা সম্ভব না।'

'বাসায় ফিরতে হবে আমাকে,' বললেন মিস মার্পল। 'আজকের রাতটা খুব উপভোগ্য ছিল। আমার মনে হয় মিস হেলিয়ারের গল্পটা পুরস্কার পাওয়ার মতো, না?'

অন্য কেউ কিছু বলল না।

'আমি...আসলে...দুঃখিত,' বলল জেন। 'বুঝতে পারছি আপনারা সবাই রাগ করছেন আমার উপর। শেষটা না জেনে একটা ঘটনা বলে ফেলেছি, এখন সমাধান বের করতে

বইঘর.কম

পারছেন না কেউই। আমিও আপনাদের কৌতূহল মেটাতে পারছি না।'

উঠে দাঁড়ালেন ডক্টর লয়েড। 'দুঃখিত হওয়ার কী আছে, ইয়ং লেডি? আপনি এমন একটা সমস্যা দিয়েছেন আমাদেরকে, যা নিয়ে যত ভাববো তত ধারালো হবে আমাদের বুদ্ধি!' গ্যালোশ পরতে সাহায্য করছেন তিনি মিস মার্পলকে।

উলের শালটা পরে নিলেন মিস মার্পল, তারপর গুড নাইট বললেন সবাইকে। চলে যাওয়ার আগে এগিয়ে এলেন জেন হেলিয়ারের দিকে, ঝুঁকে পড়ে ফিসফিস করে কিছু একটা বললেন ওর কানে।

চমকে উঠল জেন, নিজের অজান্তেই বলে ফেলল, 'ওহ্!'

ঘাড় ঘুরিয়ে ওর দিকে তাকাল বাকিরা।

মাথা ঝাঁকালেন মিস মার্পল। মিটিমিটি হাসতে হাসতে বেরিয়ে যাচ্ছেন, তাঁকে তাঁর কটেজে পৌঁছে দেয়ার জন্য তাঁর পিছু পিছু যাচ্ছেন ডক্টর লয়েড।

মিস মার্পলের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জেন হেলিয়ার।

'ঘুমাতে যাবে না, জেন?' জিজ্ঞেস করলেন মিসেস ব্যাণ্ট্রি।

জবাব দিল না জেন, এখনও তাকিয়ে আছে।

'কী সমস্যা? এমন ভাব করছ, যেন ভূত দেখেছ।'

বড় করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল জেন। সুন্দর করে হাসল, দেখে হতভম্ব হয়ে গেলেন ঘরে উপস্থিত দুই পুরুষ। মেজবান, মানে মিসেস ব্যাণ্ট্রির পিছু পিছু সিঁড়ি বেয়ে চলে এল সে ওর ঘরে।

'আগুন তো দেখছি নিভু নিভু হয়ে গেছে,' বললেন মিসেস ব্যাণ্ট্রি, উস্কে দিচ্ছেন সেটা। 'অনেক দেরি হয়ে গেছে আজ। রাত একটার বেশি বাজে!'

'তাঁর মতো আরও কেউ আছে কি না জানো?' জিজ্ঞেস করল জেন হেলিয়ার।

'কার কথা বলছ? ওই হাউসমেইড?'

'না। ওই বুড়ি মহিলা...কী যেন নাম...মার্পল।'

'ওহ্! আমি জানি না। বিশেষ কী দেখতে পেয়েছ তাঁর ভিতরে? আটপৌরে চেহারা...অকপট কথাবার্তা...গ্রামের আর দশজন সাধারণ চিরকুমারী বুড়ির মতোই তো তিনি।'

'কী করবো বুঝতে পারছি না,' আবারও দীর্ঘশ্বাস ফেলল জেন।

'কী হয়েছে?'

'দুশ্চিন্তায় ভুগছি।'

'কী নিয়ে?'

'ডলি, তুমি জানো ওই বুড়ি মহিলা আমার কানে ফিসফিস করে কী বলে গেছেন?'

'না। কী বলেছে?'

'বলেছেন: "আপনার জায়গায় আমি থাকলে করতাম না কাজটা, মাই ডিয়ার। কখনও কোনও মহিলার কাছে সঁপে দেবেন না নিজেকে, ওই মহিলাকে যদি বন্ধু বলে মনে হয় তবুও না।" জানো, ডলি, কথাটা একদম ঠিক।'

'এটা কি কোনও প্রবাদ? যদি হয় তা হলে আমিও বলছি কথাটা ঠিক। কিন্তু তার সঙ্গে দুশ্চিন্তায় ভোগার সম্পর্ক কী?'

'একটা মেয়েমানুষের বোধহয় আরেকটা মেয়েমানুষকে কখনওই বিশ্বাস করা ঠিক না।' www.boighar.com

'কার কথা বলছ? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!'

'নেটা গ্রিন, আমার আণ্ডারস্টাডি। আমাদের নাটকের দলে অন্য যে-কোনও অভিনেত্রীর জায়গায় অভিনয় করতে পারত

বইঘর.কম

সে।'

'তোমার আণ্ডারস্টাডির ব্যাপারে মিস মার্পল জানলেন কী করে?'

'জানি না। মনে হয় অনুমান করেছেন।'

'জেন, দয়া করে কি বলবে আসল ঘটনা কী? তোমার কথা শুনে এখন আমিও তো ভুগছি দুশ্চিন্তায়!'

'ওই গল্পটা, একটু আগে তোমাদেরকে বলেছি যেটা...ডলি, আমার জীবন থেকে ক্লডকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল যে-মহিলা, তাকে তো চেনো?'

মাথা ঝাঁকালেন মিসেস ব্যাণ্ট্রি। ক্লড এভারারি নামের এক অভিনেতার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল জেনের। কিন্তু পরে অন্য এক মহিলার সঙ্গে মজে যায় ক্লড, শেষে জেনের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় লোকটার।

'কিছুদিন রোমান্স করার পর ওই মহিলাকে বিয়ে করে ক্লড,' বলছে জেন। 'আফসোস, ওকে যদি তখন সব কথা বলতে পারতাম মহিলাটার ব্যাপারে! যে-বাংলোর কথা বলেছি, তখন সেখানে স্যর জোসেফ স্যামন, মানে সেই শহুরে ভদ্রলোকের সঙ্গে উইক-এণ্ড কাটাচ্ছে সেই...থাক, গালি দিয়ে লাভ কী? একহাত দেখিয়ে দিতে চেয়েছিলাম ওকে, সবাইকে জানিয়ে দিতে চেয়েছিলাম কী ধরনের মহিলা সে। বুঝতেই পারছ, বড়সড় একটা চুরি যদি ঘটানো যেত ওই বাংলোয়, শুধু তা হলেই রাষ্ট্র হতো কার সঙ্গে কোথায় থাকছে শয়তান মহিলাটা।'

'জেন!' যেন দম আটকে আসছে মিসেস ব্যাণ্ট্রির। 'তুমি...তুমি...' কথা সরছে না তাঁর মুখে।

'সেজন্যই "স্মিথ" নাটকটা বেছে নিই তখন। রিহার্সাল করার জন্য পার্লারমেইডদের কিট পরতে হয়েছিল আমাকে।

তাই যখন ডেকে পাঠানো হলো আমাকে থানায়, রিহার্সালের কথা বলতে সঙ্কোচ বোধ করিনি।'

'কিন্তু...কিন্তু...' এখনও যেন বিস্ময় কাটছে না মিসেস ব্যান্ট্রির। 'কীভাবে...'

'মেরি কের্ আর ওর চাকরানিকে সরিয়ে দেয়ার পর নেটাকে নিয়ে হাজির হলাম বাংলোয়। পার্লারমেইড সেজে মিস্টার ফকনারের জন্য দরজা খুললাম আমিই। আমার ভূমিকায় অভিনয় করল নেটা। ওকে কখনও দেখেনি ফকনার, আবার দেখার কোনও সম্ভাবনাও ছিল না। মেকআপ নিয়ে নিজের চেহারা তখন অনেক বদলে ফেলেছি আমি, তা ছাড়া পার্লারমেইডদের দিকে ক'জনই বা খেয়াল করে তাকায়, বলো? ককটেইলের মধ্যে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে অজ্ঞান করলাম লোকটাকে, তারপর দু'জনে ধরাধরি করে নিয়ে গিয়ে ফেলে রাখলাম রাস্তার একপাশে। হাতিয়ে নিলাম জুয়েলবক্সটা, ফোন করলাম পুলিশকে, তারপর ফিরে এলাম হোটেলে। ...বিশ্বাস করো, বেচারা ফকনারকে ফাঁসাতে খুব খারাপ লাগছিল, কিন্তু কোনও উপায়ও ছিল না।'

কথা সরছে না মিসেস ব্যান্ট্রির মুখে।

'কেলেঙ্কারির খবরটা বিস্তারিতভাবে ছাপা হলো পত্রিকায়,' বলছে জেন, 'ক্লড জানতে পারল আমাকে ছেড়ে কাকে বিয়ে করেছে সে। আমিও আমার বদলা নিতে পারলাম।'

ধপাস করে বিছানায় বসে পড়লেন মিসেস ব্যান্ট্রি, গোঙাচ্ছেন। 'বদলা? জানাজানি হলে জেল হবে তোমার, তারপরও বলছ বদলা?'

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ—জানাজানি হলে। তোমরা তো জেনেছ সব, মিস মার্পল বাদে কেউ কি অনুমান করতে পেরেছ আসল চোর কে?' আবার দুশ্চিন্তার ছাপ পড়ল জেনের চেহারায়। 'সত্যি

বইঘর.কম

করে বলো তো, মিস মার্পলের মতো আরও কেউ আছে নাকি এখানে?'

'না, নেই।'

'কিন্তু...মিস মার্পল যেমনটা ইঙ্গিত দিয়েছেন...ঝুঁকি নেয়াটা বোধহয় ঠিক হবে না আমার। অপরাধ করেছি, আমি আসলে নেটার মুঠোর ভিতরে বন্দি হয়ে গেছি। যে-কোনও সময় আমার বিরুদ্ধে চলে যেতে পারে সে, অথবা ব্ল্যাকমেইল করতে পারে আমাকে, অথবা অন্য যে-কোনওকিছু করতে পারে। যদিও কথা দিয়েছে কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, কিন্তু...মেয়ে হয়ে আরেকটা মেয়েকে বিশ্বাস করি কী করে? না, ঝুঁকি নেয়াটা আসলেই ঠিক হবে না।'

'কিন্তু ইতোমধ্যেই অনেক বড় ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছ তুমি।'

'না, এখনও নিইনি।'

'মানে?'

'পুরো ঘটনা অতীতকালের বর্ণনায় বলেছি আমি, কিন্তু আসলে সেটা ঘটেইনি এখনও।'

'মানে!'

'ওটা ঘটানোর পরিকল্পনা আছে আমার। সামনের শরৎকালে, মানে সেপ্টেম্বর মাসে।'

'ওদিকে জেন মার্পল আগেভাগেই বুঝে গেছেন সব? অথচ একটা কথাও বলেননি আমাদের কাউকে?'

'তা-ই তো দেখলাম। হয়তো সেজন্যই আমাকে সাবধান করে দিয়ে বলে গেছেন, অন্য কোনও মেয়ের মুঠোর ভিতরে যাতে বন্দি না হই। ...ডলি, তুমিও সব জেনে গেছ, এখন বলো কী করবে?'

'কী করবো? দুই হাত জোড় করে তোমাকে বলবো, ওসব পাপচিন্তা ঝেড়ে ফেলে দাও মাথা থেকে। তোমার হয়ে নিয়তিই

শোধ নেবে ওই...নামটাই তো জানা হলো না এখনও...জঘন্য মহিলার উপর, যে তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে তোমার স্বামীকে। একটু ধৈর্য ধরো।'

'ঠিক আছে, ডলি,' বিড়বিড় করল মিস হেলিয়ার, 'ঝেড়ে ফেলে দিলাম আমি পরিকল্পনাটা। অন্য আরও কেউ থাকতে পারে মিস মার্পলের মতো...'

*মূল গল্প: দি অ্যাফেয়ার অ্যাট দ্য বাংলো*


বইঘর.কম

## অদ্ভুত উইল

স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে খাঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করলেন মিস্টার পেথেরিক। কিছুটা গুরুত্বের সঙ্গে করলেন কাজটা, মনে হয় দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছেন টুয়েস ডে নাইট ক্লাবের অন্য সদস্যদের। ক্ষমা প্রার্থনার ঢঙে বললেন, 'আগেই বলে রাখি, একের পর এক যেসব চাঞ্চল্যকর কাহিনি শুনছি আমরা, সেগুলোর তুলনায় আমার গল্প তেমন আকর্ষণীয় মনে হবে না আপনাদের কাছে। তবে আমার কাছে ঘটনাটা ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছে। এবং যে-লোক ঘটিয়েছে ওটা, সব শোনার পর মানতেই হবে, উদ্ভাবনী ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে সে।'

'আপনি যেহেতু উকিল,' বলল জয়েস লেম্প্রেইরি, 'নিশ্চয়ই আইনের গল্প শোনাবেন আমাদেরকে?'

'না, না, মাই ডিয়ার ইয়াং লেডি,' আশ্বস্ত করলেন মিস্টার পেথেরিক, 'আইনের মারপ্যাঁচের মধ্যে যাবো না একদম। আমার কাহিনি খুব সাদাসিধা, যে-কেউ বুঝতে পারবে।' আবারও গলা খাঁকারি দিলেন তিনি। 'ঘটনাটা আমার এক প্রাক্তন মক্কেলকে নিয়ে। তাঁর নাম...ধরুন...মিস্টার সাইমন কড। অনেক টাকা-পয়সার মালিক তিনি, যে-জায়গায় বিশাল এক বাড়ি বানিয়ে থাকতেন সেটা এখান থেকে বেশি দূরে না। যুদ্ধে তাঁর এক ছেলে মারা গেছে। এই ছেলের ঘরে ছোট একটা

মেয়ে আছে, নাম ক্রিস্টোবেল, আদর করে ডাকা হয় ক্রিস। ওকে জন্ম দিতে গিয়ে মরেছে ওর মা। বাবাও নেই, মা-ও নেই, কাজেই দাদা ছাড়া ক্রিসের কোনও গতিও নেই। মেয়েটা তাই দাদার কাছেই থাকে। আর দাদাও পারলে জান দিয়ে দেন নাতনির জন্য এমন অবস্থা।

'ঈশ্বরের ইচ্ছা বোঝার ক্ষমতা নেই আমাদের, বোঝার দরকারও নেই সম্ভবত। ক্রিসের বয়স যখন এগারো তখন মারাত্মক নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হলো সে। নাতনির জন্য সম্ভাব্য সবকিছু করলেন মিস্টার কড, কিন্তু শেষপর্যন্ত বাঁচাতে পারলেন না বেচারীকে। তাঁর চোখের সামনে মারা গেল মেয়েটা। তখন বেচারা কডের অবস্থাটা কী হতে পারে, বুঝে নিন আপনারা।

'ক্রিস মারা যাওয়ার কিছুদিন আগে মিস্টার কডের এক ভাই হতদরিদ্র অবস্থায় মারা গেছে, ভাইয়ের দুই মেয়ে গ্রেস আর মেরি এবং এক ছেলে জর্জকে যাতে পথে বসতে না-হয় সেজন্য নিজের বাড়িতে ওদের থাকার ব্যবস্থা করেছেন তিনি। কিন্তু ভাতিজা-ভাতিজিদের জন্য যতই উদার হন না কেন, নাতনির মতো টান ছিল না ওদের প্রতি। তারপরও কাছের এক ব্যাংকে চাকরিতে ঢুকিয়ে দেন জর্জকে, ফিলিপ গ্যারোড নামের এক রিসার্চ কেমিস্টের সঙ্গে বিয়ে দেন গ্রেসের। মেরি আবার একটু আলাদা রকমের—চুপচাপ, আপনমনে থাকে বেশিরভাগ সময়, বাড়িতে থেকে দেখাশোনা করে চাচার। মেয়েটা চাপা স্বভাবের হলেও বোঝা যায় চাচাকে বেশ পছন্দ করে।

'ক্রিসের মৃত্যুর পর একদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন সাইমন কড, নতুন একটা উইল বানাতে বলেন আমাকে। সে-অনুযায়ী তাঁর সব সহায়সম্পত্তি আর টাকা-পয়সা সমান তিন ভাগে ভাগ হবে, ভাতিজা-ভাতিজিরা পাবে একটা করে ভাগ।

বইঘর.কম

'সময় বয়ে চলল। একদিন ঘটনাক্রমে দেখা হয়ে গেল জর্জ কডের সঙ্গে। ওর চাচার খবর জানতে চাইলাম, কারণ তখন বেশ কিছুদিন হয়ে গেছে দেখা হচ্ছে না মিস্টার কডের সঙ্গে। আশ্চর্য হয়ে দেখি, চাচার কথা শুনে চেহারা কালো হয়ে গেছে জর্জের। বলল, "বুড়ো বয়সে চাচাকে ভীমরতিতে ধরল কি না বুঝতে পারছি না। বোঝানোর কম চেষ্টা করিনি, কিন্তু কোনও কথাই কানে তুলছেন না তিনি।"

'থতমত খেয়ে গেলাম। জানতে চাইলাম কী হয়েছে।

"ভূতপ্রেতের কারবার শুরু করেছেন চাচা। অবস্থা দিন-দিন খারাপ থেকে আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে।"

"কীসের কারবার বললে?" মনে হলো ভুল শুনেছি।

"ভূতপ্রেতের কারবার। ভূত, প্রেতাত্মা ইত্যাদিতে বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন তিনি। সেই বিশ্বাস বাড়তে-বাড়তে রীতিমতো প্রেতসাধনায় রূপ নিয়েছে। মিসেস ইউরিডাইস স্প্র্যাগ নামের জনৈকা আমেরিকান প্রেতসাধকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে তাঁর। শয়তান মহিলাটা...কী আর বলবো...আপনি মুরুব্বি মানুষ, আপনার সামনে মুখ খারাপ করাটা ঠিক না বলে গালি দিলাম না, আসলে একটা প্রতারক। ভুলভাল বুঝিয়ে আমার সহজসরল চাচার মাথা খেয়েছে সে। আপনি যখনই যাবেন আমাদের বাড়িতে, দেখবেন চাচাকে নিয়ে বসে আছে জোচ্চোরটা। জিজ্ঞেস করলে বলে, আধ্যাত্মিক বৈঠকে বসেছে—দু'জনে মিলে কথা বলছে আত্মাদের সঙ্গে। কার আত্মা জানতে চাইলে একটাই জবাব—ক্রিস্টোবেলের আত্মা। দাদাকে নাকি এখনও ভুলতে পারেনি মেয়েটা, কারণ ওর খুঁটিনাটি সবকিছুর প্রতি লক্ষ রাখতেন তিনি। ...বাটপারি আর কাকে বলে? জুতিয়ে যদি বিদায় করতে পারতাম হারামি মহিলাটাকে তা হলে কলিজা ঠাণ্ডা হতো আমার।"

'বাকি কাহিনি বলার আগে নিজের ব্যাপারে কিছু বলি। যারা প্রেতসাধনা করে তাদের সঙ্গে নেই আমি, কখনও ছিলামও না। আমি যুক্তির বাইরে একচুলও যেতে রাজি না। নিরপেক্ষ মন নিয়ে যদি ভেবে দেখেন আপনারা, যৌক্তিক কোনওকিছু পাবেন না স্পিরিচুয়ালিযমে। তারপরও স্বীকার করছি, পৃথিবীতে এমন অনেক কিছু ঘটে যা যুক্তির বাইরে। কাজেই ভূতপ্রেত বিষয়ে আমাকে বিশ্বাসীও বলা যায় না, আবার অবিশ্বাসীও বলা যায় না।

www.boighar.com

'যা-হোক, জর্জ কডের কাছ থেকে শুনে আমার ধারণা হলো, মিসেস ইউরিডাইস স্প্র্যাগ একটা জালিয়াত, এবং অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ ঘটতে চলেছে সাইমন কডের। তিনি যতই বিষয়বুদ্ধির অধিকারী হোন না কেন, নাতনির প্রতি তাঁর দুর্বলতাকে পুঁজি করে স্বার্থসিদ্ধির ধান্দায় আছে ওই মহিলা।

'ব্যাপারটা নিয়ে যতই ভাবছি, ততই ভুগছি অস্বস্তিতে। জর্জ, গ্রেস আর মেরি তিনজনকেই পছন্দ করি আমি। ওদের চাচার উপর মিসেস স্প্র্যাগ যে-রকম প্রভাব বিস্তার করেছে বলে শুনেছি তাতে স্পষ্ট বুঝতে পারছি, ভবিষ্যতে পস্তাতে হতে পারে তিন ভাইবোনকে।

'কাজেই সুযোগ পাওয়া মাত্র সাইমন কডের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে দেখি, সম্মানিত অতিথির মতো সে-বাড়িতে আছে মিসেস স্প্র্যাগ, মিস্টার কডের সঙ্গে ওর আচরণ বা কথাবার্তায় মনে হয় ওরা একজন আরেকজনের সখাসখী। এত বছর ধরে ওকালতি করছি, তাই ওই মহিলাকে দেখা মাত্র আমার আশঙ্কা আরও বাড়ল। মধ্যবয়সী ওই মহিলার ভয়-ডর বা লোকলজ্জা আছে বলে মনে হয় না। আর কাপড়? কী চিত্র-বিচিত্র জমকালো পোশাক তার পরনে! একটু পর-পর ভণ্ডোক্তি বের হয় তার মুখ দিয়ে, "কেন যে এত তাড়াতাড়ি আমাদেরকে ছেড়ে চলে যায়

বইঘর.কম

প্রিয় মানুষগুলো!”

‘জানতে পারলাম, স্বামীকে নিয়ে ওই বাড়িতে ঘাঁটি গেড়েছে মহিলা। লম্বা আর রোগাটে লোকটার নাম অ্যাবসেলম স্প্র্যাগ। বিষাদে ভরা চোরা-চোরা দৃষ্টিতে তাকায় সে সবসময়। যা-হোক, ওই দু’জনের কাছ থেকে বুদ্ধি খাটিয়ে আলাদা করলাম সাইমন কডকে, তারপর বললাম, “এসব কী করছেন আপনি?”

‘ “কী করছি?” গদগদ গলায় পাল্টা প্রশ্ন করলেন কড। “তার মানে তুমি বুঝতে পারোনি বিষয়টা। ইউরিডাইস স্প্র্যাগের মাধ্যমে নিয়মিত আধ্যাত্মিক বৈঠক করছি আমরা। ওহ্, তুলনা হয় না ওই মহিলার! এককথায় লাজবাব তিনি। প্রার্থনা কবুল হয়েছে আমার, এতদিনে মনের মতো একজনকে পেয়েছি! মহিলার অন্তরটা একদম সাদা, বুঝলে। টাকা-পয়সা কিচ্ছু চান না। আমার মতো যারা অতি আদরের আপনজনদের হারিয়ে বিচ্ছেদবেদনায় কাতর, তাদেরকে সাহায্য করতে পারার মধ্যেই ওঁর সব সুখ। আর আমার ক্রিসের প্রতি ওঁর টান...কী বলবো...একদম মায়ের মতো। ওঁর কারণেই তো আবার শুনতে পেয়েছি ক্রিসের কণ্ঠ, আবার কথা বলতে পেরেছি মেয়েটার সঙ্গে। ...আমাকে কী বলেছে মাসুম বাচ্চাটা, জানো? বলেছে, বাপ-মা’র সঙ্গে সুখেই আছে। আরও বলেছে, ওর বাপ-মাও নাকি পছন্দ করে মিসেস স্প্র্যাগকে। ...আচ্ছা, তুমি হঠাৎ করে ওই ভালোমানুষ মহিলার পেছনে লেগেছ কেন বলো তো?”

‘বাঘিনী যদি শিকারের টুঁটি কামড়ে ধরে, কার সাধ্য আছে সেই মরণকামড় থেকে উদ্ধার করে হতভাগা জন্তুটাকে? কাজেই আমি যে ওই মহিলার পেছনে লাগিনি, কারও পেছনে লাগা আমার স্বভাব না, এসব বোঝাতে পারলাম না সাইমন কডকে। কী করা যায় ভাবতে-ভাবতে ফিরে এলাম নিজের চেম্বারে। তখন হঠাৎ করেই মনে পড়ে গেল গ্রেসের স্বামী ফিলিপ

গ্যারোডের কথা। সব কথা জানিয়ে চিঠি লিখলাম ওকে। দুটো বিশেষ কথার উপর জোর দিলাম: এক, দিন যত যাচ্ছে, মিস্টার কডকে নিজের মুঠোর ভিতরে তত বন্দি করে ফেলছে মিসেস স্প্র্যাগ। এবং দুই, সম্ভব হলে কোনও সুপরিচিত প্রেতসাধনাচক্রের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া যেতে পারে মিস্টার কডকে, যাতে অন্তত ওই মহিলার থাবা থেকে বের হতে পারেন তিনি।

'বুদ্ধিমান মানুষ সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করে না এবং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করতেও দেরি করে না। একটা বিষয় বুঝতে পেরেছিল ফিলিপ, যা উকিল হয়েও বুঝতে পারিনি আমি—সাইমন কডের শারীরিক অবস্থা বেশি ভালো না, যে-কোনও সময় যে-কোনওকিছু ঘটে যেতে পারে। বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন লোক হিসেবে ফিলিপ যেমন চায়নি প্রাপ্য উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হোক ওর স্ত্রী, সৎ লোক হিসেবেও তেমন ঠকাতে চায়নি জর্জ বা মেরিকে।

'পরের সপ্তাহে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে সে, সঙ্গে বিখ্যাত প্রফেসর লংম্যান। তিনি শুধু প্রথম সারির একজন বিজ্ঞানীই না, স্পিরিচুয়ালিযম সম্পর্কেও জানেন অনেক কিছু। সৎ মানুষটার ভিতরে কপটতা বলে কিছু নেই, যা বলার সোজাসুজি বলেন।

'আমরা তিনজনে গেলাম সাইমন কডের কাছে। আমাদের উপস্থিতিতেই তথাকথিত আধ্যাত্মিক বৈঠক বসাল মিসেস স্প্র্যাগ। ওই একঘেয়ে প্রেতসাধনার বর্ণনা দিয়ে আপনাদের বিরক্তি উৎপাদন করতে চাই না। শুধু বলে রাখি, প্রফেসর লংম্যান বলতে গেলে মুখে কুলুপ এঁটে বসে ছিলেন সারাটা সময়। পরে, ঠিক করে বললে ওই বাড়ি থেকে চলে আসার দু'দিন বাদে, ফিলিপ গ্যারোডের উদ্দেশে একটা চিঠি পাঠান

বইঘর.কম

তিনি, যার সারমর্ম: মিসেস স্প্র্যাগের কাজকর্ম দেখে অথবা কথাবার্তা শুনে মহিলাকে ভণ্ড বলে মনে হয়নি তাঁর। তারপরও প্রেতসাধনার নামে যা ঘটছে সাইমন কডের বাসায় সেটাকে স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে পারছেন না। এবং ফিলিপ যদি ইচ্ছা করে তা হলে মিস্টার কডকে দেখাতে পারে চিঠিটা।

'দেরি না-করে চাচাশ্বশুরের কাছে গিয়ে হাজির হলো ফিলিপ, দেখাল চিঠিটা। কিন্তু ফল হলো উল্টো। তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে সাইমন কড বললেন, "তোমরা সবাই মিলে কী শুরু করেছ, বলো তো? মিসেস স্প্র্যাগের মতো একজন ভালোমানুষের নামে কুৎসা রটাতে লজ্জা করে না তোমাদের? অবশ্য এসব কথা আগেই আমাকে জানিয়ে রেখেছেন তিনি। এদেশে অনেক শত্রু তাঁর, সবাই তাঁকে হিংসা করে। তা ছাড়া তোমাদের এত জ্ঞানীগুণী প্রফেসর লংম্যান তো নিজেই বলেছেন ভণ্ডামি বলে কিছু নেই ভদ্রমহিলার ভিতরে। শোনো, তোমরা যদি বেশি বাড়াবাড়ি করো তা হলে তার ফল কিন্তু ভালো হবে না বলে রাখছি। মিসেস স্প্র্যাগ আমার কাছে দুনিয়ার যে-কোনও লোকের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কাজেই তাঁর খাতিরে দরকার হলে তোমাদের সবার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে রাজি আছি আমি!"

'মোদ্দা কথা, অনাহূতের মতো ওই বাড়ি থেকে বিদায় নিতে হলো ফিলিপকে। ওদিকে রাগারাগি করে শরীর খুব খারাপ হয়ে গেল মিস্টার কডের, শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন তিনি। ঘটনাটার দু'দিন পর জরুরি ডাক এল আমার, ছুটে গেলাম দেরি না-করে। গিয়ে দেখি, বিছানার সঙ্গে বলতে গেলে মিশে গেছেন বেচারা কড, ডাক্তারিবিদ্যার কিছুই জানি না তারপরও আমার মনে হলো গুরুতর অসুস্থ তিনি। এমনকী দম নিতেও কষ্ট হচ্ছে তাঁর।

"টের পাচ্ছি সময় শেষ হয়ে এসেছে আমার," বললেন

তিনি, “যা বলবো শুধু শুনে যাও, পেথেরিক, তর্কাতর্কি কোরো না। যে-মানুষটা পৃথিবীর অন্য যে-কারোর চেয়ে বেশি করেছেন আমার জন্য, মরার আগে তাঁর জন্য কিছু করে যেতে চাই আমি। নতুন একটা উইল বানাতে চাই।”

‘ “নিশ্চয়ই,” বললাম আমি, “কী করতে চান বলুন, একটা খসড়া বানিয়ে পাঠিয়ে দেবো আপনার কাছে।”

‘ “অত সময় পাবো বলে মনে হয় না। আজ রাতটাও পার করতে পারবো কি না সন্দেহ হচ্ছে আমার। যা লেখার আমিই লিখে রেখেছি,” হাতড়ে-হাতড়ে বালিশের নিচ থেকে এক তা কাগজ বের করলেন তিনি, কাঁপা-কাঁপা হাতে বাড়িয়ে ধরলেন আমার দিকে, “পড়ে দেখো ঠিক আছে কি না।”

‘হাতে নিলাম কাগজটা। পেন্সিল দিয়ে লিখেছেন মিস্টার কড। বিষয়বস্তু সহজ আর পরিষ্কার। ভাতিজা-ভাতিজিদের প্রত্যেকের জন্য পাঁচ হাজার পাউণ্ড করে দিয়ে যাচ্ছেন তিনি। “কৃতজ্ঞতা আর সন্তুষ্টির বহিঃপ্রকাশ” হিসেবে সহায়সম্পত্তির অবশিষ্টাংশ লিখে দিচ্ছেন ইউরিডাইস স্প্র্যাগের নামে।

‘মোটেও পছন্দ হলো না উইলটা, কিন্তু কিছু করার নেই। ওটাকে পাগলামি বলে উড়িয়ে দেয়ারও উপায় নেই—বুড়ো লোকটা মানসিক দিক দিয়ে আর দশজনের মতোই স্বাভাবিক।

‘ঘণ্টা বাজিয়ে দুই চাকরানিকে ডাকলেন তিনি। ছুটে এল ওরা। হাউসমেইডের নাম এমা গণ্ট—লম্বা আর মাঝবয়সী এক মহিলা, অনেক বছর ধরে কাজ করছে ওই বাড়িতে, আপনজনের মতো দেখাশোনা করছে মিস্টার কডের। সঙ্গে বাড়ির বাবুর্চি—ত্রিশ বছরের এক যুবতী, চেহারাও যেমন সুন্দর স্বাস্থ্যও তেমন ভালো।

‘ওই দু’জনের দিকে একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন সাইমন কড। তারপর বললেন, “নতুন একটা উইল করেছি

বইঘর.কম

আমি, সেটাতে সই করবো এখন, আমি চাই তোমরা দু'জন সাক্ষী হয়ে থাকো। ...এমা, আমার ফাউন্টেন পেনটা নিয়ে এসো তো।"

'মিস্টার কডের রাইটিং ডেস্কের দিকে এগিয়ে গেল এমা।

' "বাঁ দিকের দেরাজে না," বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন মিস্টার কড। "ওটা যে ডান দিকের দেরাজে থাকে জানো না?"

' "না, স্যর," বাঁ দিকের দেরাজ থেকে কলমটা বের করতে-করতে বলল এমা, "এটা এখানে।"

' "তার মানে গতবার আমার জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখার সময় উল্টোপাল্টা করে ফেলেছ তুমি। যে জিনিসটা যেখানে রাখি আমি, তোমরা সেটা সেখানে রাখতে না-পারলে মেজাজ খারাপ হয়ে যায় আমার।" রাগে গজ-গজ করতে-করতে নতুন এক তা পরিষ্কার কাগজে উইলটা লিখলেন তিনি। আইনের ভাষা যেটা যেখানে উল্লেখ করার দরকার ছিল বলে দিলাম আমি। লেখা শেষ হলে নিজের নাম সই করলেন মিস্টার কড। এমা গণ্ট আর বাবুর্চি লুসি ডেভিডও সই করল। উইলটা ভাঁজ করে লম্বা একটা নীল খামে ঢুকিয়ে রাখলাম আমি।

'চলে যাওয়ার জন্য ঘুরেছে এমা আর লুসি, এমন সময় হাঁপাতে-হাঁপাতে বালিশে মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন মিস্টার কড, চেহারা বিকৃত হয়ে গেছে। উদ্বিগ্ন হয়ে ঝুঁকে পড়লাম তাঁর উপর, ওদিকে ছুটে এল এমা গণ্ট। কিন্তু সামলে নিলেন মিস্টার কড, দুর্বল ভঙ্গিতে হেসে বললেন, "ঠিক আছি আমি, পেথেরিক, ঘাবড়ানোর কিছু নেই। আজ না-হোক কাল যখনই মরি, শান্তিতে মরতে পারবো, কারণ যা করতে চেয়েছিলাম তা করতে পেরেছি।"

'জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল এমা, চোখের ভাষায় জানতে চাইছে চলে যাবে কি না। মাথা ঝাঁকালাম আমি। কিন্তু

ঘুরে চলে যেতে গিয়েও গেল না সে, হাঁটু ভেঙে বসে পড়ে মেঝে থেকে তুলে নিল কী যেন, বাড়িয়ে ধরল আমার দিকে। সেই নীল খামটা। অমঙ্গল আশঙ্কায় যখন ঝুঁকে পড়েছিলাম মিস্টার কডের উপর, তখন আমার অজান্তেই ওটা খসে পড়েছে হাত থেকে। এমার কাছ থেকে জিনিসটা নিয়ে ঢুকিয়ে রাখলাম কোটের পকেটে, চলে গেল সে।

' "তোমাকে দেখে অখুশি মনে হচ্ছে, পেথেরিক," বললেন সাইমন কড। "তার মানে বাকিদের মতো ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে আছ তুমিও?"

"এখানে ভুল ধারণার কিছু নেই, মিস্টার কড। মিসেস স্প্র্যাগের উপর খুব সন্তুষ্ট আপনি, তাঁর প্রতি যারপরনাই কৃতজ্ঞ—এতে আমার কিছু বলার নেই, বলাটা উচিতও না আসলে। তারপরও নীতির খাতিরে একটা কথা না-বলে পারছি না—এতকিছু না-দিলেও পারতেন মহিলাকে। ওঁর মতো একজন আগন্তুকের জন্য আপনার নিজের রক্তমাংসদেরকে, আপনার সম্পত্তির যোগ্য উত্তরাধিকারীদেরকে বঞ্চিত করাটা ঠিক হলো না।"

'কথাটা বলে বেরিয়ে এলাম আমি। হল ধরে এগোচ্ছি, এমন সময় ড্রয়িংরুম থেকে বের হয়ে আমার সামনে দাঁড়াল মেরি কড। "চলে যাওয়ার আগে চা খেয়ে যাবেন না? আসুন, ভিতরে আসুন," বলে, আমাকে ড্রয়িংরুমে নিয়ে গিয়ে বসাল সে।

'ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বলছে। একটু আগে যে-ঘরে ছিলাম সেটার তুলনায় যথেষ্ট আরামদায়ক আর মনোরম লাগছে এ-ঘরটা। আমাকে ওভারকোট খুলতে সাহায্য করছে মেরি, এমন সময় ভিতরে ঢুকল ওর ভাই জর্জ। কোটটা মেরির হাত থেকে নিয়ে ঘরের আরেকপ্রান্তের একটা চেয়ারের উপর মেলে রাখল

বইঘর.কম

সে। তারপর ফিরে এল আগুনের কাছে, ওখানেই চা খেতে-খেতে গল্প জুড়ে দিল আমাদের সঙ্গে।

'পনেরো-বিশ মিনিট পর বেরিয়ে এলাম বাড়ির বাইরে। হঠাৎ খেয়াল হলো, ওভারকোটটা রয়ে গেছে ড্রয়িংরুমে। ওটা নিয়ে আসার জন্য আবার ওই ঘরে গিয়ে দেখি, ওটা যে-চেয়ারে মেলে রাখা হয়েছে সেটার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে আছে মিসেস স্প্র্যাগ। মনে হলো, চেয়ারের সুতিকাপড়ের কভারে কিছু একটা করছে মহিলা, কিন্তু ঠিক বুঝতে পারলাম না কাজটা কী।

"কখনওই ঠিকমতো লাগানো যায় না কভারটা," অভিযোগের সুরে বলল সে, আমাকে দেখে লাল হয়ে গেছে চেহারা। "আমাকে দিলেও এরচেয়ে হাজারগুণে ভালো কভার বানাতে পারতাম!"

'ওভারকোটটা তুলে নিয়ে গায়ে দিলাম। হঠাৎ চোখ পড়ল মেঝেতে, চেয়ারের পায়ার কাছে। নীল খামটা পড়ে আছে সেখানে। ওটা তুলে নিয়ে আবার পকেটে রাখলাম আমি, ভদ্রতার খাতিরে মিসেস স্প্র্যাগকে গুডবাই জানিয়ে চলে এলাম।

'চেম্বারে ফিরে এসে ওভারকোট খুলে রেখে উইলটা বের করলাম পকেট থেকে। ওটা হাতে নিয়ে ডেস্কের পাশে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় ভিতরে ঢুকল আমার ক্লার্ক। বলল, টেলিফোনে কেউ একজন কথা বলতে চাইছে আমার সঙ্গে, কিন্তু আমার ডেস্কের এক্সটেনশনটা কাজ করছে না বলে লাইন দেয়া যাচ্ছে না। আমার অফিসটা দু'কামরার, ভিতরে বসি আমি, বাইরে আমার ক্লার্ক; ওর সঙ্গে গেলাম ওর কামরায়। মিনিট পাঁচেক কথা বললাম ফোনে। রিসিভার নামিয়ে রাখার পর ক্লার্ক বলল, "আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য মিস্টার স্প্র্যাগ নামের এক ভদ্রলোক এসেছেন, স্যর। তাঁকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে বসিয়েছি আমি।"

'আবার গেলাম আমার কামরায়। ডেস্কের পাশের একটা চেয়ারে বসে আছে মিস্টার স্প্র্যাগ। আমাকে দেখে উঠে দাঁড়াল, চেহারায় তোষামুদির ভাব। তারপর শুরু করল অপ্রাসঙ্গিক বকবকানি, যার সারমর্ম: সে অনেক সৎ এবং ওর স্ত্রীর মতো ভালোমানুষ আর হয় না। মিস্টার কড যে এত সুনজরে দেখেন ওদেরকে, সেজন্য লোকে কী বলে ভেবে চিন্তায় অস্থির ওরা দু'জনে...

'হুঁ-হ্যাঁ ছাড়া আর কোনও মন্তব্য করলাম না, চুপ করে থাকলাম বেশিরভাগ সময়। একসময় বুঝতে পারল মিস্টার স্প্র্যাগ, খুব একটা ফায়দা হয়নি আমার কাছে এসে। তাই বিদায় নিয়ে চলে গেল। তখন আমার চোখ পড়ল ডেস্কের উপর। নীল খামটা পড়ে আছে—ফোন ধরতে যাওয়ার সময় আমিই রেখে গেছি। ওটা নিয়ে সীলগালা করে মুখ আটকে দিলাম, কার উইল তা লিখলাম ওটার গায়ে, শেষে ঢুকিয়ে রাখলাম আমার সিন্দুকে।

'এতক্ষণ যা বললাম, ধরে নিন সেটা আমার গল্পের ভূমিকা। এবার আসল ঘটনায় আসি। দু'মাস পর মারা গেলেন সাইমন কড। সিন্দুক থেকে তাঁর সেই উইল বের করাটা জরুরি হয়ে পড়ল। করলাম কাজটা, সীলগালা ভেঙে কাগজটা বের করলাম খাম থেকে। কী দেখলাম, জানেন? দেখলাম, একটা অক্ষরও লেখা নেই ওই কাগজে। পুরো পৃষ্ঠা ফাঁকা।'

থামলেন মিস্টার পেথেরিক, টুয়েস ডে নাইট ক্লাবের অন্য সদস্যদের দিকে তাকাচ্ছেন। কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাঁর দিকেই তাকিয়ে আছে সবাই, প্রত্যেকের চেহারায় আগ্রহ।

মজা পেয়ে মুচকি হাসলেন মিস্টার পেথেরিক। 'তাজ্জব ব্যাপার, না? দু'মাস ধরে আমার সিন্দুকে সীলগালা অবস্থায় পড়ে থাকল খামটা, ভিতরে মিস্টার কডের উইল। নিশ্চিতভাবে বলতে

বইঘর.কম

পারি আমি ছাড়া অন্য কেউ খোলেনি সিন্দুকটা, সীলগালা ভাঙা হয়নি, ভিতরের কাগজ বদলে দেয়া তো পরের কথা। তা হলে মিস্টার কডের শেষ ইচ্ছাগুলো উধাও হয়ে গেল কী করে?'

জবাব দিল না কেউ।

'তাঁর ঘর থেকে নীল খামটা নিয়ে বের হওয়ার পর, আমার সিন্দুকে সেটা ঢোকানো পর্যন্ত সময়ের ব্যবধান বেশি ছিল না। তা হলে অদল-বদলের কাজটা কে করল? কার স্বার্থ জড়িত কাজটার সঙ্গে?'

এবারও জবাব দিল না কেউ।

'আপনাদের সুবিধার জন্য রহস্যটার সারসংক্ষেপ আরেকবার বলি। সই করে উইলটা আমার হাতে দিলেন মিস্টার কড, ওটা নীল খামে ঢুকালাম আমি—এ-পর্যন্ত ঠিক আছে। খামটা ঢুকালাম ওভারকোটের পকেটে। পরে আমার হাত থেকে কোটটা নিল মেরি, দিল ওর ভাইকে। ওটা নিয়ে আমার চোখের সামনেই চেয়ারে মেলে দিল জর্জ। বেশ কিছুক্ষণ পর ড্রয়িংরুমে আবার ফিরে যেতে হলো আমাকে, নীল খামটা পড়ে থাকতে দেখলাম মেঝেতে, কাছেই বসে ছিল মিসেস স্প্র্যাগ। যে-অবস্থায় দেখেছি মহিলাকে, আর যে-খোঁড়া অজুহাত দিয়েছে সে, তাতে ধরে নেয়া যায় খাম থেকে উইলটা বের করে পড়েছে সে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, খাম থেকে উইলটা বের করে সেখানে সম্পূর্ণ সাদা এক তা কাগজ রেখে দেয়ার সুযোগ (opportunity) ছিল ওর হাতে, কিন্তু উদ্দেশ্য (motive) কী? কারণ উইলের বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ ওর পক্ষে। কাজেই সে যদি উইলটা গায়েব করে দিয়ে থাকে তা হলে বুঝতে হবে হয় সে মস্ত বোকা নয়তো আসলেই ভালোমানুষ। একই কথা মিস্টার স্প্র্যাগের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সুযোগ ছিল ওর হাতেও। ডেস্কের উপরে ছিল খামটা, আর আমার কামরায় দু'-তিন মিনিট সম্পূর্ণ একা ছিল সে। কিন্তু

এখানেও একই প্রশ্ন—কী উদ্দেশ্য?'

কথা নেই টুয়েস ডে নাইট ক্লাবের সদস্যদের মুখে।

এমনকী মিস মার্পলও চুপ করে আছেন। www.boighar.com

'তার মানে,' বলে চললেন মিস্টার পেথেরিক, 'যে-দু'জনের সুযোগ ছিল, আপাতদৃষ্টিতে তাদের কোনও উদ্দেশ্য নেই। ওদিকে আলোচনার খাতিরে যদি ধরে নিই উদ্দেশ্য ছিল মেরি আর জর্জের, তা হলে জোর দিয়ে বলতে পারি কোনও সুযোগ পায়নি ওরা। এবার আসুন হাউসমেইড এমা গন্টের কথায়। সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দেয়া যায় না ওকেও। মিস্টার কডের প্রতি অনুগত ছিল সে, পছন্দ করত জর্জ আর মেরিকেও। এবং ওই পরিবারের বেশিরভাগ সদস্যের মতো ওরও দু'চোখের বিষ ছিল মিসেস স্প্র্যাগ। কাজেই জর্জ, মেরি আর গ্রেসকে বঞ্চিত করা হচ্ছে এবং একইসঙ্গে ধনী বানিয়ে দেয়া হচ্ছে মিসেস স্প্র্যাগকে—জানার পর কিছু একটা করার ইচ্ছা জাগতেই পারে ওর মনে। গেল উদ্দেশ্যের কথা, এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সুযোগ কই? উদ্বিগ্ন হয়ে মিস্টার কডের দিকে ঝুঁকে পড়লাম আমি, মেঝেতে পড়ে গেল নীল খামটা...' www.boighar.com

'দাঁড়ান, দাঁড়ান,' বাধা দিয়ে বলে উঠল জয়েস লেম্প্রেইরি, 'এমনও তো হতে পারে, আপনি যখন ঝুঁকে ছিলেন মিস্টার কডের দিকে, তখন সুযোগ বুঝে আরেকটা সাদা কাগজ...'

'আমি নিশ্চিত তাঁর কাছে বাড়তি কোনও কাগজ ছিল না,' বললেন মিস্টার পেথেরিক।

'যদি বলি,' মুখ খুললেন ডক্টর পেণ্ডার, 'একটা সাদা কাগজ, আরেকটা নীল খামে ভরে অপেক্ষায় ছিল এমা?'

'তা হলে বলবো,' লম্বা করে দম নিলেন মিস্টার পেথেরিক, 'ভুল হচ্ছে আপনার। কারণ খামটা সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম আমি। এমার জানার কথা না, কোন্ রঙের কত বড় খাম নিয়ে

বইঘর.কম

যাবো আমি ওই বাড়িতে। তা ছাড়া আমার হাত থেকে ওটা পড়ে যাওয়াটা একটা দুর্ঘটনামাত্র, না-ও ঘটতে পারত ঘটনাটা। সেক্ষেত্রে যতই অপেক্ষা করুক না কেন এমা, আরেকটা সাদা কাগজ অথবা আরেকটা নীল খাম কোনও কাজে লাগত না ওর।' থেমে একে-একে সবার চেহারার দিকে তাকালেন তিনি। কেউ কিছু বলছে না দেখে বিজয়ীর হাসি হেসে বললেন, 'তার মানে, আমার আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ কিন্তু আসলে অসাধারণ গল্পটা সত্যিই ধাঁধায় ফেলে দিয়েছে আপনাদেরকে? কেউ বলতে পারছেন না মিস্টার কডের আশ্চর্য উইলের রহস্য কী?'

সবাইকে আশ্চর্য করে দিয়ে নিঃশব্দে হেসে ফেললেন মিস মার্পল, আস্তে-আস্তে চওড়া হচ্ছে তাঁর হাসি।

'কী ব্যাপার, জেন আন্টি?' জিজ্ঞেস না করে পারল না রেমণ্ড। 'হাসছেন কেন? হাসির কিছু বলেছেন নাকি মিস্টার পেথেরিক?'

'একটা কৌতুক মনে পড়ে গেল,' এখনও নিঃশব্দে হাসছেন মিস মার্পল।

'কৌতুক!' আকাশ থেকে পড়েছে যেন রেমণ্ড। 'এই সময়ে কৌতুক মনে পড়ল আপনার?'

'হ্যাঁ। ক্লাসে একবচন-বহুবচন পড়াচ্ছেন শিক্ষিকা। এক দুষ্টু ছাত্র জিজ্ঞেস করল এমন সময়, "আচ্ছা, ম্যাডাম, কোন্‌টা ঠিক—ইয়োক অভ এগ্‌স্ ইয হোয়াইট, নাকি ইয়োক্‌স্ অভ এগ্‌স্ আর হোয়াইট?" শিক্ষিকা বললেন, "যদি বলো ইয়োক্‌স্ অভ এগ্‌স্ তা হলে হবে আর হোয়াইট। কিন্তু যদি বলো ইয়োক অভ এগ্ তা হলে হবে ইয হোয়াইট।" ছাত্রটা তখন হাসতে হাসতে বলল, "হয়নি, ম্যাডাম, ইয়োক অভ এগ্ ইয ইয়োলো।" '

'মজা পেলাম, জেন আন্টি,' কিন্তু চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে

মোটেও মজা পায়নি রেমণ্ড, বরং যারপরনাই আশ্চর্য হয়েছে। 'মিস্টার পেথেরিকের সঙ্গে এই কৌতুকের কী সম্পর্ক?'

'উদ্দেশ্য বনাম সুযোগ,' বলে আবারও হাসলেন মিস মার্পল।

চোখ পিটপিট করছেন মিস্টার পেথেরিক। 'আপনি বুঝে গেছেন, মিস মার্পল?'

একটুকরো কাগজে কিছু একটা লিখে কাগজটা ভাঁজ করে তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিলেন মিস মার্পল। ওটা হাতে নিয়ে ভাঁজ খুলে লেখাটা পড়লেন মিস্টার পেথেরিক, পড়া শেষ হলে চোখ তুলে প্রশংসার দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন মিস মার্পলের দিকে। তারপর বললেন, 'আপনি জানেন না এমন কিছু কি আছে?'

আরেকবার হাসতে হলো মিস মার্পলকে। 'আমি জানি না এমন অনেক কিছুই আছে।'

'তা হলে এটা জানলেন কী করে?'

'ছোটবেলায় ওসব নিয়ে খেলা করতাম আমরা।'

'আপনারা দু'জন কী নিয়ে কথা বলছেন, বলুন তো?' অনুযোগের সুরে বললেন স্যর হেনরি। 'আমরা বাকিরা তো কিছুই বুঝতে পারছি না!'

'হ্যাঁ,' স্যর হেনরির সঙ্গে সুর মেলাল রেমণ্ড ওয়েস্ট, 'আমরা কিছু বুঝতে তো পারিইনি, শেষপর্যন্ত কী হলো তা-ও জানতে পারলাম না। তবে আমার মনে হয়, জর্জ কডই দায়ী। মিস মেরির সঙ্গে আলাপচারিতায় ব্যস্ত ছিলেন মিস্টার পেথেরিক, সুযোগ পাওয়া মাত্র কাজ সেরে ফেলেছে লোকটা।'

'না, আমার মনে হয় নাটের গুরু মেরি,' দ্বিমত পোষণ করল জয়েস। 'এমার সঙ্গে যোগসাজশ ছিল ওর। মিস্টার পেথেরিক যখন "নীতিবাক্য" শোনাচ্ছিলেন মিস্টার কডকে, তখন ছুটে

বইঘর.কম

এসে সব জানায় এমা মেরিকে। মেয়েটা তখন একটা নীল খামে একটা সাদা কাগজ ভরে অপেক্ষা করতে থাকে। মিস্টার পেথেরিককে হলে দেখা মাত্র বেরিয়ে আসে, চা খাওয়ার আমন্ত্রণ জানায়। সামাজিকতা দেখানোর বাহানায় কোট খুলতে সাহায্য করে তাঁকে। আর তখনই কোনও এক ফাঁকে...'

'একমত হতে পারলাম না তোমাদের দু'জনের সঙ্গে,' জয়েসকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন স্যর হেনরি। 'এত অল্প সময়ে খামটা গায়েব করতে হলে ভেল্কিবাজি দেখাতে হবে জর্জ বা মেরিকে। কাজটা হয়তো স্টেজে বা উপন্যাসে সম্ভব, কিন্তু বাস্তব জীবনে সম্ভব না। আর আমার বন্ধু মিস্টার পেথেরিকের ধূর্ত দৃষ্টির সামনে ও-রকম কিছু করা তো এককথায় অসম্ভব।'

মুচকি হাসলেন মিস্টার পেথেরিক। 'কাহিনির বাকিটা বলি এবার। খাম খুলে সাদা কাগজ পেয়ে আমি তো হতভম্ব। কী করবো বুঝতে পারছি না। কার সঙ্গে পরামর্শ করা যায় তা-ও মাথায় আসছে না। খামসহ কাগজটা ওভাবেই আবার রেখে দিলাম সিন্দুকের ভিতরে। ঠিক করলাম, আপাতত কিছু বলবো না কাউকে। দেখি কী হয়।

'দিন গড়িয়ে সপ্তাহ পার হয়, সপ্তাহ গড়িয়ে এক মাসও চলে গেল মিস্টার কডের মৃত্যুর পর। আশ্চর্য, কেউ দেখি কিছু বলছে না, কিছু জানতেও চাইছে না আমার কাছে। একদিন আমাকে ডিনারের দাওয়াত করল ফিলিপ গ্যারোড, ভাবলাম এবার হয়তো উইলের ব্যাপারে কথা উঠবে।

'ডিনার শেষে যখন কথা বলতে শুরু করল ফিলিপ, তখন সত্যি বলতে কী, চিন্তার মধ্যে পড়ে গেলাম। উইলটা যদি দেখতে চায়, কী বলবো? যা-হোক, আমাকে আশ্চর্য করে দিয়ে ইন্টারেস্টিং আরেক প্রসঙ্গের অবতারণা করল সে।

'ফিলিপ বলল, "গোপন একটা কথা বলতে চাই আপনাকে,

মিস্টার পেথেরিক। ঘটনাটা কিছুদিন আগে জানতে পেরেছি।”

‘ “গোপন কথা! কী?”

“আমার এক বন্ধু আছে। ওর এক নিকটাত্মীয় বুড়ো কিছুদিনের মধ্যে মারা যাবে হয়তো। বন্ধু ধরেই রেখেছে, বুড়ো মারা গেলে তার সম্পত্তির একটা ভাগ পাবে, আমাদের দেশের আইন অনুযায়ী যা অস্বাভাবিক না। কিন্তু সমস্যা হলো, বুড়ো লোকটা পছন্দ করে এমন একজনকে, যে ওই পরিবারের সদস্য না, বরং বলা যায় উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। এই লোককে সম্পত্তির বড় একটা অংশ দিতে চায় বুড়ো। সোজাকথায়, ন্যায্য উত্তরাধিকারীকে বঞ্চিত করে অন্যায্য আর ভণ্ড কাউকে...আমার কথা শুনে বিরক্ত হচ্ছেন না তো?”

‘ “না, না, বিরক্তি কীসের?” ফিলিপের কাহিনি শুনে যারপরনাই আশ্চর্য হচ্ছি আমি। “বলে যাও।”

‘ “শেষে ভেবে ভেবে একটা বুদ্ধি বের করেছে আমার বন্ধু। বুড়োর বাড়িতে একটা কাজের মেয়ে আছে, লোকটার দেখাশোনা করে। মেয়েটাকে হাত করেছে বন্ধু। বুড়ো যে-ফাউন্টেন পেন দিয়ে লেখে, দেখতে হুবহু সে-রকম একটা কলম জোগাড় করেছে সে। সেটা ওই মেয়েকে দিয়ে বলেছে, বুড়ো যদি কখনও কোনও উইলে সাক্ষী দেয়ার জন্য ডাকে ওকে, যদি লেখার জন্য কলম চায়, তা হলে যেন ওই কলমটা দেয়া হয় তাকে। এখন মেয়েটাকে যা করতে হবে তা হলো, আসল কলমের বদলে নকল কলমটা দিতে হবে বুড়োর হাতে। কাজটা করতে রাজি হয়েছে মেয়েটা।”

‘থামল ফিলিপ, আমি তখন একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি ওর দিকে।

‘আমার অবস্থা দেখে মুচকি হাসল সে, বলল, “আমার বন্ধুকে নিশ্চয়ই চিনতে পারেননি আপনি?”

বইঘর.কম

"যদি চিনতে পেরেও থাকি, লোকটার পরিচয় সারাজীবন গোপন থাকবে আমার কাছে। কথা দিলাম।"

' "তা হলে আর কোনও চিন্তা নেই আমার," বলে উঠে দাঁড়াল ফিলিপ।' নাটকীয়ভাবে থামলেন মিস্টার পেথেরিক।

'মানে?' একসঙ্গে বলে উঠল রেমণ্ড আর জয়েস। 'কী ছিল সেই কলমে?'

মুচকি হেসে মিস মার্পলের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে মিস্টার পেথেরিক বললেন, 'বিলীয়মান (evanescent) কালি।'

'বিলীয়মান কালি? সেটা আবার কী?'

'সহজ করে যদি বলি, পানিতে স্টার্চের মিশ্রণ, সঙ্গে যোগ করা হয় কয়েক ফোঁটা আয়োডিন। ব্যস, তৈরি হয়ে গেল গাঢ় নীলচে-কালো তরল, দেখতে ফাউন্টেন পেনের কালির মতো অনেকটা। ওটা দিয়ে লিখলে লেখা হবে ঠিকই, কিন্তু অক্ষরগুলো উধাও হয়ে যাবে চার-পাঁচদিনের মধ্যে।'

'আপাতত দেখা যায়,' বললেন মিস মার্পল, 'কিন্তু আসলে অদৃশ্য কালি। ছোট থাকতে এ-রকম কালি বানিয়ে সেগুলো দিয়ে লিখে কত দুষ্টুমি করতাম আমরা! ...ফিলিপ গ্যারোড যখন বুঝতে পারে বঞ্চিত হতে চলেছে ওরা ন্যায্য উত্তরাধিকার থেকে, তখন উপায় না-দেখে রিসার্চ কেমিস্ট হিসেবে সামান্য শয়তানি করেছে। এতে কি খুব বেশি দোষ দেয়া যায় ওকে? উকিল হিসেবে আপনার কী মত, মিস্টার পেথেরিক?'

*মূল গল্প: মোটিভ ভার্সাস অপারচুনিটি*

# বিষ

www.boighar.com

আবারও একত্রিত হয়েছেন টুয়েস ডে নাইট ক্লাবের সদস্যরা।

মেজবান মিসেস ব্যাণ্ট্রির দিকে তাকালেন স্যর হেনরি ক্লিদারিং, উৎসাহ দেয়ার ভঙ্গিতে বললেন, 'এবার আপনার পালা, মিসেস বি।'

তাঁর দিকে শীতল দৃষ্টিতে তাকালেন মিসেস ব্যাণ্ট্রি, তাকানোর ভঙ্গিই বলে দিচ্ছে বিরক্ত হয়েছেন। 'আপনাকে না আগেও বলেছি মিসেস বি বলে ডাকবেন না আমাকে? এটা ভালো দেখায় না।'

'তা হলে কি শেহেরযাদে বলবো?'

'না, আমি শে...কী বললেন নামটা, উচ্চারণও করতে পারছি না ঠিকমতো! যা-হোক, গুছিয়ে গল্প বলতে পারি না আমি। বিশ্বাস না-হলে আর্থারকে জিজ্ঞেস করে দেখুন।'

বলবেন কি বলবেন না ভাবতে ভাবতে শেষে ভয়ে ভয়ে বলেই ফেললেন কর্নেল ব্যাণ্ট্রি, 'এম্ব্রয়ডারির চেয়ে গল্প বলার কাজটা ভালো পারো তুমি, ডলি।'

রেগে উঠতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিলেন মিসেস ব্যাণ্ট্রি—এত লোকের সামনে স্বামীর সঙ্গে কথা কাটাকাটি করাটা ঠিক হবে না। পরে সবাই গেলে...। বললেন, 'আমার জীবন কতটা মামুলি আর গতানুগতিক, জানেন না আপনারা। চাকর-

চাকরানিদের কাজ বুঝিয়ে দেয়া, দু'দিন পর পর ধোলাইঘরের জন্য ঝি ঠিক করে আনা, শহরে গিয়ে কাপড় কেনা আর দাঁতের ডাক্তার দেখানো—এসব করতে গিয়েই সময় ফুরিয়ে যায়। আমার জীবনে গল্পের অবকাশ কই? শখ বলতে আছে শুধু বাগান করা...'

'হ্যাঁ, বাগান করা,' কথাটা ধরলেন স্যর হেনরি, 'স্টার্টিং পয়েন্ট হিসেবে গণ্য করা যায় না বিষয়টাকে? কত কিছু থাকতে পারে একটা বাগানে—বিষাক্ত কন্দ, প্রাণঘাতী ড্যাফোডিল, মরণলতা (the herb of death)...'

তাঁর শেষের কথাটা শুনে কেন যেন চিন্তিত হয়ে পড়লেন মিসেস ব্যাণ্ট্রি, তারপর হঠাৎ করেই উজ্জ্বল হয়ে উঠল তাঁর চেহারা। 'আপনি বলাতে মনে পড়ে গেল।' স্বামীর দিকে তাকালেন। 'আর্থার, কডারহ্যাম কোর্টের ঘটনাটা খেয়াল আছে? মনে আছে স্যর অ্যামব্রোস বার্সির কথা?'

'অ্যাঁ? কী?' স্ত্রী রেগে যাচ্ছে দেখে সঙ্গে সঙ্গে বললেন কর্নেল ব্যাণ্ট্রি, 'অবশ্যই মনে আছে, ডলি। ওই গল্পটাই বলো তা হলে।'

লম্বা করে দম নিলেন মিসেস ব্যাণ্ট্রি। দু'হাতের আঙুলগুলো জড়ো করলেন একসঙ্গে। তারপর বলতে শুরু করলেন, 'আমি আর আর্থার তখন ছিলাম কডারহ্যাম কোর্টে, স্যর অ্যামব্রোস বার্সির সঙ্গে। ...ধেৎ! বললামও ঠিকমতো গল্প বলতে পারি না, তারপরও জোর করে...'

'কেন, কী হয়েছে?' বললেন কর্নেল ব্যাণ্ট্রি। 'ঠিকই তো হচ্ছিল!'

'বলেছে তোমাকে! ফক্সগ্লোভ আর সেইজের কথাটা না-বলেই তো শুরু করে দিয়েছি।'

'ঠিক আছে, বলো তা হলে।'

আবারও লম্বা করে দম নিলেন মিসেস ব্যাণ্ট্রি। 'আপনাদের

অনেকেই হয়তো জানেন ফক্সগ্লোভ কী, তারপরও বলছি। এটা একরকমের গাছ, ফুলের রঙ নীলচে লাল অথবা সাদা, লম্বা মঞ্জরি থাকে ফুলের সঙ্গে। আর সেইজ হলো হালকা সবুজ পাতাওয়ালা আরেক জাতের গাছ, খাবারের স্বাদগন্ধ বাড়ানোর জন্য ব্যবহার করা হয় ওটার পাতা। ...এবার আসি আসল ঘটনায়। যেদিনের কথা বলছি সেদিন রাতে ডিনার খেতে বসেছি আমরা, হাঁসের মাংস পরিবেশন করা হয়েছে, ভালোমতো সেইজপাতা দেয়া হয়েছে মাংসে। কিন্তু ভুল করে ফক্সগ্লোভ পাতাও ব্যবহার করা হয়েছে। ব্যস, আর কী? মাংস খেয়ে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লাম আমরা সবাই। ওদিকে স্যর অ্যামব্রোসের ওয়ার্ড—মেয়েটা দেখাশোনা করত তাঁর—মারাই গেল শেষপর্যন্ত।' থামলেন তিনি।

'ইস্‌স্‌, কী করুণ!' মন্তব্য করলেন মিস মার্পল।

'তারপর?' জিজ্ঞেস করলেন স্যর হেনরি।

'তার আর পর নেই,' বললেন মিসেস ব্যান্ট্রি। 'আমার গল্প শেষ।'

'গল্প শেষ মানে!' তাজ্জব হয়ে গেছেন স্যর হেনরি। 'গল্প তো শুরুই হয়নি এখনও!'

'দেখুন, আগেই বলেছি আমি গল্প বলতে পারি না।'

'আহা...আপনি আপনার মতো বলুন না। অসুবিধা কী?'

'অসুবিধা আছে। আমার মুখ থেকে পুরো কাহিনি শোনার পর কিছুই বুঝতে পারবেন না আপনারা।'

'তা হলে আপনাকে সাহায্য করা যাক। ঘটনাটার ব্যাপারে আমাদের মনে যা যা প্রশ্ন আসে, জিজ্ঞেস করবো। আপনার যতটুকু স্মরণে আসে, বলবেন আমাদেরকে। ঠিক আছে?'

'আচ্ছা।'

মিস মার্পলের দিকে তাকালেন স্যর হেনরি। 'আপনিই শুরু

বইঘর.কম

করুন।'

'বাবুর্চির ব্যাপারে জানতে চাই আমি,' বললেন মিস মার্পল। 'মহিলা নিশ্চয়ই বোকার হদ্দ। অথবা একেবারে আনাড়ি।'

'ঠিকই বলেছেন,' বললেন মিসেস ব্যান্ট্রি। 'মহিলা আসলেই বোকার হদ্দ। ঘটনাটার পরে নিজের সাফাই গাইতে গিয়ে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করে সে। কসম খেয়ে বলে, সেইজের সঙ্গে ফক্সগ্লোভ তোলেনি সে বাগান থেকে।'

'মহিলার বয়স বোধহয় বেশি, না? রান্নার হাত কেমন?'

'হ্যাঁ, বয়স বেশি। তবে রান্নার হাত চমৎকার।'

'সেদিন কে কে ছিল ওই বাড়িতে?' আবারও জানতে চাইলেন মিস মার্পল।

'স্যর অ্যামব্রোস। সিলভিয়া কীন—যে মেয়েটা মারা গেছে। মড ওয়াই—সিলভিয়ার বান্ধবী, কুৎসিত এক মেয়ে। সিলভিয়াকে পটিয়ে ওই বাড়িতে নিজের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে নিয়েছিল। মিস্টার কার্ল। কয়েকটা বইয়ের ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য গিয়েছিলেন স্যর অ্যামব্রোসের কাছে। আসলে বই না-বলে ল্যাটিন ভাষায় লেখা কিছু পার্চমেন্ট বললে ঠিক হয়। জেরি লরিমার, প্রতিবেশী। ওর এস্টেটের নাম "ফেয়ার্লিয", ওটা স্যর অ্যামব্রোসের এস্টেটের সঙ্গেই। মিসেস কার্পেন্টার নামের মাঝবয়সী এক মহিলাও আছেন। তাঁর কথা মনে পড়ামাত্র মেজাজ খারাপ হয়ে যায় আমার। স্বভাব ভিজে বেড়ালের মতো, অথচ নিজের সুবিধাটা আদায় করে নিতে ভুল করেন না কখনওই। ওই বাড়িতে তাঁর ভূমিকাটা বুঝতে পারিনি প্রথম প্রথম।'

'স্যর অ্যামব্রোসের ব্যাপারে কিছু বলুন,' অনুরোধ জানালেন স্যর হেনরি। 'তিনি দেখতে-শুনতে কেমন?'

'বুড়ো, তবে অত বুড়ো না। বয়স ষাটের বেশি হবে না।

চেহারায় একরকমের স্বাতন্ত্র্য আছে, স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালো। হৃৎপিণ্ড দুর্বল, সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে পারেন না। তাঁর জন্যই ওই বাড়িতে লিফট লাগানো হয়েছে, আর সেজন্যই বয়সের চেয়ে বেশি বুড়ো দেখায় তাঁকে। আচার-ব্যবহার বেশ ভালো, বিনয়ী বলা চলে। যে-ক'দিন ছিলাম সেখানে, অস্থির বা বিচলিত হতে দেখিনি কখনও। চুলগুলো ধবধবে সাদা, দেখতে সুন্দরই লাগে। কণ্ঠ আকর্ষণীয়।'

'ভালো,' বললেন স্যর হেনরি, 'স্যর অ্যামব্রোস সম্পর্কে ধারণা পাওয়া গেল। এবার সিলভিয়ার কথা বলুন। মেয়েটার পুরো নাম যেন কী বললেন?'

'সিলভিয়া কীন। সে সুন্দরী, আসলে খুব সুন্দরী। ওর চুল সুন্দর, গায়ের রঙ সুন্দর, তবে বেশিরভাগ সুন্দরীর মতো সে-ও একটু বোকাসোকা।'

'আহ্, ডলি!' বলে উঠলেন কর্নেল ব্যান্ট্রি।

'হ্যাঁ, তোমার গায়ে তো লাগবেই। প্রথমে যখন বলেছিলাম কথাটা তখনও মানতে চাওনি, আজও মানতে নারাজ। তুমি মানো বা না-মানো, সিলভিয়া একটা নির্বোধ।'

'বলেছে তোমাকে! ওর মতো সহজ-সাবলীল মেয়ে আর হয় না। ওকে টেনিস খেলতে দেখেছি আমি—আহ্, এককথায় মনোমুগ্ধকর। সবকিছু নিয়ে কৌতুক করার প্রবণতা আছে ওর মধ্যে। আর এমনভাবে মজা করে যে, দেখলেও ভালো লাগে।'

'তোমার তো ভালো লাগবেই! তুমি তো আসলে...'

'এবার ওই ভিজে বেড়ালটার ব্যাপারে কিছু বলুন, মিসেস ব্যান্ট্রি,' স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া লেগে যাচ্ছে দেখে তাড়াতাড়ি বললেন স্যর হেনরি।

'মহিলার পুরো নাম অ্যাডেলেইড কার্পেন্টার। তাঁর ব্যবহার...কী বলবো...বেশি ভালো আসলে। এবং সে-কারণেই

বইঘর.কম

ভালো লাগেনি আমার কাছে। এমন মিহি গলায় মিষ্টি সুরে কথা বলেন সবসময় যে, ভাব দেখলে আর কথা শুনলে মনে হবে দরদ উথলে উঠছে। ...ন্যাকামো!'

'বয়স কেমন?'

'চল্লিশের মতো। সিলভিয়ার বয়স যখন এগারো, তখন থেকে আছেন ওই বাড়িতে। আগেও বলেছি আবারও বলছি, বেশ কৌশলী তিনি, নিজের স্বার্থটা উদ্ধার করে নিতে কখনও ভুল করেন না। শুনেছি নামীদামি কয়েকটা খানদানের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে তাঁর, কিন্তু স্বামী মারা যাওয়ার পর ওই নামীদামি লোকদের কাছে অবহেলার পাত্রীতে পরিণত হন তিনি। তখন বাধ্য হয়ে ঠাঁই নিতে হয় স্যর অ্যামব্রোসের বাড়িতে।'

'আর মিস্টার কার্ল?'

'বয়স বেশি, উচ্চতার সঙ্গে শরীরের গঠন সামঞ্জস্যপূর্ণ না বলে একটু ঝুঁকে হাঁটেন সবসময়। বইপুস্তকের ব্যাপারে বেশ আগ্রহ আছে। বিশেষ করে সেকেলে বইয়ের ব্যাপারে কথা বলতে ও শুনতে খুব উৎসাহ বোধ করেন। কিন্তু বই ছাড়া অন্য কোনও বিষয়ে কথা বলতে গেলে তাঁর সব কৌতূহল উধাও হয়ে যায়। স্যর অ্যামব্রোসের সঙ্গে তাঁর তেমন মাখামাখি নেই।'

'প্রতিবেশী জেরি?'

'বয়স কম, ছোকরা ছোকরা একটা ভাব আছে। চেহারানকশা ভালো। সিলভিয়াকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, মেয়েটার সঙ্গে এনগেজমেন্টও হয়েছিল। ...বেচারা!'

'এনগেজমেন্টের দরকার কী? বিয়ে করে ফেললেই তো পারত!'

'স্যর অ্যামব্রোস রাজি ছিলেন না। তাঁর যুক্তি, বিয়ের বয়স হয়নি সিলভিয়ার। শুনলে আশ্চর্য হবেন, বাগ্‌দানের পর এক

বছরেরও বেশি হয়ে গেছে, তবুও বিয়েতে মত দিচ্ছিলেন না তিনি। কিন্তু যে-সময়ের কথা বলছি তখন বিয়েটা আর ঠেকিয়ে রাখার উপায় নেই। আজ না-হোক কাল, কাল না-হোক পরশু জেরি-সিলভিয়ার বিয়ে হবে এমন একটা অবস্থা।'

'সিলভিয়ার কি নিজের কোনও সম্পত্তি ছিল?'

'কিচ্ছু না। বেতনের টাকাই ওর সবকিছু। তা-ও আবার বেশি না—বছরে দু'-এক শ' পাউণ্ড।'

'একটা প্রফেশনাল প্রশ্ন করি,' বললেন ডক্টর লয়েড। 'তদন্তে মৃত্যুর কারণ ঠিক কী বলা হয়েছে?'

'বিষক্রিয়া। নির্দিষ্ট করে যদি বলি, ডিজিটালিন বিষের প্রভাব।'

মাথা ঝাঁকালেন ডক্টর লয়েড। 'ফক্সগ্লোভের বিষক্রিয়া বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আক্রমণ করে মানুষের হৃৎপিণ্ডে। মজার কথা কী, জানেন? হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন সমস্যার জন্যও কিন্তু ডিজিটালিনের প্রভাব কাজে লাগানো হয়, তবে পরিমিত মাত্রায়। সেই মাত্রার চেয়ে বেশি হয়ে গেলেই...। ব্যাপারটা অনেকটা ঘুমের ওষুধের মতো।'

'এখন প্রশ্ন হচ্ছে,' নড়েচড়ে বসলেন স্যর হেনরি, 'ফক্সগ্লোভের পাতা নিয়ে গিয়ে বাবুর্চিকে দিল কে?'

'সিলভিয়া নিজেই।'

'বলেন কী!'

'সালাদের জন্য বাগান থেকে সবজি নিয়ে আসা ছিল ওর প্রতিদিনের কাজ। আলগা পাতা কুড়ানো, আগাছা পরিষ্কার করা, বাগান থেকে সেগুলো ঠিকমতো সরিয়ে ফেলে বাগানটা সাফসুতরো রাখা—এসব ওরই দায়িত্ব। কপাল খারাপ থাকলে যা হয়—বাগানের যেখানে সেইজ ঝোপ ছিল, কোন্ ফাঁকে সেখানে গজিয়ে ওঠে ফক্সগ্লোভ, আর জানা না-থাকায় ভুলটা

বইঘর.কম

করে বসে সে।'

'কিন্তু...পাতা সংগ্রহের কাজও কি সিলভিয়াই করেছে?'

'জানি না। কেউই জানে না সম্ভবত। কিন্তু এটা জানি, মিসেস কার্পেন্টার করেননি কাজটা। কারণ যখন পাতা সংগ্রহ করার কথা, মানে সকালে, তখন আমার সঙ্গে টেরেসে হাঁটাহাঁটি করছেন তিনি। নাস্তার পর সেখানে যাই আমরা দু'জন। তখন সবে বসন্ত শুরু হয়েছে, আবহাওয়া এককথায় চমৎকার। পাতা সংগ্রহ করার জন্য একাই গিয়ে বাগানে ঢুকল সিলভিয়া। কিন্তু পরে দেখি, মড ওয়াই'র সঙ্গে হাত ধরাধরি করে হাঁটছে সে।'

'তার মানে দু'জন দু'জনার জানি দোস্ত?' জানতে চাইলেন মিস মার্পল।

'হ্যাঁ,' দেখে মনে হলো আরও কিছু বলবেন মিসেস ব্যাণ্ট্রি, কিন্তু যে-কোনও কারণেই হোক কথাটা চেপে গেলেন তিনি।

'সেখানে কতদিন ধরে ছিল মড?' আবারও জিজ্ঞেস করলেন মিস মার্পল।

'সপ্তাহ দু'-একের মতো।'

'মিস ওয়াইকে বোধহয় পছন্দ না আপনার, মিসেস ব্যাণ্ট্রি?' বললেন স্যর হেনরি।

'এখানে পছন্দ-অপছন্দের কিছু নেই। মেয়েটাকে ভালো লাগত না আমার।'

'আমার মনে হয় কিছু একটা গোপন করার চেষ্টা করছেন আপনি,' অভিযোগের সুরে বললেন স্যর হেনরি।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মিসেস ব্যাণ্ট্রি। 'যেদিন মারা গেল সিলভিয়া, ঠিক তার আগের দিন সন্ধ্যার কথা। ডিনারের আগে কিছু সময়ের জন্য টেরেসে গিয়ে দাঁড়ানো আমার অভ্যাস, তা-ই করেছি। বাড়ির ড্রইংরুমের জানালাটা তখন খোলা। ঘটনাক্রমে দেখে ফেললাম জেরি লরিমার আর মড ওয়াইকে। ছেলেটা

তখন...কী বলবো...সমানে চুমু খাচ্ছে মেয়েটাকে। ঘটনা দেখে তো আমি হতভম্ব! এনগেজমেণ্ট হয়েছে 'সিলভিয়ার সঙ্গে, কিছুদিন পরই বিয়ে হবে, অথচ প্রেম করছে হবু স্ত্রীর বান্ধবীর সঙ্গে? কখনওই জেরিকে পছন্দ করেননি স্যর অ্যামব্রোস, হয়তো করতেনও না কখনও; সেটা কি ছেলেটার লুচ্চামির কারণেই? যা-হোক, অন্তরঙ্গ ওই মুহূর্তে মডকে দেখে আমার মনে হলো, যথেষ্ট খুশি সে। জেরিও দেখি উপভোগ করছে ব্যাপারটা! আশ্চর্য, সিলভিয়ার সঙ্গে যখন থাকে সে, তখন যতটা না খুশি দেখায় ওকে, তারচেয়েও বেশি খুশি মনে হচ্ছিল মডকে চুমু খাওয়ার সময়!'

'একটা কথা বলুন তো,' বললেন স্যর হেনরি, 'সিলভিয়া মারা যাওয়ার পর কি মডকে বিয়ে করেছিল জেরি?'

'হ্যাঁ, করেছিল। সিলভিয়া মারা যাওয়ার ছ'মাস পর।'

'দুটো মেয়ে আর একটা ছেলে,' আফসোসের সুরে বললেন স্যর হেনরি, 'সেই পুরনো ত্রিভুজ প্রেমের গল্প।'

গলা খাঁকারি দিলেন ডক্টর লয়েড। 'মিসেস ব্যাণ্ট্রি, হাঁসের মাংস খেয়ে আপনিও কি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন?'

'অবশ্যই! শুধু আমিই না, আর্থারও হয়েছিল। সেদিন যারাই খেয়েছিল ওই মাংস তাদের সবাই...'

'পয়েণ্টটা খেয়াল করেছেন আপনারা?' বললেন ডক্টর লয়েড। 'সবাই। এখানে একটা মানুষ খুন করতে চাচ্ছে আরেকটা মানুষকে। তাই বলে আটজন লোককে বিষমেশানো মাংস খাইয়ে দেবে? সম্ভব ব্যাপারটা?'

'এবং কাজটা করতে গিয়ে তাকেও হয়তো খেতে হয়েছে ওই মাংস!' বলল জেন হেলিয়ার।

'এমন কেউ কি ছিল সেদিন, যে যোগ দেয়নি ডিনারে?' জিজ্ঞেস করলেন মিস মার্পল।

বইঘর.কম

মাথা নাড়লেন মিসেস ব্যান্ট্রি। 'বাড়ির সবাই ছিল।'

'বাড়ির সবাই ছিল কথাটা কি ঠিক বললে?' ভুল ধরার চেষ্টা করলেন কর্নেল ব্যান্ট্রি। 'মিস্টার লরিমার কি ওই বাড়ির কেউ?'

'ওই বাড়ির লোক না তো কী হয়েছে? সে তো ডিনার খেতে বসেছিল আমাদের সবার সঙ্গে, নাকি?' www.boighar.com

'মিসেস ব্যান্ট্রি, যদি বলি ওই মেয়েটা...সিলভিয়া...খুনির টার্গেট ছিল না?'

'কী?'

'আশ্চর্য হলেন আমার কথায়?' মুচকি হাসলেন ডক্টর লয়েড। 'বেশিরভাগ ফুড পয়যনিং-এর বেলায় কী হয়, জানেন? ধরুন একই ডিশ থেকে খাবার খেয়েছে পাঁচজন। দু'জনের শুধু পেট খারাপ হয়। দু'জন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে। আর মাত্র একজন মারা যায়। তার মানে কী? খাবারে বিষ মিশিয়ে খুন করতে চাইছেন আপনি কাউকে—ওই খাবার খেয়ে লোকটা মরতেও পারে, না-ও পারে। একটু আগে বলেছি, ডিজিটালিন আসলে একজাতের ওষুধ, হৃৎপিণ্ডের কোনও কোনও অসুখের জন্য পরিমিত মাত্রায় প্রেসক্রাইব করা হয়। আপনিই বলেছেন, ওই বাড়িতে এমন একজন ছিল যার হার্টের সমস্যা ছিল। যদি বলি, খুনির টার্গেট ছিল ওই লোকটাই? যদি বলি, মাত্রাতিরিক্ত ডিজিটালিন কার ক্ষতি করবে সবার চেয়ে বেশি—কথাটা ভালোমতোই জানত খুনি?'

'তারমানে আপনি বলতে চাইছেন খুনির টার্গেট ছিল স্যর অ্যামব্রোস?' বললেন স্যর হেনরি। 'তারমানে, সিলভিয়ার মৃত্যু আসলে একটা ভুল?'

'স্যর অ্যামব্রোসের উত্তরাধিকারী কারা?' জিজ্ঞেস করল জেন হেলিয়ার।

'একটা ছেলে আছে স্যর অ্যামব্রোসের,' বললেন মিসেস

ব্যাণ্ট্রি। 'ভীষণ রগচটা স্বভাবের, বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ি ছেড়েছে। তারপরও ওকে ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণা করেননি স্যর অ্যামব্রোস। সিলভিয়া মারা যাওয়ার এক বছরের মধ্যে মারা যান তিনি, তখন ধূমকেতুর মতো উদয় হয় ছেলেটা, নিজের দাবি প্রতিষ্ঠিত করে কডারহ্যাম কোর্টের উপর। ওর নাম মার্টিন বার্সি। ...আরেকটা মজার কথা বলি আপনাদেরকে। সিলভিয়াকে কিন্তু বেশ পছন্দ করতেন স্যর অ্যামব্রোস। উইল করে নিজের বেশকিছু সম্পত্তিও দিয়েছিলেন মেয়েটাকে, কথা ছিল তাঁর মৃত্যুর পর সেগুলো পাবে মেয়েটা। কিন্তু সে মারা যাওয়ায় উইলে পরিবর্তন আনতে বাধ্য হন তিনি। যদি জিজ্ঞেস করেন পরিবর্তনটা কী তা হলে বলতে পারবো না—মনে নেই আমার।'

'ব্যাপারটা তো বেশ প্যাঁচালো দেখা যাচ্ছে,' মন্তব্য করলেন স্যর হেনরি। 'স্যর অ্যামব্রোস মরলে লাভবান হয় তাঁর রগচটা ছেলে, কিন্তু বিষপ্রয়োগের ঘটনাটা যখন ঘটে তখন সে ছিলই না ওই বাড়িতে। এদিকে সিলভিয়াকেও কিছু সম্পত্তি দেয়া হয়েছিল। কিন্তু মেয়েটা তো নিজেই পটল তুলল!'

জেন হেলিয়ার জানতে চাইল, 'ওই ভিজে বেড়ালের...মিসেস কার্পেণ্টার না কী যেন নাম...আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার সুযোগ ছিল না?'

'না। উইলে তাঁর কথা বলাই হয়নি।'

'তিনি কি দেখতে সুন্দরী?' কিছুক্ষণের নীরবতার পর আবার জিজ্ঞেস করল জেন হেলিয়ার।

'চেহারানকশা ভালোই, কিন্তু যাকে বলে চোখধাঁধানো সুন্দরী সে-রকম না।'

'কণ্ঠ কিন্তু খুবই মিষ্টি,' ফস করে বলে বসলেন কর্নেল ব্যাণ্ট্রি।

'বলেছে তোমাকে!' মুখ ঝামটা মারলেন মিসেস ব্যাণ্ট্রি।

বইঘর.কম

'আদর পেলে বিড়াল যে-রকম ঘড়ঘড় আওয়াজ করে, ওই মহিলার গলা ঠিক সে-রকম। যা-হোক, ঘটনার পুরোটাই জানতে পারলেন আপনারা, এবার কার কী মত বলুন।'

'আগে আমি বলি,' বললেন স্যর হেনরি। 'প্রথমে স্যর অ্যামব্রোসের কথা। জীবনের কাছ থেকে চাওয়া-পাওয়ার কিছু নেই তাঁর, কিন্তু তাই বলে আত্মহত্যা করারও কোনও কারণ নেই। তা ছাড়া সিলভিয়াকে পছন্দ করতেন, কাজেই মেয়েটা সবার সঙ্গে যে-খাবার খাবে তাতে বিষ মেশাবেন না। তাই আমার সন্দেহের তালিকা থেকে তিনি বাদ। আসুন মিস্টার কার্লের কথায়। মেয়েটাকে খুন করে কোনও লাভ নেই তাঁর। তবে স্যর অ্যামব্রোসকে খুন করতে পারলে, আমার দৃষ্টিতে, একটা উপকার হতে পারত ওই লোকের। ল্যাটিন ভাষায় লেখা পার্চমেন্ট নিয়ে কারবার স্যর অ্যামব্রোসের, কখনও কখনও ওগুলোর অ্যান্টিক ভ্যালু অকল্পনীয় হয়। কিন্তু এই মোটিভটা খুব দুর্বল, প্রায় অসম্ভব। কাজেই এই লোকও বাদ। এবার মিস ওয়াই। স্যর অ্যামব্রোস বেঁচে থাকলেই বা ওর কী, মরলেই বা কী? কিন্তু সিলভিয়ার মৃত্যু ওর জন্য খুব জোরালো একটা মোটিভ। সিলভিয়ার হবু বরকে ভালোবাসত সে, মেয়েটা মরেছে বলেই কিন্তু ছেলেটাকে বিয়ে করতে পেরেছে শেষপর্যন্ত। মিসেস ব্যান্ট্রির বর্ণনা অনুযায়ী, সিলভিয়ার সঙ্গে হাত ধরাধরি করে গিয়ে ঢুকেছে সে বাগানে। অর্থাৎ বিষাক্ত ফক্সগ্লোভ সংগ্রহ করার সুযোগ ছিল ওর। মোদ্দাকথা, মিস মড ওয়াইকে সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দেয়া যাচ্ছে না কিছুতেই। এবার লুচ্চা লরিমার। স্যর অ্যামব্রোস অথবা সিলভিয়া কীন—যে-ই মরুক, উভয়ক্ষেত্রেই ফায়দা আছে বদমাশটার। তথাকথিত প্রিয়তমা মরলে বিয়ে করতে পারে ওই মেয়ের বান্ধবীকে, যার সঙ্গে ওর প্রেম প্রেম খেলা দেখে ফেলেছেন মিসেস ব্যান্ট্রি। কিন্তু মোটিভটা

তেমন জোরালো না। কারণ সিলভিয়ার সঙ্গে এনগেজমেন্ট হয়েছে ওর, বিয়ে তো হয়নি! এবং আজকাল এনগেজমেন্ট ভেঙে দেয়া কোনও ব্যাপারই না। ওদিকে স্যর অ্যামব্রোস যদি মারা যান, আগের উইল অনুযায়ী বেশকিছু সম্পত্তি পেয়ে যাচ্ছে সিলভিয়া, তাই ওকে বিয়ে করতে পারলে লাভটা একেবারে নগদ। ওর আর্থিক অবস্থা জানি না আমরা—জানানো হয়নি আমাদেরকে, আলোচনার খাতিরে যদি ধরে নিই সেটা খুব একটা ভালো না, তা হলে মোটিভটা কিন্তু সাংঘাতিক। খোঁজ নিলে যদি দেখা যায় নিজের এস্টেট বন্ধক দিয়ে রেখেছে সে, তা হলে আমার সন্দেহের খাতায় ওর নাম এক নম্বরে।' দম নেয়ার জন্য থামলেন তিনি। তারপর আবার বলতে লাগলেন, 'মিসেস কার্পেন্টার, যিনি কি না আমাদের মিসেস ব্যাণ্ট্রির দু'চোখের বিষ, তাঁর কথা বলি এবার। ওই মহিলাকেও সন্দেহ করার অবকাশ আছে। ভিজে বেড়ালমার্কা মানুষরা খুন-খারাপির ক্ষেত্রে কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে, নিজের কর্ম-অভিজ্ঞতা থেকে জানি সেটা। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, পাতাগুলো যখন সংগ্রহ করা হয়, তখন মিসেস ব্যাণ্ট্রির সঙ্গে ছিলেন তিনি। অর্থাৎ তাঁর মোটিভ যতটা না জোরালো, তার চেয়ে অ্যালিবাই বেশি শক্তিশালী। সুতরাং আমার দৃষ্টিতে...আদালতের ভাষায় যদি বলি...সকল সাক্ষ্যপ্রমাণ বিবেচনার পর, মিস মড ওয়াই-ই খুনি।'

'আর কেউ?' কৌতূহলী দৃষ্টিতে ক্লাবের অন্য সদস্যদের দিকে তাকাচ্ছেন মিসেস ব্যাণ্ট্রি।

'আমার মনে হয় তোমার ভুল হয়েছে, ক্লিদারিং,' বললেন ডক্টর লয়েড। 'কারণ তুমি ধরেই নিয়েছ, সিলভিয়াই ছিল খুনির টার্গেট। কিন্তু আমার মনে হয় তা না। আমার মনে হয়, সরিয়ে দিতে চাওয়া হয়েছিল স্যর অ্যামব্রোসকেই। তবে ফক্সগ্লোভের পাতা খাইয়ে কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যেতে পারে—জানা ছিল কি

বইঘর.কম

না লুচ্চা লরিমারের, বলতে পারবো না জোর দিয়ে। আমার দৃষ্টিতে মিসেস কার্পেন্টার খুনি।'

'মিসেস কার্পেন্টার!' তাজ্জব হয়ে গেছেন এমনকী মিসেস ব্যান্ট্রিও। 'কেন?'

'বঞ্চনা,' এককথায় জবাব দিলেন ডক্টর লয়েড।

'বঞ্চনা! কীসের?'

'সিলভিয়ার বয়স যখন এগারো তখন থেকে আছেন তিনি ওই বাড়িতে। অথচ শুধু সুন্দর চেহারার কারণে বেশকিছু সম্পত্তি পেয়ে গেল মেয়েটা, কিন্তু ওই মহিলার নামে উইলে কিছুই লিখলেন না স্যর অ্যামব্রোস। কাজেই উপরে উপরে ভিজে বেড়াল ভাবটা বজায় রাখলেন তিনি ঠিকই, ভিতরে ভিতরে অপেক্ষায় থাকলেন মোক্ষম সময় আর সুযোগের। ওই বাড়িতে অনেকদিন ধরে থাকার কারণে শুধু তাঁর পক্ষেই জানা সম্ভব, হার্টের সমস্যা আছে স্যর অ্যামব্রোসের...'

'কথাটা তো সিলভিয়াও জানতে পারে!' মিসেস ব্যান্ট্রি কেড়ে নিলেন ডক্টর লয়েডের মুখের কথা।

'পারে। কিন্তু আপনিই বলেছেন, মেয়েটা বোকাসোকা। যদি বলি, ওকে দিয়ে স্বার্থসিদ্ধি করিয়ে নিয়েছেন মিসেস কার্পেন্টার?'

'আর আমি যদি বলি,' বলে উঠল জেন হেলিয়ার, 'নিজের স্বার্থ নিজেই উদ্ধার করতে চেয়েছিল সিলভিয়া?'

'কীভাবে?'

'বয়স ষাট, কিন্তু সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সমস্যা বাদে স্যর অ্যামব্রোসের স্বাস্থ্য ভালো। সহসা মরার কোনও সম্ভাবনা নেই। ওদিকে তিনি না-মরলে উইলের সম্পত্তিও পাওয়া যাচ্ছে না, আবার বিয়েও করা যাচ্ছে না হবু বর লরিমারকে। কাজেই স্যর অ্যামব্রোসের মৃত্যু, সিলভিয়ার জন্য এক ঢিলে দুই পাখির মতো। মিসেস ব্যান্ট্রির মতো আমিও বলতে চাই, স্যর

অ্যামব্রোসের হার্টের সমস্যার কথা মিসেস কার্পেন্টারই শুধু জানতেন না, সিলভিয়াও জানত।'

কোনও সমাধানে আসা যাচ্ছে না, তাই মিসেস ব্যাণ্ট্রি তাকালেন মিস মার্পলের দিকে।

মিস মার্পল তাকালেন ডক্টর লয়েডের দিকে। 'আপনি বলেছেন, হার্টের কোনও কোনও সমস্যায় নির্দিষ্ট মাত্রায় প্রেসক্রাইব করা হয় ডিজিটালিন। আচ্ছা, স্যর অ্যামব্রোসের বর্ণনা শুনে তাঁর হার্টের সমস্যাটা কি ধরতে পেরেছেন?'

'আপনি কী বলতে চাইছেন বুঝতে পারছি না আসলে,' বললেন ডক্টর লয়েড।

'বলতে চাইছি, আপনি ধরেই নিয়েছেন, স্যর অ্যামব্রোসের যে-সমস্যা ছিল, তাতে ডিজিটালিন যমের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে তাঁর জন্য। উল্টোটাও তো হতে পারে, না?'

'উল্টোটা?'

'হ্যাঁ, উল্টোটা: হৃৎপিণ্ডের কোনও কোনও সমস্যায় নির্দিষ্ট মাত্রায় প্রেসক্রাইব করা হয় ডিজিটালিন।'

চোখ পিটপিট করছেন ডক্টর লয়েড। 'আমি...আসলে...'

'কিছুই বুঝতে পারছেন না, তা-ই তো? যদি বলি, নিজের হার্টে কী সমস্যা আছে তা ভালোমতোই জানতেন স্যর অ্যামব্রোস, মানবেন?'

'মানবো না কেন? দুনিয়ার কোন্ রোগী নিজের সমস্যার কথা জানে না?'

'যদি বলি, সে-কারণেই নিজের বাগানে প্রাকৃতিক উপায়ে ডিজিটালিনের চাষ করছিলেন তিনি, মানবেন?'

চুপ হয়ে গেছে সবাই।

'বিষাক্ত পাতাগুলো সংগ্রহ করে এমন কেউ দিয়েছে সিলভিয়াকে, যাকে অন্ধের মতো বিশ্বাস করে বোকা মেয়েটা,

বইঘর.কম

যে-লোক ওর কোনও ক্ষতি করতে পারে বলে ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করেনি সে। ওই বাড়িতে স্যর অ্যামব্রোস ছাড়া এ-রকম আর কে ছিল?'

'তার মানে,' চোখ বড়-বড় হয়ে গেছে ডক্টর লয়েডের। 'আপনি বলতে চাইছেন...'

'হ্যাঁ, স্যর অ্যামব্রোসই খুন করেছেন সিলভিয়াকে।'

'কিন্তু কেন? যে-মেয়েকে এত পছন্দ করতেন তিনি, যে-মেয়ের নামে সম্পত্তিও লিখে দিয়েছিলেন...'

'ঈর্ষা, ডক্টর লয়েড, ঈর্ষা।'

'ঈর্ষা?'

'হ্যাঁ, ঈর্ষা। আমাদের গ্রামে এক বুড়ো কেমিস্ট ছিল, নাম মিস্টার ব্যাজার। তাঁর বাড়িতে এক হাউসকিপার ছিল। মেয়েটা বয়সে মিস্টার ব্যাজারের নাতনির সমান। তাঁর অনেকগুলো ভাতিজা-ভাতিজি, সবাই ভেবেছিল চাচা মারা গেলে কপালে কিছু-না-কিছু জুটবে। কিন্তু কীসের কী! মিস্টার ব্যাজার মরার পরে দেখা গেল উইল করে সব দিয়ে গেছেন ওই হাউসকিপারকে। কারণ মরার দু'বছর আগে খুবই গোপনে বিয়ে করেছেন মেয়েটাকে! বিশ্বাস হয় কথাটা? ...স্যর অ্যামব্রোস বার্সিও বিপত্নীক, নিঃসঙ্গ পুরুষ। আর কে না জানে পৃথিবীর সব পুরুষের স্বভাবচরিত্র একই রকম?'

টুয়েস ডে নাইট ক্লাবের অন্য সদস্যদের মুখে কথা নেই।

'একটা সহজ ব্যাপার বুঝতে পারছেন না কেন আপনারা?' বলে চললেন মিস মার্পল। 'ডিজিটালিন হোক, ডিজিটালিস হোক অথবা অন্য যা-ই হোক, খুনি নিজেও ওই বিষমেশানো মাংস খেয়েছে। ডক্টর লয়েড বলেছেন, বিষের প্রভাব একেকজনের উপর একেকরকম হয়। কারও শুধু পেট খারাপ হয়, কেউ গুরুতর অসুস্থ হয়, আবার কেউ মারা যায়। কিন্তু কেউ যদি

জানে, যা মেশানো হচ্ছে সবার খাবারে তা ওর জন্য ওষুধ, তা হলে কি দ্বিধা বলে কিছু থাকবে ওর? ফক্সগ্লোভের পাতা কার জন্য ওষুধ, বলুন তো?'

জবাব দিল না কেউ।

'স্যর অ্যামব্রোস জানতেন হাঁসের মাংস খেয়ে মরবেন না তিনি। এ-ও জানতেন, একই মাংস খেয়ে সিলভিয়ার কিছু না-ও হতে পারে। তাই আমার মনে হয়, ডিনারের পরে ককটেল বা কফি বা অন্য কোনও উপায়ে আরও ডিজিটালিন খাওয়ান তিনি মেয়েটাকে। তখনও কোনও সন্দেহ করেনি বোকা মেয়েটা।'

'নিজের ওয়ার্ডকে...' বিড়বিড় করছেন ডক্টর লয়েড, 'বয়সে এত ছোট একটা মেয়েকে...যাকে এত ভালোবাসতেন স্যর অ্যামব্রোস...'

'এ-ই তো বুঝতে পেরেছেন,' সঙ্গে-সঙ্গে কথাটা ধরলেন মিস মার্পল, 'মেয়েটাকে ভালোবাসতেন স্যর অ্যামব্রোস, কিন্তু সেই ভালোবাসা নিষ্পাপ না। ষাট বছর বয়সী কোনও পুরুষ তার নাতনির সমান বয়সী একটা মেয়েকে কামনার দৃষ্টিতে দেখলে যা হয়, স্যর অ্যামব্রোস বার্সি আর সিলভিয়া কীনের বেলায় তা-ই হয়েছে। তথাকথিত শহুরে খানদানি বংশে এসব কোনও ব্যাপারই না আজকাল। সমস্যাটা কোথায় হয়েছে, জানেন? অসম্ভব আর অবাস্তব ভালোবাসায় অংশ নিতে গিয়ে ঈর্ষায় পাগল হয়ে গেছেন স্যর অ্যামব্রোস। বিয়ের বয়স না-হওয়ার অজুহাত তুলে বিয়ে দেননি তিনি সিলভিয়ার। বাধ্য হয়ে লুচ্চা লরিমারের সঙ্গে বাগ্‌দান করেই ফেলল মেয়েটা, তারপরও এক বছরের বেশি সময় ধরে আটকে রাখলেন ওকে, বিয়েতে মত দেননি। এই একটা বছর জ্বলে-পুড়ে মরেছেন তিনি হিংসায়। অনিন্দ্যসুন্দরী সিলভিয়াকে বউ বানিয়ে নিয়ে যাবে লরিমার? যাকে নিজের বিছানায় তুলতে পারেননি, সে-মেয়ে

বইঘর.কম

স্বেচ্ছায় গিয়ে শুবে ওই যুবকের সঙ্গে? মাথা খারাপ হয়ে গেল স্যর অ্যামব্রোসের, সিদ্ধান্ত নিলেন দরকার হলে নিজের হাতে খুন করবেন সিলভিয়াকে, তারপরও বিয়ে দেবেন না লরিমারের সঙ্গে। হত্যাকাণ্ডের বেশ কিছুদিন আগেই সিদ্ধান্তটা নিয়েছিলেন—বাগানের সেইজ ঝোপের সঙ্গে ফক্সগ্লোভ গাছের কথা শুনলে তা-ই মনে হয়। সবার সঙ্গে বিষমেশানো মাংস নিজেও খেয়েছেন, যাতে পুলিশ সন্দেহ করতে না-পারে তাঁকে। ...বুড়ো বয়সে ভীমরতি আর কাকে বলে?'

মিসেস ব্যাণ্ট্রির দিকে তাকালেন স্যর হেনরি। 'মিস মার্পল যা বলছেন তা কি ঠিক?'

মাথা ঝাঁকালেন মিসেস ব্যাণ্ট্রি। 'মিস মার্পল আসলেই লাজবাব—ঘটনার বর্ণনা শুনেই একের পর এক রহস্যের সমাধান করে ফেলেন। আমরা কিন্তু তখন কিছুই বুঝতে পারিনি, সমাধান করা তো পরের কথা। ...স্যর অ্যামব্রোস মারা যাওয়ার কিছুদিন পর একটা চিঠি আসে আমার নামে। ওটা যাতে আমার কাছে পৌঁছে দেয়া হয় সে-ব্যবস্থা করে যান স্যর অ্যামব্রোস নিজেই। চিঠিতে সব স্বীকার করেন তিনি—কেন, কীভাবে খুন করেছেন সিলভিয়াকে। বলেন, নিয়তি শোধ নিচ্ছে তাঁর উপর, মেয়েটা মরার পর তাঁর স্বাস্থ্যের ভীষণ অবনতি হয়েছে, টের পাচ্ছেন আর বেশি সময় নেই তাঁর হাতে। সিলভিয়াকে খুন করতে গিয়ে আমাদের মতো পারিবারিক বন্ধুদেরকেও বিষ খাইয়েছেন, সেজন্য তিনি যারপরনাই অনুতপ্ত। চিঠিতে কয়েকবার বলেছেন, সম্ভব হলে যাতে ক্ষমা করে দিই তাঁকে, এবং কথাগুলো কখনও যেন না-বলি কারও কাছে।'

'তা হলে...' প্রশ্নটা করতে গিয়েও থেমে গেলেন স্যর হেনরি, উত্তরটা বুঝে ফেলেছেন সম্ভবত।

মুচকি হাসলেন মিসেস ব্যাণ্ট্রি। 'আপনারা যদি ভাবেন মুমূর্ষু

একটা লোকের অনুরোধ পায়ে ঠেলেছি আমি, তা হলে অবিচার করা হবে আমার উপর। ঘটনা অবিকৃত রেখেছি, শুধু নামগুলো বদলে দিয়েছি। অর্থাৎ আমার কাহিনির খুনির আসল নাম স্যর অ্যামব্রোস বার্সি না, খুন হওয়া মেয়েটার নামও সিলভিয়া কীন না। সেজন্যই যখন আর্থারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম স্যর অ্যামব্রোসের কথা খেয়াল আছে কি না, ক্যাবলার মতো কী কী করছিল সে। ...উপন্যাসের শুরুতে লেখা থাকে না—কাহিনির সব চরিত্র সম্পূর্ণ কাল্পনিক, বাস্তবের সঙ্গে কোনও মিল পাওয়া গেলে তা নিতান্তই কাকতালীয়? ধরে নিন আমার গল্পও সে-রকম। যাদের সম্বন্ধে এতক্ষণ কথা বললাম তাদের আসল পরিচয় কোনওদিনও জানতে পারবেন না আপনারা।'

*মূল গল্প: দ্য হার্ব অভ ডেথ*


বইঘর.কম

## সন্দেহ

টুয়েস ডে নাইট ক্লাবে কথা হচ্ছে এমন সব রহস্য নিয়ে যেগুলো উদ্‌ঘাটন করা যায়নি, ফলে শাস্তিও পায়নি সংশ্লিষ্ট অপরাধীরা। অনেক রকম কথাই বলেছেন কর্নেল ব্যাণ্ট্রি, তাঁর স্ত্রী মিসেস ব্যাণ্ট্রি, জেন হেলিয়ার, ডক্টর লয়েড, এমনকী মিস মার্পল। কিন্তু দেখা গেল এ-ব্যাপারে চুপ করে আছেন স্যর হেনরি, অথচ স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের প্রাক্তন কমিশনার হিসেবে কিছু বলা উচিত তাঁর। গোঁফে তা দিচ্ছেন তিনি, বলা ভালো গোঁফ ধরে মোচড়ামোচড়ি করছেন, সেই সঙ্গে হাসছেন মুচকি-মুচকি। কোনও মজার কথা মনে পড়ে গেছে যেন।

'স্যর হেনরি,' শেষপর্যন্ত বলেই ফেললেন মিসেস ব্যাণ্ট্রি, 'কী মত আপনার—বেশিরভাগ অপরাধের শাস্তি হয়, নাকি হয় না?'

'হয়। আইন যদি শাস্তি দিতে না-ও পারে, এমন সব ঘটনা ঘটে যার ফলে ঠিকই শাস্তি পায় অপরাধীরা।'

'আপনি কি নির্দিষ্ট কোনও ঘটনার কথা ভাবছেন?' সরু চোখে জানতে চাইলেন মিসেস ব্যাণ্ট্রি।

'হ্যাঁ। ইণ্টারেস্টিং একটা ঘটনা। কারণ আমাদের, মানে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের তখন মনে করার যথেষ্ট কারণ ছিল, একটা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু তা প্রমাণ করার কোনও উপায়

নেই, খুনিকে ধরতে পারা তো পরের কথা।'

'আসলে কী হয়েছিল বলবেন?'

'লম্বা কাহিনি। চারজনকে সন্দেহ করি আমরা। একজন অপরাধী, বাকিদের কোনও দোষ নেই। কিন্তু রহস্য উদ্‌ঘাটিত না-হওয়া পর্যন্ত, যারা নিরপরাধ তাদের নামও বাদ দেয়া যাচ্ছে না সন্দেহের খাতা থেকে।'

www.boighar.com

'বলতে শুরু করুন তা হলে,' নড়েচড়ে বসলেন মিসেস ব্যান্ট্রি। 'আপনার লম্বা কাহিনি শুনি আমরা।'

'ঠিক আছে। যদিও গল্পটা বেশ বড়, কিন্তু যথাসম্ভব সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করবো। শোয়ার্টয হ্যাণ্ডের নাম শুনেছেন?'

'না। সেটা কী?'

'একটা জার্মান সিক্রেট সোসাইটি। নেপল্‌স-এ শাসন চালানো একটা মাফিয়ার নাম ক্যামোরা, ওদেরই কোনও শাখা সম্ভবত। শোয়ার্টয হ্যাণ্ডের প্রধান কাজ ব্ল্যাকমেইলিং আর সন্ত্রাস। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করে ওরা এবং আশ্চর্য দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ে য়োরোপের নামীদামি কয়েকটা শহরে। ওদের শিকারে পরিণত হয় অসংখ্য লোক। আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা কুলিয়ে উঠতে পারছিল না ওদের সঙ্গে। কারণ খুবই গোপনে কাজ করে ওরা, এত গোপনে যে, পুলিশ যদি চলে ডালে ডালে তা হলে ওরা চলে পাতায়-পাতায়। আর সবচেয়ে বড় কথা, এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া যায় না, যাকে পটিয়ে রাজি করানো যেতে পারে দলটার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার ব্যাপারে।

'যে-কোনও কারণেই হোক, ইংল্যাণ্ডে তেমন কর্মতৎপরতা দেখাতে পারেনি শোয়ার্টয হ্যাণ্ড। কিন্তু গোটা জার্মান সমাজ বলতে গেলে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে ওদের কারণে। কিন্তু সবকিছুর যেমন শুরু আছে তেমন শেষও আছে, হালাকু খান,

বইঘর.কম

চেঙ্গিস খানরা যেভাবে মিলিয়ে গেছে ইতিহাসের পাতায় সেভাবেই একদিন ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল দলটা। এবং সেজন্য যে-লোকটাকে দোষ বা ধন্যবাদ যা-ই দিন, তাঁর নাম ডক্টর রোযেন। পাকা খবর আছে, সিক্রেট সার্ভিসের সঙ্গে জড়িত ছিলেন তিনি এককালে। শোয়ার্টয হ্যাণ্ডে নিজের নাম লেখান তিনি, সুযোগমতো ঢুকে পড়েন দলের একেবারে গভীরে, তারপর দলটা যাতে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায় সে-ব্যাপারে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করেন। এ-সবের কোনও সম্পর্ক আমার গল্পের সঙ্গে নেই বলে এ-ব্যাপারে বিস্তারিত বলে আপনাদের বিরক্তি উৎপাদন করতে চাই না।

'যা-হোক, দলের বাকিদের টার্গেটে পরিণত হন ডক্টর রোযেন। জার্মানিতে থাকা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় তাঁর জন্য। দেশ ত্যাগ করে ইংল্যাণ্ডে চলে আসেন তিনি। তাঁর ব্যাপারে আমাদের কাছে চিঠি পাঠায় বার্লিন পুলিশ।

'ডক্টর রোযেন সাহসী লোক—সোজা চলে এলেন স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে, ঘটনাক্রমে তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ হলো আমার। কথা বলে বোঝা গেল নিজের ভবিষ্যতের ব্যাপারে হাল ছেড়ে দিয়েছেন তিনি, কিন্তু মোটেও আবেগতাড়িত নন। "একদিন-না-একদিন পাকড়াও করবেই ওরা আমাকে, স্যর হেনরি," বললেন তিনি, "কোনও সন্দেহ নেই আমার।"

'লোকটা যেমন লম্বা তেমন চওড়া। চেহারানকশা ভালো, কণ্ঠ ভারী। কথার টান শুনলে তাঁর জাতীয়তা আন্দাজ করা যায়। আমি কোনও মন্তব্য না-করায় বলে চললেন, "যেদিন দলে নাম লেখাই সেদিন থেকেই জানি, এ-রকম কিছু ঘটবে আমার জীবনে। তবে তাতে কিছু যায়-আসে না, কারণ তৈরি হয়েই আছি আমি। আমার সান্ত্বনা, ভয়ঙ্কর একটা দলকে ধ্বংস করে দিয়েছি, যে-কাজ দেয়া হয়েছিল আমাকে তা শেষ করতে

পেরেছি ঠিকমতো। আর কোনওদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না দলটা। তবে এখনও ধরা পড়েনি সব সদস্য, য়োরোপের এখানে-সেখানে পালিয়ে বেড়াচ্ছে অনেকেই। এবং আমাকে হত্যা করে শোধ নেবে ওরা। এটা এখন শুধু সময়ের ব্যাপার। তবে আর দশজনের মতো আমিও বেঁচে থাকতে চাই—না, জীবনটাকে উপভোগ করার জন্য না শুধু, সিক্রেট সার্ভিস আর সিক্রেট সোসাইটি সম্বন্ধে কিছু জানিয়ে যেতে চাই মানুষকে। এ-বিষয়ে তথ্য-উপাত্ত জোগাড় করছি, প্রয়োজনমতো এডিটিংও করছি। খুব খুশি হবো যদি খুন হওয়ার আগে শেষ করতে পারি কাজটা।"

'কোথায় যেন পড়েছিলাম, অসাধারণ লোকের কথাবার্তা সাধারণ হয়। ডক্টর রোযেনের সঙ্গে আলাপ করার সময় কথাটা মনে পড়ে গেল আমার। তাঁর ব্যক্তিত্বে এমন কিছু একটা আছে যে, আপনাআপনি শ্রদ্ধা চলে আসে মনে। বললাম, "চিন্তা করবেন না। আপনাকে রক্ষা করার সবরকমের ব্যবস্থা নেবো আমরা আমাদের পক্ষ থেকে।"

'হাত নেড়ে আমার আশ্বাসবাণী উড়িয়ে দিলেন তিনি। "আজ না-হোক কাল, কাল না-হোক পরশু আমার নাগাল পাবেই ওরা, এবং কোনও-না-কোনও উপায়ে খুন করবেই আমাকে। সেটা ঠেকানোর ক্ষমতা নেই স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের। ঠেকাতে গেলে শুধু শুধু মাথার ঘাম পায়ে পড়বে আপনাদের। যা যা ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব ছিল আপনাদের পক্ষে, নিয়ে ফেলেছেন ইতোমধ্যেই। এবার আমাকে আমার মতো থাকতে দিন।"

' "আপনার মতো থাকতে দেবো মানে?"

"ঠিক করেছি ছোট একটা কটেজ নেবো সমারসেটের কিং'স নেটন গ্রামে। আর যে-ক'দিন বেঁচে আছি, শান্তিতে থাকবো সেখানে, চালিয়ে যাবো লেখালেখির কাজ। গ্রামটা

বইঘর.কম

রেলস্টেশন থেকে সাত মাইল দূরে, সভ্যতার ছোঁয়া তেমন একটা লাগেনি সেখানে এখনও।”

‘কথার সঙ্গে কাজের মিল থাকা বড় মাপের মানুষের বৈশিষ্ট্য। ঠিক ঠিকই কিং’স নেটনে একটা কটেজ কিনলেন ডক্টর রোযেন, টুকটাক কিছু মেরামতি সেরে নিলেন ওটার। কটেজটাকে সুন্দর বানানোর জন্য ফুলের বাগান করলেন, কিছু গাছপালাও লাগালেন। তারপর থিতু হলেন সেখানে।

‘চিরকুমার মানুষ তিনি, বউবাচ্চা নেই তাঁর, কিন্তু অদ্ভুত এক পরিবার আছে। সে-পরিবারের প্রথম সদস্যা তাঁর এক অনাথ ভাতিজি। দ্বিতীয়জন তাঁর সেক্রেটারি। তারপর আছে এক বুড়ি জার্মান পরিচারিকা, যে চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে চাকরি করছে তাঁর কাছে। ফুটফরমায়েশ খাটা এবং বাগান ও গাছপালার দেখাশোনা করার জন্য আছে এক মালি, যাকে জোগাড় করা হয়েছে ওই গ্রাম থেকেই।’

‘এরাই তা হলে আমাদের চার সন্দেহভাজন?’ মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করলেন ডক্টর লয়েড।

‘হ্যাঁ, এরাই চার সন্দেহভাজন। যা-হোক, আসল কাহিনিতে যেতে বেশি বাকি নেই আমার। টানা পাঁচ মাস নির্বিঘ্নে কাটিয়ে দিলেন ডক্টর রোযেন। তারপর বিনা মেঘে বজ্রপাত হলো একদিন। সেদিন সকালে সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে নিচে পড়ে গেলেন তিনি, পরে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল তাঁকে।

‘দুর্ঘটনাটা যখন ঘটেছে বলে আন্দাজ করি আমরা, মানে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের অফিসাররা, তখন রান্নাঘরে, দরজা বন্ধ করে কাজ করছে পরিচারিকা গারট্রুড। তাই কিছু শুনতে পায়নি সে—আমাদেরকে সে-রকমই বলেছে মহিলা। ফ্রাউলিয়েন গ্রেটা, মানে ডক্টর রোযেনের ভাতিজি তখন কাজ করছে বাগানে, কোনও একজাতের ফুলের চারা রোপণ করছে—আমাদেরকে

সে-রকমই বলেছে মেয়েটা। মালি ডব্‌স তখন নাস্তা সারার জন্য গিয়ে বসেছে পটিং শেডের নিচে—আমাদেরকে সে-রকমই বলেছে সে। আর সেক্রেটারি তখন হাঁটতে বেরিয়েছে—সে-রকমই জানানো হয়েছে আমাদেরকে।

'জটিল ব্যাপার। কারও কোনও অ্যালিবাই নেই। প্রত্যেকে যা বলেছে সে-ব্যাপারে, যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছে বাকিদেরকে তখন একই জবাব পাওয়া গেছে প্রতিবার, "সে কোথায় ছিল বা কী করছিল দেখিনি আমি।" তবে একটা ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত, ডক্টর রোযেনের মৃত্যু যদি হত্যাকাণ্ড হয়ে থাকে, বাইরের কেউ করেনি খুনটা। কারণ কিং'স নেটনের মতো ছোট্ট একটা গ্রামে কোনও আগন্তুক গেলে গ্রামবাসীদের কারও-না-কারও চোখে পড়বেই। আরও কথা আছে। যখন মারা যান ডক্টর রোযেন তখন কটেজের সামনের আর পেছনের দিকের দুটো দরজাই ভিতর-থেকে লক করা। পরিবারটার সব সদস্যের কাছেই আলাদা আলাদা চাবি আছে। কাজেই আবারও ওই চারজনকেই সন্দেহ হলো আমাদের।

'কিন্তু শুধু সন্দেহ হলেই তো হবে না, পাকা মোটিভও চাই। গ্রেটা, ডক্টরের আপন ভাইয়ের মেয়ে—কেন খুন করবে চাচাকে? আসুন গারট্রুডের কথায়। চল্লিশ বছর ধরে কাজ করছে সে ডক্টর রোযেনের কাছে, এত বছরে কিছু করল না, ডক্টর যেইমাত্র জার্মানি ছেড়ে চলে এলেন অমনি খুন করার সাধ জাগল মনে? আর ডব্‌স—যাকে বলে গেঁয়ো, একেবারে সে-রকম; জীবনে কোনওদিন পা-ই দেয়নি কিং'স নেটনের বাইরে। ওদিকে সেক্রেটারি চার্লস টেম্পলটন...'

'হ্যাঁ,' হঠাৎ বলে উঠলেন কর্নেল ব্যান্ট্রি, 'এই লোকটার কাহিনি কী? আমার মতে এই লোকই খুন করেছে ডক্টর রোযেনকে। ওর ব্যাপারে কী জানেন আপনি?'

বইঘর.কম

'ওর ব্যাপারে যা জানি আমি তাতে ওর উপর সন্দেহ না-কমলেও বাড়ে না।'

'কী সেটা?'

'চার্লস টেম্পলটন আমাদের নিজেদের লোক।'

'বলেন কী!'

মাথা ঝাঁকালেন স্যর হেনরি। 'স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকেই পাঠানো হয় ওকে, ডক্টরের নিরাপত্তা বিধান করতে। কিন্তু সে যদি ওই কটেজে না-থেকে গ্রামের অন্য কোথাও থাকত, তা হলে কারও-না-কারও চোখে ধরা পড়ে যেত। তাই সেক্রেটারির পরিচয়ে ঢুকিয়ে দেয়া হয় ওকে ডক্টরের কটেজে।'

'কীভাবে?'

'আগেই বলেছি সিক্রেট সার্ভিস আর সিক্রেট সোসাইটি নিয়ে কাজ করছিলেন ডক্টর রোযেন। একজন সেক্রেটারির সাহায্য ছাড়া একা ওসব কাজ করা খুব কঠিন। তাই ওই বিষয়ে জানে এ-রকম একজন লোকের দরকার হয়ে পড়েছিল তাঁর। তিনি নিজেই কথাটা বলেন আমাকে। সঙ্গে সঙ্গে লুফে নিই সেটা, টেম্পলটনের নাম প্রস্তাব করি। তবে সে যে ইয়ার্ডের লোক সে-কথা চেপে যাই।'

'কিন্তু অন্য কারও নামও তো বলতে পারতেন...'

'ডক্টরকে চোখে চোখে রাখার কাজে টেম্পলটনের সবচেয়ে বড় গুণ হচ্ছে, চমৎকার জার্মান জানে সে, অনর্গল কথা বলতে পারে ওই ভাষায়। তা ছাড়া কটেজে ডক্টরের ভাতিজি থাকে, কাজেই স্বভাবচরিত্রের দিক দিয়ে ভালোমানুষ না-হলে আরেক সমস্যা। আমার দৃষ্টিতে টেম্পলটন, এককথায় যদি বলি, ভদ্রলোক। ঘরের এবং ঘরের বাইরের কিছু কাজেও ওর হাত পাকা।'

মিসেস ব্যাণ্ট্রির চেহারা দেখে মনে হচ্ছে হতভম্ব হয়ে গেছেন

তিনি। জিজ্ঞেস করলেন, 'তা হলে কাকে সন্দেহ করেন আপনি? ওই চারজন ছাড়া আর কারও পক্ষে খুন করা সম্ভব না, আবার নিশ্চিতভাবে ধরে নেয়ার উপায় নেই, ওই চারজনের কেউ করেছে কাজটা!'

'আপাতদৃষ্টিতে তা-ই মনে হয়। আসুন, অন্য এক দৃষ্টিকোণ থেকে ঘটনাটা দেখি এবার। গ্রেটা খুবই সুন্দরী, আর কে না জানে পৃথিবীর অনেক জঘন্য অপকর্মের সঙ্গে সুন্দরীরা, অন্যভাবে বললে মেয়েরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত? একই কথা গারট্রুডের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। চল্লিশ বছর চাকরি করেছে সে ডক্টর রোযেনের কাছে, কিন্তু যদি বলি, তাতে কী হয়েছে? এত বছর চাকরি করলেই কি চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করা যায় কাউকে? হতে পারে মনিবের সঙ্গে কোনও বিষয়ে কথা কাটাকাটি হয়েছে ওর, হতে পারে তখন যারপরনাই দুর্ব্যবহার করেছেন ডক্টর ওর সঙ্গে; যদি বলি, তার পর থেকে বদলা নেয়ার সুযোগ খুঁজছিল সে? আপাতদৃষ্টিতে বিশ্বস্ত বুড়ি পরিচারিকারা যে কত ভয়ঙ্কর হতে পারে, সে-উদাহরণ অনেক আছে আমাদের কাছে।

'আর ডব্‌স? গেঁয়ো বলে কারও মনে লোভলালসা থাকবে না—তা কি হয়? পরিবারটার সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে কোনও সম্পর্ক নেই ওর, সামান্য ক'টা টাকার জন্য যদি খুন করে থাকে সে ডক্টর রোযেনকে তা হলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। আবার এমনও হতে পারে, ফুসলানো হয়েছে ওকে, সোজাকথায় বললে টাকা দিয়ে কেনা হয়েছে। টাকার জন্য কতকিছু করছে লোকে, ধাক্কা দিয়ে কাউকে সিঁড়ি থেকে ফেলে দেয়াটা তো কাজই না!

'তবে একটা বিষয়ে নিশ্চিত আমরা: পৃথিবী থেকে ডক্টরকে বিদায় করে দেয়ার ব্যাপারে বাইরে থেকে কোনও মেসেজ বা আদেশ এসেছিল। পাঁচ মাসের বড় একটা ব্যবধানই সে-কথা

বইঘর.কম

প্রমাণ করে। এ-সময়ে সোসাইটির সদস্যরা ভালোমতো খোঁজখবর করে কোথায় কী-অবস্থায় আছেন ডক্টর, শেষে সময়-সুযোগমতো ছোবল মারে। আমাদের অনুমান, কেউ একজন গুপ্তচরের ভূমিকা পালন করছিল ওদের হয়ে, এবং সেই লোকের কাছে পৌঁছে দেয়া হয় মেসেজটা।'

'কী মেসেজ?'

'খুন করো।'

'কী জঘন্য!' বলে কেঁপে উঠল জেন হেলিয়ার।

'এখন কথা হচ্ছে, মেসেজটা এল কী করে? এটা আমার জন্য একটা সূত্র। কারণ প্রশ্নটার জবাব যদি জানতে পারি, তা হলে কে দিয়েছে মেসেজটা জানতে পারবো, ফলে কার কাছে পাঠানো হয়েছে সেটা তা-ও জানা যাবে হয়তো। আমাদের চার সন্দেহভাজনের যে-কোনও একজনের সঙ্গে কোনও-না-কোনও উপায়ে যোগাযোগ করেছে সোসাইটির কেউ-না-কেউ। এবং আদেশ পাওয়ামাত্র দেরি করেনি লোকটা, কারণ এটাই শোয়ার্টয হ্যাণ্ডের নিয়ম।

'পয়েন্টটা কি ধরতে পেরেছেন আপনারা? আদেশ পাওয়ামাত্র হামলা করা হয়েছে ডক্টরের উপর। তা হলে কে বহন করে নিয়ে গেছে সে-আদেশ? সেদিন সকালে কে কে গিয়েছিল কটেজে?

'এক, গ্রামের কসাই। মাংস দিতে গিয়েছিল। জেরা করা হয়েছে লোকটাকে, সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি ওর কথায়।

'দুই, মুদির সহকারী। এক প্যাকেট ময়দা, দুই পাউণ্ড চিনি, এক পাউণ্ড মাখন আর এক পাউণ্ড কফি দিতে গিয়েছিল। জেরা করা হয়েছে ওকেও, সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি।

'তিন, ডাকপিওন। যা নিয়ে গিয়েছিল সে তা হচ্ছে: ফ্রাউলিয়েন রোযেন ওরফে গ্রেটার জন্য দুটো ইশতেহার এবং

বাগান করার বিষয়ে একটা ক্যাটালগ, গারট্রুডের জন্য স্থানীয় একটা চিঠি, ডক্টর রোযেনের জন্য তিনটা চিঠি যেগুলোর একটাতে বিদেশি ডাকটিকেট লাগানো, টেম্পলটনের জন্য দুটো চিঠি যেগুলোর একটার গায়ে ছিল বিদেশি ডাকটিকেট।

'কটেজের ওয়েস্টপেপার বাস্কেট থেকে কিছু কাগজ পাই আমরা, অদৃশ্য কালি ইত্যাদি পরীক্ষা করানোর জন্য সেগুলো পাঠানো হয় ইয়ার্ডে, এক্সপার্টদের কাছে। ফলাফল: আমাদের আশার গুড়ে বালি।

'ওই ঝুড়ি থেকে পাওয়া যায় ডক্টর রোযেনের কাছে পাঠানো দুটো বিল। স্থানীয় এক দোকান থেকে বাগানের জন্য কিছু চারাগাছ কিনেছিলেন তিনি, একটা বিল সেটার। আরেকটা বিল পাঠানো হয়েছে লণ্ডনের এক স্টেশনারি ফার্ম থেকে—তদন্তের কাজে যা সম্পূর্ণ গুরুত্বহীন।

'তিনটা চিঠির একটা ইন্টারেস্টিং মনে হয় আমাদের কাছে: "মাই ডিয়ার রোযেন, ডক্টর হেলমুথ স্প্যাথের ওখান থেকে ফিরলাম মাত্র। এডগার জ্যাকসনের সঙ্গে দেখা হয়েছে। সে আর অ্যামোস পেরি ফিরে এসেছে সিংটাও (Tsingtau) থেকে। সততার খাতিরেই বলছি, ওদের এই বেড়ানোর খবর শুনে একটুও হিংসা লাগছে না আমার। তোমার কী অবস্থা? যত জলদি পারো চিঠি লিখে জানাও আমাকে। আগেও বলেছি আবারও বলছি, বিশেষ একটা লোকের ব্যাপারে সাবধান থেকো। যদিও লোকটাকে খারাপ বা বিপজ্জনক মানতে আপত্তি আছে তোমার, তারপরও নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ কার কথা বলছি আমি। —তোমারই, জর্জিনা।"

'টেম্পলটনের চিঠি দুটোর দিকে নজর দিলাম আমরা তারপর। একটাকে আসলে চিঠি না-বলে বিল বলাই ভালো। কোনও এক দর্জির দোকান থেকে কাপড় বানিয়েছিল সে, পাওনা

বইঘর.কম

টাকার জন্য সংক্ষেপে তাগাদা দেয়া হয়েছে ওকে। অন্য চিঠিটা এসেছে জার্মানি থেকে, পাঠিয়েছে ওর এক বন্ধু। কিন্তু সেদিন সকালে হাঁটতে বের হওয়ার সময় সঙ্গে করে চিঠিটা নিয়ে যায় সে, পড়া শেষ হলে ছিঁড়ে ফেলে দেয়। তাই আমরা যখন দেখতে চাই, তখন দেখাতে পারেনি। বাধ্য হয়ে ওর কথা বিশ্বাস করতে হয় আমাদেরকে।

'গারট্রুডের কাছে যে-চিঠি এসেছে সেটার বিষয়বস্তুও মনে আছে আমার: "ডিয়ার মিসেস সোয়ার্ট্য, গির্জার যাজক বলছিলেন, শুক্রবার বিকেলে যদি আসতে পারেন আপনি আমাদের সামাজিক অনুষ্ঠানে, তা হলে খুব ভালো হয়। আপনার উপস্থিতি আন্তরিকভাবে আশা করছি আমরা। আপনি আমাদের অনুষ্ঠানে সবসময়ই আমন্ত্রিত। শুয়োরের মাংস দিয়ে গতবার যে-রেসিপি বানিয়েছিলেন, তা এককথায় লাজবাব। সেটার জন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আশা করি ভালো থাকবেন, শুক্রবার দেখা হবে আপনার সঙ্গে। —আপনার বিশ্বস্ত, এমা গ্রীন।" '

দম নেয়ার জন্য থামলেন স্যর হেনরি, সঙ্গে সঙ্গে মুচকি হেসে ফেললেন ডক্টর লয়েড আর মিসেস ব্যাণ্ট্রি। ডক্টর লয়েড বললেন, 'আমার মনে হয় এই চিঠিটার কথা গুরুত্ব দিয়ে বলতে গেলে সময় নষ্ট করা হবে।'

'আমিও তা-ই ভেবেছিলাম,' বললেন স্যর হেনরি। 'কিন্তু সম্ভাব্য সব দিক দিয়ে খতিয়ে দেখতে চাইছিলাম রহস্যটা, তাই এই চিঠিকেও ছাড় দিইনি। খোঁজ নিলাম এমা গ্রীনের। মহিলাকে পেতে সময় লাগল না মোটেও। জানা গেল, গির্জাকে কেন্দ্র করে গ্রামে কিছু সামাজিক কাজকর্মও চলে, গ্রামবাসীরা বলে চার্চ সোশালওয়ার্ক। তারপরও খুঁতখুঁতানি বিদায় নিল না আমার মন থেকে। গারট্রুডকে যে-নামে সম্বোধন করা হয়েছে চিঠিতে,

সেটা, যে-দলটা ধ্বংস হয়ে গেছে তার নামের সঙ্গে যথেষ্ট সামঞ্জস্যপূর্ণ। তা ছাড়া ওই চিঠিতে সোসাইটি শব্দটার উল্লেখ আছে।'

মিস মার্পলের দিকে তাকালেন ডক্টর লয়েড। 'আপনার কী হয়েছে, মিস মার্পল? কিছু বলছেন না কেন? ঘুমিয়ে গেছেন নাকি?'

জবাব দেয়ার আগে কিছুক্ষণ চোখ পিটপিট করলেন মিস মার্পল। তারপর স্যর হেনরির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, স্যর হেনরি, ডক্টর রোযেনের কাছে পাঠানো যে-চিঠির কথা বললেন আমাদেরকে, সেটাতে কোনও অস্বাভাবিকতা চোখে পড়েছিল আপনার?'

'অস্বাভাবিকতা! কী রকম?'

'যে-কোনও রকমের। কোনও অদ্ভুত শব্দ, অথবা কোনও অদ্ভুত বানান?'

'অদ্ভুত শব্দ! অদ্ভুত বানান!' সরু চোখে মিস মার্পলের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন স্যর হেনরি, বোঝা যাচ্ছে কিছু একটা ভাবছেন তিনি একমনে। কিছুক্ষণ পর বললেন, 'একটা ব্যাপার খেয়াল করেছিলাম তখন, কিন্তু খুব একটা পাত্তা দিইনি প্রথমে। "সততার খাতিরে" (In all Honesty) বলে একটা কথা ছিল চিঠিতে। সেখানে অনেস্টি'র এইচ বড় হাতের অক্ষরে লেখা ছিল।'

www.boighar.com

'কেন?' জানতে চাইলেন মিস মার্পল।

'তারমানে...চিঠি লিখে সাবধান করা হয়েছিল ডক্টর রোযেনকে?' উত্তেজিত গলায় বললেন কর্নেল ব্যান্ট্রি। 'কিন্তু কার বিরুদ্ধে?'

জবাব না-দিয়ে স্যর হেনরি বলে চললেন, 'চিঠিটার ব্যাপারে পরে টেম্পলটনের সঙ্গে কথা বলি আমরা। সে জানায়, সকালে

বইঘর.কম

নাস্তা খাওয়ার সময় ওটা খোলেন ডক্টর। পড়া শেষ হলে ছুঁড়ে দেন টেম্পলটনের দিকে। বলেন, কোন্ লোক পাঠিয়েছে ওটা বুঝতে পারছেন না।'

'লোক?' তাজ্জব হয়ে গেছেন মিসেস জেন হেলিয়ার। 'আপনি না জর্জিনা নামের একটা মেয়ের কথা বললেন, স্যর হেনরি?'

'হ্যাঁ, বলেছি। কিন্তু যা বলিনি তা হচ্ছে: চিঠির হ্যাণ্ডরাইটিং স্টাইল ছেলেদের মতো। তা ছাড়া জর্জিনা নামটা এমনভাবে সই করা যে, জর্জি বলে চালিয়ে দেয়া যায় অনায়াসেই।'

'ইন্টারেস্টিং তো!' বললেন কর্নেল ব্যাণ্ট্রি। 'চিঠিটা মিস্টার টেম্পলটনের দিকে ছুঁড়ে দেন ডক্টর রোযেন—মানে কী? তিনি কি আসলেই বুঝতে পারেননি কে পাঠিয়েছে ওটা? নাকি বুঝতে পেরে বিরক্ত হয়েছেন?'

'আমার কথা হচ্ছে,' বলে উঠল জেন হেলিয়ার, 'সেক্রেটারি লোকটার চিঠি জার্মানি থেকে আসবে কেন? স্যর হেনরি, আপনি না বলেছেন লোকটা সন্দেহের ঊর্ধ্বে? তা হলে চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলল কেন সে?'

'না,' প্রতিবাদ করলেন মিস মার্পল, 'কথাটা একবারও বলেননি স্যর হেনরি। কাহিনির শুরু থেকেই চারজন সন্দেহভাজনের কথা বলছেন তিনি, যাদের মধ্যে মিস্টার টেম্পলটন একজন। ঠিক না, স্যর হেনরি?'

'হ্যাঁ, ঠিক, মিস মার্পল। আফসোস, কথাটা তখন মাথায় আসেনি আমাদের। নিজেদের লোক বলে চার্লস টেম্পলটনকে সেভাবে গুরুত্বই দিইনি আমরা। কিন্তু আমরা স্বীকার করি বা না-করি, সব সেনাবাহিনীতে, নৌবাহিনীতে, এমনকী পুলিশ ফোর্সে কমবেশি বিশ্বাসঘাতক আছেই। তবে কিছুক্ষণ আগে যা বললেন মিস হেলিয়ার, ঠিক একই কথা আমার মাথায়ও

এসেছিল। কেন জার্মানি থেকে চিঠি আসবে টেম্পলটনের নামে? দর্জির চিঠিটা সে দেখাতে পারল, অথচ জার্মানির ডাকটিকেট-লাগানো চিঠি ছিঁড়ে ফেলে দিল?

'খুব একটা গুরুত্ব না-দিলেও কথাটা জিজ্ঞেস করলাম ওকে। জবাবে বলল সে, "জনৈক জার্মান লোকের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে আমার এক খালার। খালাতো বোন থাকে ওখানেই, মাঝেমধ্যে চিঠি লেখে আমাকে।"

'তারমানে জার্মানিতে আত্মীয়-স্বজন আছে টেম্পলটনের। এ-কারণেই জার্মান ভাষা এত ভালো পারে সে? সঙ্গে সঙ্গে ওর বিরুদ্ধে সন্দেহের তীর বিঁধল আমার মনে। প্রশ্ন করলাম নিজেকেই, দুধকলা দিয়ে কালসাপ পুষেছি এতদিন?

'আমার তখন মাথা খারাপ হওয়ার মতো অবস্থা। এতক্ষণ সন্দেহ হচ্ছিল না টেম্পলটনকে, এবার সবার চেয়ে বেশি সন্দেহ হচ্ছে ওকেই। কিন্তু অনুমানের উপর নির্ভর করে কিছু করতে গেলেও সমস্যা—ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করতে না পারলে শেষ হয়ে যাবে ওর ক্যারিয়ার।

'ঝামেলা যদি এ-পর্যন্ত থাকত তা হলে একটা কথা ছিল। কিন্তু তদন্তের পরিধি যত বাড়ল, দেখা গেল সমস্যাও তত বাড়ছে। যেমন, গ্রামবাসীদের কেউই মনে করে না ডক্টর রোযেনের মৃত্যু দুর্ঘটনা ছাড়া অন্যকিছু। ওদের সবাই একমত, বয়স হয়েছিল তাঁর, তাই পা পিছলে সিঁড়ি থেকে পড়ে যাওয়া অস্বাভাবিক না। এদিকে, আগেও বলেছি, গ্রেটা পরীর মতো সুন্দরী। আর আমাদের চার্লস টেম্পলটনের চেহারানকশাও নায়কদের মতো। নিয়তি তাদের দু'জনকে নিয়ে গিয়ে বন্দি করেছে প্রায় নির্জন এক গ্রামে, ছোট্ট এক কটেজের ভিতরে। টানা পাঁচ মাস সেখানে থেকেছে ওরা। কাজেই এ-অবস্থায় যা ঘটতে পারে তা না-ঘটলেই বরং অস্বাভাবিক বলতাম আমি।

বইঘর.কম

'বুঝতেই পারছেন আপনারা, ভালোবেসে ফেলল ওরা একজন আরেকজনকে। কিন্তু কী আশ্চর্য, ডক্টর রোযেনের মৃত্যুর পর যখন জিজ্ঞাসাবাদ চলছে, তখন কেউ যেন কাউকে চেনেই না!

'তারপরও, শাক দিয়ে কি মাছ ঢাকা যায়? মাস তিনেক আগের কথা। আমি তখন দু'-একদিন হলো ফিরে এসেছি কিং'স নেটন থেকে। বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ আমার কাছে এসে হাজির গ্রেটা রোযেন। বলল, "উত্তরাধিকারী হিসেবে কটেজটা পেয়েছিলাম, এখন ওটা বেচে দিয়ে ফিরে যাচ্ছি জার্মানিতে।"

'আমি বললাম, "কেন, এখানে থাকলেও তো পারতে?"

"পারতাম হয়তো, কিন্তু মন টিকছে না। আসলে...চাচা নেই তো..."

' "তুমি কি বিশেষ কোনও কথা বলতে এসেছ?"

"হ্যাঁ। আমি আসলে...ব্যক্তিগত একটা ব্যাপারে কথা বলতে চাইছি আপনার সঙ্গে।"

' "ঠিক আছে, বলো তা হলে।"

'ইতস্তত করছে মেয়েটা, সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠতে পারেনি পুরোপুরি। কিছুক্ষণ পর বলল, "জার্মানি থেকে একটা চিঠি এসেছিল চার্লস...মিস্টার টেম্পলটনের নামে। ওটা কি দেখেছেন আপনি?"

'খেয়াল করলাম, মিস্টার টেম্পলটন না-বলে প্রথমে চার্লস শব্দটা উচ্চারণ করেছে সে। বললাম, "দেখিনি, কিন্তু শুনেছি। কেন?"

' "চিঠির বিষয়বস্তু জানা দরকার আমার।"

' "আমাদেরও দরকার। কিন্তু তোমার দরকারটা কী?"

"শুনলাম, ওটা নাকি চা...মিস্টার টেম্পলটনের এক খালাতো বোন লিখেছে?"

"সে-রকমই বলা হয়েছে আমাকে। ...কেন, খালাতো বোন চিঠি লিখলে কোনও অসুবিধা?"

'অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল বেচারী গ্রেটা, আবেগ সামলানোর চেষ্টা করছে আসলে। যখন চোখ তুলে তাকাল আমার দিকে, তখন দেখি পানিতে ছলছল করছে অপূর্ব সুন্দর চোখ দুটো। বলল, "অসুবিধা? আমার ভালোবাসার মানুষটাকে অন্য কোনও মেয়ে চিঠি লিখলে অসুবিধা আছে কি না বোঝেন না? ...হ্যাঁ, স্যর হেনরি, আমরা একজন আরেকজনকে ভালোবাসি। বলা ভালো, ভালোবাসতাম। কথাটা সে-ই প্রথমে বলেছিল আমাকে। আমি ফিরিয়ে দিতে পারিনি। কিন্তু আমাদের মাঝখানে এখন দেখা দিয়েছে সন্দেহের কালো মেঘ। বিনা কারণে কেন সে চিঠি পাবে ওর খালাতো বোনের কাছ থেকে? কেন ওকে সন্দেহ করা হবে আমার চাচার খুনের ব্যাপারে? ...ওহ্, স্যর হেনরি, যে-ই খুন করে থাকুক আমার চাচাকে, দয়া করে একটাবার শুধু বলুন, চার্লস টেম্পলটন করেনি কাজটা। প্লিয, স্যর হেনরি," বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়ল সে, "দয়া করে শুধু একবার বলুন আমার ভালোবাসার মানুষটা আর যা-ই হোক খুনি না।"

'কিন্তু একজন কর্তব্যপরায়ণ অফিসার হিসেবে কথাটা বলতে পারি না আমি। নিয়তিই কাছে এনেছিল ওদেরকে, আবার নিয়তিই দূরে ঠেলে দিচ্ছে—আমার কিছু করার নেই,' চেয়ারে হেলান দিলেন স্যর হেনরি। চেহারা দেখে ক্লান্ত বলে মনে হচ্ছে তাঁকে। হতাশ হয়ে মাথা নাড়লেন, তারপর হঠাৎ তাকালেন মিস মার্পলের দিকে। 'আজও অমীমাংসিত রয়ে গেছে রহস্যটা। এবং হয়তো সারাজীবনই থাকবে, যদি না আপনি, মিস মার্পল, কিছু একটা করেন। আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, কোনও একটা চিঠিতে কোনও একটা সূত্র পেয়ে গেছেন আপনি।

বইঘর.কম

এখানে একজন প্রেমিক আর একজন প্রেমিকা শুধু সন্দেহের বশবর্তী হয়ে চিরতরে আলাদা হয়ে যাচ্ছে নিজেদের কাছ থেকে, আপনি কি কিছু করতে পারেন না ওদের জন্য?'

কেশে গলা পরিষ্কার করলেন মিস মার্পল। 'গ্রামের আর শহরের মানুষদের মধ্যে একটা বড় পার্থক্য কী, জানেন? গ্রামের লোকেরা এমন অনেককিছু জানে, যা শহরের লোকেরা জানার বিষয় বলে মনেই করে না!'

'যেমন?' জিজ্ঞেস না-করে পারলেন না স্যর হেনরি।

'যেমন বাগান করা।'

'বাগান করা!'

হাত বাড়িয়ে একটা ক্যাটালগ টেনে নিলেন মিস মার্পল। ওটা খুলে জোরে-জোরে পড়তে লাগলেন, 'হেলমুথ স্প্যাথ—একজাতের লাইলাক। সুন্দর একটা ফুল, এটার যে-অংশ কাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকে তা বেশ লম্বা আর শক্ত হয়। বাগান করার জন্য এককথায় চমৎকার। ...এডগার জ্যাকসন—ইটের মতো লাল রঙের সুন্দর আকারবিশিষ্ট একজাতের ক্রাইসেনথেমামের নাম। ...অ্যামোস পেরি—গাঢ় লাল রঙের ফুল, গৃহসজ্জার জন্য অতুলনীয়। ...সিংটাও—উজ্জ্বল গোলাপি-লাল রঙের নয়নাভিরাম ফুল, বাগান করার জন্য আদর্শ। ...অনেস্টি...খেয়াল রাখতে হবে শব্দটা বড় হাতের এইচ দিয়ে...বড় আর নিখুঁত আকারের সাদা গোলাপের আরেক নাম।'

'কী বলছেন আপনি এসব?' চোখ বড়-বড় হয়ে গেছে স্যর হেনরির। 'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!'

'ডক্টর রোযেনের কাছে আসা যে-চিঠিটা ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছে আপনার কাছে, সেটার কথাই বলছি।'

'কিন্তু...সিক্রেট সার্ভিস আর সিক্রেট সোসাইটি নিয়ে

কারবার ডক্টর রোযেনের। ফুল দিয়ে কী করবেন তিনি?'

'এখানেই তো চালাকিটা করা হয়েছে। নিজেকে ডক্টর রোযেনের জায়গায় বসিয়ে ভেবে দেখুন। একগাদা ফুলের নাম দিয়ে একটা চিঠি লিখে পাঠানো হয়েছে আপনার কাছে, মানুষের নাম ধরে নিয়ে কিছুই বুঝতে পারেননি আপনি, না-পারাটাই স্বাভাবিক। নিচে নাম লেখা হয়েছে জর্জিনা—সেটাও আপনার কাছে অপরিচিত। এ-অবস্থায় কী করবেন আপনি? কোনও গুরুত্ব না-দিয়ে চিঠিটা ছুঁড়ে দেবেন কি না আপনার সেক্রেটারির দিকে?'

www.boighar.com

'তারমানে,' অমঙ্গল আশঙ্কায় বিবর্ণ হয়ে গেছে স্যর হেনরির চেহারা। 'টেম্পলটনই...

'ওহ্, না!' বললেন মিস মার্পল। 'মিস্টার টেম্পলটন যদি করত খুনটা, তা হলে জার্মানি থেকে আসা অন্য চিঠিটার মতো এই চিঠিও ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করে ফেলে দিত।'

'তা হলে...কেন সে ছিঁড়েছে নিজের নামে আসা চিঠিটা? এবং...কে খুন করেছে ডক্টর রোযেনকে?'

'আপনার প্রথম প্রশ্নটার জবাব দেয়া যাক প্রথমে। মিস্টার চার্লস টেম্পলটনকে ভদ্রলোক হিসেবে জানতেন আপনি, না? কিন্তু আমার মনে হয় আসলে তা না সে। খালাতো বোনের সঙ্গে ভাই-বোনের সম্পর্ক ছাড়াও আরও কোনও সম্পর্ক আছে ওর, এবং সেটা যাতে কখনও জানতে না-পারে গ্রেটা সেজন্যই নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে চিঠিটা। আমার মনে হয় গ্রেটার সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করেছে সে আসলে, মেয়েটাকে মন থেকে ভালোবাসেনি কখনও। আর গ্রেটা... ওর কথা পরে বলছি। আসা যাক আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নে। কে খুন করেছে ডক্টর রোযেনকে, তা-ই তো? যদি বলি, সেদিন সকালে নাস্তার টেবিলে আরও একজন উপস্থিত ছিল? এবং ফুলের নামওয়ালা চিঠিটা

বইঘর.কম

যখন ছুঁড়ে দেয়া হয় মিস্টার টেম্পলটনের দিকে, সেটা পড়ে সে-ও যখন মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারেনি, তখন, যদি বলি, নাস্তার টেবিলের তৃতীয় ব্যক্তিটার কাছে দিয়েছে? অথবা হতে পারে তৃতীয় ব্যক্তিটাই চেয়ে নিয়েছে ওর কাছ থেকে। এবং চিঠিটা পড়ামাত্র বুঝে নিয়েছে, কী করতে হবে ওকে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ফুলের নামওয়ালা একটা চিঠি পড়ে মানে বুঝতে পারা কার পক্ষে সম্ভব? জেরার সময় কে আপনাদেরকে বলেছে, ডক্টর যখন মারা যান তখন বাগানে বিশেষ একজাতের ফুলের চারা রোপণ করছিল? ডাকপিওন কার জন্য বাগান করার বিষয়ে একটা ক্যাটালগ নিয়ে গিয়েছে?'

'ফ্রাউলিয়েন...গ্রেটা...রোযেন,' থেমে থেমে শব্দ তিনটা উচ্চারণ করলেন স্যর হেনরি। 'কিন্তু...আমি তো বিশ্বাসই করতে পারছি না! ...মেয়েটা...তা হলে আমার কাছে এল কেন?'

'বিশ্বাস না-করতে পারার কিছু নেই, স্যর হেনরি। সিক্রেট সোসাইটিতে আদেশই হলো বড় কথা। এখানে যদি মাকে বলা হয় ছেলের গলা কাটতে, তা হলে তা-ই করতে হবে। কারণ তা না-করলে ছেলেটার গলা কাটবে অন্য কেউ, এবং মরতে হবে মাকেও। ...নিয়তির কী পরিহাস! নিজের হাতে যে-দলকে ধ্বংস করেছেন ডক্টর রোযেন, সে-দলেরই এক সদস্যা ঘরের শত্রু বিভীষণের মতো ছায়া হয়ে সবসময় থাকল তাঁর সঙ্গে, ঘুণাক্ষরেও কিছু টের পেলেন না তিনি। ...মেয়েটা আপনার কাছে গিয়ে কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন দিয়েছে কেন, জানতে চাইছেন, স্যর হেনরি?' মুচকি হাসলেন মিস মার্পল। 'কোনও মেয়ের ব্যাপারে যদি কখনও কিছু জানতে চান, আরেকজন মেয়েকে জিজ্ঞেস করবেন, সঠিক জবাব পেয়ে যাবেন সবসময়। ...সোজাকথায় যদি বলি, নিজের উপর থেকে সন্দেহ সরিয়ে দিতে কাজটা করেছে গ্রেটা। ডক্টর রোযেনের হত্যারহস্যের তদন্ত

চলছে, মাঠে নেমেছে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড, এ-অবস্থায় যদি হুট করে ইংল্যাণ্ড ছাড়ে সে তা হলে সন্দেহ জাগবেই আপনাদের মনে। তাই দারুণ এক গল্প ফাঁদল সে, চমৎকার অভিনয় করল আপনার কাছে গিয়ে। ফলে কী হলো? কটেজ বেচে দিয়ে নিরাপদে চলে যেতে পারল জার্মানিতে। ওদিকে পুরোপুরি ফাঁসিয়ে দিয়ে গেল মিস্টার টেম্পলটনকে, কারণ শয়তান মেয়েটার গল্প শুনে লোকটার উপর সন্দেহ গাঢ় হলো আপনার। ঠিক না?'

'এখন কী হবে?' জিজ্ঞেস করল জেন হেলিয়ার। 'নির্বিঘ্নে পার পেয়ে গেল গ্রেটা রোযেন!'

'পার পেয়ে গেল?' কথাটা ধরলেন মিস মার্পল। 'গল্প বলতে শুরু করার আগে কী বলেছেন স্যর হেনরি, মনে নেই? আইন যদি শাস্তি দিতে না-ও পারে, এমন সব ঘটনা ঘটে যার ফলে ঠিকই শাস্তি পায় অপরাধীরা। গ্রেটার কপালে তা-ই আছে।'

'মানে?'

'সে এমন এক দলের সদস্যা, ব্ল্যাকমেইলিং আর সন্ত্রাসই যে-দলের কাজ। কে না জানে, সন্ত্রাসীর মৃত্যু, সন্ত্রাসের মাধ্যমেই হয়?'

'তারমানে...' উজ্জ্বল হয়েছে স্যর হেনরির ফ্যাকাসে চেহারা, 'আসলেই কোনও দোষ নেই টেম্পলটনের?'

'আছে,' মাথা ঝাঁকালেন মিস মার্পল, 'দোষ আছে লোকটার। ওর খালাতো বোনের পাঠানো সেই চিঠিতে এমন কী লেখা ছিল যার জন্য ওটা ছিঁড়ে টুকরো করতে হলো? আমার মনে হয় ওদের বিয়ের ব্যাপারে কিছু লিখেছিল মেয়েটা। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে ভদ্রলোক কিন্তু আসলে দুশ্চরিত্র টেম্পলটনের মনে তখন গ্রেটার সঙ্গে প্রেম করার ইচ্ছা। তাই মেয়েটা যাতে কিছু জানতে না-পারে সেজন্য...এ-ই হলো ওর দোষ।'

বইঘর.কম

'মিস মার্পল,' প্রশংসার দৃষ্টিতে ভদ্রমহিলার দিকে তাকিয়ে আছেন স্যর হেনরি, 'আপনি আসলেই লাজবাব! যাকে বলে আন্তর্জাতিক রহস্য, সে-রকম একটা কেসের সমাধান করে ফেলেছেন আপনি।'

লজ্জা পেয়ে লাল হয়ে গেল মিস মার্পলের গাল। বললেন, 'আমরা তখন খুব ছোট। আমরা মানে আমি আর আমার বোন। আমাদেরকে লেখাপড়া শেখানোর জন্য এক জার্মান গভর্নেস রাখা হয়। পাঠ্যপুস্তকের শিক্ষার পাশাপাশি বাইরের অনেককিছুও শেখাতেন তিনি আমাদেরকে। যেমন, "ফুলের ভাষা"। আফসোস, আজকাল আর এসব শেখানো হয় না।'

'ফুলের ভাষা? মানে?'

'যেমন যে-ভালোবাসায় কোনও আশা নেই সেটা বোঝানো হয় হলুদ টিউলিপ দিয়ে। "তোমার পায়ে লুটিয়ে পড়ি আমি, ঈর্ষায় হয়ে কাতর"—বোঝাতে হলে চাই চায়না অ্যাস্টার। ডক্টর রোযেনকে, বলা ভালো গ্রেটাকে পাঠানো সেই চিঠির শেষে লেখা ছিল জর্জিনা। শব্দটার মানে কী, জানেন? জার্মান ভাষায় ডালিয়া ফুলকে বলা হয় জর্জিনা। খেয়াল করুন, ডালিয়া শব্দটা ডি দিয়ে, আবার ডেথ বা মৃত্যু শব্দটাও কিন্তু ডি দিয়ে। যে বা যারাই চিঠিটা পাঠিয়েছে, একদম শেষে আসল শব্দটা লিখে জানিয়ে দিয়েছে কী করতে হবে গ্রেটাকে। তা ছাড়া ফুলের ভাষা অনুযায়ী ডালিয়া মানে বিশ্বাসঘাতকতা আর অসততা।'

'চমৎকার! লাজবাব!' বলে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন স্যর হেনরি।

*মূল গল্প: দ্য ফোর সাসপেক্টস*

# নীল ফুল

'গতবছর এখানে যখন শেষ এসেছিলাম...' কথা শেষ না করে থেমে গেলেন স্যর হেনরি ক্লিদারিং।

কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকালেন তাঁর মেজবান মিসেস ব্যান্ট্রি।

বন্ধু কর্নেল ব্যান্ট্রি এবং তাঁর স্ত্রী মিসেস ব্যান্ট্রির সঙ্গে সেইন্ট মেরি মিড গ্রামে আছেন স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের প্রাক্তন কমিশনার স্যর ক্লিদারিং।

মিসেস ব্যান্ট্রির হাতে একটা কলম, আজ ডিনারে ষষ্ঠ অতিথি হিসেবে কাকে দাওয়াত দেয়া যায়, জিজ্ঞেস করেছেন এইমাত্র।

'হ্যাঁ, বলুন?' উৎসাহ দেয়ার ভঙ্গিতে বললেন মিসেস ব্যান্ট্রি। 'গতবছর যখন এখানে ছিলেন তখন কী হয়েছিল?'

'মিস মার্পল নামে কাউকে চেনেন?' জিজ্ঞেস করলেন স্যর হেনরি।

দেখে মনে হচ্ছে বিস্মিত হয়েছেন মিসেস ব্যান্ট্রি। ভাবেননি, ও-রকম কোনও কথা শুনতে হবে কখনও।

'মিস মার্পলকে কে না চেনে? গ্রামাঞ্চলের বুড়িরা যে-রকম হয়, তিনি অনেকটা সে-রকমই। এমনিতে হাসিখুশি, কিন্তু সময়ের তুলনায় পিছিয়ে আছেন।'

'গতবছর যখন এখানে ছিলাম আমি, অমীমাংসিত রহস্য নিয়ে আলোচনা করাটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল আমাদের। পাঁচ-ছ'জন ছিলাম আমরা—শুরুটা করে ঔপন্যাসিক রেমণ্ড ওয়েস্ট। আমরা একেকজন একেকটা গল্প বলতাম, যে গল্প বলছে শুধু সে জানে রহস্যটার সমাধান। উদ্দেশ্য ছিল, অন্য কেউ মাথা খাটিয়ে সমাধানটা বুঝতে পারে কি না, কিংবা সেটার কাছাকাছি যেতে পারে কি না।'

'তো?'

'প্রত্যেকের গল্প শুনে সমাধান বাতলে দিতে পেরেছিলেন মিস মার্পল। নিখুঁত জবাব—পোষা কবুতরের ঘরে যেরার মতো।'

'অথচ দেখুন, সেইন্ট মেরি মিডের বাইরে খুব কমই গেছেন মিস মার্পল।'

'এ-ব্যাপারে তাঁর বক্তব্য হচ্ছে, প্রায় সারাটা জীবন গ্রামে কাটিয়ে দেয়ার কারণে মানুষের স্বভাবচরিত্র পর্যবেক্ষণের অসংখ্য সুযোগ পেয়েছেন তিনি।'

'ঠিক আছে, দাওয়াত দিচ্ছি তাঁকে আজ ডিনারে। দেখি আর্থারের ভূতের-গল্পটা শুনে কোনও জবাব দিতে পারেন কি না তিনি। যদি পারেন, কৃতজ্ঞ বোধ করবো তাঁর প্রতি।'

'আর্থার ভূত বিশ্বাস করে নাকি?'

'না, করে না। ঘটনাটা ওর এক বন্ধুর, নাম জর্জ প্রিচার্ড। কাঠখোট্টা এরুটা লোক, এত কাঠখোট্টা কাউকে কখনও দেখেছি কি না সন্দেহ। ঘটনাটা অবশ্য জর্জের জন্য ট্রাজিক। ঘটনাটা হয় সত্যি নয়তো...'

'নয়তো?'

জবাব দিলেন না মিসেস ব্যান্ট্রি।

ডিনার চলছে। ডাইনিংরুমের এদিকেওদিকে তাকিয়ে কেঁপে

উঠলেন মিসেস ব্যাণ্ট্রি, কারণ বেশিরভাগ ইংলিশ ডাইনিংরুম ভীষণ ঠাণ্ডা। তাঁর স্বামীর ডানদিকে পিঠ-খাড়া-করে-বসা বুড়ি মহিলাটার দিকে তাকালেন। ডক্টর লয়েডের সঙ্গে প্রাণবন্ত ভঙ্গিতে কথা বলছেন মিস মার্পল।

প্রত্যেকের রহস্যের সমাধান বাতলে দিয়েছিলেন মিস মার্পল? কথাটা ভেবে নতুন করে বিস্ময় বোধ করছেন মিসেস ব্যাণ্ট্রি। সেটা কি সম্ভব?

স্বামীর দিকে তাকালেন মিসেস ব্যাণ্ট্রি। লাল চেহারা ভদ্রলোকের, চওড়া কাঁধ। ঘোড়া নিয়ে কথা বলছেন তিনি সুন্দরী ও জনপ্রিয় অভিনেত্রী জেন হেলিয়ারের সঙ্গে। জেনকে মঞ্চে যতটা সুন্দর লাগে, এখন মনে হয় তারচেয়ে বেশি সুন্দর লাগছে।

'আর্থার,' স্বামীর মনোযোগ আকর্ষণ করলেন মিসেস ব্যাণ্ট্রি, 'ঘোড়া নিয়ে কথা বলে জেনকে আসলে বিরক্ত করছ তুমি। ওসব বাদ দাও, জর্জ প্রিচার্ডের ভূতের-গল্পটা বলো।'

'কিন্তু...ডলি...'

'স্যর হেনরিও শুনতে চান গল্পটা। আজ সকালে ওটার ব্যাপারে বলেছি তাঁকে। বাকিরাও শুনুক, কারও কিছু বলার থাকলে বলবে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলুন,' উৎসাহ দিল জেন। 'ভূতের গল্প পছন্দ করি আমি।'

'আসলে...' এখনও দ্বিধা করছেন কর্নেল ব্যাণ্ট্রি, 'অতিপ্রাকৃতিক কোনওকিছু কখনওই বিশ্বাস করিনি আমি, এখনও করি না। কিন্তু এই কাহিনিটা...'

থামলেন তিনি, একে একে দেখছেন তাঁর শ্রোতাদের। কিছুক্ষণ পর বলতে শুরু করলেন, 'আমার মনে হয় না জর্জ

বইঘর.কম

প্রিচার্ডকে চেনেন আপনাদের কেউ। আমার দৃষ্টিতে চমৎকার একটা মানুষ। কিন্তু ওর বউটা...মারা গেছে, ওকে নিয়ে বেশি কিছু বলে লাভ নেই। শুধু বলি, যতদিন বেঁচে ছিল স্বামীকে জ্বালিয়েছে সে। সমস্যা ছিল মেয়েটার। নিজের খেয়ালখুশিমতো চলত, এমন অনেককিছু চাইত জর্জের কাছে যা দেয়াটা ওর সাধ্যের বাইরে, এবং নিজে যা বলবে তা-ই শুনতে হবে বাকিদের—কারও কোনও যুক্তি শুনতে রাজি না। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত অভিযোগ আর নালিশ লেগেই আছে ওর মুখে। ওর জন্য জর্জ যা-ই করে না কেন, তাতেই একগাদা দোষ খুঁজে পায় সে, এবং অভিশাপ দিতে থাকে। জর্জের জায়গায় অন্য কেউ থাকলে কবেই কুড়াল দিয়ে কোপ বসিয়ে দিত মেয়েটার মাথায়! ...কি, ঠিক বলেছি না, ডলি?'

'ও...তোমার বন্ধু দেখে সাত খুন মাফ, না? কাঠখোট্টা একটা লোক, বউকে কীভাবে সামলাতে হয় জানে না...। কুড়াল দিয়ে যদি বউকে কোপ মারত লোকটা, আর জুরিতে যদি কোনও মেয়েমানুষ থাকত, ওকে বেকসুর খালাস দিয়ে দিত, না?'

স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করতে চান না কর্নেল ব্যান্ট্রি, তা-ও আবার মেহমানদের সামনে, তাই ফিরে গেলেন গল্পে। 'ঘটনার শুরু কীভাবে জানি না আমি। এ-ব্যাপারে সঠিক ধারণা নেই জর্জেরও। ভবিষ্যদ্বক্তা, হস্তরেখাবিদ, অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী লোক—এদের প্রতি মিসেস প্রিচার্ডের সাংঘাতিক দুর্বলতা আছে। জর্জ অবশ্য কিছু মনে করে না। ওসব নিয়ে মজা করে যদি সময় কেটে যায় মেয়েটার, ক্ষতি কী? কিন্তু নিজে কখনও যায় না কোনও ভবিষ্যদ্বক্তার কাছে, হাত দেখায় না কারও কাছে, বিশ্বাস করে না অন্তর্দৃষ্টি বলে কিছু আছে। ফলে বউয়ের পক্ষ থেকে আরও দুর্ভোগ জোটে ওর কপালে।

'ওরা যে-বাড়িতে থাকে সেখানে নার্সরা আসে-যায়, কারণটা বলছি একটু পর। কয়েক সপ্তাহের বেশি টেকে না কেউই, কারণ সবাইকেই মিসেস প্রিচার্ডের অপছন্দ। তবে একটা মেয়ে টিকে গেল বেশ কয়েক মাস। কারণ ভবিষ্যৎ বলার ব্যাপারে ওই মেয়ের খুব উৎসাহ। মিসেস প্রিচার্ড রীতিমতো ভক্তে পরিণত হলো মেয়েটার। কিন্তু একদিন ঝগড়া লেগে গেল দু'জনের মধ্যে, মেয়েটা যাতে চলে যায় সেজন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল মিসেস প্রিচার্ড। নিউরোটিক পেশেন্টের দেখাশোনায় দক্ষ ও বিচক্ষণ এক বুড়ি নার্স তখন এল প্রিচার্ডদের বাড়িতে, আগেও একবার দেখাশোনা করেছে মিসেস প্রিচার্ডের। নাম কপলিং; জর্জের কথা অনুযায়ী, মানুষ হিসেবে ভালো সে, কাণ্ডজ্ঞান আছে। যখন অল্পতেই ভীষণ উত্তেজিত হয়ে যায় মিসেস প্রিচার্ড, মেজাজের ঠিক থাকে না তার, তখন সামলায় তাকে।

'যেদিনের কথা বলছি সেদিন ওই নার্স বলল, "গোল্ডেন গ্রিন"-এ ওর এক বোন থাকে, ওর সঙ্গে দেখা করতে যাবে, ফিরতে দেরি হতে পারে। কথাটা শুনে চেহারা ঝুলে গেল জর্জের, কারণ বিকেলে গল্ফ খেলার আয়োজন করে এসেছে। নার্স কপলিং আশ্বস্ত করল ওকে।

www.boighar.com

"আপনিও গল্ফ খেলতে পারবেন," চোখ টিপে বলল সে, "আর আমিও বোনের সঙ্গে দেখা করে ফিরতে পারবো। কারণ মিসেস প্রিচার্ডের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা আছে।"

' "কী?"

"দাঁড়ান," আরেকবার চোখ টিপল নার্স কপলিং, "নামটা মনে করে দেখি। হ্যাঁ...যারিদা। সাইকিক রিডার।"

' "ঈশ্বর!" গুঙিয়ে উঠল জর্জ। "নতুন কেউ নাকি?"

"হ্যাঁ, একদম নতুন। আমার মনে হয় আমার আগে যে-

বইঘর.কম

নার্স ছিল এখানে...নার্স কারস্টেয়ার্স, পাঠিয়েছে যারিদাকে। অবশ্য এখনও যারিদার সঙ্গে দেখা হয়নি মিসেস প্রিচার্ডের। আমাকে দিয়ে চিঠি লিখিয়েছেন তিনি, আজ বিকেলের জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট করিয়েছেন মেয়েটার সঙ্গে।"

' "যা-ই হোক, শেষপর্যন্ত গল্ফ খেলতে যেতে পারবো মনে হয়," মনে মনে যারিদাকে ধন্যবাদ দিয়ে চলে গেল জর্জ।

'বাসায় ফিরে দেখে, খুবই অস্থির হয়ে আছে ওর বউ। শুয়ে আছে একটা কাউচে, হাতে স্মেলিংসল্টের বোতল—ওটা নিয়মিত বিরতিতে শুঁকতে হয় ওকে।

' "জর্জ," আমার বন্ধুকে দেখামাত্র হড়বড় করে বলতে শুরু করল মেয়েটা, "এই বাড়ির ব্যাপারে কী বলেছিলাম তোমাকে? যেদিন এই বাড়িতে এসেছি, সেদিনই টের পেয়েছি, কিছু একটা গণ্ডগোল আছে এখানে। বলো, বলিনি?"

'জর্জ বলল, "কই, মনে পড়ছে না তো?"

"তা মনে পড়বে কেন? অন্য কেউ কিছু বললে তো ঠিকই মনে থাকত। শুধু আমি যা বলি তা-ই তোমার মনে থাকে না। পুরুষমানুষ সব একজাতের—সংসারের ব্যাপারে, বউয়ের ব্যাপারে খুবই উদাসীন। আমার বিশ্বাস তুমি বাকি সবার চেয়ে বেশি উদাসীন।"

' "কথাটা ঠিক না, মেরি।"

"কী ঠিক আর কী ঠিক না তা শেখাতে এসো না আমাকে। তোমার চেয়ে কম জানি না আমি। এবার দয়া করে একটু মনোযোগ দিয়ে শোনো কী বলি। ওই মেয়েটা...যারিদা...আজ এখানে আসামাত্র বলল, শয়তানি কিছু একটা আছে এই বাড়িতে, সেটা বিশেষ করে আমার জন্য বিপজ্জনক।"

'হাসা উচিত না, তারপরও হেসে ফেলল জর্জ। "পয়সা

নিয়েছে, কিছু একটা তো বলতে হবে ওই সাইকিক রিডারকে, তা-ই না?"

'চোখ বন্ধ করল ওর বউ, স্মেলিংসল্টের বোতলটা নাকে ঠেকিয়ে লম্বা করে দম নিল। "আমার কথা হেসে উড়িয়ে দিলে? জানতাম। এর চেয়ে বেশি আর কী করতে পারে পুরুষমানুষরা? বউ মারা যাচ্ছে, কোথায় দেখবে কী করা যায়, তা না করে হাসিতামাশা করছ?"

'আরও কিছুক্ষণ গরম গরম কথা শুনতে হলো জর্জকে। তারপর আবার বলতে লাগল ওর বউ, "হাসো, যখন আর কিছু করতে পারবে না তখন হাসতে থাকো। বাকি কথা বলে শেষ করি আগে, তারপর মজা টের পাওয়াচ্ছি। যারিদা বলল, এই বাড়ি আমার জন্য নিঃসন্দেহে বিপজ্জনক।

'গল্ফ খেলতে যেতে পারার জন্য যারিদাকে মনে মনে ধন্যবাদ দিয়েছিল জর্জ, অনুভূতিটা বদলে গেছে। বুঝতে পারছে, একবার যদি খেয়াল চেপে বসে ওর বউয়ের মাথায়, এই বাড়ি বদল করার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকবে।

' "আর কী বলেছে যারিদা?" জিজ্ঞেস করল সে।

"বেশি কিছু বলতে পারেনি আজ। খুব আপসেট হয়ে পড়েছিল। তবে একটা কথা বলেছে। ওই যে...নীল ফুলগুলো দেখছ না...ওগুলো দেখিয়ে বলেছে, সরিয়ে ফেলুন, সব নীল ফুল সরিয়ে ফেলুন! ঘরে নীল ফুল রাখবেন না! মনে রাখবেন, যে-কোনও নীল ফুল আপনার প্রাণনাশের কারণ হতে পারে।"

'কিছুক্ষণ দম নেয়ার পর আবার বলল মিসেস প্রিচার্ড, "তোমাকে তো কবেই বলেছি নীল রঙ জঘন্য লাগে আমার।"

' "ওটা আবার কবে বললে"—প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল জর্জ। বরং জানতে চাইল, রহস্যময়ী যারিদা দেখতে কেমন।

বইঘর.কম

"কালো কালো চুল, কানের কাছে কেমন প্যাঁচ খেয়ে গেছে। চোখ দেখলে মনে হয় যেন বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে। কালশিটের মতো কালো কালো দাগ আছে দুই চোখ ঘিরে। কালো একটা নেকাবে চেহারা ঢেকে রাখে বেশিরভাগ সময়। কণ্ঠ সুরেলা, শুনলে মনে হয় গান গাইছে যেন। উচ্চারণ ভিনদেশী, আমার মনে হয় স্প্যানিশ।"

' "মানে সাইকিক রিডার হতে হলে ভণ্ডামি যা যা দরকার তার সবই আছে," মন্তব্য না করে পারল না জর্জ।

'চোখ বন্ধ করে ফেলল ওর বউ। "খুব খারাপ লাগছে আমার। নার্সকে ফোন করো। কারও নিষ্ঠুরতা দেখলে মন ভেঙে যায় আমার, ভালোমতোই জানো তুমি।"

'দু'দিন পর গম্ভীর চেহারায় জর্জের কাছে হাজির হলো নার্স কপলিং। "মিসেস প্রিচার্ডের কাছে একটু আসবেন, প্লিয? একটা চিঠি এসেছে তাঁর কাছে, পড়ে খুব আপসেট হয়ে গেছেন তিনি।"

'জর্জ গিয়ে দেখল, ওর বউয়ের হাতে একটা চিঠি। জর্জের দিকে ওটা বাড়িয়ে ধরল সে।

' "পড়ো," বলল মেয়েটা।

'চিঠিটা হাতে নিল জর্জ। মোটা সুগন্ধী কাগজ। হাতের লেখা বড় বড়। লেখার কাজে ব্যবহার করা হয়েছে কালো কালি।

' *"ভবিষ্যৎ দেখতে পেয়েছি আমি। দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই সাবধান হোন। সাবধান হোন পূর্ণিমা থেকে। নীল প্রিমরোয ফুল মানে সাবধানবাণী। নীল হলিহক ফুল মানে বিপদ। আর নীল জেরানিয়াম ফুল মানে মৃত্যু..."*

'অট্টহাসিতে ফেটে পড়তে যাচ্ছিল জর্জ, নার্স কপলিং-এর সঙ্গে চোখাচোখি হলো ওর, চোখের ইশারায় ওকে হাসতে মানা

করল নার্স। নিজেকে সামলে নিয়ে বলল সে, "যারিদা বোধহয় ভয় দেখাতে চাইছে তোমাকে, মেরি। তা ছাড়া...নীল প্রিমরোয ফুল অথবা নীল জেরানিয়াম ফুল বলে কিছু আছে বলে শুনিনি কখনও।"

'কাঁদতে শুরু করল ওর বউ। কাঁদতে কাঁদতেই বলছে, "আমার দিন শেষ। আমি আর বেশিদিন নেই..."

'জর্জের সঙ্গে ল্যাণ্ডিং-এ বেরিয়ে এল নার্স কপলিং।

' "মূর্খতা ছাড়া আর কী!" ক্ষোভে ফেটে পড়ল জর্জ।

' "ঠিক," ওর সঙ্গে সুর মেলাল নার্স কপলিং।

'কিছু একটা ছিল নার্সের কণ্ঠে, আশ্চর্য হয়ে ওর দিকে তাকাল জর্জ।

' "কোন্‌টা ঠিক? তুমিও কি..."

"না, না, মিস্টার প্রিচার্ড। সাইকিক রিডিং-ফিডিং একটুও বিশ্বাস করি না আমি। আমাকে ধাঁধায় ফেলে দিয়েছে অন্য কিছু একটা।"

' "অন্য কিছু?"

"ভবিষ্যদ্বক্তাদের দৌড় সাধারণ ভবিষ্যৎ বলা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু যারিদা আসলেই ভয় পাইয়ে দিচ্ছে আপনার স্ত্রীকে, কী উদ্দেশ্যে কে জানে! ব্যাপারটা ধরতে পারছি না আমি। আরেকটা কথা..."

' "হ্যাঁ, বলো?"

' "মিসেস প্রিচার্ড বলছিলেন যারিদার কিছু একটা কেন যেন পরিচিত বলে মনে হচ্ছে তাঁর কাছে।"

' "কী?"

"আমি জানি না কী। তবে পুরো ব্যাপারটা একটুও ভালো লাগছে না আমার, মিস্টার প্রিচার্ড।"

' "আমি জানতাম না তুমিও কুসংস্কারাচ্ছন্ন।"

বইঘর.কম

"আমি কুসংস্কারাচ্ছন্ন না। কিন্তু কোথাও কোনও ঘাপলা থাকলে কীভাবে যেন টের পেয়ে যাই।"

'চারদিন পর ঘটল প্রথম ঘটনাটা। তবে সেটা বলার আগে মিসেস প্রিচার্ডের ঘরের বর্ণনা দিতে হবে আপনাদের কাছে...'

'তোমার কিছু বলতে হবে না সে-ব্যাপারে,' বাধা দিয়ে বলে উঠলেন মিসেস ব্যাণ্ট্রি, 'যা বলার আমিই বলছি। মেয়েটার ঘরের দেয়ালে ওয়ালপেপার সাঁটানো। সব শুধু ফুলের ছবি, একটা বাগান-বাগান ভাব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে আর কী। কিন্তু সবগুলো ফুলই অসময়ের হয়ে গেছে। মানে, একই ছবি বছরের বারো মাস শোভা পায় নাকি? কারণ একই ফুল কি বছরের বারো মাস ফোটে?'

'আচ্ছা, কোন্ ফুল কখন ফুটল না-ফুটল তার সঙ্গে আমাদের গল্পের সম্পর্ক কী? বাগানের ব্যাপারে উৎসাহ আছে তোমার, সেটা সবাইকে জানিয়ে লাভ আছে কোনও?'

'আছে। লাভটা হলো, জানানো—ওয়ালপেপারে ব্লুবেল, ড্যাফোডিল, লুপিন, হলিহক আর মাইকেলম্যাস ডেইযি একসঙ্গে থাকা মানে বাগান করার কিছুই জানে না ঘরের বাসিন্দা, সে একটা পাগল।'

'অবৈজ্ঞানিক,' বললেন স্যর হেনরি। 'যা-হোক, গল্পে ফিরে যাই আমরা।'

মাথা ঝাঁকিয়ে বলতে শুরু করলেন কর্নেল ব্যাণ্ট্রি, 'একদিন সকালে পাগলের মতো ঘণ্টা বাজাচ্ছে মিসেস প্রিচার্ড। ওর কাছে দৌড়ে হাজির হলো হাউসমেইড, ভাবছে খারাপ কিছু হলো কি না। কিন্তু আসলে তেমন কিছু হয়নি। খুবই উত্তেজিত হয়ে গেছে মিসেস প্রিচার্ড, আঙুলের ইশারায় বার বার দেখাচ্ছে ওয়ালপেপার। অন্য অনেক ফুলের মধ্যে একটা নীল প্রিমরোয ফুল আছে সেখানে।'

'গা ছমছম করছে আমার,' বলল মিস হেলিয়ার।

'প্রশ্ন হচ্ছে: নীল প্রিমরোযটা কি আগে থেকেই ছিল সেখানে? কিন্তু মিসেস প্রিচার্ড তা মানতে নারাজ। তার এক কথা, সেদিন সকালের আগে ওই ফুলটা খেয়ালই করেনি, যত দ্রুত সম্ভব সরাতে হবে ওই ফুলের ছবি। ও...আগের রাতটা আবার পূর্ণিমা ছিল। সবমিলিয়ে মিসেস প্রিচার্ড যারপরনাই আপসেট।'

'সেদিন জর্জ প্রিচার্ডের সঙ্গে দেখা হলো আমার,' বললেন মিসেস ব্যাণ্ট্রি, 'আমাকে সব বলল লোকটা। গেলাম মিসেস প্রিচার্ডের সঙ্গে দেখা করতে, আমার পক্ষে যতভাবে সম্ভব বোঝানোর চেষ্টা করলাম ছোট্ট একটা ব্যাপারকে অনেক বড় করে দেখছে সে। কিন্তু কোনও লাভ হলো না। তখন উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লাম নিজেই। চলে আসছি এমন সময় দেখা হলো জিন ইন্সটো'র সঙ্গে, ওকে বললাম সব।

'জিন অদ্ভুত একটা মেয়ে। বলল, "মিসেস প্রিচার্ড কি আসলেই আপসেট?"

"আপসেট মানে?" পাল্টা প্রশ্ন করলাম আমি। "ভয়ে মরার অবস্থা হয়েছে ওর। কোনও মানুষ যে এত কুসংস্কারাচ্ছন্ন হতে পারে, কল্পনাও করিনি।"

'জিনের পরের কথাটা শুনে কিছুটা চমকে উঠলাম। "মিসেস প্রিচার্ড বেঁচে থাকলে আমার কী লাভ? কিচ্ছু না। মহিলা বেঁচে থাকলে জর্জ প্রিচার্ডের কী লাভ? কিচ্ছু না। বরং ওই মহিলাকে যদি ভয় দেখিয়ে, তিলে তিলে শেষ করে দিয়ে চিরতরে বিদায় করা যায়, নরকযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে পারে লোকটা, ঠিক না?"

"কী বলছ এসব? জর্জ খুবই ভালোমানুষ। ওকে এত কষ্ট দিয়েছে ওর বউ, তারপরও কখনও নালিশ করেনি কারও কাছে,

বইঘর.কম

বরং বাড়িতে নার্স রেখে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ করে বউয়ের চিকিৎসা করাচ্ছে।

"খুবই ভালোমানুষ, না? যদি বলি, আগেরবার যে-নার্স ছিল তার সঙ্গে...কী বলবো...বুঝতেই পারছেন...আর সেজন্যই ওই নার্সকে খেদিয়ে দিয়েছেন মিসেস প্রিচার্ড?" ' থামলেন মিসেস ব্যান্ট্রি।

'মিস ইন্সটো কি সুন্দরী?' জিজ্ঞেস করলেন মিস মার্পল। 'গল্ফ খেলে বোধহয়, না?'

'শুধু গল্ফই না, সবরকমের খেলা খেলে এবং ভালো খেলে। আর দেখতেও সুন্দরী, আকর্ষণীয়। ফর্সা, স্বাস্থ্য ভালো। চমৎকার নীল দুই চোখ। আমরা সবসময় কী ভাবতাম, জানেন? জর্জ প্রিচার্ডের বউ হিসেবে জিনকেই মানায়। ওদের দু'জনকে পাশাপাশি দেখলে মনে হয় দু'জনে দু'জনার।'

'ওরা বন্ধু নাকি?'

'হ্যাঁ, খুব ভালো বন্ধু।'

'গল্পের বাকিটা বলবো?' জিজ্ঞেস করলেন কর্নেল ব্যান্ট্রি।

'ভূতের কাহিনিতে ফিরে যেতে তোমার দেখছি সাংঘাতিক তাড়া,' ফোড়ন কাটলেন মিসেস ব্যান্ট্রি।

'বাকি কাহিনি আমি শুনেছি জর্জের কাছ থেকে,' বলছেন কর্নেল ব্যান্ট্রি। 'ওর বউয়ের মনের অসুখ বাড়তে বাড়তে এমন হয়েছে যে, পরের মাসের শেষের দিকে অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গেল। ক্যালেণ্ডারে দাগ দিয়ে রেখেছে সে, কবে পূর্ণিমা হবে। সেদিন রাতে পীড়াপীড়ি করে নার্স আর জর্জকে ঘরে বসিয়ে রাখল, বলল তাকিয়ে থাকতে হবে ওয়ালপেপারের দিকে। সেখানে তখন গোলাপি আর লাল হলিহক আছে, কিন্তু কোনও নীল ফুল নেই। অনেকক্ষণ বসে থাকার পরও, ওয়ালপেপারের দিকে তাকিয়ে থাকার পরও, কিছুই ঘটল না। শেষে বিরক্ত হয়ে

উঠে চলে গেল জর্জ। ভিতর থেকে দরজায় তালা লাগিয়ে দিল ওর বউ।'

'পরদিন সকালে দেখা গেল ওয়ালপেপারে ফুটে আছে একটা বড় নীল হলিহক?' যেন সব বুঝে গেছে, এমন ভঙ্গিতে বলল মিস হেলিয়ার।

'ঠিক,' বললেন কর্নেল ব্যান্ট্রি। 'বলা উচিত ছিল, অনেকখানি ঠিক। ওয়ালপেপারের একটা হলিহক নীল হয়ে গেছে। ঘটনা দেখে তখন হতবিহ্বল হয়ে গেছে জর্জ। সে যতই বলতে চায় সব আসলে ভণ্ডামি ওর বিহ্বলতা ততই বাড়ে। বার বার বলছে, পুরো ব্যাপারটা আসলে একটা তামাশা, কিন্তু গলায় জোর নেই। দরজায় তালা থাকার পরও ঘটনাটা ঘটল কীভাবে, বলতে পারল না। কেউ, এমনকী নার্স কপলিংও ঢোকার আগেই ঘটনাটা ঘটল কীভাবে, জবাব দিতে পারল না।

'জর্জের যুক্তিপ্রিয় মনটাকে কেউ যেন জোরে ঝাঁকুনি দিয়েছে প্রথমবারের মতো। বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার জন্য তখন জেদ করছে ওর বউ, সে যেতে দিচ্ছে না। আবার অতিপ্রাকৃতিক কিছু যে ঘটছে না বাড়িতে তা-ও বলতে পারছে না নিশ্চিতভাবে।

'গেল ওই মাসটা। অন্য কোথাও চলে যাওয়ার জন্য সাংঘাতিক পীড়াপীড়ি করার কথা মিসেস প্রিচার্ডের, কিন্তু আশ্চর্য, তা করছে না সে। হয়তো ভাবছে, যত যা-ই করুক রেহাই পাবে না নিয়তির কবল থেকে। একই কথা বলছে বার বার: নীল প্রিমরোয...সাবধানবাণী। নীল হলিহক...বিপদ। নীল জেরানিয়াম...মৃত্যু। বেশিরভাগ সময় খাটেই শুয়ে থাকে, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে গোলাপি-লাল জেরানিয়াম ফুলগুলোর দিকে।

'শারীরিক সংক্রামক রোগ যেমন একজনের শরীর থেকে ছড়ায় আরেকজনের শরীরে, মনের রোগও তা-ই। মিসেস

বইঘর.কম

প্রিচার্ডের মতো একই কথা ভাবতে শুরু করেছে নার্স কপলিং। পূর্ণিমা হওয়ার দু'দিন আগে জর্জের কাছে হাজির হলো সে। বলল, মিসেস প্রিচার্ডকে নিয়ে অন্য কোথাও চলে যেতে।

'রেগে গেল জর্জ। চিৎকার করে বলল, "ওই ওয়ালপেপারের সব ফুল যদি নীল হয়ে যায় তা হলেও কেউ মরবে না!"

' "মরতে পারে," ওকে শুধরে দিল নার্স কপলিং। "প্রচণ্ড মানসিক আঘাতে মারা যেতে পারে যে-কেউ।"

' "নির্বোধ!"

'জর্জ একটু একগুঁয়ে স্বভাবের। সে একবার যে-সিদ্ধান্ত নেয়, তা সহজে বদলায় না। আমার মনে হয় ওর ধারণা ছিল, বাড়ি বদলের জন্য গোপনে গোপনে কিছু একটা করছে ওর বউ। পুরো ব্যাপারটা ওই মেয়ের স্নায়ুবিকার ছাড়া আর কিছু না।

'পূর্ণিমার রাত এল শেষপর্যন্ত। রাতের বেলায় বরাবরের মতো ঘরের দরজা ভিতর থেকে লক করে দিল মিসেস প্রিচার্ড। খুবই শান্ত দেখাচ্ছে ওকে, মনে হচ্ছে এর চেয়ে শান্ত হতে পারে না একটা মানুষ। ওর অবস্থা দেখে ঘাবড়ে গেল নার্স কপলিং। স্ট্রিকনিন ইনজেকশন দেবে কি না জানতে চাইল, কিন্তু মানা করে দিল মিসেস প্রিচার্ড।

'পরদিন সকাল। সাধারণত আটটার মধ্যে উঠে পড়ে মিসেস প্রিচার্ড, কিন্তু সাড়ে আটটা বাজে অথচ ওর কোনও খবর নেই। পাগলের মতো ঘণ্টাও বাজাচ্ছে না। দরজায় তখন রীতিমতো কিল মারছে নার্স কপলিং, কিন্তু কোনও সাড়া নেই। গিয়ে জর্জকে ডেকে আনল সে, বার বার বলছে দরজা ভেঙে ভিতরে ঢোকার কথা। শেষপর্যন্ত একটা বাটালি দিয়ে করা হলো কাজটা।

'বিছানায় নিথর পড়ে থাকা শরীরটা দেখে যা বোঝার বোঝা হয়ে গেল নার্স কপলিং-এর। ডাক্তারকে টেলিফোন করার জন্য

জর্জকে পাঠাল সে, কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। কমপক্ষে আট ঘণ্টা আগেই নাকি মারা গেছে মিসেস প্রিচার্ড। বিছানার উপর, ওর এক হাতের পাশে পড়ে আছে স্মেলিংসল্টের বোতল। পাশের দেয়ালের সবগুলো গোলাপি-লাল জেরানিয়াম ফুল হয়ে গেছে উজ্জ্বল গাঢ় নীল।'

'ভয়াবহ;' কেঁপে উঠে বলল মিস হেলিয়ার।

ভ্রূ কুঁচকে গেছে স্যর হেনরির। 'আর কোনও ডিটেইল্‌স্?'

মাথা নাড়লেন কর্নেল ব্যাণ্ট্রি।

কিন্তু মিসেস ব্যাণ্ট্রি চট করে বললেন, 'গ্যাস।'

'গ্যাস?' বললেন স্যর হেনরি। 'কীসের গ্যাস?'

'ডাক্তার আসার পর টের পাওয়া গেল, ঘরের বাতাসে কোনও একজাতের গ্যাসের হালকা গন্ধ আছে। কিন্তু এত মৃদু যে, ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না।'

'ঘরে ঢোকার পর মিস্টার প্রিচার্ড আর নার্স কি খেয়াল করেননি সেটা?'

'নার্স বলেছে, হালকা একটা গন্ধ পেয়েছে সে। জর্জ বলেছে ওর নাকে কোনও গন্ধই লাগেনি, কিন্তু কিছু একটা খুব অদ্ভুত মনে হয়েছে। তখন অবশ্য ভালোমতো খেয়াল করার সুযোগ নেই ওর—বউ মরেছে, কমবেশি ধাক্কা খেয়েছে সে। তা ছাড়া স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল গ্যাস পয়যনিং-এর কারণে মরেনি মিসেস প্রিচার্ড। যদি তা হতো, ঘরে ঢোকামাত্র তীব্র গন্ধ পাওয়া যেত।'

'গল্প কি শেষ?'

'না। অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে মিসেস প্রিচার্ডের, স্বাভাবিকভাবেই কথা উঠল ঘটনাটা নিয়ে। বাড়ির চাকর-চাকরানিরা মিসেস প্রিচার্ডকে বলতে শুনেছে, ওকে নাকি ঘৃণা করে জর্জ, ওকে মৃত্যুশয্যায় দেখে সে নাকি যারপরনাই খুশি। বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল বার বার, কিন্তু

বইঘর.কম

বার বারই তা উপেক্ষা করেছে জর্জ; তাই একদিন ওর বউ ওকে বলেছে, "খুব ভালো। যেদিন আমি মরবো, আশা করি সেদিন সবাই বুঝবে আমাকে খুন করে শান্তি পেয়েছ তুমি।"

'কপাল যার খারাপ হয় সে সবদিক দিয়েই ফেঁসে যায়, মিসেস প্রিচার্ড যেদিন মরেছে তার আগেরদিন বাগানে আগাছানাশক নিয়ে কাজ করতে দেখা গেছে জর্জকে। কিছুক্ষণ পরই অল্পবয়সী এক চাকর নিজচোখে দেখে, বউয়ের জন্য একগ্লাস গরম দুধ নিয়ে যাচ্ছে জর্জ।

'জানাজানি হলো কথাগুলো, ছড়িয়ে পড়ল। মৃত্যু স্বাভাবিক হোক আর অস্বাভাবিক, ডাক্তারি সার্টিফিকেট লাগবেই—সেটাতে মৃত্যুর কারণ হিসেবে বলা হলো প্রচণ্ড মানসিক আঘাত, রক্তচাপের আকস্মিক পতনজনিত সংজ্ঞালোপ, হার্ট ফেইলিউর...আরও কী কী লিখেছিল এখন আর মনে নেই। কিন্তু মরেও শান্তি পেল না বেচারী মিসেস প্রিচার্ড। ওর মৃত্যুর একমাসের মাথায় কবর খুঁড়ে লাশ তুলে আনার অনুমতি চাওয়া হলো এবং পাওয়াও গেল সেটা।'

'কিন্তু আমার মনে আছে,' মুখ খুললেন স্যর হেনরি, 'ময়নাতদন্ত রিপোর্টে বিশেষ কিছুই পাওয়া যায়নি। আমরা যাকে বলি আগুন ছাড়া ধোঁয়া, এ-কেস ঠিক সে-রকম।' www.boighar.com

'পুরো ব্যাপারটাই খুব অদ্ভুত,' বললেন মিসেস ব্যাণ্ট্রি। 'যেমন প্রথমেই ধরুন যারিদার কথা। যে-ঠিকানা দিয়েছিল সে মিসেস প্রিচার্ডকে, তার মৃত্যুর পর সেখানে গিয়ে দেখা গেল, যারিদা নামে কেউ থাকে না সেখানে, কখনও ছিলও না। ওখানকার কেউ ওই নামের কারও কথা কখনও শোনেওনি।'

'বিনা মেঘে বজ্রপাত বলে একটা কথা আছে,' বললেন কর্নেল ব্যাণ্ট্রি, 'অনেকটা সেভাবে উদয় ঘটে মেয়েটার। তারপর নীল ফুলের ভয়ঙ্কর একটা গল্প শুনিয়ে সেভাবেই উধাও হয়ে

যায়। ...বিনা মেঘে বজ্রপাত...কথাটা মানিয়েছে!'

'নার্স কারস্টেয়ার্সকে গিয়ে জিজ্ঞেস করা হলো যারিদার কথা,' বলছেন মিসেস ব্যাণ্ট্রি, 'কিন্তু বেমালুম অস্বীকার করল সে-ও। অথচ কারস্টেয়ার্সই নাকি মিসেস প্রিচার্ডের সঙ্গে দেখা করতে বলেছিল যারিদাকে।'

মুখ চাওয়াচাওয়ি করছেন ডিনারে আমন্ত্রিত অতিথিরা।

'রহস্যময় গল্প,' বললেন ডক্টর লয়েড। 'অনেক রকম অনুমান করা সম্ভব, কিন্তু...' কথা শেষ করলেন না, মাথা নাড়লেন।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে চোখ বন্ধ করে ছিলেন মিস মার্পল, এবার খুললেন। স্বাভাবিক গলায় জানতে চাইলেন, 'পরে মিস্টার প্রিচার্ড কি মিস স্টোকে বিয়ে করেছেন?'

'কেন জানতে চাইলেন কথাটা?' বললেন স্যর হেনরি।

'ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে আমার কাছে। ওরা কি বিয়ে করেছে?'

মাথা নাড়লেন কর্নেল ব্যাণ্ট্রি। 'আঠারো মাস হতে চলল মারা গেছে মিসেস প্রিচার্ড, কিন্তু...আমরা ভেবেছিলাম জিন স্টোকে বিয়ে করে ফেলবে জর্জ...এখনও করেনি। শুনলে বিশ্বাস করবেন কি না জানি না, ঘটনাটার পর তেমন একটা মুখ দেখাদেখিও হয়নি ওদের দু'জনের।'

'ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ,' বললেন মিস মার্পল। 'খুবই গুরুত্বপূর্ণ।'

'তারমানে,' মুখ খুললেন মিসেস ব্যাণ্ট্রি, 'আপনি ঠিক তা-ই ভাবছেন যা এতদিন ভেবেছি আমি। আপনি ভাবছেন...'

'আহ্, ডলি,' বিরক্তি প্রকাশ পেল কর্নেল ব্যাণ্ট্রির কণ্ঠে। 'এটা ঠিক না। প্রমাণ ছাড়া কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে পারো না তুমি।'

বইঘর.কম

'এত ভালোমানুষি দেখিয়ো না তো!' মুখ ঝামটা মারলেন মিসেস ব্যান্ট্রি। 'পুরুষমানুষের এ-ই এক দোষ: মিনমিন করা। আরে, বাবা, যা ঠিক মনে হয় তোমার কাছে তা সরাসরি বলতে অসুবিধাটা কী? কেউ এসে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেবে? কথাবার্তা তো আমাদের নিজেদের মধ্যেই হচ্ছে, নাকি? যা-হোক, যা বলছিলাম। আমার ধারণা, জিন স্টো নিজেই যারিদা সেজে গিয়ে হাজির হয়েছিল মিসেস প্রিচার্ডের কাছে। কাজটা যদি সে তামাশা করেও করে থাকে, আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। আমিও জোর দিয়ে বলবো না মিসেস প্রিচার্ডের কোনও ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে করেছে সে কাজটা। কিন্তু যদি সে কাজটা করে থাকে, আর যদি ভয়ের ঠেলায় মরে গিয়ে থাকে মিসেস প্রিচার্ড...মিস মার্পল তো সেটাই বোঝাতে চাইছেন, না?'

'না,' মৃদু হাসলেন মিস মার্পল, 'সেটা বোঝাতে চাইনি আমি। দেখুন, আমি স্বপ্নেও কখনও ভাবতে পারি না কাউকে খুন করছি, কারণ কাজটা খুবই জঘন্য; তারপরও যদি কখনও কাউকে খুন করতে চাইতাম, ভয় দেখিয়ে করতাম না। কারণ মানবচরিত্র খুব অদ্ভুত—সামান্য ঘটনায় ভীষণ ভয় পায় অনেকে, অনেকের আবার ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর ঘটনাও গায়ে লাগে না। ভয় পেয়ে কেউ মরে যাবে—ঘটনাটা ঘটার চেয়ে, না ঘটার সম্ভাবনাই বেশি। সবচেয়ে মজার কথা কী, জানেন? যাদেরকে আমরা ভীতু মনে করি, ক্ষেত্রবিশেষে তারা এত সাহসী হয়ে যায় যে, না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।'

'আপনার তা হলে কাকে সন্দেহ?' জিজ্ঞেস করলেন কর্নেল ব্যান্ট্রি। 'জর্জ প্রিচার্ডকে? আমি জীবনেও বিশ্বাস করবো না আমার বন্ধু খুন করেছে ওর বউকে। অবশ্য...নার্স কপলিং কিন্তু সন্দেহ করে ওকেই। কবর থেকে যখন লাশ তোলা হচ্ছিল, মানে মিসেস প্রিচার্ডের মৃত্যুর মাসখানেক পর, গিয়েছিলাম

আমি, তখন দেখা হয় কপলিং-এর সঙ্গে। সরাসরি কিছু বলেনি সে, কিন্তু আভাসে-ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছিল জর্জকে সন্দেহ করছে।'

'আমার মনে হয় ভুল করেনি সে,' বললেন ডক্টর লয়েড। 'মনে রাখবেন, কারও বাসায় যখন নার্স থাকে, তখন সে শুধু রোগীর ব্যাপারেই না, বাসার অন্যদের ব্যাপারেও অনেককিছু জানে। আমরা অনেক সময় প্রমাণ ছাড়াই অনেককিছু জানি, ঠিক না?'

সামনের দিকে ঝুঁকলেন স্যর হেনরি। 'মিস মার্পল, দিবাস্বপ্ন দেখছেন নাকি? কী ভাবছেন এ-ব্যাপারে, বলবেন না আমাদেরকে?'

'ওহ্, ক্ষমা করবেন, আমাদের ডিস্ট্রিক্ট নার্সের কথা ভাবছিলাম। ...হ্যাঁ, রহস্যটা আসলেই জটিল।'

'নীল ফুলের রহস্যের চেয়েও জটিল?'

'মিসেস ব্যান্ট্রি বলেছেন, ফুলের রঙ ছিল হলুদ আর গোলাপি। গোলাপি ফুলের নীল হতে কোনও অসুবিধা নেই, হলুদ ফুল কী করে নীল হলো...'

'আমি বলেছি গোলাপি,' বললেন মিসেস ব্যান্ট্রি।

'তা হলে তো সব চুকেবুকেই গেল। ...আমাদের ডিস্ট্রিক্ট নার্সের কথা ভাবছিলাম। হাজার হোক নার্সরাও মানুষ।'

অদ্ভুত এক আলো ঝিলিক দিয়ে উঠল স্যর হেনরির চোখে। 'মানে নার্স কারস্টেয়ার্স...'

'না। নার্স কপলিং।'

'কপলিং!'

'আগেও একবার ওই বাড়িতে নার্সের কাজ করেছে সে। তখনই খেয়াল করেছে মিস্টার প্রিচার্ডকে, দেখেছে...কর্নেল ব্যান্ট্রির বর্ণনা অনুযায়ী...লোকটা সুপুরুষ, আকর্ষণীয়। চাকরি

বইঘর.কম

হারিয়ে মেজাজ খারাপ হয়ে যায় ওর, কারণ দূরে চলে যেতে হয় মনের মানুষটার কাছ থেকে। পরেরবার যখন চাকরি পায়, তখন মিস্টার প্রিচার্ডের জীবনে মিস স্টো'র ভূমিকা কী তা টের পায় এবং প্রচণ্ড ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ে। তখনই সিদ্ধান্ত নেয়, আবারও যদি চলে যেতে হয় ওকে তা হলে তার আগেই ক্ষতি যা করার করবে।'

'কিন্তু...আপনি কীভাবে...'

'মিসেস প্রিচার্ডের অনুরোধে যারিদাকে সে-ই চিঠি লিখেছিল, না? তারপরই হাজির হয় যারিদা। ভাবখানা এমন: চিঠি পেয়ে এসেছে। কিন্তু পরে দেখা যায় ওই ঠিকানায় ওই নামে কেউ নেই। যদি বলি, আসলে চিঠি লেখার ভান করেছে কপলিং, তারপর নিজেই যারিদা সেজে হাজির হয়ে গেছে মিসেস প্রিচার্ডের কাছে?'

'এই পয়েন্টটা আমার মাথাতেই আসেনি,' বললেন স্যর হেনরি। 'অথচ এই কেসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট এটাই।'

'অনেক ঝুঁকি ছিল কাজটাতে,' বলছেন মিস মার্পল। 'স্বীকার করতেই হবে দুঃসাহসীর মতো একটা কাজ করেছে কপলিং। কারণ মেকআপ নেয়ার পরও ওকে চিনে ফেলতে পারতেন মিসেস প্রিচার্ড। অবশ্য ধরা পড়লে হয়তো বলে দিত, মজা করার জন্য করেছে কাজটা।'

'আপনি বললেন ভয় পেয়ে কেউ মরবে কি না সে-ব্যাপারে কোনও নিশ্চয়তা নেই,' বললেন স্যর হেনরি। 'তা হলে, নীল ফুলের মানে কী?'

'ওটা আসলে...সামরিক কায়দায় যদি বলি...ক্যামোফ্ল্যাজ।'

'তা হলে আসলটা কী?'

'স্মেলিংসল্ট।'

'স্মেলিংসল্ট!'

'হ্যাঁ। মিসেস প্রিচার্ড যেদিন মারা যান সেদিন বিছানার উপর তাঁর হাতের কাছে পাওয়া যায় ছোট্ট বোতলটা। তার আগের দিন বাগানে কাজ করতে দেখা গেছে মিস্টার প্রিচার্ডকে। কেউ যদি সবার অগোচেরে স্মেলিংসল্টের বোতলে বাগানের বোলতা মারার কাজে ব্যবহৃত পটাশিয়াম সায়ানাইড ভরে, তারপর আসল বোতল সরিয়ে নকল বোতল দেয় মিসেস প্রিচার্ডের হাতে, তা হলে কী হতে পারে বুঝতে পারছেন? কাজটা কার পক্ষে করা সবচেয়ে সহজ? সেবাশুশ্রূষা করার জন্য কে বেশিরভাগ সময় থাকে মিসেস প্রিচার্ডের কাছে?'

থামলেন মিস মার্পল, একটানা কথা বলে হাঁপিয়ে গেছেন কিছুটা।

এবার সামনে ঝুঁকল জেন হেলিয়ার। 'কিন্তু নীল ফুলগুলো? ওগুলো এল কোত্থেকে?'

'নার্সদের কাছে সবসময় লিটমাস পেপার থাকে, জানেন? কারণ বিভিন্নরকম পরীক্ষানিরীক্ষার কাজে লাগে...কী পরীক্ষা তা হয়তো না বললেও বুঝতে পারছেন আপনারা। আমি নিজেও একসময় টুকটাক নার্সিং করেছি।' লাল আভা পড়ল মিস মার্পলের চেহারায়। 'নীল লিটমাস পেপার অ্যাসিডের সংস্পর্শে লাল হয়ে যায়। আর লালটা ক্ষারের সংস্পর্শে হয় নীল। মিসেস প্রিচার্ডের ঘরের দেয়ালে লাল লিটমাস কাগজ সাঁটিয়ে দেয়া খুব একটা কঠিন কাজ ছিল না কপলিং-এর জন্য। বুদ্ধি করে কাজটা সে করেছে যে-কোনও একটা লাল ফুলের উপর, যথোপযুক্ত সময়ে। স্মেলিংসল্ট ব্যবহার করতেন মিসেস প্রিচার্ড, অ্যামোনিয়ার শক্তিশালী বাষ্প উড়ে গিয়ে লেগেছে ওটার গায়ে, ফলে লাল ফুল হয়ে গেছে নীল। স্বীকার করতেই হবে, উদ্ভাবনী চিন্তা খেলা করেছে কপলিং-এর মাথায়। যে-রাতে বোতল বদল করেছে তখন স্যাল অ্যামোনিয়াক ব্যবহার করেছে

বইঘর.কম

ওয়ালপেপারের উপর, ফলে একই ফল হয়েছে। তাই পরদিন যখন পাওয়া যায় মিসেস প্রিচার্ডের লাশ, বাতাসে গ্যাসের হালকা গন্ধ ছিল।'

'আপনি নিশ্চয়ই সেখানে গিয়েছিলেন, মিস মার্পল,' বললেন স্যর হেনরি।

আরও একবার মিষ্টি করে হাসলেন মিস মার্পল। 'এই হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে বেচারা মিস্টার প্রিচার্ড আর বেচারী মিস স্টো শুধু সন্দেহই করে গেল একজন আরেকজনকে, তাই মুখ দেখাদেখি অনেক কমে গেল ওদের দু'জনের।' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন।

'একটা কথা শেষসময়ে বলে আপনাদেরকে চমকে দেবো ভেবে বলিনি এতক্ষণ,' বললেন স্যর হেনরি। 'নার্স কপলিংকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'

'গ্রেপ্তার করা হয়েছে!' আসলেই চমকে গেছেন মিসেস ব্যান্ট্রি। 'কেন?'

'বুড়ি এক মহিলা'র সেবাশুশ্রূষা করার দায়িত্ব পায় সে। ওর আচারব্যবহার ভালো লেগে যায় বুড়ির, উইল করে বেশকিছু টাকা দেন ওকে। কিন্তু শর্ত ছিল, তাঁর মরার পরে সেসব টাকা পাবে কপলিং। ধৈর্য ধরতে পারেনি সে, স্মেলিংসল্টের বদলে পটাশিয়াম সায়ানাইড শুঁকিয়ে হত্যা করেছে বুড়িকে। মিসেস প্রিচার্ডের মৃত্যুর পর থেকে তক্কে তক্কে ছিল পুলিশ, মওকামতো পেয়ে ধরে ফেলেছে কপলিংকে।'

'যারা খারাপ তাদেরকে দিয়ে ভেবে দেখুন এই পৃথিবী আসলেই কত খারাপ একটা জায়গা,' বললেন মিস মার্পল। 'এবার তা হলে ডক্টর লয়েডের সঙ্গে সেই গ্রাম্য নার্সের ব্যাপারে বাকি আলোচনাটা সেরে ফেলা যাক।'

*মূল গল্প: দ্য ব্লু জেরানিয়াম*

# বেনামী চিঠি

## এক

প্রথম বেনামী চিঠিটা যেদিন এল, সেদিনের কথা প্রায়ই মনে পড়ে আমার।

সকালের নাস্তা খাচ্ছি, এমন সময় হাজির হলো ওটা। স্থানীয় চিঠি, ঠিকানা লেখা হয়েছে টাইপরাইটারে। লণ্ডনের পোস্টমার্কযুক্ত আরও দুটো চিঠি আছে, ওগুলোর আগে খুললাম বেনামীটা। কারণ লণ্ডন থেকে আসা এনভেলপ দুটো দেখেই বুঝতে পারছি, একটা হচ্ছে বিল, আরেকটা পাঠিয়েছে আমার এক বিরক্তিকর চাচাতো ভাই।

এখন ভাবলে আশ্চর্য লাগে, ও-রকম একটা চিঠি আসায় মজাই পেয়েছিলাম আমি আর জোয়ানা। কারণ কী ঘটতে যাচ্ছে সে-ব্যাপারে ঘুণাক্ষরেও কোনও ধারণা ছিল না আমাদের। খুন, সন্দেহ আর ভয়ের সঙ্গে পরিচয় ঘটতে চলেছে আমাদের—কল্পনাও করতে পারিনি। ও-রকম কিছু কল্পনা করা সম্ভবও না লাইম্‌স্টকে।

গল্পের শুরুটা ঠিকমতো করতে পারিনি আসলে। কেন গিয়েছিলাম লাইম্‌স্টকে, বলা হয়নি।

বাজে একটা ক্র্যাশ ল্যাণ্ডিং-এর পর মনে ভয় ঢুকে গিয়েছিল, বাকি জীবন হয়তো বিছানায় শুয়েই কাটাতে হবে আমাকে।

সান্ত্বনার বাণী শোনাচ্ছিলেন ডাক্তার আর নার্সরা, কিন্তু দুর্ঘটনা যার ঘটে সে বোঝে কেমন লাগে। শেষপর্যন্ত প্লাস্টারের আবরণ থেকে বের করা হলো আমাকে, শিখিয়ে দেয়া হলো কীভাবে সাবধানে হাঁটাচলা করতে হবে। ডক্টর মার্কাস কেন্ট আমার পিঠে চাপড় মেরে বললেন সব ঠিক হয়ে যাবে, তবে শহুরে জীবন থেকে ছুটি নিতে হবে আমাকে, কমপক্ষে ছ'মাসের জন্য চলে যেতে হবে দূরে কোথাও, কাটাতে হবে নিরামিষ জীবন।

'এমন কোথাও চলে যান যেখানে কোনও বন্ধু নেই আপনার। ভুলে যান সবকিছু। মেতে উঠুন স্থানীয় রাজনীতি নিয়ে। চুটিয়ে আড্ডা দিন গেঁয়ো লোকদের সঙ্গে, শুনতে থাকুন কে কোন্ অকাজ-কুকাজ করল। বিয়ার খেতে পারবেন, তবে মাঝেমধ্যে এবং পরিমাণে কম। এটাই আপনার প্রেসক্রিপশন। সম্পূর্ণ বিশ্রাম।'

সম্পূর্ণ বিশ্রাম! কথাটা মনে পড়লে হাসি পায় এখন।

যা-হোক, মিস্টার মার্কাস কেন্টের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী চলে গেলাম লাইম্‌স্টকে। নর্মান কন্‌কোয়েস্টের সময় গুরুত্বপূর্ণ ছিল জায়গাটা। কিন্তু এই বিংশ শতকে কোনও গুরুত্ব নেই ওটার। থাকবেই বা কেন? হাই স্ট্রিট থেকে তিন মাইল দূরের এক মফস্বল শহর লাইম্‌স্টক, আশপাশে ঢালু পতিত জমির দীর্ঘ বিস্তার। রাস্তার যে-অংশ বাঁক নিয়ে চলে গেছে পতিত জমিগুলোর দিকে, সেখানে দাঁড়িয়ে আছে লিট্‌ল্ ফার্য—ভিক্টোরিয়ান আমলের ছিমছাম, নিচু, সাদা একটা বাড়ি, সামনের দিকের ঢালু বারান্দাটার সবুজ রঙ বিবর্ণ হয়ে গেছে।

বাড়িটা দেখামাত্র আমার বোন জোয়ানা সিদ্ধান্ত নিল, আমার "হারানো স্বাস্থ্য" পুনরুদ্ধারের জন্য ওটা আদর্শ জায়গা। বাড়ির মালিক বাড়ির সঙ্গে মানানসই—ছোটখাটো এক বুড়ি, কথাবার্তায় আর আচারব্যবহারে খারাপ না।

জোয়ানাকে বললেন তিনি, 'কর যদি বোঝা হয়ে চেপে না বসত আমার ঘাড়ে, জীবনেও ভাড়া দিতাম না আমার বাড়ি।'

সব বন্দোবস্ত হয়ে গেল, চুক্তিপত্রে সই করলাম আমরা উভয়পক্ষ। তারপর একদিন জায়গামতো হাজির হলাম আমি আর জোয়ানা, গোছগাছ করে নিতেও সময় লাগল না। www.boighar.com

আমাদের বাড়িওয়ালি মিস এমিলি বার্টন লাইম্‌স্টকে আলাদা ঘর ভাড়া নিলেন নিজের জন্য। আমাদের দেখাশোনা আর ঘরের কাজের দায়িত্ব দিয়ে গেলেন পার্ট্রিজের উপর। এই মহিলা ভীষণ গোমড়ামুখী, কিন্তু কাজেকর্মে ভালো। প্রতিদিন একটা ছুটা মেয়ে এসে সাহায্য করে ওকে, নাম বিয়েট্রিস।

আমার বোন জোয়ানা যেমন সুন্দরী তেমন প্রাণোচ্ছল। ককটেল পার্টিতে নাচতে পছন্দ করে সে, প্রেম-ভালোবাসায় খুব আগ্রহ আছে ওর, শখ করে দুরন্ত গতিতে গাড়ি চালায় লণ্ডনের রাস্তায় রাস্তায়। এক শ' ভাগ শহুরে বলতে কোনও কথা যদি থাকে, তা হলে সেটা ওর বেলায় এক শ' ভাগ প্রযোজ্য। আমার মনে হয় শুধু আমার হারানো স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্যই লাইম্‌স্টককে বেছে নেয়নি সে, বরং ওর শেষ বয়ফ্রেণ্ড পলকে ভোলার জন্যও এখানে এসেছে। যেসব ছেলের মেরুদণ্ড নেই, তাদের প্রতি একরকমের মোহ আছে ওর। ও-রকম কোনও ছেলের সঙ্গে কিছুদিন সময় কাটায় সে, ছেলেটা যখন নিজের অকৃতজ্ঞ চেহারাটা দেখিয়ে দিয়ে বিদায় নেয় তখন স্বাভাবিকভাবেই মন ভেঙে যায় ওর, বিষণ্ন চেহারার আরেকটা ছেলে সপ্তাহ তিনেকের মধ্যে ওর জীবনে আসার আগপর্যন্ত মনমরা হয়ে থাকে। ওর হৃদয়ের এই ভাঙাগড়ার খেলাটা গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করি না আমি কখনও।

বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না, নতুন জায়গায় আমাদের থাকতে আসাটাও আমার সুন্দরী বোনটার জন্য একটা খেলা। ওর

বইঘর.কম

বদৌলতেই কি না কে জানে, পড়শীদের কাছ থেকে টি-পার্টি অথবা ব্রিজ খেলার দাওয়াত পাচ্ছি আমরা নিয়মিত। আমরাও মাঝেমধ্যে দাওয়াত করছি প্রতিবেশীদের। তাঁদের মধ্যে আছেন দুবলাপাতলা উকিল মিস্টার সিমিংটন এবং তাঁর কলহপ্রিয় ব্রিজ-পাগল স্ত্রী। আছে বাদামি চামড়া আর বিষণ্ন চেহারার ডক্টর গ্রিফিথ এবং ওর বিশাল-বপুর অধিকারিণী অকপট বোন। আরও আছেন বিদ্যানুরাগী আর অন্যমনস্ক প্রৌঢ় একজন যাজক এবং তাঁর উৎসুক-চেহারার ঠোঁটকাটা স্ত্রী, পয়সাওয়ালা মিস্টার পাই যিনি "প্রায়োর্স এণ্ড" নামের বাড়িতে থাকেন—কবিতা আর গানে গভীর জ্ঞান না থাকলেও ওসবে যথেষ্ট অনুরাগ আছে, সবশেষে মিস এমিলি বার্টন নিজে—গ্রাম্য প্রথা অনুযায়ী একজন আদর্শ চিরকুমারী।

সবমিলিয়ে সবকিছু ঘটছে গল্প-উপন্যাসের মতো, যাকে বলে নিখাদ বিনোদন। ছন্দপতন ঘটাল বেনামী চিঠিটা।

ওটা খুলে মিনিট দু'-এক তাকিয়ে থাকলাম ওটার দিকে, বুঝতে পারছি না ব্যাপার কী। প্রিন্ট করা শব্দ খুব সম্ভব কেঁচি দিয়ে কাটা হয়েছে প্রথমে, তারপর সেগুলো আঠা দিয়ে সাঁটিয়ে দেয়া হয়েছে এক তা কাগজে।

চিঠির বিষয় খুবই বাজে। যে পাঠিয়েছে সে বলতে চায়, আমি আর জোয়ানা ভাইবোন না।

'হ্যালো,' আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল জোয়ানা। 'ওটা কী?'

'ভয়াবহ একটা বেনামী চিঠি,' বললাম আমি। ধাক্কাটা সামাল দিতে পারিনি এখনও। লাইম্‌স্টকের মতো কোনও জায়গায় এ-রকম কিছু আশা করিনি।

'বেনামী চিঠি? প্রেরক কী বলতে চায়?'

চিঠিটা দিলাম জোয়ানার হাতে।

ওটা পড়ল সে। কৌতুক ঝিলিক দিচ্ছে ওর চোখেমুখে।

'জঘন্য! বেনামী চিঠির কথা শুনেছি আগে, কিন্তু দেখিনি কখনও। ও-রকম সব চিঠিই এটার মতো হয় নাকি?'

'জানি না। এই প্রথম কোনও বেনামী চিঠি দেখছি আমি নিজেও।'

ফিকফিক করে হাসছে জোয়ানা। 'যে-লোক পাঠিয়েছে এটা, আমাদের দু'জনকে ভাইবোন মনে না করার কারণ কী তার?'

'কারণ আমাদের বাবা ছিলেন লম্বা, তাঁর চামড়া বাদামি, চোয়ালটা লণ্ঠনের মতো। আর মা সাদা চুল আর নীল চোখের ছোটখাটো একটা মানুষ। আমি হয়েছি বাবার মতো, আর তুমি মা'র মতো। আমি মা'র মতো শান্তশিষ্ট, তুমি বাবার মতো দুরন্ত।'

মাথা ঝাঁকাল জোয়ানা, চিন্তার ছাপ পড়েছে চেহারায়। 'ঠিক। আমাদের দু'জনের মধ্যে কোনও মিলই নেই। আমাদেরকে ভাইবোন বলে মনে করবে না কেউ।'

'সবার কথা জানি না, তবে কেউ একজন করেনি।'

'ভয় ভয় লাগছে আমার, আবার মজাও লাগছে।' দু'আঙুলে ধরে চিঠিটা দোলাচ্ছে জোয়ানা। 'আমরা তা হলে কী করবো এখন?'

'যা করা উচিত তা-ই। পুড়িয়ে ছাই করবো চিঠিটা।'

কথামতো কাজ করলাম।

উঠে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল জোয়ানা। 'ভাবছি, কে লিখেছে চিঠিটা?'

'কখনও জানতে পারবো বলে মনে হয় না।'

'আমাদের প্রতিবেশীদের কেউ? আমি ভেবেছিলাম ওরা পছন্দ করে আমাদেরকে।'

'আসলেই করে। তবে সম্ভবত পুরো পাগল হতে আর বেশি বাকি নেই এ-রকম কোনও আধ-পাগলের কাজ এটা।'

বইঘর.কম

'আমারও তা-ই মনে হয়। যত্তোসব নোংরামি!' বাইরে উজ্জ্বল সূর্যালোক, রোদ পোহাতেই কি না কে জানে বেরিয়ে গেল জোয়ানা।

নাস্তার পর সিগারেট খাওয়া আমার অনেকদিনের অভ্যাস। একটা সিগারেট ধরালাম। বেনামী চিঠিটা চিন্তিত করে তুলেছে আমাকে। ঠিকই বলেছে জোয়ানা। নোংরামি। আমরা লাইম্‌স্টকে এসেছি—অসন্তুষ্ট হয়েছে কেউ একজন। জোয়ানার অতি আধুনিক চালচলন পছন্দ করছে না ওই লোক। মানসিকভাবে হলেও আমাদেরকে আঘাত করতে চাইছে সে।

ডক্টর ওয়েন গ্রিফিথ দেখা করতে এল কিছুক্ষণ পর। সপ্তাহে একবার করে এসে আমার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে যাওয়ার ব্যাপারে কথা হয়েছে ওর সঙ্গে। শরীরটা বেঢপ আর হাঁটাচলার ভঙ্গি আজব হলেও সে কাজেকর্মে যেমন পটু তেমন সতর্ক। তবে কিছুটা লাজুক প্রকৃতির। কথা বলার সময় কেমন ঝাঁকুনি দিয়ে ওঠে বার বার। ওকে পছন্দ করি আমি।

'উন্নতি উৎসাহব্যঞ্জক,' ডাক্তারি কায়দায় আমাকে ভালোমতো দেখে বলল সে। 'ব্যাপারটা টের পাওয়ার কথা আপনারও। তারপরও আপনাকে এ-রকম অসুস্থ মনে হচ্ছে কেন?'

'অসুস্থ? না...আসলে...তেমন খারাপ লাগছে না আমার। তবে...বাড়াবাড়ি রকমের বিদ্রূপ করে একটা বেনামী চিঠি পাঠিয়েছে কেউ আজ সকালে, নাস্তা খাওয়ার সময় দেখলাম। তারপর থেকে ভালো নেই মেজাজটা।'

হাত থেকে ব্যাগটা ছেড়ে দিল সে, ওটা ধপ্ করে পড়ল মেঝেতে। উত্তেজনার ছাপ পড়েছে ওর সরু বাদামি চেহারায়। 'তারমানে আপনি বলতে চান আপনিও ও-রকম একটা চিঠি পেয়েছেন?'

কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। 'আমিও পেয়েছি মানে? আমি ছাড়া

অন্য কেউ পেয়েছে নাকি কোনও বেনামী চিঠি?'

'হ্যাঁ। বেশ কিছুদিন ধরে ঘটছে ঘটনাটা।'

'আমি ভাবছিলাম আমাদের এখানে আসাটা হয়তো পছন্দ করছে না কেউ একজন।'

'না, ও-রকম কিছু না আসলে।' কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর ডক্টর গ্রিফিথ বলল, 'আপনার চিঠির বক্তব্য কী?' লাল আভা পড়েছে ওর চেহারায়, বোঝা যাচ্ছে লজ্জা পাচ্ছে। 'প্রশ্নটা বোধহয় জিজ্ঞেস করা উচিত হয়নি আমার?'

'চিঠিতে লেখা ছিল: *সুন্দরী আর বেপরোয়া যে-ঢেমনিকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন, সে আপনার বোন না।* ...বাকি কথাগুলো বলার মতো না।'

এবার রক্তবর্ণ হয়ে গেছে ডক্টর গ্রিফিথের চেহারা, রেগে গেছে। 'কী জঘন্য! আপনার বোন নিশ্চয়ই...পড়েননি চিঠিটা?'

'পড়েছে।'

'পড়েছেন! তিনি নিশ্চয়ই মানসিকভাবে...'

'না, সে অন্যরকম মেয়ে, তাই তেমন গায়ে মাখেনি কথাগুলো। ক্রিসমাস ট্রি'র মাথায় যেসব পরীর মূর্তি বসানো থাকে, আমার বোনটা দেখতে সে-রকম, তবে চিন্তাভাবনা আর চালচলনের দিক দিয়ে খুবই আধুনিক। সত্যি বলতে কী, চিঠিটা পড়ে খানিকটা হলেও মজা পেয়েছে। এ-রকম কোনও ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি ওর সঙ্গে।'

'প্রার্থনা করি আর কখনও যেন না ঘটে।'

'চিঠিটা কে পাঠিয়েছে, কোনও ধারণা আছে?'

'না। তবে কেন পাঠিয়েছে তা অনুমান করতে পারছি।'

'কেন?'

'দুটো কারণ থাকতে পারে। একটা বিশেষ, অন্যটা সাধারণ। কারণটা যদি বিশেষ হয়, তা হলে অসন্তোষ, ঈর্ষা, আক্রোশ বা

বইঘর.কম

ঘৃণা আছে প্রেরকের মনে, সেটা বাস্তবায়িত করতে চাইছে সে নিজেকে আড়ালে রেখে। পদ্ধতিটা জঘন্য আর বিরক্তিকর, কিন্তু তার মানে এই না, ওই লোকের মাথা খারাপ। প্রেরককে খুঁজে বের করাটাও খুব কঠিন কোনও কাজ না। লোকটা...হতে পারে...এমন কেউ যার চাকরি চলে গেছে, আবার ঈর্ষাকাতর কোনও মহিলাও হতে পারে।'

'আর কারণটা যদি সাধারণ হয়?'

'তা হলে আমি বলবো ব্যাপারটা সাংঘাতিক।'

'মানে?'

'প্রেরক যারপরনাই হতাশ, কোনওরকম বাছবিচার করা ছাড়াই একের পর এক বেনামী চিঠি পাঠিয়ে আসলে হুমকি দিচ্ছে। এ-রকম মানুষ দেখতে একেবারে স্বাভাবিক, অথচ তাদের মনটা ভীষণ অসুস্থ। দিন যত যায়, তাদের মনের রোগ তত বাড়ে। শেষপর্যন্ত কোনও না কোনও ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলে তারা।'

চুপ করে আছি আমি।

চুপ করে আছে গ্রিফিথও। কিছুক্ষণ পর বলল, 'ও-রকম একটা চিঠি আমিও পেয়েছি। উকিল সিমিংটন পেয়েছে একটা। আমার দু'-একজন রোগী আমাকে বলেছে, চিঠি পেয়েছে ওরাও।'

'সবগুলোর বিষয়বস্তু কি এক?'

'কাছাকাছি—যৌন বিষয়ে প্যানপ্যানানি।'

'যেমন?'

'মিস গিঞ্চ, মানে কমপক্ষে চল্লিশ বছর বয়সী, নাকে আটকে রাখার চশমা পরিহিতা আর খরগোসের মতো দাঁতওয়ালি যে-মহিলা কেরানির কাজ করে সিমিংটনের, তার সঙ্গে লোকটার অবৈধ সম্পর্কের ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে ওকে পাঠানো চিঠিতে। ওটা পাওয়ামাত্র সোজা পুলিশের কাছে গেছে সিমিংটন। আমাকে

পাঠানো চিঠিতে বলা হয়েছে, আমি নাকি আমার মহিলা রোগীদের সঙ্গে...কী বলবো...যা করি তা পেশাগত শিষ্টাচারের লঙ্ঘন। তাদের সঙ্গে যা যা করি আমি বলে অভিযোগ করা হয়েছে, সেসবের বর্ণনা দিলে কুরুচিপূর্ণ চটিসাহিত্য হয়ে যাবে।'

চুপ করে আছি আমি, বলার মতো কিছু খুঁজে পাচ্ছি না।

'পুরো ব্যাপারটা ছেলেমানুষি বলে মনে হচ্ছে আমার,' বলছে গ্রিফিথ, 'উদ্ভট লাগছে। একইসঙ্গে বিদ্বেষপূর্ণও ঠেকছে।' চেহারা গম্ভীর হলো ওর। 'কিন্তু মোদ্দাকথা হলো, আমি ঘাবড়ে গেছি। এসব বেনামী চিঠির ফলাফল বিপজ্জনক হতে পারে।'

'আমারও তা-ই মনে হচ্ছে।'

'লাইম্‌স্টকের মতো মফস্বল শহরগুলোর বাসিন্দারা এমনিতেই সন্দেহপ্রবণ হয়। সাধারণত বেশিদূর পড়ালেখা করে না তারা। চিঠিগুলোর কথা যদি জানাজানি হয়, তা হলে সবাই ভাববে যা লেখা হচ্ছে তা-ই ঠিক। তখন ভীষণ জটিল হয়ে যাবে পরিস্থিতি।'

'পড়ালেখা? ভালো কথা মনে করিয়েছেন। আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, যে-লোক পাঠাচ্ছে চিঠিগুলো, সে-ও খুব একটা শিক্ষিত না।'

'কেন মনে হচ্ছে কথাটা?'

'জানি না। তবে কেন যেন মনে হচ্ছে।'

আলোচনা আর এগোল না আমাদের। বিদায় নিয়ে চলে গেল ডক্টর গ্রিফিথ।

আমি এখন একা। পুরো ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছি আবারও। টের পাচ্ছি, চলে যাওয়ার আগে যে-প্রশ্ন করেছে ডক্টর গ্রিফিথ তা বার বার অমনোযোগী করে দিচ্ছে আমাকে।

বইঘর.কম

# দুই

এক সপ্তাহ পর ঘটল আরেকটা ঘটনা।

পার্ট্রিজ এমনিতেই গোমড়ামুখী, চোখমুখ আরও শক্ত করে সেদিন জানাল, বিয়েট্রিস কাজে আসবে না আজ।

'কেন?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে মেয়েটা।'

ঠিক বুঝতে পারলাম না কী বোঝাতে চাইছে পার্ট্রিজ। ভাবলাম পেটের পীড়া অথবা ওই জাতীয় কিছু একটা হয়েছে বিয়েট্রিসের, খোলাসা করে বলছে না পার্ট্রিজ। বললাম, 'আশা করি তাড়াতাড়িই সেরে উঠবে মেয়েটা।'

'মেয়েটা শারীরিকভাবে সুস্থই আছে, স্যর। ওর সমস্যাটা আসলেই মানসিক।'

'মানে?'

'একটা চিঠি পেয়েছে সে। এমন সব কথা বলা হয়েছে ওটাতে যে, ভেঙে পড়েছে বেচারী।'

অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমাকে দেখছে পার্ট্রিজ। ওর চোখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর টের পেলাম, বিয়েট্রিসকে পাঠানো চিঠিতে মেয়েটাকে আমার সঙ্গে জড়িয়ে আজেবাজে কথা বলা হয়েছে। অথচ ওকে এখন পর্যন্ত ভালোমতো দেখিনি, ওর সঙ্গে কখনও দেখা হলে চিনতে পারবো কি না সন্দেহ আছে।

বিরক্তি বোধ করছি। এখনও একঅর্থে পঙ্গু বলা চলে আমাকে, লাঠিতে ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলাফেরা করি, এই অবস্থায় কোনও মেয়েকে ফুসলানো সম্ভব না আমার পক্ষে।

'বাজে কথা!' টের পেলাম, রেগে গেছি।

'একই কথা বলেছি আমি বিয়েট্রিসের মাকেও। আরও বলেছি, যতদিন আছি আমি এই বাড়িতে, ওর মেয়ের কোনও সমস্যা হবে না। কিন্তু আসল সমস্যা অন্য জায়গায়, স্যর। শহরের একটা গ্যারেজে কাজ করে এ-রকম এক ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে বিয়েট্রিসের, ওই ছেলের ঠিকানাতেও চিঠি গেছে। তারপর থেকে মেয়েটার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করছে ছেলেটা।'

'এ-রকম উদ্ভট কোনওকিছুর কথা জীবনেও শুনিনি আমি।'

'স্যর, যদি কিছু মনে না করেন, একটা কথা বলতে চাই।'

'বলো।'

www.boighar.com

'আগুন ছাড়া ধোঁয়া হয় না।' চলে গেল পার্ট্রিজ।

মানে কী কথাটার? কীসের ইঙ্গিত দিয়েছে পার্ট্রিজ?

ওকে ডেকে জিজ্ঞেস করবো?

কোনও দরকার আছে সেটার?

কথাটা বার বার ভাবতে গিয়ে টের পেলাম, যারপরনাই বিরক্ত লাগছে। একটানা গৃহবন্দি থাকার কারণে হাঁপিয়ে গেছি, একটু অ্যাডভেঞ্চারের ঝোঁকে বেরিয়ে পড়লাম বাড়ির বাইরে।

মাথার উপর ঝক্‌ঝক্ করছে সূর্যটা, তারপরও পাতলা কুয়াশা যেন লেপ্টে আছে ঠাণ্ডা বাতাসের সঙ্গে। শীত যায়নি, ওদিকে বসন্ত আসি আসি করছে। লাঠিতে ভর দিয়ে বরাবরের মতো খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছি। জোয়ানা আসতে চেয়েছিল আমার সঙ্গে, মানা করে দিয়েছি ওকে। তবে কথা হয়েছে, পরে গাড়ি নিয়ে আমার খোঁজে বের হবে সে, আমাকে লাঞ্চের সময় ফিরিয়ে নিয়ে আসবে লিট্‌ল্ ফার্যে।

'ততক্ষণে,' হাতঘড়িটা দেখে নিয়ে বলেছে সে, 'লাইম্‌স্টকের সবার সঙ্গে সময় কাটানো হয়ে যাবে তোমার।'

"রঁদেভু" বলে একটা কথা আছে, যার মানে আগে থেকে ঠিক

বইঘর.কম

করে রাখা জায়গায় ও সময়ে দেখা করা। লাইম্‌স্টকের হাই স্ট্রিটের বিশেষ একটা জায়গা দেখে শব্দটা মনে পড়ে যাচ্ছে আমার। বিভিন্ন দোকানের অনেক খদ্দের জড়ো হয়েছে সেখানে, খবর বিনিময় করছে নিজেদের মধ্যে।

ভিড় পছন্দ করি না আমি, নিরালায় নিজের মতো থাকতে চাই, তাই এড়িয়ে গেলাম লোকগুলোকে। দু'শ' গজের মতো এগিয়েছি, হঠাৎ শুনি পেছনে বেল বাজাচ্ছে কোনও এক সাইকেল আরোহী। থেমে দাঁড়িয়ে ঘুরেছি, তখন বলতে গেলে আমার পায়ের উপর ব্রেক চাপল মেগান হান্টার, হুড়মুড় করে নেমে পড়ল সিট থেকে। পড়েই গিয়েছিল আরেকটু হলে।

'হ্যালো,' দেখে মনে হচ্ছে দম নিতে কষ্ট হচ্ছে মেয়েটার। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ধুলো ঝাড়ছে কাপড় থেকে।

এই মেয়েকে যতটা না পছন্দ করি আমি, তারচেয়ে বেশি করুণা বোধ করি ওর জন্য।

উকিল সিমিংটনের সৎ মেয়ে সে—মিসেস সিমিংটনের প্রথম স্বামীর সন্তান। মিস্টার (অথবা ক্যাপ্টেন) হান্টারকে নিয়ে খুব একটা কথা বলতে শুনিনি কাউকে এখন পর্যন্ত। এ-ক'দিন লাইম্‌স্টকে থেকে মনে হয়েছে আমার, লোকটাকে ভুলে থাকতে পেরে যেন স্বস্তিই পেয়েছে এখানকার বাসিন্দারা। দাম্পত্য জীবনে যারপরনাই কষ্ট দিয়েছে সে মিসেস সিমিংটনকে, যাচ্ছেতাই ব্যবহার করেছে তাঁর সঙ্গে। আর সহ্য করতে না পেরে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটান ভদ্রমহিলা। মেগান তখন ছোট্ট, ওকে সঙ্গে নিয়ে লাইম্‌স্টকে চলে আসেন তিনি। তখন এখানে একমাত্র উপযুক্ত ব্যাচেলর ছিল রিচার্ড সিমিংটন, বিয়ে করেন তাঁকে।

এতদিনে বিশ বছরে পা দিয়েছে মেগান, অথচ ওকে দেখায় ষোলো বছর বয়সী স্কুলবালিকাদের মতো। ওর মা ছোটখাটো, তাঁর সুশ্রী কিন্তু ফ্যাকাসে শরীরটা দেখলে মনে হয় রক্তস্বল্পতায়

ভুগছেন। অথচ মেগান বেশ লম্বা, বয়সের তুলনায় বেমানান ঠেকে র‍্যাপারটা। নিজের স্বাস্থ্য আর চাকরবাকরদের কীর্তিকলাপ নিয়ে অনুযোগ-অভিযোগ লেগেই আছে মিসেস সিমিংটনের মুখে, অথচ মেয়েটা কেমন চুপচাপ প্রকৃতির। মা'র কণ্ঠ যেখানে চিকন আর বিষণ্ন, সেখানে মেয়েরটা হাসিখুশি।

মেগানের মাথাভর্তি উসুখুসু বাদামি চুল, সবুজ আভা আছে দুই চোখের মণিতে, চেহারাটা রোগাটে আর হাড্ডিসার। তবে ঠোঁট দুটো একদিকে বাঁকিয়ে যখন হাসে, দেখতে চমৎকার লাগে। কাপড়চোপড়ে কোনও বৈচিত্র্য নেই ওর, জায়গায় জায়গায় ছিদ্রওয়ালা শক্ত-সুতোর স্টকিংস পরে প্রায়ই। অথচ মিস্টার সিমিংটনের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পর আরও দু'বার মা হয়েছেন মিসেস সিমিংটন, দুটোই ছেলে, ওদের যত্নআত্তিতে কখনও কোনও কমতি হয়েছে বলে শুনিনি।

'হাঁসের ডিম আছে কি না জানার জন্য ল্যাশারদের ফার্মহাউসে গিয়েছিলাম,' হড়বড় করে বলল সে। 'চমৎকার একপাল শুয়োর আছে ওদের। আপনি কি শুয়োর পছন্দ করেন? আমি করি। আমি এমনকী ওগুলোর গন্ধও পছন্দ করি।' কথার খই ফুটেছে ওর মুখে।

'ঠিকমতো যদি লালনপালন করা হয় শুয়োরের পাল, তা হলে গন্ধ ছড়ানোর কথা না।'

'তা-ই নাকি?' আমাকে আপাদমস্তক দেখল মেগান। 'শহরে যাচ্ছেন নাকি? দূর থেকে দেখলাম আপনাকে, একা একা হাঁটছেন...মানে হাঁটার চেষ্টা করছেন আর কী...ভাবলাম তাড়াতাড়ি আসি আপনার কাছে—যদি কোনও সাহায্যের দরকার হয়। এই সুযোগে টুকটাক কথাও বলা যাবে আপনার সঙ্গে।'

'তোমার স্টকিং ছিঁড়ে গেছে।'

কিছুটা অনুতাপের দৃষ্টিতে নিজের ডান পা'র দিকে তাকাল

বইঘর.কম

মেগান। 'হুঁ। কিন্তু ওটার দু'জায়গায় দুটো ছিদ্র আছে আগে থেকেই, তাই নতুন করে ছিঁড়ে যাওয়ায় কিছু যায়-আসে না।'

'তুমি তোমার জামাকাপড় রিফু করো না, মেগান?'

'কখনও কখনও। মা যখন নাছোড়বান্দার মতো লাগে আমার পেছনে, তখন। তবে আমি কী করি না-করি তা খেয়াল করেন না তিনি বেশিরভাগ সময়। ...একদিক দিয়ে আমি ভাগ্যবতী, না?'

'তোমাকে দেখলে মনে হয় না বড় হয়েছ।'

'মানে? কেমন হওয়া উচিত ছিল আমার? আপনার বোনের মতো সেজেগুজে থাকবো সবসময়?'

'জোয়ানা সবসময় সেজেগুজে থাকে না। তবে সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আর ফিটফাট থাকার চেষ্টা করে সে, দেখতে ভালো লাগে।'

'আপনার বোনটা সাংঘাতিক সুন্দরী। আপনার সঙ্গে কোনও মিলই নেই তাঁর। কেন?'

'একই মা'র পেটের ভাইবোন হলেই যে মিল থাকতে হবে চেহারায়, এমন কোনও কথা নেই।'

'ঠিক। আমার দুই ভাই ব্রায়ান বা কলিনের সঙ্গে কোনও মিল নেই আমার, ওরা নিজেরাও দেখতে একজন আরেকজনের মতো না। ...আজব, না?'

'কী?'

'এই যে, পরিবারের ব্যাপারটা।'

'মনে হয়।'

ঠিক কী ভাবছে মেয়েটা, অনুমান করার চেষ্টা করছি। পাশাপাশি হাঁটছি আমরা—আমি লাঠিতে ভর দিয়ে, মেগান সাইকেলের হ্যাণ্ডেল ধরে।

'আপনি প্লেন চালান, না?'

'চালাতাম।'

'প্লেন চালাতে গিয়েই দুর্ঘটনা ঘটেছে?'

'হ্যাঁ। ক্র্যাশ ল্যাণ্ডিং।'

'এখানকার কেউ প্লেন চালায় না।'

'তুমি চালাতে চাও, মেগান?'

'আমি?' দেখে মনে হচ্ছে বিস্মিত হয়েছে মেয়েটা। 'ঈশ্বর, না! চালানো তো পরের কথা, প্লেনে উঠলেই মনে হয় অসুস্থ হয়ে যাবো। আমি। আচ্ছা, আপনি কি সেরে উঠতে পারবেন? আবার প্লেন চালাতে পারবেন? নাকি সারাজীবন এ-রকমই থাকতে হবে আপনাকে?'

'আমার ডাক্তার বলেছেন আমি সেরে উঠবো।'

'তিনি মিথ্যা কথা বলেননি তো?'

'মনে হয় না। তাঁকে বিশ্বাস করি আমি।'

'তা হলে ঠিক আছে। তবে বেশিরভাগ মানুষই কিন্তু মিথ্যা বলে।'

চুপ করে থেকে মেনে নিলাম কথাটা।

'আমি খুশি,' বলল মেগান।

'কেন?'

'প্রথমে ভেবেছিলাম আপনি বোধহয় বদমেজাজি, কারণ অথর্বের মতো দিন কাটাতে হচ্ছে আপনাকে। কিন্তু এখন দেখছি আপনি তা না।'

'না, আমি আসলেই বদমেজাজি না। তবে...অধৈর্য বলতে পারো।'

'কেন?'

'তাড়াতাড়ি সেরে উঠছি না যে, সেজন্য।'

'অধৈর্য হয়ে লাভ আছে? যখন যা ঘটার তখন তা ঘটবেই, আগেও না পরেও না।'

কথাটা যেন আঘাত করল আমাকে, কেমন চুপসে গেলাম।

বইঘর.কম

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর জিজ্ঞেস করলাম, 'এখানে কী করো তুমি?'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল মেগান। 'করার মতো কী আছে এখানে?'

'কেন, কোনও শখ নেই তোমার? খেলাধুলা করো না? বন্ধুবান্ধব নেই কোনও?'

'খেলাধুলা তেমন একটা পারি না আমি। এখানে মেয়েদের সংখ্যা হাতে গোনা, যারা আছে তাদেরকে পছন্দ হয় না আমার। ওদের থেকে দূরে দূরে থাকি, কারণ আমাকে খারাপ মেয়ে মনে করে ওরা।'

'খারাপ মেয়ে মনে করে কেন?'

মাথা নাড়ল মেগান, ঠিক বুঝলাম না কী বোঝাতে চাইল সে।

হাই স্ট্রিটে ঢুকছি আমরা। হঠাৎ কণ্ঠ বদলে গেল মেগানের, খনখনে গলায় বলল, 'মিস গ্রিফিথ আসছেন। জঘন্য একটা মহিলা। আমি যাতে গার্লস্‌গাইডে যোগ দিই সেজন্য আমার পিছনে লেগেই আছেন তিনি। ওসব করে কী লাভ, বলুন তো?'

জবাব দিতে পারলাম না, কারণ আমাদের কাছাকাছি এসে গেছেন ডক্টর গ্রিফিথের বোন। তাঁর নাম এইমি, বয়সে ডক্টরের চেয়ে বড়। আত্মবিশ্বাসের অভাব আছে তাঁর ভাইয়ের, কিন্তু তাঁর নেই। চেহারা আর চালচলন পুরুষালি হলেও দেখতে-শুনতে খারাপ না তিনি। কণ্ঠটা ভারী।

'হ্যালো,' আমাদের উদ্দেশে বললেন তিনি। 'সকালটা চমৎকার, না? মেগান, তোমার সঙ্গেই দেখা করতে চাইছিলাম। আমার একটু সাহায্য দরকার। কন্‌যারভেটিভ অ্যাসোসিয়েশনের জন্য কয়েকটা এনভেলপে ঠিকানা লিখে দিতে হবে। পারবে না? পারার কথা, কারণ কাজটা আগেও করেছ তুমি।'

বিড়বিড় করে কী যেন বলল মেগান, রাস্তার একধারে একটা

গাছের সঙ্গে ঠেস দিয়ে রাখল ওর বাইসাইকেল, তারপর হনহন করে হাঁটা ধরল ইন্টারন্যাশনাল স্টোরটার উদ্দেশে।

'অস্বাভাবিক একটা মেয়ে,' মেগানের গমনপথের দিকে তাকিয়ে আছেন মিস গ্রিফিথ। 'একেবারে অলস। উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাঘুরি করে সময় কাটিয়ে দেয়। নিশ্চয়ই জ্বালিয়ে মারে ওর বেচারী মা-টাকে। ওকে শর্টহ্যাণ্ড-টাইপরাইটিং, রান্নাবান্না কিংবা অ্যাঙ্গোরা খরগোস লালনপালন শেখানোর চেষ্টা করেছেন তিনি কয়েকবার, কিন্তু পারেননি। দুনিয়ার কোনওকিছুর প্রতিই মেয়েটার কোনও আগ্রহ আছে বলে মনে হয় না।'

মনে হয় আরও বকবক করার ইচ্ছা ছিল তাঁর, রাস্তার আরেকদিকে পরিচিত কারও দেখা পেয়ে গেলেন, চিনতে পেরে হাঁক ছাড়লেন, এগিয়ে গেলেন সেদিকে।

হাঁপ ছাড়লাম আমিও, বাচাল মানুষদের পছন্দ করি না একটুও।

ব্যাংকের দিকে এগোতে লাগলাম আবার।

## তিন

ব্যাংকের কাজ সেরে গেলাম মেসার্স গ্যালব্রেইথ অ্যাণ্ড সিমিংটনের অফিসে।

গ্যালব্রেইথ বলে কেউ এখনও আছে কি না, জানি না। আমাকে সরাসরি নিয়ে যাওয়া হলো রিচার্ড সিমিংটনের কামরায়। বহু বছরের পুরনো প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে যেমন একটা প্রাচীন প্রাচীন ভাব থাকে, সিমিংটনের ঘরটা সে-রকম।

কিছু ডকুমেণ্ট দেখতে দিয়েছি মিস্টার সিমিংটনকে, কাজে

বইঘর.কম

মগ্ন তিনি। এই সুযোগে দেখছি লোকটাকে। মনে হচ্ছে, প্রথম বিয়েটা যদি মিসেস সিমিংটনের জন্য একটা বিপর্যয় হয়ে থাকে, তা হলে যথেষ্ট ভেবেচিন্তে করেছেন তিনি দ্বিতীয় বিয়েটা। উকিল সাহেবকে দেখলেই মনে হয় প্রশান্তির চূড়ায় বসে আছেন যেন। ঘাড়টা লম্বা, ঠেলে বেরিয়ে আছে কণ্ঠার হাড়। পাণ্ডুর চেহারাটা মড়ার মতো, নাকটা লম্বা আর সরু। সন্দেহ নেই দয়ালু মানুষ, সেইসঙ্গে ভালো স্বামী আর বাবা।

যে-ব্যাপারে গেছি তাঁর কাছে, তা নিয়ে কথা বলতে লাগলেন তিনি। বাচনভঙ্গি ধীর, প্রতিটা শব্দ স্পষ্ট। সমস্যা মিটে গেল আমার, চলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'এখানে আসার পথে আপনার সৎ মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে।'

'মেগান? সে...কিছুদিন আগে ফিরেছে স্কুল থেকে। কী যে করি মেয়েটাকে নিয়ে! কোনও একটা কাজে লাগিয়ে দিতে পারলে সবচেয়ে ভালো হতো। কিন্তু কোন্ কাজেই বা লাগাবো? বয়স এখনও কম ওর। তা ছাড়া অনেকেই বলে, বয়সের তুলনায় পিছিয়ে আছে সে।'

কথা না বাড়িয়ে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলাম। আউটার অফিসে একটা টুলের উপর বসে আছে অনেক বুড়ো একটা লোক, কোলের উপর কাগজ রেখে কী যেন লিখছে যথেষ্ট কসরত করে। আরেকদিকে বসে আছে কমবয়সী একটা ছেলে, দেখলে পাজি বলে মনে হয় ওকে। কোঁকড়া কোঁকড়া চুলের মাঝবয়সী এক মহিলাও আছে। শুধু নাকের উপর আটকে রাখা যায় এ-রকম বিশেষ চশমা পরেছে, খটাখট শব্দে টাইপ করছে।

এ-ই কি মিস গিঞ্চ? উত্তরটা যদি হ্যাঁ হয়, তা হলে ওর সঙ্গে মিস্টার সিমিংটনের অবৈধ সম্পর্কের কথা কল্পনা করাও দুরূহ।

রাস্তায় বের হয়ে একটা বেকারির সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম, এদিকওদিক তাকিয়ে দেখছি গাড়ি নিয়ে এসেছে কি না জোয়ানা।

ঘোরাঘুরি করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। কিশমিশ দেয়া একদম টাটকা একটা পাউরুটি কিনলাম বেকারি থেকে, জোয়ানা না এলে ওটা নিয়ে ফিরবো কীভাবে?

কিন্তু জোয়ানার কোনও পাত্তা নেই।

হঠাৎ এমন একটা দৃশ্য দেখলাম যে, ওটা আসলেই দেখছি কি না সে-ব্যাপারে সন্দেহ জাগল, একইসঙ্গে খুশি হয়ে উঠল মনটা।

ফুটপাত ধরে যেন "ভাসতে ভাসতে" এগিয়ে আসছে কোনও দেবী। মেয়েটার রূপের বর্ণনায় আর কোন্ শব্দ ব্যবহার করা যেতে পারে, জানি না। নিখুঁত মুখমণ্ডল, কোঁকড়া কিন্তু পরিপাটি সোনালি চুল, লম্বাটে কিন্তু সুডৌল একখানা শরীর। ওর হাঁটাচলার ভঙ্গি দেবীদের মতোই সাবলীল, যেন কোনও কষ্টই হচ্ছে না কাজটা করতে। মনে হচ্ছে সাঁতার কেটে একটু একটু করে এগিয়ে আসছে সে আমার দিকে।

চমৎকার, অবিশ্বাস্য, আর দম-আটকানো একটা মেয়ে!

হতবিহ্বল হয়ে গেছি, হয়তো সে-কারণেই পাউরুটিটা ছুটে গেল আমার হাত থেকে। খামচে ধরতে গেলাম ওটাকে, ছুটে গেল লাঠিটাও, শব্দ করে ফুটপাতের উপর পড়ল সেটা। সামলাতে গিয়ে পিছলে গেল পা, টের পেলাম পড়ে যাচ্ছি।

ছুটে এসে আমাকে ধরে ফেলল দেবী, ধরেই রেখেছে।

'ধ...ধন্যবাদ,' তোতলাচ্ছি আমি। 'আ...আমি দুঃখিত।'

আমাকে ধরে রেখেই পাউরুটি আর লাঠি তুলল মেয়েটা ফুটপাত থেকে, দিল আমার হাতে। ভুবনভোলানো হাসি হেসে প্রফুল্ল কণ্ঠে বলল, 'ধন্যবাদ দেয়ার দরকার নেই। যা করেছি, কর্তব্যের খাতিরেই করেছি। আপনি ঠিক আছেন তো?'

কী করে বলি ঠিক নেই আমি?

এ-রকম জলজ্যান্ত একজন হেলেন-অভ-ট্রয় সামনে দাঁড়িয়ে

বইঘর.কম

থাকলে ঠিক থাকতে পারে ক'জন পুরুষ?

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে যা বোঝার বুঝে নিল মেয়েটা, ভুবনভোলোনো হাসিটা আরেকবার হেসে চলে গেল।

কখন যেন ফুটপাতের কাছে গাড়ি নিয়ে হাজির হয়েছে জোয়ানা; এতই অন্যমনস্ক ছিলাম যে, খেয়াল করিনি। গাড়ি থেকে নেমে আমার পাশে দাঁড়িয়ে বলল, 'কী হয়েছে?'

'হেলেন অভ ট্রয়,' আমার সম্মোহন যেন কাটেনি এখনও।

'কী বলছ উল্টোপাল্টা?'

ইশারায় দেখালাম দেবীকে। 'মেয়েটাকে চেনো?'

ঘাড় ঘুরাল জোয়ানা। 'হ্যাঁ, চিনি। এলসি হল্যাণ্ড। মিস্টার সিমিংটনের নার্সারি গভর্নেস।' উপহাসের হাসি হাসল। 'ওকে দেখে তোমার মাথা ঘুরে গেছে নাকি?'

'আফ্রোদিতি,' যে-দেবীর কথা ভাবছিলাম তাঁর নাম মনে পড়েছে এতক্ষণে।

গাড়ির দরজা খুলল জোয়ানা, উঠে পড়লাম আমি।

আমার পাশে বসল জোয়ানা। 'কোনও কোনও মেয়ে দেখতে খুব সুন্দর, কিন্তু তাদের যৌন আবেদন নেই। এলসি সে-রকম।'

'নার্সারি গভর্নেস হিসেবে ঠিকই আছে সেটা।'

সেদিন বিকেলে মিস্টার পাইয়ের বাড়িতে চায়ের দাওয়াত আমাদের, গেলাম সেখানে।

বেঁটেখাটো, নাদুসনুদুস মানুষ মিস্টার পাই, চালচলন-কথাবার্তা মহিলাদের মতো। তাঁর বাড়ির ভিতরটা দেখলে যে-কেউ বলবে, এখানে কোনও মেয়েছেলে না-থেকে পারে না। সবচেয়ে দামি রেশমি কাপড় দিয়ে বানানো পর্দা আর কুশনে বাহারি রঙের সূক্ষ্ম কারুকাজ। যে-খাটে ঘুমান তিনি সেটা ইটালির, আনা হয়েছে ভেরোনা থেকে।

অ্যান্টিক পছন্দ করি আমি আর জোয়ানা দু'জনই, ঘুরে ঘুরে

দেখছি বাড়ির ভিতরটা, আমাদের দু'জনের চোখেই প্রশংসার দৃষ্টি। আমাদের সঙ্গে আছেন মিস্টার পাই, এটা-সেটা নিয়ে বকবক করছেন।

তাঁর কথার পিঠে কথা বলতে গিয়ে একসময় চলে এল আমাদের বাড়িওয়ালির প্রসঙ্গ।

'পরিবারটা সম্পর্কে জানেন কিছু?' জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার পাই।

মাথা নেড়ে আমি বুঝিয়ে দিলাম, জানি না।

'জানা উচিত ছিল,' বললেন মিস্টার পাই। 'আমি যখন এখানে আসি তখনও বেঁচে আছেন মিস এমিলি বার্টনের মা। না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবেন না কীরকম মানুষ তিনি। সোজা কথায় যদি বলি, স্রেফ একটা দানবী। ওজন সতেরো স্টোনের মতো। পাঁচ পাঁচটা মেয়ে তাঁর, সবচেয়ে বড়টারই বয়স তখন ষাটের বেশি। তা হলে বুঝে দেখুন ওই মহিলা কত বুড়ি হতে পারেন! তারপরও তাঁর খাওয়া যদি দেখতেন! রাক্ষুসে খিদে তাঁর পেটে, সবসময় খাচ্ছেন।'

জোয়ানার সঙ্গে মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম আমি।

'দু'চোখে দেখতে পারেন না তিনি পাঁচ মেয়ের একজনকেও,' বলছেন মিস্টার পাই। 'যাচ্ছেতাই ব্যবহার করেন ওদের সবার সঙ্গে। ওদের বিয়ে হয় না অথবা ওরা বিয়ে করে না বলে যা-তা শোনাতে ভুল করেন না। অথচ আশ্চর্য, তিনি চানও না তাঁর মেয়েরা কারও সঙ্গে মেলামেশা করুক, কথা বলুক। আপনাদের বাড়িওয়ালি এমিলি অথবা ওর এক বোন অ্যাগনেস, গির্জার তখনকার সহকারী পাদ্রির সঙ্গে প্রেম-ভালোবাসার সম্পর্কে জড়িয়ে গেল; টের পেয়ে তাঁদের মা'র সেই কী রণমূর্তি! ওই লোকের পরিবারটাও বেশি ভালো না, তাই শেষপর্যন্ত বিয়ের সানাই বাজল না লিট্‌ল্ ফার্যে।'

বইঘর.কম

'উপন্যাসের মতো শোনাচ্ছে,' বলল জোয়ানা।

মাথা ঝাঁকালেন মিস্টার পাই। 'একদিন মারা গেলেন ভদ্রমহিলা। লিট্‌ল্‌ ফার্য তখন পাঁচ বোনের দখলে। কিন্তু বয়স হয়েছে ওদেরও, একে একে মরতে শুরু করল ওরা। ইনফ্লুয়েঞ্জায় মরল এডিথ। কী এক অপারেশন হয়েছিল মিনি'র, শেষপর্যন্ত আরোগ্য লাভ করতে পারেনি। স্ট্রোক করল বেচারী মেইব্‌ল্‌, দশটা বছর নিবেদিত-প্রাণের মতো ওর সেবাযত্ন করল এমিলি, কিন্তু একদিন চিরবিদায় জানাতে হলো ওকেও। আর অ্যাগনেসের কী হয়েছে তা মনে পড়ছে না এই মুহূর্তে।'

'তবে বাড়ির ভিতরের পরিবেশ কিন্তু ভালো লাগে আমার কাছে,' বললাম আমি।

'তা-ই?' কৌতুক খেলা করছে মিস্টার পাইয়ের চোখে। 'ইন্টারেস্টিং।'

'মানে?' বলল জোয়ানা।

'তেমন কিছু না,' মনে হলো ব্যাপারটা এড়িয়ে যেতে চাইছেন মিস্টার পাই।

ব্যাপার কী? আমাদের কাছে কি কিছু গোপন করতে চাইছেন মিস্টার পাই?

উত্তরটা যদি হ্যাঁ হয়, তা হলে সেটা কী? গোপন করতে চাওয়ার কারণই বা কী?

অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম, তাই টের পাইনি কখন হলের উদ্দেশে হাঁটা ধরেছে জোয়ানা। মিস্টার পাইয়ের পাশাপাশি হাঁটছে সে। পিছু নিলাম আমিও। সদর দরজার কাছে পৌঁছেছি, লেটারবক্সের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে এল একটা চিঠি, পড়ল ম্যাটের উপর।

'আফটারনুন পোস্ট,' বিড়বিড় করলেন মিস্টার পাই, উবু হয়ে তুলে নিলেন চিঠিটা। তাকালেন আমাদের দিকে। 'মাই

ডিয়ার ইয়ং পিপ্‌ল্‌, আশা করি আমার বাড়িতে আবার আসবেন আপনারা। আপনাদের মতো দিলদরিয়া মানুষদের সঙ্গে কথা বলার মজাই আলাদা। জীবন এখানে একঘেয়ে, এখানে কখনওই কিছু ঘটে না।'

আমাদের দু'জনের সঙ্গে হাত মেলালেন তিনি, আমাকে ধরে পৌঁছিয়ে দিলেন গাড়ি পর্যন্ত। ড্রাইভিং সিটে বসল জোয়ানা, গাড়ি ছেড়ে দিল। রাস্তায় উঠে গতি বাড়ানোর আগে ব্রেক করল, জানালা দিয়ে হাত বের করে নাড়াচ্ছে মিস্টার পাইয়ের উদ্দেশে। ওর দেখাদেখি একই কাজ করলাম আমি।

কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে না আমাদের দিকে কোনও মনোযোগ আছে মিস্টার পাইয়ের। খাম খুলে চিঠিটা বের করেছেন তিনি, পড়ছেন। বলা ভালো চিঠিটা হাতে নিয়ে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন সেটার দিকে। লাল হয়ে গেছে তাঁর চেহারা—রাগে নাকি লজ্জায় জানি না, একইসঙ্গে ভয়ের ছাপ পড়েছে সেখানে।

কী হয়েছে, বুঝতে সময় লাগল না আমার।

'ঈশ্বর!' চাপা গলায় বলল জোয়ানা। 'হঠাৎ করে কী হলো লোকটার?'

'বেনামী চিঠি,' চাপা গলায় বললাম আমিও।

বিস্ময়বিহ্বল চেহারায় আমার দিকে তাকাল জোয়ানা। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে গাড়ি ছাড়ল আবার। পথের উপর নজর রেখে বলল, 'মানে তুমি যে-রকম চিঠি পেয়েছ সে-রকম?'

'মনে হয়।'

'কিন্তু কেন?'

'মানে?'

'লাইম্‌স্টকের মতো অপরাধবিহীন, চুপচাপ আর অক্ষতিকর শহর ক'টা আছে ইংল্যাণ্ডে?'

বইঘর.কম

'একটু আগে কী যেন বললেন মিস্টার পাই—জীবন এখানে একঘেয়ে, এখানে কখনওই কিছু ঘটে না? ভুল সময়ে ভুল কথা বলেছেন তিনি। কিছু একটা ঘটে গেছে এখানে।'

'জেরি, এসব ভালো লাগছে না আমার,' জোয়ানার কণ্ঠে ভয়ের ছোঁয়া।

কিছু বললাম না। কারণ আমারও ভালো লাগছে না এসব।

গাড়ি ছুটছে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম।

কী ছিমছাম শান্ত একটা মফস্বল শহর—অনেকটা গ্রামাঞ্চলের মতো। কিন্তু এখানেই লুকিয়ে আছে কোনও এক বদমাশ, ভয়ঙ্কর কিছু একটা পরিকল্পনা করছে সে।

কে সে? কী করতে চায়?

## চার

দিন কেটে যাচ্ছে।

একদিন ব্রিজ খেলতে গেলাম সিমিংটনদের বাড়িতে। খেলার ফাঁকে হঠাৎ করেই খেয়াল করলাম, মেগানকে নিয়ে কথা বলছেন মিসেস সিমিংটন, অনেকটা অপ্রাসঙ্গিকভাবেই।

'একটা কাজও যদি ঠিকমতো পারে মেয়েটা,' ভদ্রমহিলার কণ্ঠে আক্ষেপ।

'ওর বয়স তো বিশ, না?' কোমল গলায় বলল জোয়ানা।

'হ্যাঁ। কিন্তু বয়সের তুলনায় এখনও বাচ্চাই রয়ে গেছে মেগান।' হাসলেন মিসেস সিমিংটন। 'একদিক দিয়ে ব্যাপারটা ভালোই লাগে আমার। পৃথিবীর সব মা-ই হয়তো চায় তার সন্তানরা বাচ্চাই থাকুক।'

'ওকে নাচ-টাচ শেখান না কেন?'

'নাচ?' যেন আঁতকে উঠলেন মিসেস সিমিংটন। 'তা-ও আবার এ-রকম কোনও মফস্বল শহরে?'

'আপনাদের বাড়ির পেছনে টেনিস কোর্ট আছে দেখলাম। ওখানে নিয়মিত খেললেও তো...'

'কে খেলবে ওর সঙ্গে? রিচার্ডের সময় নেই, আর মেগানের দুই ভাইকে সামলাতে গিয়ে আমি খোদার-ত্রিশটা-দিন নাজেহাল। মেয়েটাও হেলায়ফেলায় সময় নষ্ট করতে পারলে খুশি। ...ডিল করেছি আমি? টু নো ট্রাম্প্‌স্‌।'

গাড়িতে করে বাড়ি ফেরার পথে জোয়ানা বলল, 'মেয়েটার জন্য খারাপই লাগে।'

'কার কথা বলছ? মেগান?'

'হুঁ। ওর মা পছন্দ করে না বেচারীকে।'

'পছন্দ করে না...আমার মনে হয় কথাটা ঠিক না। ভদ্রমহিলা বোধহয় মেয়েটার উপর বিরক্ত।'

'মেয়েটাকে বাদ দিয়ে সিমিংটন পরিবারটার কথা ভেবে দেখো একবার। তোমার কাছে উৎপাত বলে মনে হবে ওকে। পরিবারটার সঙ্গে যেন মানায় না বেচারীকে। মেগানের মতো একটা অভিমানী মেয়ের জন্য ব্যাপারটা ভালো না।'

'মেগানকে অভিমানী বলে মনে হয়েছে তোমার?'

'হ্যাঁ।'

কিছু বললাম না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর হঠাৎ হেসে উঠল জোয়ানা। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালাম ওর দিকে।

'কপাল খারাপ তোমার,' বলল সে।

'কেন?'

'সেদিনের সেই ঘটনার পর...কোনও খবর নেই গভর্নেসের।'

বইঘর.কম

'মানে?' না দেখেও বুঝতে পারছি চেহারা গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে আমার।

'ন্যাকামি করছ নাকি? পুরুষালি হতাশার স্পষ্ট ছাপ তোমার চেহারায়। অস্বীকার করতে পারো, তোমার "আফ্রোদিতিকে" আবারও দেখার জন্য ছটফট করছ না ভিতরে ভিতরে? ছটফটানি না কমলে বলো, এইমি গ্রিফিথের কাছে নিয়ে যাই তোমাকে।'

'আমার প্রণয়জীবন নিয়ে হঠাৎ এত আগ্রহ? তোমার খবর কী? মনে যে-চোট পেয়েছিলে এখানে আসার আগে, সেটা কমেছে কিছুটা?'

আবারও হাসল জোয়ানা, কিছু বলল না।

'মনের মতো কারও দেখা পেয়েছ? না পেয়ে থাকলে ডক্টর গ্রিফিথের ব্যাপারে কী মত তোমার?'

মাথা নাড়ল জোয়ানা। 'ডক্টর গ্রিফিথ আমাকে পছন্দ করে না।'

'কারণ তোমাকে ভালোমতো দেখেনি সে।'

'দেখবে কী করে? আমার দিকে ভালোমতো তাকায় নাকি? দেখা হলেই তো মুখ ঘুরিয়ে চলে যায় আরেকদিকে।'

'তোমাকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে নেয়? ডক্টর গ্রিফিথ যোগীপুরুষ নাকি?'

লিট্‌ল্ ফার্যের লৌহফটক দিয়ে ঢুকছি আমরা, এগিয়ে যাচ্ছি গ্যারেজের দিকে। গাড়ির গতি কমিয়ে জোয়ানা বলল, 'ডক্টর গ্রিফিথের আচরণ আশ্চর্যজনক না?'

মুচকি হাসলাম। 'কী করতে চাও? ঠাণ্ডা মাথায় শিকার করবে লোকটাকে?'

'কেউ অকারণে এড়িয়ে চলছে আমাকে—ব্যাপারটা ভালো লাগে না আমার।' জায়গামতো গাড়ি থামাল জোয়ানা।

সাবধানে নামলাম গাড়ি থেকে। ভর দিলাম লাঠিতে। 'একটা

কথা বলি। লণ্ডনে থাকতে যেসব ছেলেকে পোষ মানিয়েছ, ওয়েন গ্রিফিথ তাদের মতো না। তা ছাড়া ইদানীং যা ঘটছে লাইম্‌স্টকে, আমার মনে হয় সাবধান থাকা উচিত আমাদের—তোমার-আমার দু'জনেরই।'

সপ্তাহখানেক পর একদিন বাইরে থেকে বাড়িতে ফিরে দেখি, বারান্দার সিঁড়িতে বসে আছে মেগান, দুই হাঁটু একসঙ্গে করে সেগুলোর উপর ঠেকিয়ে রেখেছে থুঁতনি।

'হ্যালো,' বরাবরের মতো কোনও ভণিতা নেই মেগানের আচরণে। 'আমি কি আপনাদের সঙ্গে লাঞ্চ করতে পারি?'

'অবশ্যই।'

ভিতরে গিয়ে পার্ট্রিজকে বললাম আজ আমরা তিনজন লাঞ্চ করবো। তারপর ফিরে এলাম বারান্দায়।

'কোনও সমস্যা নেই তো?' মেগানের কণ্ঠে উদ্বেগ।

'না, সমস্যা কীসের? আজকের মেনু আইরিশ স্টু।' বসে পড়লাম মেগানের থেকে কিছুটা দূরে, পাইপ ধরিয়ে টানছি।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর চিৎকার করে মেগান বলল, 'অন্যদের মতো আমাকেও খুব খারাপ মনে হয় আপনার, না?'

এত জোরে কথাটা বলেছে সে যে, চমকে গেছি আমি, পাইপটা খসে পড়ে গেছে আমার মুখ থেকে। ওটা শ্বেতমাটির, বারান্দায় পড়ামাত্র ভেঙে গেছে।

বিরক্ত হয়ে তাকালাম মেয়েটার দিকে। 'দেখো তো কী করলে!'

আমার বিরক্তির ধার ধারল না মেগান, মনঃক্ষুণ্ন হলো না একটুও, বরং দাঁত বের করে চওড়া হাসি হাসল। 'আমি আপনাকে পছন্দ করি।'

থতমত খেয়ে গেছি। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললাম,

বইঘর.কম

'পাইপটা ভেঙে যাওয়ার আগে কী বলেছ?'

'বলেছি, অন্যদের মতো আমাকেও খুব খারাপ মনে হয় আপনার।'

www.boighar.com

'কেন ও-রকম মনে করতে যাবো আমি?'

'কারণ আমি আসলেই খারাপ।'

'বোকার মতো কথা বোলো না।'

'লোকে মনে করে আমি বোকা। কিন্তু আমি আসলে বোকা না। এখানকার কে কেমন, কে কী করে না-করে, সব জানি আমি। এখানকার সবাইকে ঘৃণা করি।'

'ঘৃণা করো?'

'হ্যাঁ,' নিষ্পলক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে মেগান। কিছুক্ষণ পর বলল, 'যদি কখনও টের পান কেউ আপনাকে চায় না, সবাই দূর দূর করে আপনাকে, তা হলে আমার মতো একই কথা বলবেন।'

'তোমার কি কখনও মনে হয় না তোমার ধারণা ভুল?'

'না, মনে হয় না। কারণ আমার ধারণা ঠিক। মা একটুও পছন্দ করে না আমাকে। কারণ আমাকে দেখলেই আমার জন্মদাতা বাপের কথা মনে পড়ে যায় তার। শুনেছি বিড়াল নাকি সেটার বাচ্চা খেয়ে ফেলে, আমি যদি বিড়ালের বাচ্চা হতাম তা হলে বোধহয় আমাকে খেয়ে ফেলত মা। আমি মানুষের বাচ্চা তো, এজন্য আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।'

'কী বলছ এসব?'

'ঠিকই বলছি। আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছে বোর্ডিংস্কুলে, নিজে আরাম করে থাকছে আমার সৎ বাপ আর সৎ ভাইদের সঙ্গে।'

নরম গলায় বললাম, 'তারপরও আমার মনে হয় তোমার ধারণা ঠিক না, মেগান। তা ছাড়া...তোমার যখন এতই রাগ তোমার বাবা-মা'র উপর, কোথাও চলে গিয়ে নিজের মতো থাকছ

না কেন?'

'মানে? চাকরিবাকরির কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ।'

'কী চাকরি?'

'কিছু শেখো। কত রকমের কাজ আছে...শর্টহ্যাণ্ড, টাইপিং, বুককিপিং।'

'পারবো বলে মনে হয় না। আমি সবকিছুতেই আনাড়ি। তা ছাড়া...' কথা শেষ না করে মুখ ঘুরিয়ে নিল মেগান।

'কী?'

মুখ ফেরাল মেয়েটা। লাল হয়ে গেছে ওর চেহারা, দু'চোখে পানি। 'কেন চলে যাবো আমি? কেন চলে যেতে বলা হচ্ছে আমাকে বার বার? ওরাও চায় আমি যেন চলে যাই, কিন্তু আমি থাকবো। আমি থাকবো এবং আমি কী তা হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে ছাড়বো সবাইকে। শুয়োরের দল! লাইম্‌স্টকের সবাইকে ঘৃণা করি আমি। এখানকার সবাই মনে করে আমি বোকা, কুৎসিত। দেখিয়ে দেবো ওদেরকে!'

বাড়ির এককোনার নুড়িবিছানো পথ ধরে কে যেন এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে, পায়ের-আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে।

'ওঠো!' চাপা গলায় দ্রুত বললাম মেগানকে। 'বাড়ির ভিতরে যাও, ড্রয়িংরুম ধরে গিয়ে বাথরুমে ঢুকবে। চেহারা ধুয়ে এসো। জলদি!'

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল মেগান, একছুটে অদৃশ্য হয়ে গেল বাড়ির ভিতরে।

আর ঠিক তখনই আমার সামনে এসে দাঁড়াল জোয়ানা।

'মেগান এসেছে,' বললাম ওকে। 'আমাদের সঙ্গে লাঞ্চ করবে।'

'ভালো। মেয়েটা ইন্টারেস্টিং। ওকে পছন্দ করি আমি।'

বইঘর.কম

রেভারেণ্ড ডেইন ক্যালথ্রপ আর তাঁর স্ত্রী লাইম্‌স্টকের অন্য সবার চেয়ে আলাদা। বিশেষ করে মিস্টার ক্যালথ্রপ। বই আর পড়ালেখা ছাড়া আর কিছু বোঝেন কি না তিনি, জানি না।

মেগান যেদিন লাঞ্চ করতে এল তার পরেরদিন হাই স্ট্রিটে দেখা হয়ে গেল মিসেস ক্যালথ্রপের সঙ্গে। কথাটা বোধহয় ভুল হলো। আমার বলা উচিত ছিল, তাঁকে ওখানে দেখে চমকে উঠলাম। তিনি এত জোরে হাঁটছেন যে, মনে হচ্ছে কাউকে ধাওয়া করছেন। দৃষ্টি নিবদ্ধ দূর দিগন্তের দিকে। তারমানে, অনুমান করা যেতে পারে, আরও মাইল দেড়েক দূরত্ব অতিক্রম করার আছে তাঁর।

'ওহ্, মিস্টার বার্টন!' এমনভাবে বললেন তিনি কথাটা, যেন জটিল কোনও ধাঁধার সমাধান করে ফেলেছেন।

মাথা ঝাঁকালাম।

দূর দিগন্তের দিকে তাকানো বন্ধ হলো মিসেস ক্যালথ্রপের, সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করেছেন তিনি আমার উপর। 'আপনারাও এলেন এখানে, আর বেনামী চিঠি আসাও শুরু হলো।'

'আমরা নিশ্চয়ই সঙ্গে করে নিয়ে আসিনি চিঠিগুলো?'

'কিন্তু আপনারা আসার আগে কেউ ও-রকম চিঠি পায়নি,' মিসেস ক্যালথ্রপের কণ্ঠে অভিযোগের সুর।

'দেখা যাচ্ছে সব চিন্তা আপনার একার।'

'হবে না? ধর্মের ব্যাপারে লোকজনকে উপদেশ দেয় আমার স্বামী, এটা ওর দায়িত্ব। একজন যাজকের স্ত্রী হিসেবে আমার দায়িত্ব হলো, লোকজনের অনুভূতি আর চিন্তাভাবনা জানা। একটা মানুষ কতখানি জঘন্য হলে ও-রকম চিঠি লিখতে পারে...' কথা শেষ না করে থেমে গেলেন।

'আপনিও চিঠি পেয়েছেন নাকি?'

'হ্যাঁ, দুটো...না, তিনটা। চিঠির বিষয়বস্তু এখন আর মনে নেই। তবে এটা মনে আছে, এখানকার এক স্কুলশিক্ষিকার সঙ্গে আমার স্বামীকে জড়িয়ে আজেবাজে কথা লেখা হয়েছিল। যত্তোসব পাগলামি! কারণ ফষ্টিনষ্টিতে আগ্রহ নেই আমার স্বামীর, কখনও ছিলও না।' সরু দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন মিসেস ক্যালথ্রপ। 'আপনাকে পাঠানো চিঠিতে কী বলা হয়েছে?'

'আমার বোন নাকি আসলে আমার বোন না।'

'বোন না? বলেন কী! আমারও কিন্তু প্রথম থেকেই...'

'হ্যালো, মড,' খুশি খুশি গলায় মিসেস ক্যালথ্রপকে বললেন এইমি গ্রিফিথ, 'ভালোই হলো দেখা হয়ে গেছে তোমার সঙ্গে। কথা আছে। মর্নিং, মিস্টার বার্টন।'

এইমি হাজির হওয়ায় খুশি হলাম মনে মনে, কৃতজ্ঞতা অনুভব করলাম তাঁর প্রতি। যথোপযুক্ত সময়ে যথোপযুক্ত জায়গায় যদি হাজির না হতেন তিনি, নিশ্চয়ই আমার আর জোয়ানার ব্যাপারে গা-জ্বালানো কিছু কথা বলতেন মিসেস ক্যালথ্রপ।

'ঘৃণা, মিস্টার বার্টন,' নিচু গলায় বলছেন মিসেস ক্যালথ্রপ আমাকে, অন্যমনস্ক থাকায় চমকে উঠলাম কিছুটা। 'যে পাঠাচ্ছে ওসব চিঠি সে প্রচণ্ড ঘৃণা করে আমাদের সবাইকে।'

## পাঁচ

আসল ঘটনা ঘটতে শুরু করল একদিন পর।

অন্য কারও দুর্দশা দেখে মজা পায় পার্ট্রিজ, সেদিন সকালে জোয়ানার ঘরে গিয়ে খুব উৎসাহ নিয়ে জানাল, আত্মহত্যা

বইঘর.কম

করেছেন মিসেস সিমিংটন।

জোয়ানা এমনিতে মড়ার মতো ঘুমায়, কথাটা শুনে লাফ দিয়ে উঠে বসল সে, ঘুম বিদায় নিয়েছে। 'ওহ্, কী ভয়ঙ্কর!'

'ভয়ঙ্কর? ঠিক বলেছেন, মিস। একটা বেনামী চিঠির কারণে কেউ যখন আত্মহত্যা করে তখন সেটা ভয়ঙ্করই বটে।'

'বেনামী চিঠির কারণে আত্মহত্যা করেছে?'

'সে-রকমই তো শুনছি।'

'কী লেখা হয়েছিল চিঠিতে?'

কিন্তু জবাব দিতে পারল না অথবা দিল না পার্ট্রিজ।

আমার ঘরে চলে এল জোয়ানা। ভয়ে সাদা হয়ে গেছে, প্রচণ্ড মানসিক আঘাত পেয়েছে। কী ঘটেছে, বলল।

শুনে থতমত খেয়ে গেলাম। ভাবতেও পারিনি, বেনামী চিঠির প্রথম ধাক্কাটা মিসেস সিমিংটনের উপর দিয়ে যাবে।

'কী করা যায় এখন?' বলল জোয়ানা।

'কী করতে চাও?' পাল্টা প্রশ্ন করলাম।

'মেগানকে বলে দেখি দু'-একদিনের জন্য থাকবে কি না আমাদের সঙ্গে। ওর দুই ভাইকে দেখার জন্য এলসি হল্যাণ্ড যথেষ্ট, কিন্তু তোমার "আফ্রোদিতির" সঙ্গে বোধহয় বনিবনা হবে না মেগানের।'

রাজি হলাম।

নাস্তা খেয়ে গেলাম সিমিংটন হাউসে। বিচলিত বোধ করছি আমি আর জোয়ানা দু'জনই। লোকে হয়তো ভাববে, নিছক কৌতূহলের বশে হাজির হয়েছি আমরা এখানে, অথবা মজা দেখতে এসেছি।

কপাল ভালো, গাড়ি থেকে নামতে না নামতেই দেখি বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে ওয়েন গ্রিফিথ। আমাকে দেখে কিছুটা হলেও উষ্ণ সম্ভাষণ জানাল, উজ্জ্বল হয়েছে ওর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত

চেহারা।

বলল, 'আজ না হোক কাল যা ঘটবে বলে ভাবছিলাম, তা ঘটেই গেল শেষপর্যন্ত।'

'গুড মর্নিং, ডক্টর গ্রিফিথ,' বলল জোয়ানা।

ওর দিকে তাকাল গ্রিফিথ, লজ্জা পাচ্ছে এই অবস্থাতেও। 'গুড মর্নিং, মিস বার্টন।'

'আমি ভেবেছিলাম আমাকে বোধহয় দেখতেই পাননি আপনি,' খোঁচা মারল জোয়ানা।

আগের চেয়ে বেশি লাল হয়ে গেছে গ্রিফিথ। 'দুঃখিত...আমি...মিসেস সিমিংটনের ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করছিলাম তো...আসলেই খেয়াল করিনি আপনাকে।'

'খেয়াল না করার মতো ছোটখাটো না আমি,' চাঁছাছোলা কণ্ঠ জোয়ানার।

বুঝতে পারছি মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে জোয়ানার, গ্রিফিথ যা বলবে তা নিয়েই কথা প্যাঁচাবে এখন। তাই তড়িঘড়ি করে বললাম, 'আমি আর জোয়ানা ভাবছিলাম মেগানকে দু'-একদিনের জন্য নিয়ে যাবো আমাদের বাড়িতে। কেমন হয় কাজটা?'

দু'-এক মুহূর্ত ভেবে গ্রিফিথ বলল, 'ভালোই হয়। তবে একটা কথা কী...মেয়েটা অদ্ভুত, কেমন যেন নার্ভাস থাকে বেশিরভাগ সময়। সে যদি বাড়ি থেকে দূরে থাকে কয়েকটা দিন তা হলে ওরও ভালো লাগবে, মিস হল্যাণ্ডের উপরও তত চাপ পড়বে না।'

'ইয়ে...মিসেস সিমিংটন কি আসলেই আত্মহত্যা করেছেন?'

মাথা ঝাঁকাল গ্রিফিথ। 'কোনও সন্দেহ নেই। একটুকরো কাগজে নোটও লিখে রেখে গেছেন তিনি: "আর পারছি না।" '

'একটা বেনামী চিঠির কথা শুনলাম?'

'গতকাল বিকেলের পোস্টে এসেছিল ওটা। যে-চেয়ারে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে ভদ্রমহিলাকে, সেটার পাশে মেঝেতে পড়ে


বইঘর.কম

ছিল খামসহ।'

'কী লেখা হয়েছে?'

'কলিন, মানে মিসেস সিমিংটনের দ্বিতীয় ছেলের বাপ নাকি মিস্টার সিমিংটন না। মিসেস সিমিংটন অন্য কারও সঙ্গে শুয়ে...ইত্যাদি ইত্যাদি।'

'কথাটা কি ঠিক?'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল গ্রিফিথ। 'বছর পাঁচেক হলো এখানে আছি আমি। সিমিংটনদেরকে যতদূর দেখেছি, ওরা ভদ্র, শান্ত, একজনের উপর টান আছে আরেকজনের, টান আছে বাচ্চাদের উপরও। ...কলিনের সঙ্গে আসলেই কোনও মিল নেই মিস্টার সিমিংটনের।'

'কিন্তু মিল না থাকার মানে নিশ্চয়ই এই না, অন্য কারও সঙ্গে শুয়ে ছেলেটাকে জন্ম দিয়েছেন মিসেস সিমিংটন?'

'ধরলাম কাজটা করেননি তিনি,' বলল জোয়ানা। 'সেক্ষেত্রে ওই কাজের অভিযোগ বহন করছে এ-রকম একটা চিঠি পাওয়ামাত্র আত্মহত্যা করার মানে কী?'

'জানি না। ...রেশ কিছুদিন ধরে কিন্তু স্বাস্থ্য ভালো যাচ্ছিল না ভদ্রমহিলার।'

'কী সমস্যা?'

'স্নায়বিক কিছু সমস্যা ছিল, স্নায়ুবিকারও ছিল।'

'তারমানে চিঠিটা পেয়ে মানসিক চোট সামলাতে পারেননি?'

'খুব সম্ভব তা-ই। ওটা পেয়ে হয়তো আতঙ্কিত হয়ে পড়েন তিনি, চরম হতাশায় ছেয়ে যায় তাঁর মন, শেষপর্যন্ত আত্মহত্যা করার সিদ্ধান্ত নেন।'

'কেন?'

'হয়তো ভেবেছিলেন, চিঠির বিষয়বস্তু যদি জানতে পারেন তাঁর স্বামী, তা হলে ওই ভদ্রলোকের পক্ষ থেকে অবিশ্বাস ও

দুর্ব্যবহার ছাড়া আর কিছু জুটবে না তাঁর কপালে। আগে একবার সংসার ভেঙেছে, হয়তো চাননি আবারও ঘটুক সে-রকম কিছু।'

'আতঙ্ক আর হতাশা থেকে আত্মহত্যা?'

'আমার তা-ই মনে হয়। পুলিশি তদন্ত যখন শুরু হবে, তখন এই কথাই বলবো আমি।'

বাড়ির ভিতরে যাওয়ার জন্য পা বাড়ালাম আমি আর জোয়ানা।

সদর দরজাটা খোলাই আছে। গোবরাটে দাঁড়িয়ে দেখি, মিস্টার সিমিংটনের সঙ্গে কথা বলছে এলসি হল্যাণ্ড। একটা চেয়ারে হাত-পা ছড়িয়ে বসে আছেন তিনি, স্তম্ভিত হয়ে গেছেন। মাথায় বাজ পড়লে যে-অবস্থা হয় লোকের, তাঁকে দেখে সে-রকম মনে হচ্ছে আমার।

'আমার পক্ষে আপনার বাচ্চাদেরকে বোঝানো সম্ভব,' অনুযোগের সুরে বলছে আফ্রোদিতি, 'আপনাকে কীভাবে বোঝাই বলুন তো? গতকাল রাতেও কিছু খাননি; এখন অন্তত নাস্তাটা খেয়ে নিন। নিজেই যদি অসুস্থ হয়ে পড়েন, এত বড় ধাক্কা সামাল দেবেন কীভাবে? ডক্টর গ্রিফিথও একই কথা বলে গেছেন।'

'কিন্তু...আমি...' কথা শেষ না করে থেমে গেলেন মিস্টার সিমিংটন। তাঁর কণ্ঠ শুনে মনে হলো বোল ফুটেছে কোনও মড়ার মুখে।

'গরম চা,' হাতে ধরা ধোঁয়াওঠা কাপটা মিস্টার সিমিংটনের দিকে বাড়িয়ে ধরল এলসি হল্যাণ্ড।

কিন্তু ভদ্রলোককে দেখে মনে হচ্ছে চা না, হুইস্কি আর সোডা দরকার তাঁর। আফ্রোদিতির জায়গায় আমি থাকলে তা-ই দিতাম তাঁকে। যা-হোক, চায়ের কাপটা নিলেন তিনি, এলসি হল্যাণ্ডের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'যা করেছ এবং করছ তার জন্য ধন্যবাদ।'

বইঘর.কম

কেন যেন লজ্জা পেয়ে গেল মেয়েটা, তবে চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে সন্তুষ্ট হয়েছে। 'কথাটা শুনে ভালো লাগল। আপনাকে...আপনাদেরকে সাহায্য করার জন্য কিছু করতে পারলে আমার নিজের কাছেই ভালো লাগবে। আর আপনার ছেলেমেয়েদের নিয়ে একটুও চিন্তা করবেন না, আমি সামলাচ্ছি ওদেরকে। বাড়ির চাকরবাকররা ভেবে পাচ্ছিল না কী করবে, ওদেরকে ঠাণ্ডা করেছি ইতোমধ্যে। আরও কিছু যদি করতে পারি, যেমন চিঠি লেখা অথবা কাউকে ফোন করা, বিনা দ্বিধায় বলবেন আমাকে।'

'তুমি খুবই দয়ালু,' বললেন সিমিংটন।

চলে যাওয়ার জন্য ঘুরল এল্লসি হল্যাণ্ড, দেখল দরজায় দাঁড়িয়ে আছি আমরা। হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে এল আমাদের দিকে। চাপা গলায়, অনেকটা ফিসফিসানির মতো করে বলল, 'ভয়ঙ্কর, না?'

ওর দিকে তাকিয়ে আছি আমি। চমৎকার একটা মেয়ে। দয়ালু, কাজেকর্মে দক্ষ, জরুরি সময়ে কী করতে হবে না-হবে সে-ব্যাপারে ব্যবহারিক জ্ঞান আছে। অপূর্ব নীল চোখে গোলাপি আভা—তারমানে ওর মন এত নরম যে, নিয়োগদাত্রীর মৃত্যুতে কেঁদেছে।

'আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি?' বলল জোয়ানা। 'আসলে...মিস্টার সিমিংটনকে বিরক্ত করতে চাইছি না।'

বুঝতে পেরে মাথা ঝাঁকাল এলসি হল্যাণ্ড। হলের আরেকদিকে ডাইনিংরুম, আমাদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল সেখানে।

'মনে ভীষণ চোট পেয়েছেন মিস্টার সিমিংটন,' বলল মেয়েটা। 'স্বাভাবিক—এ-রকম অকল্পনীয় ধাক্কা সামাল দিতে পারে ক'জন? গত কয়েকদিন ধরে অদ্ভুত আচরণ করছিলেন

মিসেস সিমিংটন, কারণটা বুঝতে পারছি এখন। খুব নার্ভাস দেখাচ্ছিল তাঁকে, কেমন যেন কাঁদকাঁদ হয়ে থাকতেন বেশিরভাগ সময়। ভেবেছিলাম শরীর খারাপ তাঁর। তবে ডক্টর গ্রিফিথ সবসময়ই বলেছেন আসলে নাকি শারীরিক কোনও সমস্যা ছিল না মিসেস সিমিংটনের। মেহমানদের সামনে যে-মানুষ প্রাণবন্ত, বাড়িতে একা থাকলে তিনিই খিটখিটে—না জানি কত বছর ধরে চলেছে এসব!'

'আমরা আসলে...অন্য একটা কারণে এসেছি,' বলল জোয়ানা।

এলসি হল্যাণ্ডের দৃষ্টিতে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, চুপ করে আছে।

'আমরা জানতে এসেছি, মেগানকে দু'-একদিনের জন্য নিয়ে যেতে পারবো কি না আমাদের সঙ্গে...অবশ্য সে যদি যেতে চায়।'

আশ্চর্য হয়ে গেছে এলসি হল্যাণ্ড। 'মেগান?' ওর কণ্ঠে দ্বিধা। 'জানি না...বুঝতে পারছি না আসলে। আপনারা সহানুভূতিশীল...ধন্যবাদ...কিন্তু...মেগান একটু অন্যরকম মেয়ে। সে কখন কী করে বসবে অথবা বলে বসবে তা আগে থেকে বলা মুশকিল।'

'আমরা ভেবেছিলাম ওকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে গেলে উপকার হবে আপনাদের।'

'ঠিক। কিন্তু হ্যাঁ বা না কোনওটাই বলতে পারি না আমি...বুঝতেই পারছেন...এ-ব্যাপারে মেগানের সঙ্গে সরাসরি কথা বললে ভালো হয়।'

'কোথায় আছে সে? আর ওর দুই ভাই কোথায়?'

'ছেলে দুটো আপাতত আমাদের বাবুর্চির কাছে আছে। আর মেগান আছে উপরতলায়, পুরনো নার্সারিতে। সবার কাছ থেকে দূরে দূরে থাকতে চাইছে কেন যেন।'

বইঘর.কম

আমার দিকে তাকাল জোয়ানা, দৃষ্টিতে প্রশ্ন। সেটা পড়তে পারলাম: আফ্রোদিতির সঙ্গে থাকবে নাকি উপরতলায় যাবে?

ডাইনিংরুম থেকে বের হলাম নিঃশব্দে, সিঁড়ির দিকে এগোচ্ছি।

পুরনো নার্সারিটা বাড়ির সবচেয়ে উপরের তলায়। সিঁড়ি বেয়ে উঠছি। নিচতলার ঘরগুলোয় বড় বড় জানালা আছে, খুলে দেয়া হয়েছে বেশিরভাগ জানালার খড়খড়ি। দেখা যাচ্ছে বাড়ির পেছনদিকের বাগানটা। নার্সারিরুমটা মুখ করে আছে রাস্তার দিকে।

ভেবেছিলাম ভিতর থেকে আটকানো থাকবে ঘরের দরজাটা, কিন্তু হাতল ধরে মোচড় দিতেই খুলে গেল পাল্লা, আশ্চর্যই হলাম। খড়খড়ি খোলা হয়নি এ-ঘরের জানালার, তাই ভিতরে ছায়া ছায়া অন্ধকার। দরজা থেকে সবচেয়ে দূরের দেয়ালের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে একটা ডিভান, সেটার উপর কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে মেগান। ওকে দেখে মনে হচ্ছে প্রচণ্ড ভয় পাওয়া কোনও জন্তু যেন, লুকিয়ে আছে। মনে হচ্ছে, ভয়ে জমে গেছে বেচারী।

'মেগান?' ডাকলাম নরম গলায়। আগে বাড়লাম।

আমার দিকে তাকাল মেয়েটা, নড়ছে না। ওর অভিব্যক্তির কোনও পরিবর্তন হয়নি।

'মেগান?' আবারও ডাকলাম। 'আমি আর জোয়ানা জিজ্ঞেস করতে এসেছি, আমাদের বাড়িতে গিয়ে কয়েকদিন থাকবে কি না তুমি।'

'থাকবো আপনাদের সঙ্গে?' কেমন ফাঁপা কণ্ঠে বলল মেয়েটা। 'আপনাদের বাড়িতে?'

'হ্যাঁ।'

'মানে আপনি বলতে চাইছেন এখান থেকে নিয়ে যাবেন আমাকে?'

'হ্যাঁ।'

হঠাৎ মৃগীরোগীর মতো কাঁপতে শুরু করল মেগানের সারা শরীর, দেখে ভয় পেয়ে গেলাম। কাঁপতে কাঁপতেই বলল, 'নিয়ে যান আমাকে! দয়া করে নিয়ে যান। এই বাড়ি ভয়ঙ্কর একটা জায়গা। এখানে থাকতে খুব খারাপ লাগে আমার।'

গিয়ে দাঁড়ালাম ওর কাছে, আমার কোটের হাতা খামচে ধরল সে।

'সাহস বলতে কিচ্ছু নেই আমার!' বলছে সে। 'ঘটনাটা...ঘটার আগে বুঝিনি আমি কত বড় কাপুরুষ!'

'কোনও ব্যাপার না। সব ঠিক হয়ে যাবে। চলো।'

'এখনই? এক মিনিটও দেরি করবো না?'

'টুকটাক কিছু নেবে না সঙ্গে?'

'কী নেবো? কেন নেবো?'

'তোমাকে একটা বিছানা দিতে পারি আমরা, তোমার জন্য বাথরুমের ব্যবস্থা করতে পারি। আরও যা যা লাগবে সেগুলোও দিতে পারবো হয়তো। কিন্তু যখন দাঁত ব্রাশ করতে চাইবে তখন নিশ্চয়ই আমার টুথব্রাশটা দেবো না তোমাকে?'

হাসল মেগান। সে-হাসি খুবই দুর্বল, খুবই মৃদু। 'আমার মাথাটা আসলে কাজ করছে না, কিছু মনে করবেন না। যাই, টুকটাক যা যা লাগে গুছিয়ে নিই। আপনারা...আবার চলে যাবেন না তো? আমার জন্য অপেক্ষা করবেন?'

'করবো।'

'ধন্যবাদ। আসলে...মা মারা গেছে তো...আমার মাথার ঠিক নেই।'

'বুঝতে পারছি,' বন্ধুর মতো পিঠ চাপড়ে দিলাম মেয়েটার।

লজ্জায় লাল হয়ে গেল সে, আবছা অন্ধকারেও বোঝা গেল ওর চেহারার পরিবর্তন। কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে।

বইঘর.কম

ডিভান ছেড়ে নেমে একছুটে অদৃশ্য হয়ে গেল একটা বেডরুমে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বেরিয়ে এলাম নার্সারিরুমের বাইরে, সিঁড়ি দিয়ে নামছি।

'দেখা হয়েছে মেগানের সঙ্গে,' বললাম আফ্রোদিতিকে। 'আমাদের সঙ্গে যেতে রাজি হয়েছে সে।'

'ভালো। আপনাদের সঙ্গে গেলে স্বাভাবিক হতে সময় লাগবে না বেচারীর। ভালো হলো আমার জন্যও—ওকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় ভুগতে হবে না। ...এ-রকম একটা সময়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, কী বলে যে ধন্যবাদ দেবো...' টেলিফোন বেজে উঠল, কথা শেষ করতে পারল না আফ্রোদিতি। 'যাই, ফোনটা ধরি। কথা বলার মতো উপযুক্ত অবস্থায় নেই মিস্টার সিমিংটন।'

ধপ্ ধপ্ আওয়াজ আসছে, মুখ তুলে তাকিয়ে দেখি, সুটকেস টানতে টানতে সিঁড়ি দিয়ে নামছে মেগান। এগিয়ে গিয়ে ওর হাত থেকে সুটকেসটা নিল জোয়ানা।

বাইরে বের হয়ে গাড়িতে উঠলাম আমরা। আমি আর জোয়ানা বসেছি সামনে, মেগান পেছনের সিটে। লিট্‌ল্ ফার্যে পৌঁছাতে বেশি সময় লাগল না। ড্রইংরুমে হাজির হলাম আমরা তিনজন।

ধপ্ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল মেগান, সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে পড়ল কান্নায়। বাচ্চারা যেভাবে চিৎকার করে কাঁদে, সেভাবে কাঁদছে। "কিছু করা যায় কি না দেখতে", অথবা যেহেতু কিছু করা যাচ্ছে না সেহেতু, ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম আমি। মেগানের পাশে দাঁড়িয়ে আছে জোয়ানা, অসহায় বোধ করছে।

কিছুক্ষণ পর দম-আটকে-আসা ভারী গলায় মেগান বলল, 'দুঃখিত। আজ সকাল থেকে যা করছি তা-ই বোকামি হয়ে যাচ্ছে।'

''ব্যাপার না। আরেকটা রুমাল লাগবে?'

কানায় কানায় ভরা একটা গ্লাস নিয়ে ঘরে ঢুকলাম, মেগানের হাতে দিলাম গ্লাসটা।

'কী এটা?'

'ককটেল,' বললাম আমি।

'আসলেই?' মুহূর্তের মধ্যে শুকিয়ে গেছে মেগানের অশ্রু। 'আমি কখনও ককটেল খাইনি।'

'আজ খেয়ে দেখো।'

সাবধানে একচুমুক খেল মেগান। মাথাটা বাঁকাল পেছনদিকে, গিলে ফেলল সবটুকু মদ।

'ভালোই তো!' একনিঃশ্বাসে খালি করে ফেলল গ্লাসটা। 'আরেক গ্লাস দেবেন?'

'না।'

'কেন?'

www.boighar.com

'দশ মিনিটের মধ্যেই জবাব পেয়ে যাবে।'

জোয়ানার দিকে তাকাল মেগান। 'আমাকে এখানে নিয়ে আসার জন্য আপনাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।'

'কৃতজ্ঞ হওয়ার দরকার নেই। তুমি আমাদের বন্ধুর মতো। চলো উপরতলায় যাই, তোমার ঘর দেখিয়ে দিই। সুটকেস খুলে জিনিসপত্র গোছাতে হবে।'

## ছয়

তিনদিন পর শুরু হলো পুলিশি তদন্ত।

বিকেল তিনটা থেকে চারটার মধ্যে মারা গেছেন মিসেস সিমিংটন। বাড়িতে তখন একা ছিলেন তিনি, মিস্টার সিমিংটন

বইঘর.কম

ছিলেন অফিসে। কাজ সেরে চলে গিয়েছিল চাকররা। ভদ্রমহিলার দুই ছেলেকে নিয়ে ঘুরতে বেরিয়েছিল এলসি হল্যাণ্ড। আর মেগান বের হয়েছিল ওর বাইসাইকেলটা নিয়ে।

অনুমান করা যেতে পারে, আফটারনুন পোস্টে এসেছে চিঠিটা। লেটারবক্স থেকে সেটা বের করে পড়েন মিসেস সিমিংটন, ভীষণ উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। বাগানের বোলতা মারার জন্য সায়ানাইড রাখা হয় তাঁদের বাড়িতে, বোতলটা নিয়ে এসে একগ্লাস পানিতে মেশান অনেকখানি বিষ, সুইসাইড নোট লিখে খেয়ে নেন গ্লাসের সবটুকু পানি...

পুলিশের কাছে মেডিকেল এভিডেন্স উপস্থাপন করল ওয়েন গ্রিফিথ। মারা যাওয়ার আগে শেষ কয়েকটা দিন শারীরিক ও মানসিকভাবে কী অবস্থায় ছিলেন মিসেস সিমিংটন, বলল সেটাও।

করোনারের আচরণ যেমন মধুর তেমন বিনয়ী, তবে তাতে আন্তরিকতার লেশমাত্র নেই। দেখলেই মনে হয় ভেবেচিন্তে কাজ করেন তিনি। 'যে বা যারা এ-রকম ঘৃণ্য চিঠি লিখছে,' নিন্দা ঝরল তাঁর কণ্ঠে, 'তারা মানসিক দিক দিয়ে খুনি। আশা করছি দোষী ব্যক্তিকে শীঘ্রই খুঁজে বের করতে পারবে পুলিশ, তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে। ও-রকম কাপুরুষ আর বিদ্বেষপরায়ণ কারও ফাঁসি হওয়া উচিত।'

ঘটনার যে-বর্ণনা তিনি দিলেন, সে-মোতাবেক সিদ্ধান্ত নেয়া হলো, প্রচণ্ড আতঙ্কে মানসিক ভারসাম্য সাময়িকভাবে হারিয়ে ফেলে আত্মহত্যা করেছেন মিসেস সিমিংটন।

করোনার আর ওয়েন গ্রিফিথের পক্ষে যা যা করা সম্ভব ছিল, করেছেন দু'জনই; তারপর কানাঘুষো শুরু হয়ে গেছে সারা শহরে এবং আমাদের কানেও আসছে সেসব। কেউ কেউ বলছে, 'আগুন ছাড়া ধোঁয়া হয় না।' কেউ বলছে, 'যা রটে, তার কিছুটা হলেও

ঘটে—চিঠির কথা যদি পুরোই ভিত্তিহীন হবে, তা হলে সিমিংটনের বউটা খামোকা আত্মহত্যা করবে কেন?'

বলা হয়, মেয়েরাই মেয়েদের সবচেয়ে বড় শত্রু; কথাটার প্রমাণ পেলাম। মিসেস সিমিংটনকে নিয়ে যারা আজেবাজে কথা বলছে, তাদের প্রায় সবাই মহিলা। ঘটনাটার সবচেয়ে কুৎসিত দিকটা হলো, বাজে কথা বলে বেড়িয়ে মজা পাচ্ছে তারা।

লাইম্‌স্টকের উপর ঘেন্না ধরে গেছে আমার, এখানকার বাসিন্দাদের নিচু মানসিকতা দেখে আমি যারপরনাই হতাশ।

একদিন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন এইমি গ্রিফিথ। এটা-সেটা নিয়ে টুকটাক কথা বলার পর বললেন, 'ডিক সিমিংটনের কপালটাই খারাপ। থলের বেড়াল বেরিয়ে এসেছে এতদিনে। বউকে ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করেছিল কি না বেচারা কে জানে!'

কথাটা শুনে চমকে উঠলাম খানিকটা। 'কী বলছেন এসব! চিঠিটা বানোয়াট—নিজমুখে বলেছেন মিস্টার সিমিংটন।'

উপহাসের হাসি হাসলেন এইমি। 'বানোয়াট বলবে না তো কি আসল বলবে? ওর অগোচরে কুকাজ করেছে ওর বউ, কথাটা জানাজানি হলে ছি ছি পড়ে যাবে না ওর নামে? লোকে বলবে না, ওর শারীরিক সমস্যা আছে বলেই ওর বউ শুয়েছে আরেকজনের সঙ্গে? বলুন কথাটা বলবে কি না লোকে? ...হাজার হোক লোকটা উকিল, ওকে অনেকদিন থেকে চিনি আমি।'

'তা-ই নাকি? আপনার ভাই কিন্তু বলেছে অল্প কয়েক বছর হয়েছে এখানে ওকালতি ব্যবসা শুরু করেছেন মিস্টার সিমিংটন।'

'ওকালতি শুরু করার অনেক আগে থেকেই এখানে থাকে লোকটা। ওকে চিনি আমি।'

'কী বলতে চাইছেন?'

'লোকটাকে দেখতে যত শান্তই মনে হোক না কেন, ওর

বইঘর.কম

ভিতরেও কিন্তু লুকিয়ে থাকতে পারে প্রচণ্ড ঈর্ষা।'

'সেজন্যই কি তাঁকে চিঠিটা দেখাতে অথবা চিঠির বিষয়বস্তু জানাতে ভয় পাচ্ছিলেন মিসেস সিমিংটন?'

বিষদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন মিস গ্রিফিথ। 'আপনি আসলে কী, বুঝি না। মিসেস সিমিংটনের বিরুদ্ধে যে-অভিযোগ করা হয়েছে তা যদি সত্যি না হবে, কী কারণে একগাদা পটাশিয়াম সায়ানাইড খাবে সে? সহজ একটা কথা কেন আপনার মাথায় ঢুকছে না? মিসেস সিমিংটনের যদি কোনও দোষই না থাকবে, চিঠিটা পাওয়ামাত্র হো হো করে হাসার কথা তাঁর। ওটাকে একটুও পাত্তা না দিয়ে ফেলে দেয়ার কথা। আমিও তা-ই...করতাম।'

"করেছি" শব্দটা বলতে গিয়ে কি নিজেকে সামলে নিয়ে "করতাম" শব্দটা বললেন এইমি?

'তারমানে আপনিও একটা চিঠি পেয়েছেন?' আন্দাজে ঢিল ছুঁড়লাম।

লেগে গেল সেটা। লাল হয়ে গেছে এইমি গ্রিফিথের চেহারা, চুপ করে আছেন। কিছুক্ষণ পর বললেন, 'কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন, চিঠিটা পাওয়ার পর বিষ খাইনি আমি।'

'চিঠির বিষয় নিশ্চয়ই বরাবরের মতোই জঘন্য?'

'হুঁ। কয়েকটা লাইন পড়ার পরই ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি ওয়েইস্টপেপার বাস্কেটে।'

'পুলিশের কাছে গেলেন না কেন?'

'যখন কিছু বলে কোনও ফায়দার সম্ভাবনা নেই, তখন চুপ করে থাকাটাই কি ভালো না?'

"আগুন ছাড়া ধোঁয়া হয় না" কথাটা চলে এসেছিল আমার মুখে, নিজেকে সামলে বললাম, 'এখন মেগানের কী হবে? ওকে কি কাজ করে খেতে হবে?'

'ডিক সিমিংটন তো এখনও খেদিয়ে দেয়নি মেয়েটাকে। তা ছাড়া...যতদূর শুনেছি...মেগানের নানী নাকি কিছু টাকাপয়সা রেখে গেছেন, সেখান থেকে সামান্য আয় হয় প্রতিমাসে, যেহেতু প্রাপ্তবয়স্কা হয়ে গেছে সেহেতু চাইলে ওটা নিতে পারে মেয়েটা।'

'ওর মতো বয়সের যে-কোনও মেয়েই জীবনটা উপভোগ করতে চায়, কাজ করতে চায় না।'

জ্বলে উঠল এইমি'র দু'চোখ। 'তারমানে আপনিও চান না কাজ করুক মেগান? তারমানে আপনিও অন্য পুরুষদের মতো? আপনারা চান না মেয়েরা প্রতিযোগিতা করুক, নিজেদের ক্যারিয়ার নিজেরা গড়ুক। ...ওয়েনের মতো আমিও ডাক্তার হতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আমার বাপ-মা আমার মুখের উপর সাফ বলে দিল, আমার বেতনের টাকা দিতে পারবে না। অথচ ওয়েনকে তারা ঠিকই লেখাপড়া করিয়েছে, ডাক্তার বানিয়েছে। সুযোগ পেলে আমার ভাইয়ের চেয়ে ভালো ডাক্তার হতে পারতাম আমি, জানেন?'

সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করলাম এইমিকে, তাতে আরও বাড়ল তাঁর রাগ। 'মেয়েরা কি সারাজীবন ঘরে থাকার জন্যই জন্মেছে?'

আমি যা বোঝাতে চাইনি, তা বুঝে নিয়ে খেপে গেছেন এইমি। হঠাৎ করেই ওঁর এত রাগ করার কারণ কী?

বিদ্যুচ্চমকের মতো মনে পড়ে গেল আমাকে বলা ওয়েন গ্রিফিথের কয়েকটা কথা।

*অসন্তোষ, ঈর্ষা, আক্রোশ বা ঘৃণা আছে প্রেরকের মনে, সেটা বাস্তবায়িত করতে চাইছে সে নিজেকে আড়ালে রেখে। পদ্ধতিটা জঘন্য আর বিরক্তিকর, কিন্তু তার মানে এই না, ওই লোকের মাথা খারাপ। প্রেরককে খুঁজে বের করাটাও খুব কঠিন কোনও কাজ না। লোকটা...হতে পারে...এমন কেউ যার চাকরি চলে গেছে, আবার ঈর্ষাকাতর কোনও মহিলাও হতে পারে...*

বইঘর.কম

নিজেও জানি না, একদৃষ্টিতে কখন তাকিয়ে আছি এইমি গ্রিফিথের দিকে।

সেদিনই, পরে, শহরে দেখা হলো মিস্টার সিমিংটনের সঙ্গে।

'কয়েকটা দিনের জন্য আমাদের সঙ্গে থাকতে গেছে মেগান, অসুবিধা নেই তো?' জিজ্ঞেস করলাম। 'আশা করছি ধাক্কাটা সামাল দিতে পারবে বেচারী, আর জোয়ানাও একজন সঙ্গী পাবে। লণ্ডনে যখন ছিল অনেক বন্ধু ছিল ওর, এখানে একেবারে একা হয়ে গেছে।'

'মেগান? থাকতে গেছে? ...অসুবিধা কী?'

কথাটা শুনেই কেন যেন খারাপ লেগে গেল মিস্টার সিমিংটনকে, সেই অনুভূতি থেকে আর বেরিয়ে আসতে পারিনি পরে কখনও।

মেগানের কথা ভুলেই গেছেন তিনি!

শুনেছি, সৎ ছেলে বা মেয়েকে নাকি দু'চোখে দেখতে পারে না অনেক লোক; মেগানের সঙ্গে যদি সে-রকম আচরণও করতেন মিস্টার সিমিংটন, অতটা খারাপ লাগত না তাঁকে, কারণ সেটা স্বাভাবিক। কিন্তু একটা মানুষকে বেমালুম ভুলে থাকতে পারেন কী করে তিনি? লোকে তো গৃহপালিত কুকুরের সঙ্গেও ও-রকম ব্যবহার করে না!

জানতে চাইলাম, 'ওর ব্যাপারে কী করবেন এখন?'

'কে, মেগান? কেন, বাড়িতেই থাকবে। ওকে তো কেউ ঘরছাড়া করেনি!'

অনেক আগে মারা গেছেন আমার দাদী, তাঁকে খুব ভালো লাগত আমার। পুরনো একটা গিটার ছিল তাঁর, সেটা বাজিয়ে প্রায়ই একটা গান গাইতেন, যার শেষের অংশটা এ-রকম:

ওহ্, মেইড মোস্ট ডিয়ার, আই অ্যাম নট হিয়ার,

আই হ্যাভ নো প্লেইস, নো পার্ট,
নো ডোয়েলিং মোর, বাই সী নর শোর,
বাট অনলি ইন ইয়োর হার্ট।

গানটা গুনগুন করে গাইতে গাইতে বাড়ির পথ ধরলাম। নিজের অজান্তেই ভাবছি মেগানকে।

বিকেলের চা খাওয়া শেষ আমাদের। কাপ-প্লেটগুলো সরিয়ে নেয়া হবে, এমন সময় হাজির হলেন এমিলি বার্টন। বাগানের ব্যাপারে কথা বলতে চান। আধ ঘণ্টার মতো বকবক করার পর বাড়ির প্রসঙ্গে আলাপ শুরু হলো। মেগান আর ওর মা'র ব্যাপারে আরও কিছুক্ষণ কথা বলার পর বিদায় নিলেন তিনি।

গিয়ে ঢুকলাম বাড়ির ভিতরে। সন্ধ্যা ঘনাচ্ছে, ঠাণ্ডা বাড়ছে। ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বালিয়েছে জোয়ানা, দাঁড়িয়ে আছে ওটার পাশে। হাতে একটা চিঠি।

চমকে উঠলাম। পায়ে পায়ে গিয়ে দাঁড়ালাম ওর পাশে।

আমার উপস্থিতি টের পেয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল সে। 'জেরি! লেটারবক্সে পেয়েছি এটা। এবার পাঠিয়েছে আমাকে। কী লিখেছে, জানো? "রঙমাখা বেশ্যা মাগী, তুই..." '

'আর পড়তে হবে না। ভালো কথা কিছু আছে?'

'না। বিষয়বস্তু আগের মতোই।'

ফায়ারপ্লেসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে জোয়ানা; আগুনে ফেলে দেবে চিঠিটা। লাফিয়ে আগে বাড়লাম আমি। একথাবায় চিঠিটা কেড়ে নিলাম জোয়ানার হাত থেকে। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল সে।

'কখনও দরকার হলে পুলিশকে দেখাতে পারবো আমরা এটা,' বললাম আমি।

বইঘর.কম

# সাত

পরদিন সকালে আমার সঙ্গে দেখা করতে এল পুলিশ সুপারইনটেণ্ডেণ্ট ন্যাশ। লোকটাকে পছন্দ হয়ে গেল আমার। ওর চালচলন দেখলে মনে হয় সিআইডি'র কাউণ্টি সুপারইনটেণ্ডেণ্ট সে। লম্বা, সৈনিক সৈনিক ভাব আছে, প্রয়োজন ছাড়া কথা বলে না, চোখ দুটো ভাবুকদের মতো কিন্তু কথাবার্তা সোজাসাপ্টা। নিজেকে জাহির করার বিশ্রী চেষ্টা নেই।

'গুড মর্নিং, মিস্টার বার্টন,' বলল সে। 'কেন এসেছি, বুঝতে পারছেন আশা করি।'

মাথা ঝাঁকালাম। 'বেনামী চিঠি।'

'শুনলাম আপনিও পেয়েছেন ও-রকম একটা।'

'হুঁ। এখানে আসার পর পরই।'

'কী বলা হয়েছিল ওটাতে?'

একটু ভাবলাম। যতটা মনে করতে পারলাম, অবিকৃতভাবে বললাম ন্যাশকে।

www.boighar.com

ভাবের কোনও পরিবর্তন ঘটল না সুপারইনটেণ্ডেণ্টের চেহারায়। মনে হচ্ছে আবেগ বলে কিছু নেই ওর।

আমার বলা শেষ হলে বলল, 'চিঠিটা আছে আপনার কাছে, মিস্টার বার্টন?'

'না, দুঃখিত। আসলে তখন ভাবিনি ঘটনাটা এত বড় হয়ে যাবে। ভেবেছিলাম, আমরা নতুন এসেছি এখানে, কেউ মজা করছে আমাদেরকে নিয়ে। তবে আমার বোন গতকাল আরেকটা পেয়েছে। পড়া শেষে ফেলে দিতে যাচ্ছিল ফায়ারপ্লেসের আগুনে,

আমি বাধা দিয়েছি।'

'ভালো করেছেন। দেখাবেন ওটা?'

এগিয়ে গেলাম আমার ডেস্কের কাছে, ড্রয়ার খুলে বের করলাম চিঠিটা। ফিরে এসে দিলাম ন্যাশের হাতে।

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ল সে। তারপর মুখ তুলে বলল, 'আগের চিঠিটা কি দেখতে এ-রকমই ছিল?'

'যতদূর মনে পড়ে, হ্যাঁ।'

'খাম আর লেখার ধরনের মধ্যেও কোনও তফাৎ নেই?'

'খামের গায়ে ঠিকানা লেখা হয়েছিল টাইপরাইটারে। আর লেখার ধরনের কথা যদি বলি, প্রিন্ট করা শব্দ খুব সম্ভব কেঁচি দিয়ে কেটে কেটে আঠা দিয়ে সাঁটিয়ে দেয়া হয়েছিল এক তা কাগজে।'

'এই চিঠিটা নিয়ে যাই?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানালাম।

'মিস্টার বার্টন, আমার সঙ্গে থানায় যেতে পারবেন? চিঠির ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলতে চাইছি কয়েকজন অফিসারের সঙ্গে, আপনি সঙ্গে থাকলে সময় বাঁচবে আমাদের।'

'পারবো। এখনই যেতে হবে?'

'যদি কোনও অসুবিধা না থাকে।'

বাইরে পুলিশের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, গিয়ে উঠলাম সেটাতে।

চলতি পথে বললাম ন্যাশকে, 'কী মনে হয়, সমাধান করতে পারবেন রহস্যটার?'

'মনে হয়।'

'কীভাবে শুরু করবেন? পোস্টবক্সগুলোর উপর নজর রাখা, কী ধরনের টাইপরাইটার ব্যবহার করা হয়েছে তা বোঝা, ফিঙ্গারপ্রিন্ট বের করা...এসব?'

হাসল ন্যাশ। 'হুঁ।'

বইঘর.কম

থানায় গিয়ে দেখি, সিমিংটন আর গ্রিফিথও বসে আছেন। লণ্ঠনের মতো চোয়ালওয়ালা লম্বা একটা লোকের সঙ্গে পরিচয় হলো—ইন্সপেক্টর গ্রেভ্স্।

'আমাদেরকে সাহায্য করার জন্য লণ্ডন থেকে এসেছেন ইন্সপেক্টর গ্রেভ্স্,' বলল ন্যাশ। 'বেনামী চিঠির ব্যাপারে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ।'

কথাটা শুনে এমনভাবে হাসল ইন্সপেক্টর গ্রেভ্স্ যে, দেখে মনে হলো কারও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় অংশ নিচ্ছে যেন।

বেনামী চিঠির ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ? ভাবছি আমি। এই লোক মনমরা হবে না তো কে হবে?

'আলামত দেখে মনে হচ্ছে সবগুলো চিঠির প্রেরক একজনই,' শোককাতর ব্লাডহাউণ্ডের মতো বিষণ্ন কণ্ঠ ইন্সপেক্টর গ্রেভ্স্-এর।

'বছর দু'-এক আগে এ-রকম একটা কেস এসেছিল আমাদের হাতে,' বলল ন্যাশ। 'তখনও আমাদেরকে সাহায্য করেছিলেন ইন্সপেক্টর গ্রেভ্স্।'

গ্রেভ্স্-এর সামনে একটা টেবিল, সেটার উপর বিছিয়ে রাখা হয়েছে কয়েকটা চিঠি। বোঝা গেল, আমরা আসার আগে ওগুলো দেখছিল সে।

'চিঠিগুলো কে পাঠাচ্ছে সেটার চেয়ে,' আবার মুখ খুলল ন্যাশ, 'চিঠিগুলো নিয়েই বড় সমস্যা এখন। কারণ প্রাপকদের বেশিরভাগই আগুনে ফেলে দিয়েছে বা দিচ্ছে তাদের চিঠি। কেউ আবার মানসম্মানের ভয়ে স্বীকারই করতে চাইছে না চিঠি পাওয়ার কথা। ডাক্তারের কাছে অসুখ আর পুলিশের কাছে সমস্যার কথা গোপন করে যারা, তাদের চেয়ে বড় বোকা আর কে আছে?'

'আপাতত কাজ চালানোর মতো কয়েকটা চিঠি পাওয়া গেছে,' বলল গ্রেভ্স্।

আমার দেয়া চিঠিটা পকেট থেকে বের করল ন্যাশ, ছুঁড়ে দিল

গ্রেভ্স্-এর দিকে। ওটা খুলল গ্রেভ্স্, বিছিয়ে রাখল টেবিলের উপর। 'চমৎকার,' বলল চাপা গলায়।

জঘন্য ওই চিঠির মধ্যে চমৎকারের কী দেখল লোকটা? জানি না। বিশেষজ্ঞ সে, আমি না। তবে এটা ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি, ও-রকম চিঠি কাউকে না কাউকে আনন্দ দিচ্ছে।

মুখ তুলে আমাদের দিকে তাকাল গ্রেভ্স্। 'আপনারা যদি এ-রকম চিঠি আবারও পান, সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে আসবেন আমার কাছে। যদি শোনেন অন্য কেউ পেয়েছে, তা হলে সেগুলো নষ্ট করতে না দিয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা করবেন। এবার দেখা যাক হাতেথাকা চিঠিগুলোর কোন্‌টা কে পেয়েছেন। একটা মিস্টার সিমিংটন, মাস দু'-এক আগে। একটা ডক্টর গ্রিফিথ। মিস গিঞ্চ আর স্থানীয় এক কসাইয়ের স্ত্রীকে লেখা হয়েছে আরও দুটো। "থ্রি ক্রাউন্স"-এর বারমেইড জেনিফার ক্লার্ক পেয়েছে একটা। আর এটা...একটু আগেরটা...মিস বার্টন। ও, বলতে ভুলে গেছি, ব্যাংকের ম্যানেজারকে দেয়া হয়েছে একটা।'

'বেনামী চিঠির বাহারি নমুনা,' মন্তব্য করলাম আমি।

'আমার আগের কোনও কেসের সঙ্গে মিল নেই,' বলল গ্রেভ্স্। 'মহিলাদের টুপি বানিয়ে বিক্রি করার ব্যবসা চালাত এক মহিলা, বেনামী চিঠি পাঠানোর খেলায় মেতে উঠেছিল সে একবার, মিল নেই ওর সঙ্গে। আরেকবার নর্দামবারল্যাণ্ডের এক স্কুলবালিকার কেস এসেছিল হাতে, মিল নেই ওর সঙ্গেও। কেন যেন মনে হচ্ছে, নতুন জাতের কারও সঙ্গে পরিচয় ঘটতে যাচ্ছে এবার।'

'পৃথিবীতে নতুন বলে কিছু নেই,' বিড়বিড় করলাম আমি।

কথাটা কানে গেল গ্রেভ্স্-এর। 'আমাদের পেশাও তা-ই বলে।'

'প্রেরকের ব্যাপারে কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পেরেছেন?'

বইঘর.কম

জিজ্ঞেস করলেন সিমিংটন।

খাঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল গ্রেভ্স্। 'আপনাদের কাছে পাঠানো প্রতিটা চিঠিতে কমবেশি মিল আছে। যেমন শব্দ বানানোর জন্য, প্রিন্টকরা বই থেকে একটা একটা করে অক্ষর কাটা হয়েছে।' বইটা অথবা বইগুলো, আমার ধারণা, বেশ পুরনো। যদি আমার ভুল না হয়, ওগুলো প্রিন্ট করা হয়েছে ১৮৮০ সাল অথবা তার কাছাকাছি সময়ে। প্রশ্ন উঠতে পারে, হাতে না লিখে বই থেকে অক্ষর কাটতে গেল কেন প্রেরক। উত্তরটা সহজ। নিজের হাতের-লেখা গোপন করতে চায় সে। হাতের লেখা লুকানোর বিভিন্ন রকম কায়দা আছে, কিন্তু একজন বিশেষজ্ঞের চোখে ধরা পড়ে যাবে সেটা। আরেকটা মিল হচ্ছে, কোনও চিঠিতে এবং কোনও খামে ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেই—পোস্টঅফিসের লোকজনেরগুলো বাদে। অন্যকিছু ফিঙ্গারপ্রিন্টও পেয়েছি, কিন্তু কোনওটার সঙ্গেই মিল নেই অন্য কোনওটার। তারমানে সবগুলো চিঠি পাঠানোর সময় গ্লাভ্স্ পরতে ভুল করেনি প্রেরক।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর আবার বলতে লাগল, 'ঠিকানা লেখা হয়েছে টাইপরাইটারে। আমার ধারণা, সে-কাজে ব্যবহার করা হয়েছে উইণ্ডসর্ সেভেন মেশিন। বহুল ব্যবহারে পুরনো হয়ে গেছে ওটা, একটু খেয়াল করলেই দেখা যায় অ্যালাইনমেণ্ট থেকে বার বার সরে গেছে "এ" আর "টি" অক্ষর দুটো। বেশিরভাগ চিঠি পোস্ট করা হয়েছে স্থানীয় পোস্টঅফিসে, কোনও কোনওটা সশরীরে গিয়ে ঢোকানো হয়েছে প্রাপকের বাড়ির পোস্টবক্সে।'

'এ-ই না হলে বিশেষজ্ঞ!' মনে মনে প্রশংসা করলাম গ্রেভ্স্-এর।

'আমার ধারণা, এই কাজ কোনও মহিলার,' আবারও কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলছে গ্রেভ্স্, এবং যা বলেছে সে তা শুনে

চমকে উঠলাম কিছুটা। 'মহিলা মাঝবয়সী। কিংবা...ওর বয়স কিছু বেশিও হতে পারে। এবং, খুব সম্ভব, অবিবাহিতা।'

'মেয়েরা কি সারাজীবন ঘরে থাকার জন্যই জন্মেছে?' এইমি গ্রিফিথের প্রশ্নটা যেন বাজছে আমার কানে।

চুপ করে আছি আমরা সবাই। অন্যদের কথা জানি না, কিন্তু আমি শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি গ্রেভ্স্-এর দিকে। শুধু খাম আর চিঠি দেখেই বুঝে গেল সে এত কথা?

'আমার মনে হয়,' মুখ খুললাম একসময়, 'টাইপরাইটারটা সবচেয়ে বড় সূত্র হিসেবে কাজে লাগতে পারে। লাইম্স্টকের মতো ছোট একটা শহরে ওটা খুঁজে বের করতে বেগ পাওয়ার কথা না।'

মাথা নাড়ল ইন্সপেক্টর গ্রেভ্স্, বলল, 'ভুলটা সেখানেই হয়েছে আপনার, স্যর।'

'ভুল?' বুঝতে পারছি না আমি।

'ও-রকম একটা টাইপরাইটারের খোঁজ ইতোমধ্যেই পেয়েছি আমরা। ওমেন্স ইন্সটিটিউটে আছে, একসময় ব্যবহৃত হতো মিস্টার সিমিংটনের অফিসে। তিনিই ওটা দান করেছেন সেখানে। ওই ইন্সটিটিউটে গিয়ে টাইপরাইটারটা ব্যবহার করা এখানকার যে-কোনও মহিলার পক্ষেই খুব সহজ।'

'আরেকটা কথা,' বলল গ্রেভ্স্। 'যে-মহিলা ব্যবহার করেছে টাইপরাইটারটা, টাইপ করার সময় একটা মাত্র আঙুল ব্যবহার করেছে সে।'

'তারমানে টাইপের কাজে অভ্যস্ত না সে?'

হাসল গ্রেভ্স্। 'বার বার একই ভুল করছেন আপনি, মিস্টার বার্টন। ফিঙ্গারপ্রিন্ট লুকানোর জন্য যে গ্লাভ্স্ ব্যবহার করতে পারে, টাইপিং পারে না বোঝানোর জন্য এক আঙুলে টাইপ করতে তার অসুবিধা কী?'

বইঘর.কম

আমার মনে পড়ে গেল মিস্টার সিমিংটনের অফিসের কথা—খটাখট শব্দে টাইপ করছে মিস গিঞ্চ। বললাম, 'তারমানে কাজটা যে করেছে সে ধূর্ত।'

'খুবই ধূর্ত,' বলল গ্রেভ্স্।

'মফস্বল শহরের কোনও মেয়েছেলে এ-রকম কিছু করতে পারে, কল্পনাই করিনি কখনও,' বললাম আমি।

খুকখুক করে কাশল গ্রেভ্স্। 'আমি আসলে আমার কথা বোঝাতে পারছি না আপনাকে, মিস্টার বার্টন। ওই মহিলা, সম্ভবত, উচ্চশিক্ষিত।'

'বলেন কী!'

'হুঁ। তিনি যে অন্তত গেঁয়ো কেউ না, সে-ব্যাপারে আমরা মোটামুটি নিশ্চিত।'

চুপ করে আছি। কী বলবো ভেবে পাচ্ছি না।

'এই শহরে ও-রকম মহিলা আছে ডজনখানেক,' এতক্ষণ পর মুখ খুললেন সিমিংটন। 'বিশ্বাস হয়?'

অন্য কেউ কিছু বলল না।

'নিজের অথবা আমার স্ত্রীর সম্মান বাঁচানোর জন্য না,' বলছেন সিমিংটন, 'নিশ্চিতভাবে জানি বলেই বলছি, আমার স্ত্রীকে যে-চিঠি পাঠানো হয়েছিল সেটার বিষয় সম্পূর্ণ মনগড়া। যে-ই পাঠিয়ে থাকুক ওটা, সে জানে, আমার স্ত্রী খুবই অভিমানী স্বভাবের, সামান্য অপমানকে অনেক বড় করে দেখা ওর স্বভাব। সুযোগটা নিয়েছে সে।'

'এবং যে পাঠাচ্ছে চিঠিগুলো,' সুর মেলাল গ্রেভ্স্, 'ব্ল্যাকমেইল করার চেষ্টা করছে না সে। সবগুলো চিঠির মূল বিষয় এক: যৌনতা আর আক্রোশ।'

উঠে দাঁড়ালেন সিমিংটন, ঠোঁট কাঁপছে তাঁর। 'আশা করি শয়তানটাকে খুঁজে বের করতে পারবেন আপনারা। আমার স্ত্রীকে

খুন করেছে সে। হ্যাঁ...ওই কথাই বলবো আমি বার বার...খুন করেছে সে আমার স্ত্রীকে। পার্থক্য একটাই: ওকে ছুরি মারার বদলে জঘন্য একটা চিঠি পাঠিয়েছে।' বাইরে চলে গেলেন।

থানার ভিতরের পরিবেশটা কেমন অশুভ মনে হচ্ছে আমার কাছে, মনে হচ্ছে দম আটকে আসছে যেন। টের পাচ্ছি চলে যাওয়া উচিত আমারও। বললাম, 'আমাকে আর দরকার আছে আপনাদের?'

'আপাতত না,' বলল ন্যাশ। 'চোখকান খোলা রাখবেন। আর যাকেই সামনে পাবেন বলবেন, নতুন কোনও চিঠি পাওয়ামাত্র যেন পৌঁছিয়ে দেয় আমাদের কাছে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ঘুরতে যাবো, এমন সময় হঠাৎ বলল গ্রেভ্স্, 'আচ্ছা, লাইম্স্টকের কে অথবা কে কে এখনও কোনও চিঠি পায়নি?'

তাজ্জব হয়ে গেলাম প্রশ্নটা শুনে। 'সবার কথা কীভাবে বলবো আমি?'

'সবার কথা বলতে বলছিও না আপনাকে। আপনি কি এমন কারও কথা জানেন যে এখন পর্যন্ত কোনও বেনামী চিঠি পায়নি?'

'জানি। আমাদের বাড়িওয়ালি এমিলি বার্টন—যদি চিঠি পাওয়ার পরও কথাটা গোপন করে না থাকেন তিনি।'

গ্রেভ্স্-এর চেহারা সম্পূর্ণ ভাবলেশহীন, দেখে মনে হচ্ছে কাঠ কুঁদে বানানো হয়েছে সেটা। 'ঠিক আছে, কথাটা মনে থাকবে আমার।'

থানার বাইরে খেলা করছে বিকেলের রোদ, ওয়েন গ্রিফিথের সঙ্গে বেরিয়ে এলাম। ওকে বললাম, 'আমার মনে হচ্ছে, শান্তিতে কয়েকটা দিন কাটানো যাবে ভেবে এখানে এসে সাংঘাতিক ভুল করেছি। এই জায়গা বিষে ভরা।'

হাই স্ট্রিট ধরে হাঁটছি আমরা। হাউস এজেন্টের বাড়ির

বইঘর.কম

দরজার কাছে এসে থামলাম।

'দ্বিতীয় মাসের ভাড়া দেয়ার সময় হয়েছে,' বললাম আমি।

'দেয়ার দরকার নেই,' বলল ওয়েন।

'কেন?'

'সম্ভব হলে চলে যান লাইম্‌স্টক ছেড়ে। এই জায়গা ক্ষতির কারণ হতে পারে আপনার আর আপনার বোনের জন্য।'

'আমার কথা জানি না। তবে জোয়ানার কিছু হবে না। সে সম্পূর্ণ অন্যজাতের। ওর তুলনায় আমিই বরং মানসিক দিক দিয়ে দুর্বল।' হাউস এজেন্টের দরজায় ধাক্কা দিতে গিয়ে খেয়াল করলাম, ওটা আধ-খোলা। 'তবে যত যা-ই হোক, আপাতত যাচ্ছি না কোথাও। কারণ মানুষের ভয়ের চেয়ে কৌতূহল শক্তিশালী। এই রহস্যের সমাধান দেখতে চাই আমি।' ঢুকে পড়লাম ভিতরে।

টাইপরাইটারে কাজ করছিল একটা মহিলা, আমাকে দেখে কাজ রেখে উঠল। এগিয়ে এল।

মহিলার দিকে তাকিয়ে আছি। চেহারাটা পরিচিত বলে মনে হচ্ছে।

কোথায় দেখেছি ওকে? কোথায়?

মনে পড়ে গেল। 'আপনি মিস গিঞ্চ না? গ্যালব্রেইথ অ্যাণ্ড সিমিংটনের অফিসে দেখেছি আপনাকে।'

'হ্যাঁ, তবে ওই চাকরি ছেড়ে দিয়েছি আমি। এখন কাজ করছি এখানে। বেতন কম, কিন্তু কাজ করে শান্তি পাই। কখনও কখনও টাকার চেয়ে অন্যকিছু বড় হয়ে দাঁড়ায়।'

'মানে?'

'মিস্টার সিমিংটনের সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে জঘন্য কথা লেখা হয়েছে এ-রকম একটা বেনামী চিঠি পাই একদিন। করার মতো একটাই কাজ ছিল তখন এবং সেটাই করেছি—চিঠিটা নিয়ে

সোজা গেছি পুলিশের কাছে। পুলিশ তাদের দায়িত্ব কতটা পালন করেছে তা বিচার করার যোগ্যতা আমার নেই; আমি যা বুঝেছি তা হলো, লোকে পরে অপবাদ দিয়েছে আমাকেই। কালি মেখেছে আমার চরিত্রে। মুখ বুজে কতদিন সহ্য করা যায় ওসব? তাই চলে এসেছি মিস্টার সিমিংটনের কাছ থেকে।' www.boighar.com

চুপ করে আছি আমি। কারণ একটা ব্যাপার লক্ষ করেছি ইতোমধ্যে।

আমাকে পাওয়ামাত্র নিজের সাফাই গাইতে শুরু করেছে মিস গিঞ্চ, অথচ...ওর চোখে আর চেহারায় খেলা করছে সম্পূর্ণ অন্যকিছু। যেন...বেনামী চিঠি পাওয়ায় যারপরনাই খুশি সে।

মিস গিঞ্চ মফস্বলের মানুষ হয়েও শিক্ষিতা।

চল্লিশের বেশি বয়স অথচ এখনও বিয়ে করেনি।

টাইপরাইটিং পারে।

তারমানে...বিদ্যুচ্চমকের মতো একটা চিন্তা খেলে গেল আমার মাথায়...বেনামী চিঠিগুলো মিস গিঞ্চই লিখছে না তো?

বাসায় ফিরে দেখি, ড্রইংরুমে বসে আছেন মিসেস ক্যালথ্রপ, কথা বলছেন জোয়ানার সঙ্গে। বিরক্ত হলাম তাঁকে দেখে, কিন্তু চেহারায় প্রকাশিত হতে দিলাম না ভাবটা।

বেনামী চিঠি আর মিসেস সিমিংটনের আত্মহত্যা নিয়ে বকবক করে আমার মাথা ধরিয়ে দিয়ে যখন বিদায় নিচ্ছেন তিনি, তখন জিজ্ঞেস না করে পারলাম না, 'চিঠি পাঠানোর কাজটা কার, জানেন?'

'জানি। মানে...অনুমান করতে পারি। কিন্তু সেটা ভুল হতে পারে, তাই বলবো না। ...একটা প্রশ্নের জবাব দিন তো। আপনি এখনও বিয়ে করেননি কেন?'

'হয়তো মনের মতো কোনও মেয়ের দেখা পাইনি, তাই।'

বইঘর.কম

'নড়বড়ে একটা জবাব দিলেন, মিস্টার বার্টন। অনেক পুরুষ আছে যারা মনের মতো মেয়ে না পেয়েও বিয়ে করে ফেলছে, ঠিক না?' আর কিছু না বলে চলে গেলেন মিসেস ক্যালথ্রপ।

'মহিলা একটা পাগল,' বলল জোয়ানা। 'লাইম্‌স্টকের বেশিরভাগ বাসিন্দা ভয় পায় তাঁকে।'

হাসলাম। 'আমিও পাই...কিছুটা।'

## আট

একদিন সকালে নাস্তা খাচ্ছি আমি আর জোয়ানা। সাড়ে ন'টা বাজে। এখন যদি লণ্ডনে থাকতাম তা হলে মাত্র ঘুম ভাঙত জোয়ানার, আমার বেলায় তা-ও হতো না হয়তো। দু'দিনের কথা বলে নিয়ে এসেছিলাম মেগানকে, কবেই কেটে গেছে সেই দুটো দিন; কিন্তু বরাবরের মতো মেয়ের কোনও খোঁজ নিচ্ছেন না মিস্টার সিমিংটন, আমরাও মেগানকে চলে যেতে বলার প্রয়োজন বোধ করছি না। সদর দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা এখন, ওর সঙ্গে কী নিয়ে যেন কথা বলছেন এইমি গ্রিফিথ।

টেলিফোনটা বেজে উঠল এমন সময়।

উঠে গিয়ে ধরলাম সেটা। 'হ্যালো?'

সাড়া নেই। মনে হচ্ছে, লম্বা করে দম নিচ্ছে আর ছাড়ছে কেউ অপরপ্রান্তে।

কিছুক্ষণ পর কথা বলে উঠল একটা নারীকণ্ঠ, 'ওহ্!'

'হ্যালো?' আশ্চর্য লাগছে আমার কাছে।

'ওহ্!' আবারও বলল কণ্ঠটা। 'এটা কি...মানে...লিট্‌ল্ ফার্য?'

'জী।'

'মিস পার্ট্রিজের সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি?'

'অবশ্যই। ওকে আপনার নাম কী বলবো?'

'আমি অ্যাগনেস...অ্যাগনেস ওয়াড্‌ল্‌।'

'অ্যাগনেস ওয়াড্‌ল্‌?'

'জী।'

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে গিয়ে দাঁড়ালাম সিঁড়ির কাছে। উপরতলায় কাজ করছে পার্ট্রিজ, খুটখাট আওয়াজ আসছে।

'পার্ট্রিজ! পার্ট্রিজ!'

সিঁড়ির মাথায় উদয় হলো পার্ট্রিজ, হাতে লম্বা একটা ঝাড়ু। চোখে "আবার কী?" জাতীয় নিঃশব্দ প্রশ্ন। 'ইয়েস, স্যর?'

'ফোন এসেছে তোমার। অ্যাগনেস ওয়াড্‌ল্‌ নামের এক মহিলা কথা বলতে চাইছে তোমার সঙ্গে।'

'পার্ডন, স্যর?'

'অ্যাগনেস ওয়াড্‌ল্‌,' চেঁচাতে হলো আমাকে।

লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামছে পার্ট্রিজ।

ডাইনিংরুমে ফিরে এলাম। এইমি গ্রিফিথকে বিদায় জানিয়ে ফিরে এসেছে মেগান, কিডনি আর বেকন নিয়ে ব্যস্ত আপাতত। কিছু না বলে পত্রিকাটা টেনে নিলাম আমি। মগ্ন হয়ে পড়েছিলাম, তাই বলতে পারবো না কখন ডাইনিংরুমে ঢুকে জোয়ানার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে পার্ট্রিজ।

'আমি খুবই দুঃখিত,' বলল সে নিচু গলায়।

পত্রিকার পাতা থেকে চোখ সরিয়ে তাকালাম ওর দিকে।

'মিস এমিলি বার্টন যখন ছিলেন এখানে, তখন আমাদের, মানে বাড়ির চাকরবাকরদের ফোন করা এবং ফোন ধরা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ছিল। আমরাও কাউকে ফোন করতাম না, আমাদেরকেও ফোন করত না কেউ। আজ ব্যতিক্রম ঘটল

বইঘর.কম

নিয়মটার।'

'অসুবিধা নেই,' আশ্বাস দেয়ার ভঙ্গিতে বললাম। 'আমরা কিছু মনে করিনি।'

'যে-মেয়ে ফোন করেছিল, মানে অ্যাগনেস, একসময় আমার অধীনে কাজ করত এই বাড়িতে। তখন ওর বয়স ষোলো। এতিমখানা থেকে আনানো হয়েছিল ওকে। ওর বাড়ি নেই, মা-বাপ নেই, আত্মীয়স্বজন নেই। আপন বলতে শুধু আমিই আছি। তাই মাঝেমধ্যে যোগাযোগ করে আমার সঙ্গে।'

'ও আচ্ছা।'

'যদি অনুমতি দেন, আজ বিকেলে আসতে বলি ওকে? রান্নাঘরে বসে আমার সঙ্গে এক কাপ চা খেয়ে যাক সে? ফোনে বলল, কী নিয়ে যেন কথা বলতে চায়।'

'হ্যাঁ, বলো, অসুবিধা কী?'

'আসলে এই বাড়িতে ও-রকম কিছুর চল্ কখনও ছিল না।' চলে গেল পার্ট্রিজ।

উসখুস করছিল মেগান, এবার সুযোগ পেয়ে বলল, 'বাড়ি ফিরে যেতে চাই আমি।'

'হঠাৎ?' যেন হতাশ বোধ করছি কথাটা শুনে।

'এখানে থাকতে যে খারাপ লাগছে তা না। বরং আপনাদের সঙ্গে থাকতে বেশ ভালো লাগছে। তারপরও, ফিরে তো যেতে হবেই আমাকে। নিজের ঘরবাড়ি ছেড়ে সারাজীবনের জন্য বাইরে বাইরে থাকতে পারি না। তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি চলে যাবো একটু পর।'

সিদ্ধান্তটা যাতে বদলায় সে সেজন্য বিভিন্নভাবে চেষ্টা করলাম আমি আর জোয়ানা দু'জনই, কিন্তু লাভ হলো না। মেগান যেন দৃঢ়সঙ্কল্প। বাধ্য হয়ে গাড়ি বের করার জন্য বাইরে গেল জোয়ানা, আর মেগান গেল সিঁড়ি বেয়ে উপরতলায়—টুকটাক যা এনেছিল

সঙ্গে সেগুলো গুছিয়ে নিয়ে সুটকেসে ভরতে। কয়েক মিনিট পর নিচে নেমে এল সে।

মেগানের চলে যাওয়ার ব্যাপারে লিট্‌ল্ ফার্মের একমাত্র যে-মানুষটা খুশি সে পার্ট্রিজ। আশ্চর্য, খুশি ঝিলিক দিচ্ছে ওর গোমড়া চেহারায়। মেগানকে, জানি না কেন, পছন্দই করে না সে।

লাঠিতে ভর দিয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম পোর্চে। গাড়িতে উঠছে মেগান।

চলে যাওয়ার আগে ঘাড় ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকাল একবার।

সেদিন লাঞ্চের আগে দেখা করতে এল ওয়েন গ্রিফিথ, আর এসেই পড়ে গেল জোয়ানার পাল্লায়। এটা-সেটা নিয়ে ওকে একের পর এক প্রশ্ন করছে জোয়ানা, সে-ও ধৈর্য ধরে জবাব দিচ্ছে। কথার ফাঁকে ফাঁকে শেরি খাচ্ছি আমরা। জোয়ানার কাজ দেখে মনে মনে হাসছি আমি। খানিকটা শঙ্কিতও হচ্ছি।

লাঞ্চের সময় হলো, কাজ আছে বলে চলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল গ্রিফিথ। ভুবনভোলানো হাসি হেসে জোয়ানা বলল, 'আজ আমাদের সঙ্গে লাঞ্চ করে যান, ডক্টর গ্রিফিথ।'

লজ্জায় লাল হয়ে গেল গ্রিফিথ, মিনমিন করে বলল, 'কিন্তু...কিছু কাজ ছিল...'

'তা তো সবসময়ই থাকবে। কাজ করবেন বলে কি দাওয়াত পায়ে ঠেলবেন? ফোন আছে আমাদের, দরকার মনে করলে জানিয়ে দিন ফিরতে একটু দেরি হবে আপনার।'

আর বলতে হলো না, আমাদের সঙ্গে লাঞ্চে বসে গেল ওয়েন গ্রিফিথ।

ওর জ্ঞানের ভাণ্ডার ভালোই সমৃদ্ধ। বই, নাটক, বিশ্ব রাজনীতি, গান, পেইন্টিং আর আধুনিক আর্কিটেকচার নিয়ে

বইঘর.কম

সমানে কথা বলছে। একটা ব্যাপার খেয়াল করে কিছুটা আশ্চর্য হলাম। লাইম্‌স্টক নিয়ে আমাদের তিনজনের কেউই কিছু বলছি না। যেন বেমালুম ভুলে গেছি বেনামী চিঠির ব্যাপারটা, ভুলে গেছি মিসেস সিমিংটনের আত্মহত্যার ঘটনাটা।

যখন চলে গেল ওয়েন গ্রিফিথ, ভালোমতো খেয়াল করলাম ওর চেহারাটা। ওর সদা গম্ভীর আর বিষণ্ন চেহারায় যেন ঝিলিক দিচ্ছে প্রফুল্লতা, যে-কোনও কারণেই হোক খুশিতে চকচক করছে ওর দুই চোখ।

ওর গাড়ির আওয়াজ মিলিয়ে যাওয়ার পর ঘুরে মুখোমুখি হলাম জোয়ানার। 'ওই লোকের পেছনে কেন লেগেছ তুমি, বলো তো? ভালোমতোই জানো তোমার জালে ধরা দেবে না সে, আর ধরা দিলেও আটকা পড়ে থাকবে না বেশিদিন। নাকি লোকটা তোমার অহংবোধে খোঁচা মেরেছে বলে খেলতে চাইছ ওকে নিয়ে?'

'সম্ভবত,' বলল জোয়ানা।

'আচ্ছা, মেগান ও-রকম হুট করে চলে গেল কেন?' বলল জোয়ানা।

সেদিন বিকেলবেলা। নিজের জন্য শহরে যে-ঘর ভাড়া নিয়েছেন মিস এমিলি বার্টন, সেখানে এসেছি আমরা—আমাদেরকে চায়ের দাওয়াত দিয়েছেন তিনি। নিমন্ত্রণ জানিয়ে তিনি নিজেই উধাও হয়ে গেছেন কোথায় যেন, আমাদেরকে ঘরের এককোনায় বসতে দিয়েছে তাঁর চাকরানি ফ্লোরেন্স।

'সম্ভবত একঘেয়েমি পেয়ে বসেছিল মেয়েটাকে,' বললাম আমি।

'কথাটা মনে হয় ঠিক না। আচ্ছা, আজ সকালে না এইমি

গ্রিফিথের সঙ্গে কথা বলছিল মেয়েটা?'

'হ্যাঁ, বলেছে। ...কী বলতে চাইছ?'

'এইমি তখন কিছু বলেছে নাকি মেগানকে? এমন কিছু, যার ফলে মেয়েটা হুট করে সিদ্ধান্ত নেয় আমাদের সঙ্গে আর থাকবে না?'

'হতে পারে। তবে...'

কথা শেষ করতে পারলাম না, কারণ ঘরে ঢুকেছেন মিস এমিলি বার্টন। পরিশ্রমে লাল হয়ে গেছেন, চোখেমুখে উত্তেজনার ছাপ। ঝকঝক করছে নীল দুই চোখ। আমাদেরকে দেখে যেন কিচিরমিচির করে উঠলেন পাখির মতো, 'ওহ্, দুঃখিত, দেরি করে ফেলেছি। কেক কেনার জন্য "ব্লু রোয"-এ গিয়েছিলাম, কিন্তু ওদের কেকগুলো তেমন টাটকা মনে হলো না। বাধ্য হয়ে যেতে হলো আরেক জায়গায়।'

'দোষ আসলে আমাদেরই, মিস বার্টন,' জোয়ানা যেন বিনয়ের প্রতিমূর্তি, 'আমরাই তাড়াতাড়ি চলে এসেছি। গাড়ি না নিয়ে হেঁটে এসেছি আজ, ভেবেছিলাম বরাবরের মতো অনেকক্ষণ লাগবে জেরির। কিন্তু বেশ উন্নতি হয়েছে ওর, আগের চেয়ে দ্রুত হাঁটতে পারে।'

এগিয়ে গিয়ে আদর করার ভঙ্গিতে জোয়ানার কাঁধ চাপড়ে দিলেন মিস বার্টন। আমার দিকে তাকিয়ে আন্তরিক হাসি হাসলেন। টানতে টানতে ছোট একটা টেবিল নিয়ে এলেন আমাদের সামনে, একটা অ্যাশট্রে রাখলেন ওটার উপর। দরজাটা আবার খুলে গেল এমন সময়, ঘরে ঢুকল ফ্লোরেন্স। ওর হাতে চায়ের ট্রে। চমৎকার কয়েকটা ক্রাউন ডার্বি কাপ দেখা যাচ্ছে, মনে হয় একটু আগে মিস এমিলিই কিনে এনেছেন ওগুলো। কয়েকটা প্লেটে স্যাণ্ডউইচও আছে। আরেকটা প্লেটে দেখা যাচ্ছে কয়েক পিস কেক।

বইঘর.কম

খেতে খেতে কথা বলছি আমরা। লণ্ডন শহরটা মিস বার্টনের কাছে রহস্যময়, জিজ্ঞেস করে করে অনেককিছু জেনে নিলেন তিনি ওটার ব্যাপারে। আমরাও তাঁর কৌতূহল মেটাতে পেরে মজা পাচ্ছি। কথাবার্তা একসময় মোড় নিল লাইম্‌স্টকের দিকে। মিস বার্টনের মতে, ওয়েন গ্রিফিথ একজন দয়ালু আর বুদ্ধিমান ডাক্তার। মিস্টার সিমিংটন খুবই চালাক একজন উকিল। একবার নাকি এমন এক কৌশল বাতলে দিয়েছিলেন, যার ফলে ইনকাম ট্যাক্স বাবদ বেশকিছু টাকা বেঁচে যায় মিস বার্টনের।

'আহা রে, বাচ্চাগুলোর কী যে হবে এখন!' ভদ্রমহিলার কণ্ঠে আন্তরিকতার ছোঁয়া, 'মা ছাড়া ওরা থাকবে কী করে? গভর্নেস আর মা কি এক জিনিস?'

কায়দা করে বেনামী চিঠির প্রসঙ্গ তুলল জোয়ানা, কিন্তু মিস বার্টন বললেন, 'ওই ব্যাপারে কিছু বলতে চাই না আমি। জানেন তো, আবর্জনা ঘাঁটলে দুর্গন্ধ ছাড়া কিছু বের হয় না। স্রেফ ভুলে যান লাইম্‌স্টকের বাসিন্দাদের বেনামী চিঠি পাঠাচ্ছে কেউ।'

দাওয়াতে এসে খাওয়া শেষ হওয়ামাত্রই তো আর চলে যাওয়া যায় না, তাই এইমি গ্রিফিথের ব্যাপারে কথা তুললাম।

'চমৎকার একটা মানুষ, খুবই চমৎকার,' উচ্ছ্বসিত প্রশংসা মিস বার্টনের কণ্ঠে। 'ওর কাজ করার ক্ষমতা দেখলে আশ্চর্য হয়ে যাই মাঝেমধ্যে। ঈশ্বর মনে হয় ক্লান্তি বলে কিছু দেননি ওকে। ওর সাংগঠনিক তৎপরতাও দারুণ। গার্ল্‌স্ গাইড চালায়, বেশ ভালো করছে শুরু থেকেই। ব্যবহারিক জ্ঞান আছে, যা জানে সবকিছুই আধুনিক। আমি তো বলবো আমাদের লাইম্‌স্টকের প্রাণ সে। আর হ্যাঁ, ভাইকে খুব ভালোবাসে। ভাইবোনের মধ্যে এত মিল সচরাচর দেখা যায় না।'

'মিস্টার গ্রিফিথ বোধহয় কিছুটা ভয় পান তাঁর বোনকে,' বলল জোয়ানা।

'ভয়? ভয় পাবে কেন? বরং ভাইয়ের জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছে এইমি।'

'মিস্টার পাইকে কেমন মনে হয় আপনার?' বললাম আমি।

'খুবই ভালো। ভদ্রলোকের মনটা উদার। তবে...'

'তবে?'

'মাঝেমধ্যে আজব আজব কিছু লোক আসে তাঁর বাড়িতে।'

'অস্বাভাবিক না। অ্যান্টিকের কালেকশন আছে তাঁর, সেগুলোর ব্যাপারে হয়তো...'

'আমিও সে-রকমই শুনেছি। তিনি ঘোরাঘুরিও করেন প্রচুর।'

'হুঁ,' বিজ্ঞের মতো মাথা ঝাঁকাচ্ছে জোয়ানা, 'ঘোরাঘুরি করলে মনের পরিধিই শুধু বাড়ে না, নতুন নতুন লোকের সঙ্গেও পরিচিত হওয়া যায়।'

'এখনও মাঝেমধ্যে কী ইচ্ছা করে আমার, জানেন?' বাসনা অতৃপ্ত থাকার খেদ মিস বার্টনের কণ্ঠে। 'ইচ্ছা করে, গিয়ে উঠি কোনও প্রমোদতরীতে, ভেসে পড়ি সাগরজলে। পত্রপত্রিকায় যখন পড়ি ও-রকম কিছুর কথা, খুব আকর্ষণীয় মনে হয় আমার কাছে।'

'যান না কেন?' জিজ্ঞেস করল জোয়ানা।

মিস বার্টনকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি যেন এমন এক যুদ্ধক্ষেত্র, যেখানে সাধ বনাম সাধ্যের লড়াই শেষ হয়েছে এবং বরাবরের মতোই সাধের কাছে পরাজিত হয়েছে সাধ্য। 'সম্ভব না,' বললেন তিনি।

'কেন? এখন তো অনেক সস্তা হয়ে গেছে ওসব।'

তিতা হাসি হাসলেন মিস বার্টন। 'আপনাদের কাছে যা সস্তা, আমার কাছে সেটাই হয়তো সাধ্যের বাইরে। তা ছাড়া...কোথাও একা একা গেলে কেমন যেন লাগে আমার। ঘুরতে বের হয়েছি, সঙ্গে কেউই নেই...ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগে না আপনাদের?'

'না, লাগে না,' বলল জোয়ানা। 'কোথাও গেলে দলবলসহ

বইঘর.কম

যেতে হবে, এমন কোনও কথা নেই। যাওয়াটাই আসল।'

কথাটা শুনে যেন থতমত খেয়ে গেছেন মিস বার্টন, তাকিয়ে আছেন জোয়ানার দিকে। কিছুক্ষণ পর বললেন, 'আরও সমস্যা আছে। লাগেজ গোছাবো কীভাবে, বিদেশি বন্দরগুলোতে কী হবে না-হবে, ওসব জায়গায় গিয়ে আমার দেশের টাকা ভাঙাতে পারবো কি না...ইত্যাদি বিভিন্নরকমের চিন্তা ঘুরপাক খায় আমার মাথায়।'

এটা-সেটা নিয়ে আরও কিছুক্ষণ কথা বলার পর মিসেস ডেইন ক্যালথ্রপ চলে এলেন আমাদের আলোচনায়।

চেহারা কিছুটা হলেও বিকৃত হয়ে গেল মিস বার্টনের। 'খুবই অদ্ভুত মহিলা। এমন কিছু কথা বলেন হঠাৎ হঠাৎ...কী আর বলবো!'

'যেমন?'

'হুট করে এমন কিছু বলে বসবেন, যা হয়তো ভাবতেও পারবেন না আপনি। কখনও কখনও এমন দৃষ্টিতে তাকাবেন আপনার দিকে, দেখলে ভাববেন, আপনাকে না অন্য কাউকে দেখছেন তিনি। আমি মনে করি, যাজকের স্ত্রী হিসেবে মানুষকে বোঝানো, সৎ উপদেশ দেয়া তাঁর কর্তব্য; কিন্তু সেগুলো করতে গিয়ে দেখা যায় বেশিরভাগ সময়ই আরেকজনের হাঁড়ির খবর নিচ্ছেন। অসহ্য!'

জোয়ানার সঙ্গে মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম।

'তবে জানেন কি না জানি না,' বলছেন মিস বার্টন, 'ভদ্রমহিলা কিন্তু সম্ভ্রান্ত বংশের। বিয়ের আগে তাঁর উপাধি ছিল মিস ফারোওয়ে অভ বেলপাথ। মুশকিল হচ্ছে, খানদানি পরিবারে প্রায়ই কিছু-না-কিছু...মানে...ঘটনা থাকে। কী ঘটনা বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই। তবে মিসেস ক্যালথ্রপ স্বামীর প্রতি নিবেদিতপ্রাণ,' থেমে একটু দম নিলেন। 'আমার বিবেচনায় ওই

ভদ্রলোক নিজের মেধার অপচয় করেছেন লাইম্‌স্টকের মতো জায়গায়। তিনি ভালো মানুষ, কাজেকর্মে খুবই আন্তরিক। তবে মাঝেমধ্যে ল্যাটিন ভাষায় এমন কিছু কথা বলেন, যার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝি না।'

মিসেস ক্যালথ্রপ তা হলে সম্ভ্রান্ত বংশের মহিলা—ফেরার পথে ভাবলাম আমি।

## নয়

সে-রাতে ডিনার খেতে বসে পার্ট্রিজকে জিজ্ঞেস করল জোয়ানা, 'তোমার টি-পার্টি কেমন হলো?'

প্রশ্নটা শুনে অপ্রস্তুত হয়ে গেল পার্ট্রিজ। 'টি-পার্টিই হয়নি শেষপর্যন্ত।'

'হয়নি! মানে?'

'মানে কথা দিয়েও আসেনি অ্যাগনেস।'

'কেন?'

'জানি না, মিস। সারাটা বিকেল অপেক্ষা করেছি ওর জন্য, কিন্তু সে আসেওনি, ক্ষমাপ্রার্থনা করে ফোনও করেনি। আশা করছি আগামীকাল একটা পোস্টকার্ড পাবো, কেন এল না তা লিখে পাঠাবে। ...এখনকার মেয়েরা...কী আর বলবো... আদবকায়দার কিছুই জানে না।'

'হয়তো হঠাৎ করেই শরীর খারাপ হয়ে গেছে ওর,' পার্ট্রিজকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করছে জোয়ানা। 'ওকে ফোন করোনি?'

কথাটা শুনে যেন আঁতকে উঠল পার্ট্রিজ। 'না, না, মিস, আমি ওকে ফোন করতে যাবো কেন? আপনারা বাসায় থাকলেই ফোন

বইঘর.কম

ধরি না আমি, আর না থাকলে তো...। অ্যাগনেস যদি মজা করতে চায় আমার সঙ্গে তা হলে সেটা ওর ব্যাপার। দেখা হলে মজা কাকে বলে বুঝিয়ে দেবো। ...আমি কেন যেচে পড়ে খোঁজ নিতে যাবো ওর?' মুখ কালো করে চলে গেল সে।

বেনামী চিঠির ব্যাপারে কথা বলতে লাগলাম জোয়ানার সঙ্গে। টের পাচ্ছি, ন্যাশ আর গ্রেভ্স্ কতদূর এগোল, জানতে ইচ্ছা করছে।

'সময় কীভাবে যায়!' বলল জোয়ানা। 'মিসেস সিমিংটন আত্মহত্যা করার পর সাতদিন চলে গেল। এ-ক'দিনে নিশ্চয়ই হ্যাণ্ডরাইটিং, ফিঙ্গারপ্রিন্ট ইত্যাদি ব্যাপারে অনেক তথ্য জেনে ফেলেছে সুপারইনটেণ্ডেণ্ট ন্যাশ আর ইন্সপেক্টর গ্রেভ্স্।'

অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছি। কী যেন ঘুরপাক খাচ্ছে আমার মাথায়, ঠিক বুঝতে পারছি না। অদ্ভুত এক অস্বস্তি অনুভব করছি অবচেতন মনে। এই মাত্র কিছু একটা বলেছে জোয়ানা...কী বলেছে? সাতদিন চলে গেল...

আমার অস্বস্তি বাড়ছে। কেমন যেন ঠেকছে মাথার ভিতরটা।

জোয়ানা হঠাৎ করেই টের পেল, ওর কথা শুনছি না আমি। 'কী ব্যাপার, জেরি?'

www.boighar.com

জবাব দিলাম না। কারণ আমি এখনও অন্যমনস্ক। টুকরো টুকরো কতগুলো ঘটনা জোড়া দিচ্ছি অথবা দেয়ার চেষ্টা করছি মনে মনে।

আত্মহত্যা করেছেন মিসেস সিমিংটন,..সেদিন বিকেলে বাড়িতে একা ছিলেন তিনি...

একা ছিলেন কারণ...কাজ শেষ করে চলে গিয়েছিল তাঁর চাকরানিরা, অথবা...কী যেন শুনেছিলাম...সেদিন ছুটি ছিল ওদের সবারই...

আজ থেকে ঠিক সাতদিন আগে...

'জেরি? কী হয়েছে?'

'জোয়ানা, বাড়ির চাকরবাকরদের সপ্তাহে একদিন ছুটি থাকে, না?'

'হ্যাঁ, রোববার।'

'রোববার না সোমবার তা ব্যাপার না। কথা হচ্ছে, প্রতি সপ্তাহের একটা নির্দিষ্ট দিন ছুটি পায় ওরা।'

'হ্যাঁ, এটা কি নতুন কিছু? সবসময়ই তো দেখছি...'

'ঠিক বলেছ।'

আমার দিকে তাকিয়ে আছে জোয়ানা। বুঝতে পারছে কিছু একটা খেলা করছে আমার মাথায়, কিন্তু বুঝতে পারছে না সেটা কী।

ঘণ্টা বাজিয়ে ডাকলাম পার্ট্রিজকে।

ডাইনিংরুমে এল সে।

'একটা কথা বলো তো। এই অ্যাগনেস ওয়াড্‌ল্...কোথাও কাজ করে নাকি সে?'

'জী, স্যর।'

'কোথায়?'

'মিসেস সিমিংটনের ওখানে। ও...ভুল হলো বোধহয় কথাটা...মিস্টার সিমিংটন বলা উচিত ছিল আমার।'

লম্বা করে দম নিয়ে ঘড়ির দিকে তাকালাম। রাত সাড়ে দশটা।

'আজ ওর ছুটি ছিল, না?'

'জী, স্যর।'

'এতক্ষণে নিশ্চয়ই বাসায় ফিরেছে সে?'

'জী, স্যর। ওই বাসায় রাত দশটার মধ্যে ফিরতে হয় চাকরানিদের। ওদের ধ্যানধারণা একটু পুরনো কিসিমের।'

তাড়াহুড়ো করে গিয়ে হাজির হলাম হলে, এগিয়ে যাচ্ছি

বইঘর.কম

ফোনের দিকে। আমার পিছন পিছন আসছে জোয়ানা আর পার্ট্রিজ, বিস্ময়ের ছাপ দু'জনের চেহারাতেই।

'কী ব্যাপার, জেরি?' আমার পিছন পিছন আসছে আর কথা বলছে জোয়ানা। 'কী হয়েছে? কিছু বলছ না কেন? কী করতে যাচ্ছ?'

'ফোন করতে যাচ্ছি মিস্টার সিমিংটনকে।'

'কেন?'

'অ্যাগনেস ওয়াড্‌ল্‌ ঠিকমতো ফিরেছে কি না, জানা দরকার।'

কথাটা শুনে নাক সিঁটকাল পার্ট্রিজ।

ফোন ধরল আফ্রোদিতি।

'প্রথমেই বলে রাখি আমি দুঃখিত,' বললাম আমি, 'কারণ এত রাতে ফোন করেছি।'

'কিন্তু...কে বলছেন আপনি?'

'জেরি বার্টন। চিনতে পেরেছেন?'

'ওহ্‌, হ্যাঁ, অবশ্যই। কী হয়েছে, মিস্টার বার্টন?'

'আসলে...' হুট করে ফোন করায় অস্বস্তি বোধ করছি এখন, তা ছাড়া প্রথমেই অ্যাগনেসের ব্যাপারে কিছু বললে কী মনে করবে আফ্রোদিতি তা ভেবে দ্বিধাও হচ্ছে। তারপরও বললাম, 'অ্যাগনেস...বাসায় ফিরেছে?'

'জী?'

'ঠিক আছে সে?'

'মানে!'

'ওর কোনও ক্ষতি হয়নি তো?'

'আমি আসলে ঠিক বুঝতে পারছি না আপনি কী বলতে চাইছেন। অ্যাগনেসের কোনও ক্ষতি হতে যাবে কেন? ওর ক্ষতি করবে কে?'

জবাব দিতে পারলাম না।

নিজেকে বোকা বলে মনে হচ্ছে আমার। কেন এভাবে হুট করে ফোন করতে গেলাম? আমি ফোন না করে জোয়ানাকে দিয়ে কাজটা করালে ভালো হতো।

এখন কী হবে বুঝতে একটুও অসুবিধা হচ্ছে না। লাইম্‌স্টকে নতুন খোশগল্প শুরু হয়ে যাবে আমাকে নিয়ে। কারণ রাত সাড়ে দশটার সময় ফোন করে এমন এক বাড়ির চাকরানির ব্যাপারে জানতে চেয়েছি, যেখানে এক সপ্তাহ আগে আত্মহত্যা করেছেন সেটার গৃহকর্ত্রী।

অ্যাগনেসের সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে নতুন বেনামী চিঠিও চলে আসতে পারে।

'মিস্টার বার্টন?' ফোনে বলছে আফ্রোদিতি। 'লাইনে আছেন? মিস্টার বার্টন?'

অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম, তাই জবাব দিতে একটু সময় লাগল। 'জী, আছি।'

'আপনি অ্যাগনেসের ব্যাপারে জানতে চাইছেন? যারপরনাই তাজ্জব লাগছে আমার কাছে।'

'আমার কাছেও তাজ্জব লাগছে। তারপরও...একটু দেখবেন বাসায় ফিরেছে কি না মেয়েটা?'

'ফেরার তো কথা। লাইনে থাকুন দয়া করে, আমি গিয়ে দেখি আসছি কী অবস্থা ওর।'

রিসিভার কানে ঠেকিয়ে অপেক্ষা করছি।

মিনিট দু'-এক পর আবার শোনা গেল এলসি হল্যাণ্ডের কণ্ঠ, 'মিস্টার বার্টন, লাইনে আছেন?'

'হ্যাঁ।'

'অ্যাগনেস ফেরেনি এখনও।'

ঠাণ্ডা হয়ে গেল আমার বুকের ভিতরটা। চুপ করে আছি।

বইঘর.কম

ফোনের অপরপ্রান্তে শোনা যাচ্ছে মিস্টার সিমিংটনের কণ্ঠ, দূর থেকে কথা বলছেন তিনি। কিছুক্ষণ পর, কল্পনার চোখে দেখলাম, এগিয়ে এসে রিসিভার নিলেন তিনি এলসি হল্যাণ্ডের হাত থেকে। 'হ্যালো, বার্টন, কী হয়েছে?'

'আপনার চাকরানি অ্যাগনেস এখনও ফেরেনি।'

'না। এইমাত্র শুনলাম আমি কথাটা, মিস হল্যাণ্ড বলেছে। কিন্তু...সমস্যাটা কী? কোনও দুর্ঘটনা ঘটেছে নাকি?'

'না, দুর্ঘটনা না।'

'মিস হল্যাণ্ড বলছিল আপনি নাকি জানতে চেয়েছেন কোনও ক্ষতি হয়েছে কি না অ্যাগনেসের। কেন?'

'কারণ আমি আশঙ্কা করছি কিছু একটা হয়েছে মেয়েটার।'

ঠিকমতো ঘুম হলো না সে-রাতে।

কতগুলো প্রশ্ন যেন একটা ধাঁধা হয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে আমার মাথার ভিতরে। চোখ লেগে আসে, অমনি মনে পড়ে যায় কিছু একটা। চমকে উঠে চোখ খুলি, তখন চোখের সামনে অস্পষ্টভাবে ভাসতে থাকে কয়েকটা শব্দ: *যে-ঢেমনিকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন, সে আপনার বোন না...*

কোনও না কোনও প্যাটার্ন ব্যবহার করছে বেনামী চিঠির প্রেরক। কী সেটা? ইস্‌স্‌, যদি বুঝতে পারতাম!

কোনও না কোনও ট্রেইল আছে ওই মহিলাকে ফলো করার...না থেকে পারে না...কী সেটা?

বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে দু'চোখ, জোর করে খুলে রেখেছি আমি। শুনতে পাচ্ছি কে যেন বলছে: আগুন ছাড়া ধোঁয়া হয় না...ধোঁয়া ছাড়া আগুন জ্বলে না...

ধোঁয়া? কীসের ধোঁয়া? স্মোক স্ক্রীন? ...কিন্তু সেটা তো...যুদ্ধের সময়ে ব্যবহৃত একটা টার্ম।

যুদ্ধ।

একটুকরো কাগজ। আত্মহত্যার আগে লেখা।

মাত্র একটুকরো কাগজ।

বেলজিয়াম...জার্মানি...

কখন যেন বন্ধ হয়ে গেল দু'চোখের পাতা।

স্বপ্নে দেখলাম, একটা গ্রেহাউণ্ডে পরিণত হয়েছেন মিসেস ক্যালথ্রপ; তাঁকে নিয়ে ঘুরতে বের হয়েছি। একটা কলার আটকানো তাঁর গলায়, শেকলটা ধরে রেখেছি আমি শক্ত করে।

ঘুম ভাঙল টেলিফোনের আওয়াজে। সমানে বাজছে ওটা।

উঠে বসলাম বিছানায়, তাকালাম হাতঘড়ির দিকে। সাড়ে সাতটা। এত সকালে তো আমাকে ফোন করার কথা না কারও!

আসলে আমাকে কারও ফোনই করার কথা না। দুর্ঘটনায় হাত-পা ভেঙে, সব কাজ বাদ দিয়ে, বন্ধুদের ভুলে গিয়ে লাইম্‌স্টকে হাজির হয়েছি সেরে ওঠার জন্য; আমাকে কেউ ফোন করবে কেন?

তারপরও কেউ করেছে কাজটা। নিচতলার হলরুমে সমানে বাজছে ফোনটা।

লাফিয়ে নামতে গেলাম বিছানা থেকে, হুড়মুড় করে পড়ে গেলাম মেঝেতে। উঠে দাঁড়িয়ে টেনে নিলাম ড্রেসিংগাউনটা, ব্যথা পেয়েছি কি না তা টের পাওয়ার মতো অবকাশও নেই যেন। হাত বাড়িয়ে লাঠিটাও নিলাম, তারপর আমার পক্ষে যত দ্রুত সম্ভব "ছুট" লাগালাম।

জোয়ানার কোনও পাত্তা নেই। ফোনের ক্রমাগত আওয়াজ শুনে রান্নাঘরের পেছনের দরজা দিয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকেছে পার্ট্রিজ, কল রিসিভ করবে কি করবে না তা নিয়ে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে। ওর দিকে একবার তাকিয়ে রিসিভার তুললাম আমি।

বইঘর.কম

'হ্যালো?'

'ওহ্, আপনি!' ফোঁপাচ্ছে মেগান, ওর কণ্ঠে অবর্ণনীয় অসহায়ত্ব, বোঝা যাচ্ছে যে-কোনও কারণেই হোক সাংঘাতিক ভয় পেয়েছে। 'দয়া করে একটু আসুন আমাদের বাড়িতে! দয়া করুন! আসবেন?'

'এখনই আসছি। শুনতে পাচ্ছ? আমি আসছি এখনই।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে হাজির হলাম সিঁড়ির কাছে। লাঠির সাহায্যে লাফিয়ে লাফিয়ে উপরে উঠছি, আবারও দুর্ঘটনা ঘটতে পারে জানার পরও একেকবারে টপকাচ্ছি দুই ধাপ। জোয়ানার ঘরের দরজায় হাজির হয়ে সেটাতে জোরে থাবা দিলাম কয়েকবার, তারপর হাতল ঘুরিয়ে ঢুকে পড়লাম ভিতরে।

'জো,' চিৎকার করে বললাম, 'সিমিংটনদের বাসায় যাচ্ছি আমি।'

উজ্জ্বল কোঁকড়া চুলের একটা ঝোপ যেন গজিয়ে আছে জোয়ানার চেহারা আর বালিশের উপর, সেগুলোর আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে একটা ঘুম ঘুম চোখ। আরেকটা চোখ কচলাচ্ছে সে বাচ্চাদের মতো করে।

'কেন...কী হয়েছে?'

'জানি না। মেগান ফোন করেছিল। ওর কণ্ঠ শুনে...বিপদ টের পেয়েছি আমি।'

'কী হয়েছে?' আবার জিজ্ঞেস করল জোয়ানা।

'মনে হয় কিছু একটা হয়েছে অ্যাগনেসের। আমি আসলে ঠিক জানি না।'

হাত-মুখ ধুয়ে দাঁত ব্রাশ করলাম, পরিষ্কার একপ্রস্থ কাপড় পরে নাকেমুখে কিছু খেলাম। সদর-দরজা দিয়ে বের হচ্ছি, এমন সময় আমাকে পিছু ডাকল জোয়ানা। 'দাঁড়াও! গাড়ি বের করছি আমি। তোমাকে নিয়ে যাই সেখানে।'

'লাগবে না। আমিই চালাতে পারবো।'

'না, পারবে না!'

'হ্যাঁ, পারবো!'

হাতে-পায়ে যথেষ্ট ব্যথা পেলাম কাজটা করতে গিয়ে, দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করলাম সব। মেগানের ফোন পাওয়ার পর আধ ঘণ্টার মতো লাগল মিস্টার সিমিংটনের বাসায় পৌঁছাতে।

গাড়ির দরজা খুলে নামলাম আমি।

## দশ

আমার পথ চেয়ে ছিল মেগান।

বাড়ির ভিতর থেকে বের হলো সে, ছুটতে ছুটতে আসছে আমার দিকে। কাছে এসে জাপ্টে ধরল আমাকে। 'ওহ্, এসেছেন আপনি...এসেছেন!'

'হ্যাঁ, এসেছি। এবার বলো কী হয়েছে।'

কাঁপছে মেগান। দু'হাতে শক্ত করে ধরলাম ওকে।

'ওকে...ওকে খুঁজে পেয়েছি আমি।'

'কাকে? অ্যাগনেসকে? কোথায়?'

আরও বাড়ল মেগানের কাঁপুনি। 'সিঁড়ির গোড়ায়। ওখানে একটা কাবার্ড আছে। ভিতরে আছে মাছ ধরার ছিপ, গল্ফ খেলার ক্লাব এবং হাবিজাবি আরও অনেক কিছু।'

মাথা ঝাঁকালাম, বাকিটা বলার ইঙ্গিত করছি মেগানকে।

'ওখানে পড়ে আছে সে...কুণ্ডলী পাকিয়ে...ঠাণ্ডা হয়ে গেছে শরীরটা...ভীষণ ঠাণ্ডা। সে...সে মরে গেছে!'

'ওখানে ওকে খুঁজতে গেলে কেন?'

বইঘর.কম

'জানি না। গতকাল রাতে ফোন করলেন আপনি। তারপর থেকে আমরা সবাই ভাবছি, অ্যাগনেস কোথায়। অপেক্ষা করলাম অনেকক্ষণ, কিন্তু ফিরে এল না সে...আর কখনওই ফিরবে না। শেষপর্যন্ত ঘুমাতে গেলাম আমরা। ঠিকমতো ঘুম হয়নি, উঠে পড়লাম খুব ভোরে। ততক্ষণে উঠেছে শুধু বাবুর্চি রোয...অ্যাগনেস তখনও ফেরেনি বলে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে আছে। রান্নাঘরে বসে মাখন-লাগানো পাউরুটি আর দুধ খাচ্ছি; অ্যাগনেস এসেছে কি না দেখার জন্য ওর ঘরে গেছে রোয। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে কেমন অদ্ভুত কণ্ঠে জানাল, আসেনি অ্যাগনেস, অথচ ওর সব জিনিস যেটা যেখানে ছিল সেটা সেখানেই আছে। এমনকী ওর বাইরে-যাওয়ার সবগুলো পোশাক ঘরেই আছে। তখনই কেমন যেন করে উঠল আমার বুকের ভিতরটা, ভাবতে লাগলাম আদৌ বাইরে গেছে কি না অ্যাগনেস। খুঁজতে শুরু করলাম ওকে। সিঁড়ির গোড়ায়, কাবার্ডের কাছে মাত্র হাজির হয়েছি, আর অমনি দেখি...' কথা শেষ না করে থেমে গেল মেগান।

'পুলিশকে খবর দেয়া হয়েছে?'

মাথা ঝাঁকাল মেয়েটা। 'হয়েছে। বাড়ির ভিতরেই আছে ওরা। আমার সৎ বাপ ফোন করেছে। কিন্তু...পুলিশ আর আপনি এক না, আপনার সঙ্গে মন খুলে কথা বলা যায়...তাই যখন অসহ্য ঠেকছিল সবকিছু তখন বাধ্য হয়ে ফোন করেছি আপনাকে। ...কিছু মনে করেননি তো?'

'না। একটা কথা বলো তো। তুমি অ্যাগনেসের লাশ খুঁজে পাওয়ার পর তোমাকে ব্র্যাণ্ডি, কফি বা চা খেতে দিয়েছে কেউ?'

মাথা নাড়ল মেগান।

মনে মনে অভিশাপ দিলাম সিমিংটনের পুরো সংসারটাকে। লাশটা পাওয়া গেল, আর অমনি পুলিশকে ফোন দেয়ার জন্য ব্যস্ত

হয়ে পড়লেন সিমিংটন? আর ওই এলসি হল্যাণ্ডই বা কীরকম? বাবুর্চি মহিলাটা...কী যেন নাম...রোযই বা কী করছিল? ভয়াবহ একটা কিছু খুঁজে পেয়েছে বাচ্চা একটা মেয়ে, কী প্রচণ্ড মানসিক ধাক্কা সামলাতে হয়েছে ওকে তা ভাবল না ওরা কেউ?

'চলো,' নরম গলায় বললাম মেগানকে, 'তোমাদের রান্নাঘরে গিয়ে বসি।'

পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকলাম রান্নাঘরে। জ্বলন্ত চুলার পাশে বসে আছে নাদুসনুদুস শরীর আর পুডিং-এর মতো থলথলে চেহারার প্রায় চল্লিশ বছর বয়সী এক মহিলা, চা খাচ্ছে। নিশ্চয়ই রোয। আমাদেরকে দেখে বিড়বিড় করে কী যেন বলল।

'তোমরা কী, বলো তো?' বিরক্তি ঝাড়লাম রোযের উপর। 'এত বড় একটা মানসিক ধাক্কা খেয়েছে মেগান, তারপরও ওকে এক কাপ চা পর্যন্ত খেতে দাওনি! এখনই গরম এক কাপ চা দাও ওকে।'

চটপট চা দিল রোয। কিচেনটেবিলে বসে পড়ল মেগান, আস্তে আস্তে চুমুক দিচ্ছে চায়ের কাপে। আস্তে আস্তে রঙ ফিরতে শুরু করেছে ওর চেহারায়।

'থাকো তুমি রোযের সঙ্গে,' বললাম মেয়েটাকে। তাকালাম রোযের দিকে। 'মিস মেগানকে দেখেশুনে রাখতে পারবে না?'

'হ্যাঁ, স্যর, পারবো।'

পা বাড়ালাম বাড়ির অন্দরমহলের উদ্দেশে।

হলরুমে দেখা হয়ে গেল এলসি হল্যাণ্ডের সঙ্গে। আমাকে দেখে আশ্চর্য হয়নি সে। এই বাড়িতে এক সপ্তাহের মধ্যে অপমৃত্যুর ঘটনা ঘটছে দু'বার, তাই কে আসছে আর কে যাচ্ছে সে-খেয়াল যেন ছুটে গেছে বাড়ির বাসিন্দাদের। সামনের দিকে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে কন্সটেবল্ বার্ট রুণ্ডল।

আমাকে দেখে একটু যেন থমকাল এলসি হল্যাণ্ড। 'ওহ্,

বইঘর.কম

মিস্টার বার্টন, কী ভয়ঙ্কর! এই জঘন্য কাজটা কে করল?'

'তারমানে খুন করা হয়েছে অ্যাগনেসকে?'

'ওহ্, হ্যাঁ। ভারী কিছু দিয়ে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করা হয়েছে বেচারীর মাথার পেছনে। চুলের সঙ্গে লেপ্টে আছে রক্ত...বীভৎস! কাবার্ডের কাছে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে থাকা অবস্থায় পাওয়া গেছে ওকে। কে করল কাজটা? কেন করল? বেচারী অ্যাগনেস! কখনওই কারও ক্ষতি করেনি সে।'

কিছু বললাম না।

'বাচ্চা দুটোর কাছে যেতে হবে আমাকে,' ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বলল এলসি হল্যাণ্ড। 'মিস্টার সিমিংটন চাইছেন না ওরা যাতে কোনওরকম চোট পায় মনে। ওদেরকে দূরে সরিয়ে রাখতে বলেছেন তিনি আমাকে।'

'অথচ দেখুন, লাশটা খুঁজে পেল মেগান, ওর কথা ভাবলেন না আপনারা কেউ।'

'আসলে...অতি উত্তেজনায় ভুলেই গিয়েছিলাম ওর কথা। লাশটা পাওয়ার পর এত হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে গেল...পুলিশ এল...জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করল...বুঝতেই পারছেন। তারপরও মেগানের কথা ভুলে গিয়ে ঠিক কাজ করিনি আমি। এখনই খুঁজে দেখছি কোথায় আছে সে।

'দরকার নেই। যেখানেই আছে ভালো আছে মেগান, সুস্থ আছে। ওর দেখাশোনা করছে রোয। ছেলে দুটোর খবর নিন আপনি।'

'ধন্যবাদ,' হাসল এলসি হল্যাণ্ড, দেখা গেল ওর সমাধিফলকের-মতো-সাদা দাঁতগুলো। কাজে চলে গেল।

একদিকের একটা ঘরের দরজা খুলে হলে বেরিয়ে এল সুপারইনটেণ্ডেন্ট ন্যাশ, পেছনে সিমিংটন।

'ওহ্, মিস্টার বার্টন,' বলল ন্যাশ। 'আপনাকে ফোন

করতাম। ভালোই হলো, আপনি নিজেই চলে এসেছেন।'

কী কারণে এসেছি, কখন এসেছি—কিছুই জানতে চাইল না সে।

সিমিংটনের দিকে তাকাল সে, পেছনের ঘরটা দেখাল ইঙ্গিতে। 'যদি কোনও অসুবিধা না থাকে, কিছুক্ষণ ব্যবহার করতে চাইছি এই ঘর।'

www.boighar.com

ঘাড়টা একটুখানি কাত করে দেখলাম ছোট্ট ঘরটা। একটা জানালা আছে, ওটা দিয়ে দেখা যাচ্ছে বাড়ির সামনের দিক।

'অবশ্যই, অবশ্যই।'

মানসিকভাবে খুব একটা বিচলিত মনে হচ্ছে না সিমিংটনকে। তবে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাঁকে।

'আপনার জায়গায় আমি থাকলে নাস্তা খেয়ে নিতাম,' কোমল গলায় বলল ন্যাশ। 'কফি, ডিম আর বেকন খেয়ে নিন; দেখবেন অনেক ভালো লাগছে। খালি পেটে আর যা-ই সহ্য করা যাক, খুন-জখম সহ্য করা যায় না।'

কথা শুনে মনে হচ্ছে ন্যাশ পুলিশ-সুপারইনটেণ্ডেণ্ট না, একজন পারিবারিক ডাক্তার।

হাসার চেষ্টা করলেন সিমিংটন। 'ঠিক আছে, আপনার উপদেশ মনে থাকবে আমার।'

ন্যাশের পিছন পিছন গিয়ে ঢুকলাম ছোট্ট ওই ঘরটাতে। দরজা লাগিয়ে দিল সে। বলল, 'এত জলদি চলে এলেন? খবর পেলেন কীভাবে?'

'মেগান ফোন করেছিল।'

'কাল রাতে নাকি এখানে ফোন করেছিলেন আপনি? অ্যাগনেসের ব্যাপারে জানতে চাইছিলেন? কেন?'

'কারণটা...একটু অদ্ভুত। ছোট্ট একটা ভূমিকা আছে। ওটাসহ শুনবেন, নাকি...'

বইঘর.কম

'বলুন।'

'কাল লিট্‌ল্‌ ফার্যে ফোন করেছিল অ্যাগনেস। পার্ট্রিজের সঙ্গে চা খাওয়ার কথা ছিল বিকেলে। কিন্তু শেষপর্যন্ত যায়নি।'

'এবং শেষপর্যন্ত খুনই হয়ে গেল বেচারী। প্রশ্ন হচ্ছে, কেন? কেন এত নৃশংসভাবে হত্যা করা হলো ওকে? সে কি বিশেষ কিছু জেনে ফেলেছিল? ...পার্ট্রিজকে কিছু বলেছিল সে?'

'মনে হয় না...আমি আসলে জানি না। ইচ্ছা হলে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন পার্ট্রিজকে। তবে...'

'তবে?'

'গতকাল যখন ফোন করল অ্যাগনেস, কল রিসিভ করেছিলাম আমি। কেমন একটা চাপা উত্তেজনা টের পেয়েছি ওর গলার-আওয়াজে।'

'কীসের উত্তেজনা?'

'জানি না।'

'ঠিক আছে, এখানকার কাজ শেষ করে দরকার হলে যাবো আপনার ওখানে, জিজ্ঞাসাবাদ করবো পার্ট্রিজকে।'

'ঠিক কীভাবে ঘটেছে হত্যাকাণ্ডটা? জানতে পেরেছেন কিছু?'

'মোটামুটি। বাড়ির চাকরানিদের আধবেলা ছুটি ছিল গতকাল...'

'দু'জনেরই?'

'হ্যাঁ। এই বাড়িতে অদ্ভুত একটা নিয়ম চালু করেছিলেন মিসেস সিমিংটন। চাকরানিদের ছুটির দিন, রোববারের বদলে বুধবার নির্ধারণ করেছিলেন তিনি।'

'আচ্ছা।'

'বাবুর্চি রোযের বাড়ি নেদার মিকফোর্ডে, সেখানে দিনে গিয়ে দিনে ফিরে আসতে হলে দুপুর আড়াইটার বাস ধরতেই হবে ওকে। তাই গতকাল লাঞ্চের পর টেবিল মোছা, থালাবাসন

ধোওয়া ইত্যাদি কাজ অ্যাগনেসই করেছিল। অফিসে কাজ ছিল মিস্টার সিমিংটনের, তাই তিনটার দিকে বেরিয়ে পড়েন তিনি। পৌনে তিনটার দিকে, তাঁর দুই ছেলেকে নিয়ে বাইরে গেছেন মিস এলসি হল্যাণ্ড। দু'টা পঞ্চাশের দিকে বাইসাইকেল নিয়ে বেরিয়ে গেছে মেগান হান্টার। সুতরাং বাড়িতে তখন অ্যাগনেস সম্পূর্ণ একা।'

মাথা ঝাঁকালাম, অস্বস্তি বোধ করছি কেন যেন। 'তারপর?'

'তিনটা থেকে সাড়ে তিনটার মধ্যে বেরিয়ে যাওয়ার কথা ছিল অ্যাগনেসেরও।'

'মানে? সবাই চলে গেলে বাড়িতে থাকবে কে?'

'কেউ না। লাইম্‌স্টক লণ্ডন না, মিস্টার বার্টন। এখানে বাড়ি খালি রেখে যেতে অস্বস্তি বোধ করে না লোকে, বাইরে গেলে এমনকী দরজায় তালাও দিয়ে যায় না অনেকেই। এখানকার বাসিন্দারা একজন আরেকজনের গীবত গাইতে ভুল করে না, কিন্তু এখানে চুরিচামারি হয় খুব কম।'

'আচ্ছা।'

'মোটামুটি অনুমান করা যেতে পারে, তিনটার দিকে পুরো বাড়িতে একাই ছিল অ্যাগনেস। এবং এটাও অনুমান করা যেতে পারে, বাড়ি ছেড়ে কোথাও যায়নি সে। কারণ ওর মরদেহ যখন দেখেছি, তখনও ওর গায়ে অ্যাপ্রন ছিল। এমনকী ক্যাপটাও পড়ে ছিল লাশের কাছে।'

'ঠিক কখন খুন করা হয়েছে মেয়েটাকে, জানা গেছে?'

'তিনটা থেকে সাড়ে চারটার মধ্যে।'

'কীভাবে করা হয়েছে কাজটা?'

'প্রথমেই ভারী কিছু একটা দিয়ে জোরে আঘাত করা হয়েছে মাথার পেছনে। তারপর মাংসের কাবাব বানানোর কাজে লাগে এ-রকম একটা চোখা শিক ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে ঘাড়ে। সঙ্গে

বইঘর.কম

সঙ্গে মারা গেছে মেয়েটা।'

একটা সিগারেট ধরালাম। কল্পনা করার চেষ্টা করছি হত্যাকাণ্ডের দৃশ্যটা। ঠিকমতো পারছি না, কেমন শিউরে শিউরে উঠছে মনটা। বিস্বাদ ঠেকছে সিগারেট। হাত কাঁপছে অল্প অল্প। বললাম, 'ঠাণ্ডা মাথায় খুন।'

'হ্যাঁ।'

'কে করল কাজটা? কেন?'

'কে করেছে জানি না। তবে কেন করেছে তা অনুমান করা যেতে পারে।'

'কিছু একটা জেনে ফেলেছিল অ্যাগনেস?'

'হ্যাঁ, কিছু একটা জেনে ফেলেছিল অ্যাগনেস।'

'কাউকে কিছু বলেছিল সে-ব্যাপারে?'

'না, বলেনি—প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে যা বুঝেছি আর কী। ...বাবুর্চি রোয বলল, গত কয়েকদিন ধরেই নাকি আপসেট দেখাচ্ছিল বেচারীকে।'

'গত কয়েকদিন মানে?'

'মিসেস সিমিংটনের মৃত্যুর পর থেকে। রোয আরও বলল, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছিল অ্যাগনেসের দুশ্চিন্তা। একটা কথা বার বার বলেছে সে: "কী করা উচিত বুঝতে পারছি না।" '

কিছু বললাম না। কারণ আমিও বুঝতে পারছি না কী বলা উচিত আমার।

'অ্যাগনেসের মৃত্যু থেকে একটা ব্যাপার শেখার আছে অনেকের,' উপদেশ দেয়ার ভঙ্গিতে বলছে ন্যাশ। 'কী জানতে পেরেছিল সে তা পুলিশকে বলা উচিত ছিল ওর। বলা উচিত ছিল কী নিয়ে দুশ্চিন্তা করছিল। মিসেস সিমিংটনের মৃত্যুর পর পরই যাওয়া উচিত ছিল থানায়। কোনওটাই করেনি সে, ফলে খুন হয়েছে শেষপর্যন্ত।'

'রোযকেও কিছু বলেনি?'

'না। অথবা বললেও আমার কাছে স্বীকার করেনি রোয। তবে...আমার মনে হয় রোযকে যদি কিছু বলত সে, চেপে রাখত না মহিলা—চেপে রাখতে পারত না আর কী। ওকে পেটপাতলা স্বভাবের মনে হয়েছে আমার।'

চুপ করে আছি আমি, সিগারেট টানছি।

'একটা কথা বলতে চাইছি আপনাকে, মিস্টার বার্টন। কথাটা আপনি জানেন কি না জানি না।'

'কী?'

'যেদিন আত্মহত্যা করেন মিসেস সিমিংটন, সেদিনও এই বাড়ির চাকরানিদের আধবেলা ছুটি ছিল, বাইরে থাকার কথা ছিল ওদের। অ্যাগনেসও বাইরে গিয়েছিল, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসে সে।'

'তা-ই নাকি?' কৌতূহল বোধ করছি।

'হ্যাঁ। অ্যাগনেসের একটা বয়ফ্রেণ্ড আছে...মানে ছিল। ছেলেটার নাম ফ্রেড রেণ্ডেল, শহরের একটা মাছের-দোকানে কাজ করে। দোকান তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে গেলে অ্যাগনেসের সঙ্গে দেখা করতে আসত সে, দু'জনে মিলে ঘুরতে বের হতো, বিশেষ করে বুধবারে। বৃষ্টিবাদলা থাকলে সিনেমা দেখতে যেত। কিন্তু সেদিন দেখা হওয়ামাত্র ঝগড়া বেধে যায় দু'জনের মধ্যে। কারণ আড়ালে থেকে কলকাঠি নেড়েছে আমাদের বেনামী চিঠির প্রেরক, রেণ্ডেলকে পাঠানো চিঠিতে বলেছে ওকে আসলে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে অ্যাগনেস, মেয়েটার নাকি আরও ভাতার আছে। ব্যস, কাজ হয়ে গেছে তাতেই, কারণ চিঠি পড়েই মাথায় রক্ত উঠে যায় রেণ্ডেলের। তুমুল ঝগড়া হয় দু'জনের মধ্যে, পাগলের মতো ছুটতে ছুটতে ফিরে আসে অ্যাগনেস। তার আগে বলে আসে রেণ্ডেলকে, ছেলেটা যতক্ষণ পর্যন্ত না ক্ষমাপ্রার্থনা করছে ততক্ষণ

বইঘর.কম

বাড়ি ছেড়ে বের হবে না সে, দেখাও করবে না কোনওদিন।'

'তারপর?'

'বাড়ির পেছনের দিকে মুখ করে আছে রান্নাঘর, বাড়িতে ঢোকার একটা দরজা আছে সেখানে। প্যান্ট্রিটা মুখ করে আছে বাড়ির সামনের দিকে, কিন্তু বাড়ির ভিতরে ঢোকার কোনও দরজা নেই সেখানে। সদর-দরজা আছে একটা, কিন্তু সেখান দিয়ে আজ ঢোকেননি আপনি।'

'ঠিক বুঝলাম না কী বোঝাতে চাইছেন।'

'বুঝবেন। তবে তার আগে আরও একটা কথা বলি আপনাকে। মিসেস সিমিংটনের কাছে যে-চিঠি পাঠানো হয়েছিল, সেটার পোস্টমার্ক কিন্তু নকল।'

'নকল! বলেন কী?'

'ল্যাম্পের কালি ব্যবহার করে বানানো হয়েছিল ওটা, যাতে ডাকটিকেট দেখামাত্র মনে হয় আফটারনুন পোস্টে দিয়ে গেছে পোস্টম্যান। কিন্তু আসলে ওটা পোস্টঅফিসের মাধ্যমে আসেনি। ...এবার কিছু বুঝতে পারছেন?'

'মানে চিঠিটা হাতে হাতে দিয়ে যাওয়া হয়েছিল? আফটারনুন পোস্ট যখন আসে, তার কিছু আগে-পরে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে লেটারবক্সে যাতে অন্য চিঠিগুলোর সঙ্গে থাকে?'

'ঠিক। আফটারনুন পোস্ট আসে সাধারণত পৌনে চারটার দিকে। আমার থিউরিটা হচ্ছে: মিসেস সিমিংটন যেদিন আত্মহত্যা করেন সেদিন প্যান্ট্রিতে ছিল অ্যাগনেস, কিছু একটা করছিল। লতাগুল্ম জন্মে জঙ্গলের মতো হয়ে গেছে ওটার জানালার কাছে, কিন্তু ফাঁকফোকর দিয়ে দেখা যায় কী হচ্ছে বাড়ির সামনের দিকে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে অপেক্ষাও করছিল মেয়েটা—কখন আসবে ওর নাগর, কখন ক্ষমা চাইবে ওর কাছে।'

'তারমানে,' উত্তেজিত হয়ে উঠেছি আমি, 'আপনি বলতে

চাইছেন, মিসেস সিমিংটনকে পাঠানো চিঠিটা সেদিন কে ফেলেছে লেটারবক্সে তা দেখেছে সে?'

'সম্ভবত। তবে আমার অনুমান ভুল হতে পারে।'

জানালা দিয়ে ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দিলাম সিগারেটটা। 'মনে হয় না আপনার অনুমান ভুল।'

মাথা ঝাঁকাল ন্যাশ। 'আমরা যদি আরও অনুমান করে নিই বেনামী চিঠির প্রেরক কে তা জেনে গিয়েছিল অ্যাগনেস, তা হলেও ভুল হবে বলে মনে হয় না।'

## এগারো

ভ্রূ কোঁচকালাম। 'তা হলে কাউকে বলল না কেন অ্যাগনেস?'

'কী দেখেছিল সে, তা হয়তো বুঝতেই পারেনি প্রথমে। চিঠিটা যে ফেলছিল লেটারবক্সে, সে-ই যে বেনামী চিঠির প্রেরক, তা হয়তো কল্পনাও করেনি। কারণ...'

'কারণ কাজটা এমন কারও যাকে সন্দেহ করার কথা মাথাতেই আসেনি অ্যাগনেসের,' ন্যাশের মুখের কথা কেড়ে নিলাম আমি।

মাথা ঝাঁকাচ্ছে ন্যাশ। 'কিন্তু মিসেস সিমিংটন মারা যাওয়ার পর ব্যাপারটা নিয়ে যত ভেবেছে সে, ওর অস্বস্তি আর উৎকণ্ঠা তত বেড়েছে। কথাটা কি বলবে কাউকে? কাকে বলবে? ভেবে ভেবে পার্ট্রিজের কথা মনে হয়েছিল ওর, তাই ফোন করেছিল আপনার ওখানে। ওর কথা শুনে পার্ট্রিজ যে-সিদ্ধান্ত দিত, আমার মনে হয় সে-অনুযায়ী কাজ করত সে।' www.boighar.com

'হ্যাঁ,' এবার মাথা ঝাঁকাচ্ছি আমি, 'আস্তে আস্তে খাপে খাপে

বইঘর.কম

মিলতে শুরু করেছে সব। কিন্তু...অ্যাগনেস যে পার্ট্রিজের কাছে যাবে, ওকে সব বলবে—খুনি জানল কী করে?'

'মিস্টার বার্টন, আপনি লণ্ডনের মানুষ, মফস্বল শহরের হালহকিকত ঠিকমতো জানেন না। এখানে খবর ছড়ায় বাতাসের আগে। ...আপনি ছাড়া আর কে কে জানত পার্ট্রিজকে ফোন করেছে অ্যাগনেস?'

'কলটা রিসিভ করি আমিই। তারপর ডেকে দিই পার্ট্রিজকে।'

'অ্যাগনেসের নাম বলেছিলেন?'

'হ্যাঁ, বলেছিলাম।'

'জোরে?'

'চেঁচিয়ে।'

'অন্য কে শুনেছিল?'

'আমার বোন জোয়ানা। আর মিস গ্রিফিথও...সম্ভবত।'

'মিস গ্রিফিথ? তখন সেখানে কী করছিলেন তিনি?'

কী করছিলেন মিস গ্রিফিথ, বললাম ন্যাশকে।

'আপনার ওখান থেকে কি সোজা শহরে ফিরে আসেন তিনি?'

'না...সম্ভবত। মিস্টার পাইয়ের বাড়িতে যাওয়ার কথা ছিল তাঁর।'

'তারমানে মিস গ্রিফিথ অথবা মিস্টার পাইয়ের মাধ্যমে ছড়িয়ে থাকতে পারে কথাটা। ছড়িয়ে থাকতে পারে মিস হল্যাণ্ড বা রোযের মাধ্যমেও—কারণ মেয়েটাকে ফোনে কথা বলতে শুনেছেন তাঁরাও। ফ্রেড রেণ্ডেলের কথাও উড়িয়ে দেয়া যায় না, কারণ সে জানত সেদিন বিকেলে বাড়িতে ফিরে এসেছিল অ্যাগনেস।'

কেঁপে উঠলাম কিছুটা। জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছি বাইরে। দেখতে পাচ্ছি ঘাসের চৌকোনা একখণ্ড জমিন, সেটার একপাশ দিয়ে চলে গেছে পায়েচলা একটা পথ। পথটার শেষমাথায়

সিমিংটনদের বাড়ির সীমানাপ্রাচীর, সঙ্গে একটা গেট।

কল্পনায় দেখতে পাচ্ছি, কেউ একজন খুলেছে গেটটা। খুবই নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে বাড়ির দিকে, হাতে একটা খাম। ওটা ঢুকিয়ে দিল সে পোস্টবক্সের ভিতরে। ঘুরল আমার দিকে, আবছাভাবে দেখতে পাচ্ছি ওকে। একটা মহিলা। চেহারাটা দেখতে পাচ্ছি না কেন যেন। কিন্তু আমি নিশ্চিত মহিলাকে চিনি...খুব ভালোমতো...

'মিস্টার বার্টন? শুনতে পাচ্ছেন? মিস্টার বার্টন?'

'উঁ?'

'সন্দেহভাজনদের সংখ্যা যখন বেশি হয়ে যায়, তখন আসল অপরাধী সনাক্ত করতে কখনও কখনও "এলিমিনেশন" পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, জানেন?'

'জানি। মানে...শুনেছি আর কী।'

'চলুন কাজটা করা যাক।'

'কীভাবে?'

'আসুন ভেবে বের করি, কার কার পক্ষে বিকেলবেলায় এই বাড়িতে এসে লেটারবক্সে চিঠি ফেলা সম্ভব না।'

'ভালো বলেছেন।'

'প্রথমেই বাদ দেয়া যেতে পারে এই শহরে কেরানির কাজ করছে যেসব মহিলা তাদেরকে। অফিস ফেলে এসে কাজটা করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব না। বাদ দেয়া যেতে পারে স্কুলশিক্ষিকাদেরও, কারণ তাঁরা পড়াচ্ছিলেন তখন। নার্সরাও বাদ।'

মাথা ঝাঁকালাম। 'দুটো ক্লু আছে আমাদের হাতে: গতকালের বিকেল, আর এক সপ্তাহ আগের বিকেল।'

'মিসেস সিমিংটন মারা গেছেন আনুমানিক সোয়া তিনটা থেকে চারটার মধ্যে। আর অ্যাগনেস মারা গেছে আনুমানিক তিনটা থেকে সাড়ে তিনটার মধ্যে। অনুমানের খাতিরে

বইঘর.কম

অ্যাগনেসের সময় আরও পনেরো মিনিট এগিয়ে নেয়া যাক।'

কিছু বলছি না, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি ন্যাশের দিকে।

'মনে করুন, গতকাল সোয়া তিনটার দিকে কোনও এক মহিলা এসে হাজির হয়েছে এই বাসায়। সামনের দিকের দরজায় দাঁড়িয়েছে সে, বেল বাজিয়েছে। ধরুন, অ্যাগনেস দরজা খোলামাত্র জানতে চেয়েছে মিস হল্যাণ্ড অথবা মিস মেগান বাড়িতে আছেন কি না। অথবা ধরুন সে একটা পার্সেল নিয়ে এসেছে। যে-কোনও কারণেই হোক, ওই মহিলার দিকে উল্টো ঘুরেছে অ্যাগনেস। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটার মাথার পেছনদিকে...। বুঝতে পারছেন?'

'কিন্তু আঘাতটা কী দিয়ে করেছে সে?'

'যদি বলি হ্যাণ্ডব্যাগ?'

'হ্যাণ্ডব্যাগ!'

'হ্যাঁ। এখানকার মহিলারা কত বড় আর ভারী হ্যাণ্ডব্যাগ বহন করেন, খেয়াল করেছেন কখনও? সেটার ভিতরে যদি বড় ইট বা পাথর জাতীয় কিছু থেকে থাকে, আশ্চর্য হবো না।'

'কিন্তু...তারপর? রান্নাঘরে গিয়ে মাংসের কাবাব বানানোর শিক নিয়ে এল মহিলা, ঢুকিয়ে দিল অ্যাগনেসের ঘাড়ে? তারপর মেয়েটার লাশ বয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলে রাখল কাবার্ডের কাছে? যত শক্তিশালীই হোক না কেন, একটা মহিলার পক্ষে বেশি বেশি হয়ে যাচ্ছে না কাজটা?'

অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল ন্যাশ। 'আমরা যে-মহিলার পেছনে লেগেছি, সে স্বাভাবিক কেউ না। একজন মানুষের গায়ে যখন আর দশজনের চেয়ে শক্তি বেশি থাকে, তখন তার কিছুটা হলেও মানসিক বিকৃতি ঘটে, জানেন তো? কী বিকৃতি সেটাও নিশ্চয়ই জানেন? শক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে চায় সে—একে মারে ওকে ধরে...সোজাকথায় যাকে বলে গুণ্ডামি।

যদি বলি আমাদের সেই মহিলাও সে-রকম, তা হলে? তা ছাড়া অ্যাগনেস লম্বাচওড়া কোনও মেয়ে ছিল না।'

কিছু বললাম না। ভাবছি ন্যাশের কথাগুলো।

'একটা কথা বলুন তো, মিস্টার বার্টন। সব জায়গা বাদ দিয়ে ওই কাবার্ডের ওখানেই অ্যাগনেসকে খুঁজতে গেলেন কেন মিস মেগান হান্টার?'

'সহজাত প্রবৃত্তি। এবার আপনি একটা কথা বলুন। অ্যাগনেসকে খুন করে সোজা চলে গেলেই তো পারত খুনি। ওকে টেনেহিঁচড়ে ওই কাবার্ডের কাছে নিয়ে যাওয়ার দরকার কী?'

'উত্তরটা সহজ। লাশ পেতে যত দেরি হবে, খুনটা ঠিক কখন হয়েছে তা জানতে তত বেশি সময় লাগবে। যেমন ধরুন, গতকাল যখন বাসায় ফিরেছিলেন মিস হল্যাণ্ড, ঠিক তখনই যদি খবর দেয়া হতো পুলিশকে, ঠিক তখনই যদি কাজ শুরু করতেন কোনও ডাক্তার, তা হলে বেশি হলে দশ মিনিটের মধ্যে সঠিক সময়টা বের করে ফেলতে পারতেন তিনি।'

'বুঝলাম। কিন্তু একটা হিসাব মেলাতে পারছি না।'

'কী?'

'অ্যাগনেস যদি ওই মহিলার ব্যাপারে সন্দিহানই হবে তা হলে...'

'আমরা নিজেরাই কিন্তু নিঃসন্দেহ না মহিলাকে চিনে ফেলেছিল কি না মেয়েটা। যে-কথাটা জোর দিয়ে বলতে পারি আমরা তা হলো, ওই মহিলাকে পোস্টবক্সে চিঠি ফেলতে দেখে যারপরনাই আশ্চর্য হয়েছিল সে। ব্যাপারটা অদ্ভুত লেগেছিল ওর কাছে। রোযের সঙ্গে কথা বলে জেনেছি, বুদ্ধিশুদ্ধি একটু কমই ছিল মেয়েটার। কোথাও যে কোনও একটা ঘাপলা আছে, সেটা বুঝতেই অনেক সময় লেগে গেছে ওর। সে সম্ভবত কল্পনাও করতে পারেনি, এমন এক মহিলাকে দেখে ফেলেছে, যার হাতে

বইঘর.কম

কিছুদিনের মধ্যে খুন হবে নিজেই।'

'সত্যি করে বলুন তো, খুন যে একটা হবে, তা কি আপনিও ভাবতে পেরেছিলেন?'

মাথা নাড়ল ন্যাশ। 'সেখানেই আমার ব্যর্থতা—বোঝা উচিত ছিল সেটা। আমার ধারণা মিসেস সিমিংটনকে আত্মহত্যা করতে দেখে কিছুটা ঘাবড়ে যায় খুনি। যখন জানতে পারে আমরা, মানে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে তখন রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়ে সে। তাই অ্যাগনেসকে সরিয়ে দেয়াটা জরুরি হয়ে পড়েছিল ওর জন্য।'

হ্যাঁ, এবার যেন বুঝতে পারছি আমি...সুস্থতার অভিনয় করে যাওয়া এক মানসিক রোগী...আতঙ্ক জেঁকে বসেছে ওর মনে...যাকেই সে পথের কাঁটা বলে মনে করছে তাকেই...

'মিস্টার বার্টন, আমরা এমন কারও পিছনে লেগেছি যাকে সম্মান করে এই শহরের প্রায় সবাই। যার সামাজিক মর্যাদা এই শহরের অনেকের চেয়ে উপরে। ...চলুন, রোযকে আরও কিছু প্রশ্ন করা যাক।'

আমাকে যেতে বলায় আশ্চর্যই হলাম। 'আমি থাকলে অসুবিধা হবে না তো আপনার?'

'না, অসুবিধা কীসের? বরং আপনি থাকলে খুশিই হবো।'

নিষ্প্রাণ হাসি হাসলাম। 'আমার কিন্তু কেমন কেমন যেন লাগছে।'

'কেন?'

'গল্প-উপন্যাসে পুলিশের তদন্তকারী অফিসার যখন কাহিনির কোনও পাত্র বা পাত্রীর সাহায্য চায়, তখন বেশিরভাগ সময় দেখা যায় ওই মানুষটাকেই খুনি বলে সন্দেহ করছে সে।'

স্বভাববিরুদ্ধভাবে হা হা করে হেসে ফেলল ন্যাশ, তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই সামলে নিল। বলল, 'বেনামী চিঠির লেখক

হিসেবে আপনাকে একেবারেই মানায় না, মিস্টার বার্টন। তা ছাড়া...আমার কেন যেন মনে হচ্ছে আমাদের কাজে লাগতে পারেন আপনি।'

'ধন্যবাদ। ভালো লাগল কথাটা শুনে। তবে কীভাবে কাজে লাগতে পারি সেটা বুঝতে পারছি না।'

'আপনি এখানে একজন আগন্তুক। এখানকার বাসিন্দাদের সম্পর্কে অগ্রীম কোনও ধারণা নেই আপনার। অথচ মন খুলে মিশতে পারেন সবার সঙ্গে। আপনাকেও নিশ্চয়ই অনেক কথা বলে অনেকে—লাভক্ষতির হিসেব না করেই। আমার মতো পুলিশ অফিসারের বেলায় কিন্তু কাজটা করতে চায় না ওরা।'

'এবং আপনি বলেছেন খুনি এমন কেউ যার সামাজিক মর্যাদা এখানকার বেশিরভাগ লোকের চেয়ে বেশি।'

'ঠিক।'

'তারমানে আমাকে কি গুপ্তচরের ভূমিকা পালন করতে হবে?'

'যদি আপত্তি বা অসুবিধা না থাকে আপনার।'

ভাবলাম কিছুক্ষণ। 'না, আপত্তি বা অসুবিধা কোনওটাই নেই আমার। সুস্থতার ভান করা এক আধপাগল যদি আসলেই থেকে থাকে লাইম্‌স্টকে, চিঠি পাঠিয়ে কাউকে আত্মহত্যার পথে ঠেলে দিতে পারে যে, যে নিজে নৃশংসভাবে খুন করতে পারে কাউকে, তার হাতে হাতকড়া পরানোর জন্য যদি জঘন্য উপায় অবলম্বন করতে হয় আমাকে তাতেও রাজি আছি।'

'কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন কথা বলেছেন, স্যর। তারপরও কর্তব্যের খাতিরে একটা কথা বলে রাখি। যার পিছনে লেগেছি আমরা, সে কিন্তু যেমন ভয়ঙ্কর তেমন বিপজ্জনক। র‍্যাটল সাপের সঙ্গে গোখরা বা ব্ল্যাক মাম্বা'র সংকর ঘটিয়ে যদি কোনও সাপের জন্ম দেয়া হয়, আমার বিবেচনায় আমাদের খুনি সেই জাতের।'

আবারও কেঁপে উঠলাম কিছুটা। 'তারমানে যা করার জলদি

বইঘর.কম

করতে হবে আমাদেরকে?'

'হ্যাঁ। আরেকটা কথা। যদি কখনও আমাদেরকে দেখেন হাত-পা গুটিয়ে বসে আছি, তারপরও ভাববেন না কিছু করছি না আমরা। আমরা পুলিশের লোকেরা সবসময়ই কিছু না কিছু করছি, কোনও না কোনওভাবে।'

ঘর ছেড়ে বের হলাম আমরা, রোযকে খুঁজছি। ডাইনিংটেবিলে পাওয়া গেল ওকে, এঁটো থালাবাসন সরিয়ে নিচ্ছে।

কেন খুঁজছি আমরা রোযকে, বলল ন্যাশ। তারপর বলল, 'তোমাকে আরও কিছু প্রশ্ন করার আছে।'

'জী, বলুন?' www.boighar.com

'গত একটা সপ্তাহ অ্যাগনেসের আচরণ কেমন ছিল?'

বলল রোয। নতুন কিছু জানা গেল না। তবে ওর কথার শেষের অংশটা ইন্টারেস্টিং মনে হলো আমার কাছে: 'সবসময় খুব ভয়ে ভয়ে থাকত অ্যাগনেস, কেঁপে কেঁপে উঠত। কী হয়েছে জানতে চাইলে বলত, "কিছু জিজ্ঞেস কোরো না।" চাপাচাপি করলে বলত, "বলা যাবে না, কারণ বললে মরতে হবে।" '

'সমস্যাটা কী, সে-ব্যাপারে কি কিছুই বলেনি অ্যাগনেস?'

'না, স্যর। বিশ্বাস করুন, কিচ্ছু না।'

'হুঁ। গতকাল দুপুরে লাঞ্চের পর কী করেছ তুমি?'

'আড়াইটার বাস ধরে চলে যাই নেদার মিকফোর্ডে। ওখানে আমার পরিবার থাকে, ওদের সঙ্গে দেখা করেছি। সারাটা দুপুর আর বিকেল ওদের সঙ্গেই ছিলাম। পরে রাত আটটা চল্লিশের বাসে ফিরে আসি।'

আপাতত আর কিছু জিজ্ঞেস করার নেই রোযকে, তাই এলসি হল্যাণ্ডের খোঁজে বের হলাম। বাচ্চাদের পড়াচ্ছে সে।

আমাদেরকে দেখেই বুঝতে পারল কী চাই আমরা, ওর দুই

ছাত্রের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'কলিন, তুমি আর ব্রায়ান মিলে এই অঙ্ক তিনটা করো। ফিরে এসে যেন দেখি উত্তর বের করা হয়ে গেছে। ঠিক আছে?'

ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল সে। 'বাচ্চাদের সামনে কথা বলাটা বোধহয় ঠিক না।'

'ধন্যবাদ, মিস হল্যাণ্ড,' বলল ন্যাশ। 'একটা কথা আরেকবার একটু বলুন তো। আপনি কি পুরোপুরি নিশ্চিত, মিসেস সিমিংটনের মৃত্যুর পর অ্যাগনেস কী নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিল তা আপনাকে কখনোই বলেনি সে?'

'হ্যাঁ, নিশ্চিত। মেয়েটা খুব চুপচাপ প্রকৃতির ছিল। তেমন একটা কথা বলত না।'

'রোযের ঠিক উল্টো।'

'হ্যাঁ। রোয বাচাল প্রকৃতির। ওকে প্রায়ই বলি আমি, এত কথা যাতে না বলে।'

'গতকাল দুপুরে ঠিক কী হয়েছিল বলুন তো।'

'আসলে...'

'যা যা মনে পড়ে আপনার, বলুন। কিছু জানার থাকলে জিজ্ঞেস করে নেবো।'

'একটার দিকে লাঞ্চে বসলাম আমরা। ছেলে দুটো খেতে বসলে প্রচুর সময় নষ্ট করে, তাই ওদেরকে বার বার তাগাদা দিচ্ছিলাম আমি। খাওয়া শেষ করে অফিসে চলে গেলেন মিস্টার সিমিংটন। টেবিল পরিষ্কার করছিল অ্যাগনেস, এঁটো প্লেটগুলো বাড়িয়ে দিচ্ছিলাম ওর দিকে। সুযোগ পেয়েই একছুটে বাগানে চলে গেল কলিন আর ব্রায়ান, সেখানে গিয়ে নিয়ে এলাম ওদেরকে; একটু ঠিকঠাক করে দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।'

'কোথায় গিয়েছিলেন?'

"কম্ব এইকর"-এর দিকে, খাঁড়ির ধারে। ছেলে দুটো মাছ

বইঘর.কম

ধরতে চাইছিল। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ভুলে টোপ ফেলে গিয়েছিলাম, ওগুলো নিতে আবার ফিরে আসতে হয় আমাকে।'

'তখন ক'টা বাজে?'

'দাঁড়ান, একটু ভেবে বলি। তিনটা বাজার মিনিট বিশেক আগে বের হলাম আমরা। আমাদের সঙ্গে আসতে চেয়েছিল মেগান, কিন্তু পরে কী যেন ভেবে সিদ্ধান্ত বদল করে, বাইসাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। সাইক্লিং করার ব্যাপারে ওর সাংঘাতিক উৎসাহ।'

'আমি বোধহয় আমার প্রশ্নটা বোঝাতে পারিনি আপনাকে। আপনি যখন টোপ নেয়ার জন্য বাসায় এলেন, তখন ক'টা বাজে?'

'আমি কিন্তু তখন বাসায় আসিনি।'

'তা হলে?'

'বাড়ির পেছনদিকে একটা কনযারভেটরি আছে, মাছ ধরার সব সরঞ্জাম রাখা হয় সেখানে। ওখানেই গিয়েছিলাম। তবে...তখন ঠিক ক'টা বাজে বলতে পারবো না...সম্ভবত তিনটা বাজতে দশ মিনিট বাকি ছিল।'

'মেগান বা অ্যাগনেসকে দেখেছিলেন?'

'না। কারণ ততক্ষণে সম্ভবত বেরিয়ে পড়েছে মেগান। আর অ্যাগনেসকেও দেখিনি। আমি আসলে তখন কাউকেই দেখিনি।'

'তারপর কী করলেন আপনি? মাছ ধরতে চলে গেলেন?'

'হ্যাঁ, গিয়ে হাজির হলাম খাঁড়িটার কাছে। তবে মাছটাছ কিছু ধরতে পারিনি। কখনও পারিও না। ছিপ নিয়ে একটু হইচই করে ছেলে দুটো, তাতেই মজা পায় ওরা। ব্রায়ান একটু ভিজে গিয়েছিল গতকাল। বাসায় ফেরার পর ওর জামাকাপড় বদলে দিই আমি।'

'আপনি কি প্রতি বুধবারই চা খান মিস্টার সিমিংটনের সঙ্গে?'

'আসলে তাঁর সঙ্গে চা খাই বলাটা ঠিক হবে না।'

'মানে?'

'ফিরে আসার পর ড্রইংরুমে বসেন তিনি, রোয বা অ্যাগনেসের যেহেতু আধবেলা ছুটি থাকে সেহেতু আমিই তখন চা বানিয়ে তাঁকে দিই। আমি চা খাই বাচ্চাদের সঙ্গে; ওদের নার্সারিতে। কখনও কখনও আমাদের সঙ্গে যোগ দেয় মেগান। ওখানে আরেকটা কাবার্ড আছে, চা বানাতে এবং পরিবেশন করতে যা যা লাগে তার সবই আছে ওটাতে।'

'গতকাল বাড়িতে ফিরলেন কখন?'

'পাঁচটা বাজার মিনিট দশেক আগে। ব্রায়ানকে ঠিকঠাক করতে হলো, আগেও বলেছি, তারপরই চা বানানোর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। পাঁচটার দিকে ফিরে এলেন মিস্টার সিমিংটন। তাঁর চা দিতে গেছি, বললেন আমাদের সঙ্গে নার্সারিতে বসেই নাকি খাবেন। শুনে খুব খুশি হলো ছেলে দুটো। ওদেরকে মজা দেয়ার জন্য একটু খেলাও করলাম আমরা। অথচ আফসোস, বাড়ির ভিতরেই তখন পড়ে আছে বেচারী অ্যাগনেসের লাশ!'

'লাশটা যেখানে পড়ে ছিল, মানে ওই কাবার্ডের কাছে কি যায় না বাড়ির কেউ?'

'না...সাধারণত যায় না। আজেবাজে জিনিস রাখার কাজে ব্যবহার করা হয় ওটা। দেখা যায় কয়েক মাস হয়ে যায় তারপরও কেউ যায় না ওই কাবার্ডের ধারেকাছে।'

'গতকাল বাসায় ফেরার পর উদ্ভট বা অস্বাভাবিক কিছু নজরে পড়েনি আপনার?'

বড় বড় হয়ে গেল এলসি হল্যাণ্ডের নীল দুই চোখ। 'ওহ্, না, ইন্সপেক্টর। কিচ্ছু না। ফিরে দেখি, সবকিছু বরাবরের মতো স্বাভাবিক।'

'আর এক সপ্তাহ আগে?'

বইঘর.কম

'মানে...যেদিন আত্মহত্যা করেছেন মিসেস সিমিংটন?'

'হ্যাঁ।'

'সেদিনও বাচ্চা দুটোকে নিয়ে বাইরে গিয়েছিলাম, আবহাওয়া ভালো থাকলে সবসময়ই যাওয়ার চেষ্টা করি। তবে সেদিন গিয়েছিলাম বেশ দূরে, জলাভূমির কাছাকাছি। ফেরার সময় দেরি করে ফেলেছি ভেবে ভয়ই লাগছিল কিছুটা, কারণ মিস্টার সিমিংটন ফিরেছেন আর আমি তাঁকে চা দিইনি এ-রকম হয়নি কখনও। তবে গেট দিয়ে ঢোকার সময় দেখি, অফিস থেকে ফিরছেন তিনি, রাস্তার শেষমাথায় আছেন।'

'তখন ক'টা বাজে, মনে আছে?'

'পাঁচটা বাজতে মিনিট দশেক।'

'বাসায় ঢুকে মিসেস সিমিংটনের খোঁজ করেননি আপনি?'

'না, কাজটা কখনোই করতাম না আমি। কারণ তিনি লাঞ্চের পর প্রতিদিনই শুয়ে থাকতেন। স্নায়ুশূল ছিল তাঁর, বেশিরভাগ সময় দুপুরের খাবারের পর রোগটা হামলা করত তাঁর উপর, তাই শুয়ে পড়তেন তিনি। তাঁকে কিছু ওষুধও খেতে দিয়েছিলেন ডক্টর গ্রিফিথ। সেসব ওষুধ খেয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করতেন তিনি।'

'তারমানে আফটারনুন পোস্টে যেসব চিঠি আসে সেগুলো নিজে গিয়ে লেটারবক্স থেকে বের করা সম্ভব ছিল না মিসেস সিমিংটনের পক্ষে?'

'কেন সম্ভব হবে না? বেশিরভাগ সময় তো তিনিই করতেন কাজটা। দুপুরে ঘুমানোর চেষ্টা করতেন তিনি, কিন্তু ঘুমাতে পারতেন না বেশিরভাগ দিনই। চারটার আগেই উঠে পড়তেন বিছানা ছেড়ে। তবে...কখনও কখনও আমি খুলি লেটারবক্সটা, ভিতরে যদি কোনও চিঠি পাই তা হলে তা বের করে নিয়ে রাখি হলরুমের টেবিলটার উপর।'

'সেদিন কী হয়েছিল, বলবেন?'

মাথা ঝাঁকাল মিস হল্যাণ্ড। 'বাড়িতে ঢুকলেন মিস্টার সিমিংটন, কোট খুলে ঝুলিয়ে রাখছেন। আমি বললাম, "চা হয়নি এখনও, তবে পানি বলকাচ্ছে কেটলিতে।" তিনি কিছু বললেন না আমাকে, শুধু মাথা ঝাঁকালেন। তারপর ডাকলেন মিসেস সিমিংটনকে, "মোনা! মোনা!" জবাব নেই। সিঁড়ি বেয়ে উপরতলায় উঠলেন মিস্টার সিমিংটন, গিয়ে ঢুকলেন তাঁর স্ত্রীর বেডরুমে। তারপর...মৃদু একটা আর্তচিৎকার শুনতে পেলাম। আমাকে ডাকলেন তিনি, বললেন বাচ্চা দুটো যেন ওদের মা'র ঘরে যেতে না পারে। ফোন করলেন ডক্টর গ্রিফিথকে। তারপর...। কেটলিটার কথা মনেই থাকল না আমাদের কারও, পুড়তে পুড়তে একসময় কালো হয়ে গেল ওটার তলা।'

'মিসেস সিমিংটনের কাছে পাঠানো চিঠিটার ব্যাপারে আপনার কী মনে হয়, মিস হল্যাণ্ড?'

'এককথায় যদি বলি, জঘন্য!'

'না, আমি আসলে তা বলিনি। বলেছি, চিঠিতে যা বলা হয়েছিল তা কি ঠিক মনে হয় আপনার?'

'না, কখনোই না! যারা ওসব কাজ করে, তাদের কথাবার্তা চালচলনে কিছু না কিছু টের পাওয়া যায়। মিসেস সিমিংটন তাদের মতো ছিলেন না।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল ন্যাশ। তারপর বলল, 'আপনি কোনও বেনামী চিঠি পেয়েছেন, মিস হল্যাণ্ড?'

'না, পাইনি।'

'আসলেই? নাকি মানসম্মানের ভয়ে মুখ খুলছেন না আমাদের কাছে? এই কেসের খাতির প্রশ্নটার সঠিক উত্তর জানা কিন্তু খুব জরুরি।'

'মানলাম। কিন্তু আমি আসলেই কোনও চিঠি পাইনি।'

দেখে মনে হলো সত্যি কথাই বলছে এলসি হল্যাণ্ড।

বইঘর.কম

ওকে আর কিছু জিজ্ঞেস করল না ন্যাশ, নার্সারিরুমে ফিরে গেল সে।

চাপা গলায় ন্যাশ বলল, 'আজব না?'

'কী?' নিচু গলায় বললাম আমিও।

'এত সুন্দরী একটা মেয়ে, অথচ ওকে চিঠি দেয়া হয়নি এখনও!'

'শুধু সুন্দরী না, পরীর মতো সুন্দরী।'

'হুঁ, পরীর মতো সুন্দরী এবং যুবতী। এ-রকম একটা মেয়ে যদি বেনামী চিঠি না পায় তা হলে পাবে কে? প্রশ্ন হচ্ছে, সবাই যাকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে তাকে কেন দেখতে পাচ্ছে না বেনামী প্রেরক?'

মাথা নাড়লাম।

'ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং...গ্রেভ্‌স্‌কে বলতে হবে। কে কে বেনামী চিঠি পায়নি, জানতে চেয়েছিল সে।'

'মিস এমিলি বার্টনও কিন্তু পাননি।'

মুচকি হাসল ন্যাশ। 'মিস্টার বার্টন, মনে রাখবেন, একজন গুপ্তচরের ভূমিকায় অভিনয় করছেন আপনি। সবার সব কথা শুনতে হবে আপনাকে, কিন্তু যাচাইবাছাই করা ছাড়া বিশ্বাস করা যাবে না কাউকে।'

'মানে?'

'একের বেশি বেনামী চিঠি পেয়েছেন আপনার বাড়িওয়ালি।'

'বলেন কী! জানলেন কীভাবে?'

'ফ্লোরেন্স এলফোর্ড বলেছে। চিঠি পড়ে, বলা ভালো চিঠির জঘন্য কথাগুলো পড়ে যারপরনাই ক্রুদ্ধ সে, আমাকে নিজমুখে বলেছে হাতের সামনে পেলে খুন করে ফেলবে বেনামী প্রেরককে।'

'তা হলে আমার বাড়িওয়ালি মিথ্যা বলল কেন?'

'কারণ একটাই—মানসম্মানের ভয়। নিজের সম্বন্ধে বাজে কথা বলতে চায় ক'জন?'

'তাঁকে পাঠানো চিঠিতে কী বলা হয়েছে, জানেন নাকি?'

মাথা ঝাঁকাল ন্যাশ। 'তিনি নাকি বিষ খাইয়ে মেরেছেন তাঁর মা আর বোনদের। কারণ খালি বাড়িতে যাতে জনৈক সহকারী যাজকের সঙ্গে...বুঝতেই পারছেন কী বলতে চাইছি।'

থতমত খেয়ে গেছি, চুপ করে থাকলাম কিছুক্ষণ। তারপর বললাম, 'জোরেশোরে তদন্ত করছেন আপনারা, আমাদের বেনামী প্রেরক নিশ্চয়ই সতর্ক হয়ে যাবে এখন? তারমানে আপাতত কিছুদিন চিঠি আসা বন্ধ।'

আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল ন্যাশ। 'আমার তা মনে হয় না।'

## বারো

চলে যাওয়ার আগে ভাবলাম, একবার দেখা করে যাই মেগানের সঙ্গে।

বাগানে আছে সে। দেখে মনে হচ্ছে ধাক্কাটা সামলে উঠতে পেরেছে, কারণ বরাবরের মতো হাসিখুশি দেখাচ্ছে ওকে।

'আবার যাবে নাকি আমাদের বাড়িতে? থাকবে আরও কয়েকটা দিন?'

মাথা নাড়ল মেগান। 'অনেক ধন্যবাদ, কিন্তু আপাতত এখানেই থাকতে চাই আমি। যত যা-ই হোক এটা আমার বাড়ি। তা ছাড়া...আমি থাকলে কিছু-না-কিছু উপকার হয় আমার দুই ভাইয়ের।'

বইঘর.কম

'ঠিক আছে, তোমার যা খুশি।'

'যদি...যদি...'

'হ্যাঁ, বলো?'

'যদি আবারও খারাপ কিছু ঘটে, আপনাকে ফোন করবো। আপনি আসবেন না?'

মেয়েটার অসহায়ত্ব মন ছুঁয়ে গেল আমার। 'অবশ্যই আসবো, মেগান। কিন্তু...আবার কী হবে তোমাদের বাড়িতে?'

'জানি না। একের পর দুর্ঘটনা ঘটেই চলেছে আমাদের বাড়িতে...'

'চুপ করো! আর...দয়া করে কারও লাশ খুঁজে বের করার কাজটা কোরো না কখনও।'

ক্লান্ত হাসি হাসল মেগান। 'না, করবো না। মা আর অ্যাগনেসের লাশ দেখার পর সাংঘাতিক চোট পেয়েছি আমি মনে।'

মেয়েটাকে এভাবে একা রেখে যেতে ইচ্ছা করছে না, কিন্তু জবরদস্তি করাও সম্ভব না আমার পক্ষে। ঠিক কথাই বলেছে সে—এটা ওদের বাড়ি।

ন্যাশকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলাম লিট্‌ল্ ফার্যে। ঘটনা কী বলছি জোয়ানাকে, সেই ফাঁকে ন্যাশ পুছতাছের জন্য পাকড়াও করল পার্ট্রিজকে। কিছুক্ষণ পর হতাশ চেহারায় এসে যোগ দিল আমাদের সঙ্গে।

'তেমন কিছু জানা গেল না,' বলল সে। 'অ্যাগনেস নাকি পার্ট্রিজকে শুধু বলেছিল কিছু একটা নিয়ে খুব উদ্বিগ্ন সে, কী করা উচিত বুঝতে পারছে না, পরামর্শ করতে চায় পার্ট্রিজের সঙ্গে।'

'পার্ট্রিজ কি কথাটা বলেছে কাউকে?' জিজ্ঞেস করল জোয়ানা।

মাথা ঝাঁকাল ন্যাশ। 'বলেছে। মিস এমোরি, মানে

আপনাদের আরেক চাকরানিকে।'

'আর মেয়েটা নিশ্চয়ই কথাটা ছড়িয়েছে সারা শহরে?'

'হ্যাঁ।'

আমি বললাম, 'একটা ব্যাপার আশ্চর্য লাগছে আমার কাছে। পুরো ঘটনাটার সঙ্গে আমাকে আর আমার বোনকে জড়ানো হলো কেন? আমরা এখানে থাকতে এসেছি কয়েকটা মাসের জন্য, তারপর ফিরে যাবো লণ্ডনে। আমাদের সঙ্গে কার কী সমস্যা?'

'আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে লাইম্‌স্টকে যারাই থাকে তারাই ওই বেনামী প্রেরকের দুই চোখের বিষ।'

জোয়ানার দিকে চিন্তিত ভঙ্গিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল ন্যাশ। তারপর বলল, 'আচ্ছা, মিস বার্টন, আপনাকে পাঠানো চিঠির খামটা খেয়াল করেছিলেন ভালোমতো?'

'ভালোমতো? না, ভালোমতো দেখিনি। কেন, বলুন তো?'

'আমার মনে হয়, চিঠিটা আসলে আপনাকে পাঠানো হয়নি।'

'আমাকে না! বলেন কী? আমি ছাড়া মিস বার্টন আর কে আছে এই বাড়িতে?'

'আছে আরেকজন। আপনাদের বাড়িওয়ালি।'

তাজ্জব হয়ে গেছি আমি আর জোয়ানা, মুখ চাওয়াচাওয়ি করছি।

'হয়তো অতি উত্তেজনার কারণে খেয়াল করেননি ব্যাপারটা,' বলছে ন্যাশ। 'আপনিও মিস বার্টন, আপনাদের বাড়িওয়ালিও চিরকুমারী থাকার কারণে মিস বার্টন। কিন্তু "বার্টন" শব্দটা আপনি লেখেন "ইউ" দিয়ে, আপনাদের বাড়িওয়ালি লেখেন "এ" দিয়ে। আমার মনে হয় টাইপ করার সময় এমন কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে যে, "এ" দেখতে অনেকটা "ইউ"-এর মতো হয়ে গেছে।'

আমাদের কথা আর এগোল না, বিদায় নিয়ে চলে গেল

বইঘর.কম

ন্যাশ।

ঘরে এখন আমি আর জোয়ানা।

আমাকে বলল সে, 'সুপারইনটেণ্ডেণ্ট যা বলে গেল তা কি ঠিক? শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়েছি আমি চিঠিটা, আমার কিন্তু একবারও মনে হয়নি ওটা লেখা হয়েছে মিস এমিলি'র জন্য।'

"রঙমাখা বেশ্যা মাগী, তুই..." ' বিড়বিড় করলাম আমি, মাথা নাড়লাম। 'আমারও মনে হচ্ছে না।'

'তোমার না গুপ্তচরগিরি করার কথা? সোজা চলে যাও শহরে, গিয়ে শোনো কে কী বলছে।'

'এক কাজ করো। তুমিও চলো আমার সঙ্গে।'

'না। বাগানে কাজ আছে আমার।'

উঠে দাঁড়ালাম। 'পার্ট্রিজ একবার একটা কথা বলেছিল বেনামী প্রেরকের ব্যাপারে। মনে আছে?'

'কোন্ কথা?'

'যৌনবাতিক আছে মানুষটার।'

'হঠাৎ এই কথা?'

'মনে পড়ে গেল, তাই বললাম। এখানকার সমাজের একজন সম্মানিত সদস্যা সে, ইচ্ছা থাকলেও অবদমিত যৌনবাসনা পূরণ করার উপায় নেই। অপূর্ণ কামনা নিয়ে বছরের পর বছর ধরে এখানে আছে সে আরও কয়েকজন বুড়ির সঙ্গে।'

'সদস্যা?' কথাটা ধরল জোয়ানা। 'পুলিশ বলছে সবকিছুর পেছনে একটা মহিলা আছে আর তা-ই বিশ্বাস করে নিচ্ছি কেন আমরা? এসব তো কোনও ব্যাটাছেলের কাজও হতে পারে?'

আশ্চর্য না হয়ে পারলাম না। 'ব্যাটাছেলে?'

'মিস্টার পাইকে সন্দেহ হয় আমার।'

'মিস্টার পাই!'

'কেন নয়? অবদমিত যৌনবাসনা শুধু মহিলাদের থাকতে

পারে, পুরুষদের পারে না? ওই লোকও বছরের পর বছর ধরে একা, অসুখী, এবং কে জানে...লাইম্‌স্টকের বাসিন্দাদের ঘেন্না করে কি না মনে মনে!'

'কিন্তু...একজন মাঝবয়সী চিরকুমারীর কথা বলেছে গ্রেভ্‌স্‌।'

'মিস্টার পাইও মাঝবয়সী, পার্থক্য শুধু তিনি চিরকুমারীর বদলে চিরকুমার। পয়সা আছে লোকটার, এবং তাঁর বাসায় দাওয়াত খেতে গিয়ে টের পেয়েছি, কিছুটা হলেও মানসিক ভারসাম্যহীন তিনি।'

'তিনি নিজেও কিন্তু একটা চিঠি পেয়েছেন, মনে আছে? আমরা নিজচোখে দেখেছি।'

'চিঠি পেয়েছেন তিনি—দেখেছি আমরা। কিন্তু জানছি কী করে সেটা বেনামী, সেটাতে জঘন্য কথা লেখা আছে? চিঠিটা কি আমাদেরকে পড়তে দিয়েছিলেন তিনি?'

'না, দেননি।'

'আর যদি পেয়েও থাকেন, আমার মনে হয় আসলে অভিনয় করছেন তিনি সবার সঙ্গে।'

'কার স্বার্থে?'

'তাঁর নিজের।'

www.boighar.com

'তা হলে তো তাঁকে প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা বলতে হবে।'

'হ্যাঁ, চিঠি পাঠানোর কাজটা যে করছে সে যে চমৎকার অভিনয় পারে, সে-ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই আমার। কেন যেন মনে হচ্ছে আমার, মানুষটার মনোভাব বুঝে গেছি।'

'যেমন?'

'আমি যদি জোয়ানা বার্টন না হতাম, যুবতী আর আকর্ষণীয়া না হতাম, যদি অন্যদেরকে দেখতাম চুটিয়ে উপভোগ করছে জীবনটা যা আমি পারছি না, তা হলে আমার ঈর্ষাকাতর মনে শয়তানি চিন্তা ঢুকতই। তখন আমি অবশ্যই আঘাত করতাম

বইঘর.কম

অন্যদের, অত্যাচার চালাতাম তাদের উপর। তখন সবকিছু ধ্বংস করে ফেলতে ইচ্ছা করত আমার।'

'এসব কী বলছ?'

'গুপ্তচরগিরি করতে যাচ্ছ তুমি, তাই ভাবলাম ঠিক কোন্ ধরনের লোকদেরকে সন্দেহ করা উচিত তা আগেভাগেই জানিয়ে দিই।'

একধরনের চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে শহরে।

ওয়েন গ্রিফিথের সঙ্গে দেখা হলো সবার আগে। ওকে দেখে অসুস্থ আর যারপরনাই ক্লান্ত মনে হচ্ছে। চিকিৎসা করে রোগ সারানোর বদলে সপ্তাহে সপ্তাহে ময়নাতদন্ত রিপোর্ট লিখতে হচ্ছে ওকে।

'কাউকে সন্দেহ হয়?' জিজ্ঞেস করলাম ওকে।

'না, হয় না। কারণ কাকে রেখে কাকে সন্দেহ করবো বুঝতে পারছি না। ...কিছু মনে না করলে একটা কথা জানতে চাইতাম।'

'কী?'

'জোয়ানা...মিস জোয়ানা কি বাড়িতে আছে?'

'আছে। কেন?'

'কয়েকটা ফটোগ্রাফ আছে আমার কাছে, ওগুলো দেখতে চেয়েছিলেন তিনি।'

'নিশ্চিন্তে দিতে পারেন আমার কাছে।'

'না...মানে...আপনাদের বাড়ির কাছ দিয়েই যাবো আগামীকাল সকালে...ভাবছিলাম...' কথা শেষ না করে থেমে গেল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলতে গিয়েও গোপন করলাম। শেষপর্যন্ত এই ভালোমানুষ ডাক্তারটারও মাথা খেল আমার বোনটা? মৃদু গলায় বললাম, 'যা ভালো মনে করেন।'

এরপর দেখা হলো এইমি গ্রিফিথের সঙ্গে। 'আমি তো বিশ্বাসই করতে পারছি না এখনও!' বললেন তিনি। 'শুনলাম আপনি নাকি সকাল সকাল গিয়ে হাজির হয়েছিলেন সেখানে?'

মেগানের ফোন করার কথাটা চেপে গিয়ে বললাম, 'আসলে গতকাল রাতে অস্বস্তিতে ভুগছিলাম অ্যাগনেসকে নিয়ে। বিকেলে আমাদের ওখানে চা খেতে যাওয়ার কথা ছিল ওর। কিন্তু শেষপর্যন্ত যায়নি সে।'

'আর তাতেই আপনি বুঝে গেলেন খুন করা হয়েছে ওকে? আপনি তো দেখা যাচ্ছে ইংল্যাণ্ডের সেরা গোয়েন্দা!'

'সেরা গোয়েন্দা কি না জানি না, তবে আমাকে একজন মানব-ব্লাডহাউণ্ড বলা যেতে পারে।'

'লাইম্‌স্টকে এটাই প্রথম খুন। তাই ব্যাপারটা নিয়ে সবাই খুব উত্তেজিত। আশা করছি ঠিকমতো তদন্ত করতে পারবে পুলিশ, ধরতে পারবে খুনিকে। ...মজার কথা কী, জানেন? আমি অনেকবার গেছি মিস্টার সিমিংটনদের বাসায়, অনেকবার দরজা খুলে দিয়েছে অ্যাগনেস। কিন্তু ওর দিকে একবারও ভালোমতো তাকাইনি আমি। তাই এখনও ঠিকমতো মনে করতে পারছি না চেহারাটা। ...মাথায় বাড়ি মারা...তারপর ঘাড়ে শিক ঢুকিয়ে দেয়া...এই কাজ ওই হারামজাদা বয়ফ্রেণ্ড ছাড়া অন্য কারও না। আপনার কী মনে হয়?'

'আমার মনে হয় না ব্যাপারটা এত সহজ।'

'আপনি সেরা গোয়েন্দা তো, মনে না হওয়াটাই স্বাভাবিক। এতগুলো লোকের সামনে ঝগড়া হলো, এত সহজে ছেড়ে দেবে ওর বয়ফ্রেণ্ড?'

কিছু বললাম না।

'শুনলাম মেগান হাণ্টার নাকি খুঁজে পেয়েছে লাশটা?'

মেগানের প্রসঙ্গ চলে আসায় একটা কথা মনে পড়ে গেল।

বইঘর.কম

এইমি গ্রিফিথের প্রশ্নটার জবাব না দিয়ে বললাম, 'মেগানকে বাড়ি ফিরে যাওয়ার বুদ্ধিটা কি আপনিই দিয়েছিলেন?'

'আমি বুদ্ধি দিতে যাবো কেন? আমার কী ঠেকা পড়েছে?'

'কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই কিছু না কিছু বলেছেন মেয়েটাকে। তা না হলে ও-রকম হুট করে চলে যাওয়ার কথা না ওর।'

'ও...এ-ই কথা? তা হলে দেখা যাচ্ছে লোকে যা বলাবলি করছে...'

'কী বলাবলি করছে লোকে?'

'এত আদর-সোহাগ করে মেগানকে বাড়িতে নিয়ে রাখার বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল আপনার...'

'ছি, কথাটা বলতে লজ্জা লাগছে না আপনার?'

'সবাই যদি বলতে পারে তা হলে আমি বললে দোষ কী? লোকের মুখ বন্ধ করতে পারবেন আপনি? সবার সামনে দাঁড়িয়ে বলতে পারবেন, এলসি হল্যাণ্ডের মনে দ্বিতীয় মিসেস সিমিংটন হওয়ার খায়েশ জাগার যে-গুজব উঠেছে তা ঠিক না?'

লাইম্‌স্টকের বাসিন্দারা যে এতটা নীচ, ভাবতে পারিনি। বললাম, 'মিসেস সিমিংটন মারা গেছেন এক সপ্তাহও হয়নি।'

'তাতে আমার বা আপনার কি কিছু করার আছে? যাদের যা করার তারা তা ঠিকই করছে, আর যারা পিছকথা বলায় অভ্যস্ত তারাও বদনাম রটিয়ে যাচ্ছে। ...নার্সারি গভর্নেসের চাকরি আর কতদিন? রূপটা দেখিয়ে, শরীরটা কাজে লাগিয়ে যদি পয়সাওয়ালা কারও বউ হওয়া যায়...' কথা শেষ না করে উদ্দেশ্যমূলকভাবে থেমে গেলেন এইমি গ্রিফিথ।

'তারমানে আপনি বলতে চান এলসি হল্যাণ্ড একটা বাজে মেয়ে?'

'আমি কিছুই বলতে চাই না। লোকে যা বলছে, আমি শুধু তা-ই বললাম আপনাকে। আপনারা লণ্ডনের বাসিন্দা, অনেক

পড়ালেখা জানেন, আমাদের মতো মফস্বলের মানুষদেরকে মূর্খ মনে করেন। কিন্তু আমরা যা বুঝি তা হলো, মেগান যদি বাইরে বাইরে থাকে তা হলে বাড়িতে এলসি হল্যাণ্ডের সঙ্গে একা থাকার সুযোগ পান মিস্টার সিমিংটন।'

কিছু বললাম না, বলতে পারলাম না আসলে।

আমার অবস্থা দেখে হা হা করে হেসে ফেললেন এইমি গ্রিফিথ, হাসতে হাসতেই চলে গেলেন।

গির্জার কাছে দেখা হলো মিস্টার পাইয়ের সঙ্গে, এমিলি বার্টনের সঙ্গে কথা বলছেন। উত্তেজিত দেখাচ্ছে আমাদের বাড়িওয়ালিকে, গোলাপি হয়ে আছে তাঁর দুই গাল।

'আহ্, বার্টন, গুড মর্নিং, গুড মর্নিং!' আন্তরিক বলে মনে হচ্ছে মিস্টার পাইকে। 'আপনার সুন্দরী বোনটা কেমন আছে?'

আমি কেমন আছি তা জানতে চাইল না, সেরে উঠছি কি না সে-খবরও নিল না, প্রথমেই চলে গেল জোয়ানার প্রসঙ্গে? অবদমিত কামনা আছে যে-পুরুষের মনে, একমাত্র সে-ই কি করতে পারে কাজটা?

বললাম, 'ভালো।'

হাসলেন মিস্টার পাই, হাসিটা লুচ্চাদের মতো মনে হলো আমার কাছে। 'দেখছেন তো, আমাদের শহরের জায়গায় জায়গায় "সংসদ অধিবেশন" চলছে? আপনার বোনটা কি যোগ দেবে না?'

'জানি না।'

'খুন! পত্রিকার শিরোনাম হওয়ার মতো একটা খবর। শিরোনামটা কী হতে পারে ভাবুন তো। "চাকরানির পাশবিক মৃত্যু।" '

'ঘটনাটা নাড়া দিয়েছে আমাদেরকে,' বললেন মিস বার্টন।

বইঘর.কম

'কীসের নাড়া দিয়েছে? ফালতু কথা! মজা পাচ্ছে সবাই—এতদিনে কিছু একটা ঘটেছে লাইম্‌স্টকে। সত্যি কথা স্বীকার করতে অসুবিধা কী? রোমাঞ্চকর, সত্যিই রোমাঞ্চকর!'

'মেয়েটা ভালো ছিল,' বললেন মিস্‌ বার্টন। 'কাজের বিনিময়ে থাকা-খাওয়ার চুক্তিতে "সেইন্ট ক্লটিল্ড" এতিমখানা থেকে আমার ওখানে গিয়েছিল। একেবারে আনাড়ি ছিল প্রথমদিকে। আস্তে আস্তে সব কাজ শিখে নেয়। ওর নামে কখনও কোনও নালিশও ছিল না পার্ট্রিজের মুখে।'

'গতকাল বিকেলে পার্ট্রিজের সঙ্গে চা খাওয়ার কথা ছিল ওর,' চট করে বললাম আমি, তাকালাম মিস্টার পাইয়ের দিকে। 'আপনি বোধহয় জানেন কথাটা। এইমি গ্রিফিথ বলেছেন, না?'

'হ্যাঁ, বলেছে। কথাটা মনে আছে, কারণ ঘটনাটা অদ্ভুত।'

'অদ্ভুত? এক বাড়ির চাকরানি আরেক বাড়িতে গিয়ে চা খাবে, এটা আপনাদের শহরে অদ্ভুত?'

'না, তা বলিনি আমি। এক বাড়ির চাকরানি আরেক বাড়িতে ফোন করবে, কল রিসিভ করবে ওই বাড়ির ভাড়াটিয়া, তারপর ডেকে দেবে নিজের চাকরানিকে—এটা অদ্ভুত।'

'অ্যাগনেসের জায়গায় পার্ট্রিজ থাকলে ও-রকম কাজ জীবনেও করত না। অ্যাগনেস কাজটা করেছে, ভাবতেই আশ্চর্য লাগছে আমার।'

www.boighar.com

'আসলে আপনি দীনদুনিয়ার তুলনায় পিছিয়ে আছেন বলে আশ্চর্য লাগছে,' বললেন মিস্টার পাই। 'আমার বাড়িতে কাজ করে দু'জন, দুটোই খাণ্ডারনি। আমি বাড়িতে না থাকলে সমানে ফোন করে। কখনও কখনও সিগারেট খায়। রাখতেও পারি না ওদেরকে, আবার বেরও করে দিতে পারি না।'

'খুনের খবরটা খুব দ্রুত ছড়িয়ে গেছে,' মূল প্রসঙ্গ থেকে সরতে চাইছি না আমি।

'অবশ্যই,' বললেন মিস্টার পাই। 'রুটির দোকানের মালিক, কসাই, মোমবাতির দোকানের মালিক—কে না জানে! একের পর এক বেনামী চিঠি, তারপর আত্মহত্যা, তারপর খুন...রোমাঞ্চ আর কাকে বলে!'

'আত্মহত্যা বা খুনের সঙ্গে কিন্তু বেনামী চিঠির সম্পর্ক প্রমাণ করা যায়নি এখনও,' মিস বার্টনের কণ্ঠে দ্বিধা।

'তবে পুলিশের অনুমানও কিন্তু ইন্টারেস্টিং। কিছু একটা জেনে গিয়েছিল অ্যাগনেস, তাই শেষ করে দেয়া হয়েছে ওকে।'

'উফ্, এসব আর সহ্য হচ্ছে না আমার,' ঘুরে চলে গেলেন মিস বার্টন।

মিস্টার পাইয়ের দিকে তাকালাম। 'পুলিশের অনুমানের কথা বললেন, আপনি নিজে কী অনুমান করছেন এই ব্যাপারে?'

'আমি?' হাসলেন মিস্টার পাই। 'লাইম্স্টকের অবস্থা এমনিতেই ভালো না, এই অবস্থায় আমি চাই না অপবাদ দেয়ার অভিযোগে কেউ মামলা করুক আমার নামে।'

চলে গেলেন তিনিও।

দাঁড়িয়ে আছি আমি, তাকিয়ে আছি মিস্টার পাইয়ের গমনপথের দিকে, এমন সময় গির্জার দরজা খুলে বাইরে এলেন রেভারেণ্ড ক্যালেব ডেইন ক্যালথ্রপ।

আমার দিকে তাকিয়ে একটুখানি হাসলেন তিনি। 'গুড...গুড মর্নিং, মিস্টার...আ...'

'বার্টন।'

'কিছু মনে করবেন না, আপনার নামটা আমার স্মরণ থেকে ছুটে গিয়েছিল। দিনটা সুন্দর।'

'হ্যাঁ, তবে যা ঘটছে লাইম্স্টকে তা সুন্দর না।'

'ঘটনাটা আমার কানেও এসেছে। বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়, আমাদের মধ্যে একজন খুনি আছে। এবং আমি কল্পনাও করতে

বইঘর.কম

পারি না, আমাদেরই কেউ একজন একের পর এক বেনামী চিঠি পাঠাচ্ছে।' তারপর কী যেন বললেন ল্যাটিন ভাষায়, একবর্ণও বুঝলাম না।

কথা বলার মতো আর কাউকে না পেয়ে ফিরে এলাম লিট্‌ল্ ফার্যে। আর কয়েক মিনিট পরই লাঞ্চ দেয়া হবে টেবিলে।

ড্রইংরুমের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে জোয়ানা, তাকিয়ে আছে বাইরে, ওর চিন্তাগুলো যেন হারিয়ে গেছে দূরের দিগন্তে।

'বাড়িতে একা একা কী করলে এতক্ষণ?' জিজ্ঞেস করলাম।

'কিছু না।'

বারান্দায় গেলাম। লোহার একটা টেবিল আছে এখানে, দুটো চেয়ার নিয়ে এসে রাখা হয়েছে সেটার পাশে। টেবিলের উপর দুটো শেরির-গ্লাস, খালি। একটা চেয়ারের উপর পড়ে আছে কী যেন, দেখে হতভম্ব হওয়ার মতো অবস্থা হলো আমার।

'এটা কী?'

'মরা মানুষের প্লীহার ছবি। ডক্টর গ্রিফিথ নিয়ে এসেছিল। ভেবেছিল, দেখতে হয়তো ইন্টারেস্টিং লাগবে আমার।'

ফটোগ্রাফটার দিকে তাকালাম ভালোমতো। ভাবছি, মেয়েমানুষের মন জেতার জন্য প্রত্যেক পুরুষেরই কোনও না কোনও নিজস্ব কৌশল আছে। তবে ডক্টর গ্রিফিথের জায়গায় আমি থাকলে মরা মানুষের প্লীহা দেখিয়ে কারও মন জেতার চেষ্টা করতাম না।

কী যেন বলেছিল লোকটা—এসব ছবি দেখতে চেয়েছিল জোয়ানা?

'বীভৎস,' বললাম আমি।

প্রতিবাদ করল না জোয়ানা।

'লোকটা তা হলে এসেছিল এখানে?'

'না এলে ছবিটা কি উড়ে এসে হাজির হয়ে গেছে?'

'কেমন দেখাচ্ছিল ওকে?'

'ক্লান্ত। বিষণ্ন। কিছু একটা ঘুরপাক খাচ্ছিল ওর মনে।'

'ওর নিজের প্লীহায় কোনও সমস্যা হয়নি তো?'

'বাজে বোকো না!'

'ওর মনে কী ঘুরপাক খাচ্ছিল এবং খাচ্ছে, জানি আমি।'

'কী?'

'জোয়ানা বার্টন।'

জোয়ানা কিছু বলল না। ভাবের কোনও পরিবর্তনও হলো না ওর চেহারায়।

'শেষপর্যন্ত ওই লোকেরও মাথা খেলে?' খোঁচা মারলাম।

'চুপ করো! আমি কিছু করিনি।'

'মেয়েরা সবসময় ওই কথাই বলে।'

রেগে গেল জোয়ানা, পাঁই করে ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল জানালার কাছ থেকে।

মরা মানুষের প্লীহার ছবিটা হাতে নিয়ে আমিও ঢুকলাম ড্রইংরুমে। ঘিনঘিন করছে শরীর, কিন্তু ওটা হাতছাড়া করতে ইচ্ছা করছে না। হাজার হোক এটা গ্রিফিথের "গুপ্তধনের" একটা অংশ।

গিয়ে দাঁড়ালাম বুককেসের সামনে, ঝুঁকে পড়ে ভারী একটা বই বের করলাম সবচেয়ে নিচের তাক থেকে। কুঁচকে গেছে ছবিটা, বইয়ের ভিতরে ভরে কয়েকদিন রেখে দিলে আপনাআপনি ঠিক হয়ে যাবে। কী বই হাতে নিয়েছি, দেখলাম। ধর্মের উপদেশ বিষয়ক বই, বেশ মোটাতাজা।

কিন্তু আশ্চর্য, বইটা কষ্ট করে খুলতে হলো না আমাকে, ওটা হাতে নেয়ামাত্র আপনাআপনি খুলে গেল।

কারণ কে যেন বইটার মাঝখান থেকে ছিঁড়ে নিয়ে গেছে অনেকগুলো পাতা।

বইঘর.কম

## তেরো

মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছি, তাকিয়ে আছি বইটার দিকে।

একটু পর উল্টেপাল্টে দেখতে শুরু করলাম। টাইটেল পেইজটা বলে দিচ্ছে, ১৮৪০ সালে প্রকাশিত হয়েছে এই বই।

প্রশ্ন হচ্ছে, কেন ছিঁড়ে নেয়া হয়েছে এতগুলো পাতা?

উত্তরটা কেউ বলে না দিলেও বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না আমার। ওই পাতাগুলো ব্যবহার করেই নিজের বেনামী চিঠিগুলো বানিয়েছে খুনি।

কাজটা কার?

প্রথমেই সন্দেহ হয় এমিলি বার্টনকে। এই বাড়ি তাঁর, বুককেসটাও হয়তো তাঁদের পারিবারিক আসবাব। সে-হিসেবে এই বইগুলোর মালিকও তিনি। তারমানে...

নিশ্চিত করে বলার কোনও উপায় নেই। কারণ পার্ট্রিজ যে করেনি কাজটা, জানছি কী করে?

আবার পার্ট্রিজই যে দোষী, প্রমাণ কী? এই ঘরে এসেছিল, কিছুক্ষণ একা ছিল—এ-রকম যে-কোনও মেহমান বা আগন্তুকও পাতা ছিঁড়ে নিয়ে যেতে পারে।

বিদ্যুচ্চমকের মতো মনে পড়ে গেল একটা কথা। না, কোনও আগন্তুককে এই ঘরে নিয়ে এসে বসানোর নিয়ম নেই লিট্‌ল্ ফার্যে। কয়েকদিন আগে ব্যাংক থেকে একজন কেরানি এসেছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে। বাড়ির পেছনদিকে ছোট্ট একটা স্টাডিরুম আছে, পথ দেখিয়ে লোকটাকে সেখানে যায় পার্ট্রিজ, বসতে দেয়। লোকটার সঙ্গে সেখানেই কথা বলেছি আমি।

তারমানে, এমিলি বার্টন বা পার্ট্রিজ যদি না করে থাকে পাতা ছেঁড়ার কাজটা, তা হলে সেটা নিঃসন্দেহে এমন কোনও মেহমানের, এই ড্রইংরুমে বসার মতো সামাজিক অবস্থান আছে যার।

কে সে? মিস্টার পাই? এইমি গ্রিফিথ? মিসেস ডেইন ক্যালথ্রপ?

ঘণ্টার আওয়াজ শুনে চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল আমার। টেবিলে লাঞ্চ দেয়া হয়েছে। খাওয়া শেষ হলে ড্রইংরুমে বসলাম, কী আবিষ্কার করেছি জানালাম জোয়ানাকে।

ব্যাপারটা নিয়ে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে কথা বললাম আমরা দু'জনে, কিন্তু কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারলাম না। শেষপর্যন্ত বইটা নিয়ে হাজির হলাম থানায়।

গ্রেভ্স্ নেই, কোথায় যেন গেছে; বইটা দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠল ন্যাশ।

'ফিঙ্গারপ্রিন্ট দেখবেন নাকি?' প্রস্তাব দিলাম।

হাসল ন্যাশ। 'প্রথমেই পাওয়া যাবে আপনারটা।'

দমে গেলাম। ভুল বলেনি ন্যাশ। 'পার্ট্রিজেরও পাওয়া যেতে পারে।'

www.boighar.com

'অস্বীকার করছি না। কিন্তু জিজ্ঞেস করলে কী বলবে, জানেন? বলবে, "আমার ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া যাবে না তো কারটা যাবে? ঝাড়ামোছার কাজ কি অন্য কেউ করে? বাড়ির সব কাজ তো একহাতে করতে হয় আমাকেই।" '

নিভু নিভু হয়ে এল আমার আশার-প্রদীপ। জানতে চাইলাম, 'আপনাদের "এলিমিনেশন পদ্ধতির" খবর কী?'

'ভালোও না, খারাপও না। বেনামী চিঠি পাঠানো, আত্মহত্যা করানো, খুন করা—এই তিনটা কাজের সঙ্গে নিশ্চিতভাবে জড়াতে পারিনি যাদেরকে, তাদেরকে বাদ দিয়েছি আপাতত।'

বইঘর.কম

'কে কে আছে এখন তালিকায়?'

'মিস গিঞ্চ। বুধবার বিকেলে একজন ক্লায়েন্টের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল তাঁর। ওই ক্লায়েন্টের বাড়ি কম্ব এইকর্ রোড থেকে বেশি দূরে না। সেখান থেকে খানিকটা এগোলেই কিন্তু সিমিংটনদের বাড়ি।'

'তারমানে...'

মাথা ঝাঁকাল ন্যাশ। 'আসা এবং যাওয়ার পথে দু'বার অতিক্রম করেছেন তিনি সিমিংটনদের বাড়িটা। আশ্চর্যের ব্যাপার কী, জানেন? যেদিন আত্মহত্যা করলেন মিসেস সিমিংটন, সেদিনও অফিসের বাইরে ছিলেন তিনি। সেদিনই শেষ অফিস করেছেন তিনি মিস্টার সিমিংটনের অধীনে। স্ট্যাম্প ফুরিয়ে গিয়েছিল অফিসে। যে-ছোকরা কাজ করে ওখানে, ওকে বললেই কিনে আনতে পারত, কিন্তু "আমার মাথা ধরেছে, একটু বাইরে না গেলেই নয়" বলে একরকম জোর করে বেরিয়ে যান মিস গিঞ্চ।'

'এবং নিশ্চয়ই ফিরতে যা সময় লাগার কথা তারচেয়ে বেশি সময় লেগেছিল তাঁর?'

'হ্যাঁ। আমার ধারণা সিমিংটনদের বাড়িতে হাজির হন তিনি, লেটারবক্সে ফেলেন চিঠিটা, তারপর ছুটতে ছুটতে ফিরে যান অফিসে। তবে এমন কাউকে পাইনি এখনও, যে কাজটা করতে দেখেছে তাঁকে।'

'আপনার ঝুলিতে আর কে আছে?'

'গার্ল্স্ গাইডের একটা মিটিং-এ যোগ দিতে ব্রেন্টন-এ গিয়েছিলেন মিস গ্রিফিথ। তাঁরও কিন্তু ফিরতে অনেক দেরি হয়েছে।'

'তাঁর পক্ষে কি গত সপ্তাহে বেনামী চিঠিটা ঢুকিয়ে দেয়া সম্ভব ছিল সিমিংটনদের লেটারবক্সে?'

'ছিল। শহরেই ছিলেন তিনি তখন, বাজার করছিলেন। একই কথা প্রযোজ্য আপনার বাড়িওয়ালির ক্ষেত্রেও। গতকাল তিনিও বাজার করতে বেরিয়েছিলেন, আগের সপ্তাহে গিয়েছিলেন কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে।'

চুপ করে আছি। প্রয়োজন না থাকার পরও উল্টেপাল্টে দেখছি বইটা।

'মিস্টার পাইকেও সন্দেহের তালিকায় রেখেছি আমরা,' বলছে ন্যাশ। 'কারণ অন্য যাদের কথা বললাম তাদের সবল হোক দুর্বল হোক কোনও না কোনও অ্যালিবাই আছে, কিন্তু মিস্টার পাইয়ের কিছুই নেই। গতকাল বিকেলে নাকি নিজের বাগানে একা ছিলেন তিনি।'

'তারমানে প্রথমে যে বলেছিলেন শুধু মহিলাদের সন্দেহ করছেন আপনারা, সে-ধারণা থেকে সরে এসেছেন?'

'না, আসিনি। আমাদের এখনও ধারণা, বেনামী চিঠি পাঠানোর কাজটা কোনও মহিলার।'

'তা হলে মিস্টার পাই...'

'তাঁর আচারআচরণ, কথাবার্তা সবই মেয়েলি—খেয়াল করেছেন? মিস্টার বার্টন, একটা খুনের তদন্ত করছি আমরা, সন্দেহের বাইরে রাখতে চাইছি না কাউকেই।'

'তা হলে তো আমিও...'

হাত তুলে আমাকে থামিয়ে দিল ন্যাশ। 'দয়া করে ভুল বুঝবেন না। আপনাকে সন্দেহ করছি না আমরা। সন্দেহ করছি না আপনার বোনকেও। মিস্টার সিমিংটন আর ডক্টর গ্রিফিথও নেই আমাদের সন্দেহের তালিকায়। আত্মহত্যা আর খুনের ঘটনাটা যখন ঘটে তখন অফিসেই ছিলেন মিস্টার সিমিংটন। আর ডক্টর গ্রিফিথ গিয়েছিলেন রোগী দেখতে, সিমিংটনদের বাসা থেকে অনেক দূরে।'

বইঘর.কম

'তা হলে আর কাউকে সন্দেহ করছেন না আপনারা?'

'করছি।'

'কাকে?'

'পাগলাটে মিসেস ডেইন ক্যালথ্রপকে। গতকাল বিকেলে নাকি বনে গিয়েছিলেন তিনি, পাখি দেখতে। আদালতে যদি হাজির করাতে পারি তাঁকে, ওই পাখিরা কথা বলবে না তাঁর পক্ষে। আরও দু'জন...

থানায় ঢুকল গ্রিফিথ, ঘাড় ঘুরিয়ে ওর দিকে তাকাল ন্যাশ।

'হ্যালো, ন্যাশ। শুনলাম আমাকে নাকি খুঁজছ?'

'কয়েকটা কথা জানার ছিল।'

'কী?'

'মিসেস সিমিংটনের নাকি কী একটা অসুখ ছিল, আপনি ওষুধ দিয়েছিলেন তাঁকে।'

'হ্যাঁ, দিয়েছিলাম।'

'ওষুধগুলো বেশি পরিমাণে খেলে কি কারও মৃত্যু হতে পারে?'

'হ্যাঁ, একটার বদলে একবারে যদি পঁচিশটা খায় কেউ, তা হলে হতে পারে বৈকি।'

'কিন্তু মিস হল্যাণ্ড বললেন মাঝেমধ্যেই নাকি নিয়মের ব্যতিক্রম করতেন মিসেস সিমিংটন—বেশি পরিমাণে ওষুধ খেতেন?'

'কী করবো, বলো? বাচ্চাদেরকে বোঝানো যায়, বয়স্ক কাউকে বোঝানো যায় না। মিসেস সিমিংটনের ধারণা ছিল, প্রেসক্রিপশনে যা লিখেছে ডাক্তার তার দ্বিগুণ ওষুধ যদি গেলা যায় তা হলে দ্বিগুণ তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যাবে অসুখ। ...কিন্তু তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে তো আমার দেয়া ওষুধের কোনও সম্পর্ক নেই। তাঁর মৃত্যুর কারণ সায়ানাইড।'

'জানি। আপনি আসলে আমার কথা বুঝতে পারেননি। আমি বোঝাতে চেয়েছি, ডাক্তারের দেয়া ওষুধ বেশি করে খেলেই যদি মরবো আমি, তা হলে ঝামেলা করে প্রুসিক অ্যাসিড বা সায়ানাইড খাওয়ার দরকার কী আমার?'

'একটাই উদ্দেশ্য: প্রুসিক অ্যাসিড বা সায়ানাইড খেলে মরণ নিশ্চিত, কিন্তু অন্য কোনও ওষুধের বেলায় জোর দিয়ে বলা যায় না কথাটা। যেমন ঘুমের ওষুধ খাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে যদি রোগীকে হাসপাতালে নেয়া যায়, বাঁচানো যেতে পারে তাঁকে।'

'ধন্যবাদ, ডক্টর গ্রিফিথ।'

চলে গেল গ্রিফিথ।

ন্যাশের দিকে তাকালাম। 'আপনি বলছিলেন...'

'মিস্টার বার্টন, যদি কিছু মনে না করেন, একটু ব্যস্ত আছি এখন। পরে কথা বলি?'

বাধ্য হয়ে গুডবাই জানাতে হলো ন্যাশকে। ফিরে এলাম বাড়িতে।

জোয়ানা নেই, মানে ওকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও। উদ্দেশ্যবিহীনভাবে হেঁটে বেড়াচ্ছি বাড়ির ভিতরে, টেলিফোন ব্লকটার কাছে এসে থমকে দাঁড়াতে হলো।

কে যেন, খুব সম্ভব জোয়ানা, আমার বা পার্ট্রিজের জন্য হিজিবিজি করে লিখে রেখেছে ওটার গায়ে:

*ডক্টর গ্রিফিথ যদি ফোন করে, বলে দিয়ো, মঙ্গলবার যেতে পারবো না আমি। তবে বুধবার বা বৃহস্পতিবারে কোনও সমস্যা নেই।*

একটা ভ্রূ উঁচু করলাম। আমার বোনটা তা হলে ডেটিং-ও শুরু করে দিয়েছে?

ড্রইংরুমে ঢুকলাম, বসে পড়লাম একটা আর্মচেয়ারে। টান টান করে মেলে দিলাম পা দুটো।

বইঘর.কম

সাংঘাতিক বিরক্তি বোধ করছি ওয়েন গ্রিফিথের উপর। কেন করছি? কারণ ওর কারণে নতুন এক খেলায় মেতে উঠতে যাচ্ছে আমার বোনটা। ওর কারণে ন্যাশের সঙ্গে কথা শেষ না করেই ফিরে আসতে হয়েছে আমাকে। পুলিশের সন্দেহের খাতায় আরও দু'জনের নাম বাকি আছে, বলছিল আমাকে ন্যাশ, ওকে কাজটা শেষ করতে দেয়নি গ্রিফিথ। www.boighar.com

কোন্ দু'জনের নাম বাকি আছে পুলিশের সন্দেহের খাতায়?

সম্ভবত পার্ট্রিজ। কারণ ছেঁড়া পাতার একটা বই পাওয়া গেছে এই বাড়িতে। এবং...কল্পনায় দেখতে পাচ্ছি...সিমিংটনদের বাড়ির দরজাটা খুলে দিয়ে এমন কারও দিকে উল্টো ঘুরেছে অ্যাগনেস, যার দ্বারা নিহত হওয়া দূরে থাক আহত হওয়ার কথাও কল্পনা করেনি সে কখনও।

না, এলিমিনেশন পদ্ধতিতে কিছুতেই বাদ দেয়া যেতে পারে না পার্ট্রিজকে।

কিন্তু আরেকজন সন্দেহভাজন কে?

এমন কেউ, যার সঙ্গে এখনও পরিচয়ই হয়নি আমার?

বেনামী চিঠি...বেনামী চিঠি...মাথার ভিতরে ঘড়ির কাঁটার মতো টিকটিক করছে কিছু একটা...কে যেন বেনামী চিঠির ব্যাপারে কিছু একটা বলেছিল কয়েকদিন আগে। কী বলেছিল? আরেক জায়গায় এ-রকম বেনামী চিঠির উৎপাত শুরু হয়...সব দোষ ছিল এক স্কুলবালিকার...

শীত শীত লাগছে হঠাৎ করেই—খোলা জানালা দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকছে নাকি? গুটিয়ে নিলাম মেলে-রাখা পা দুটো। এ-রকম অস্বস্তি লাগছে কেন আমার?

*মঙ্গলবার যেতে পারবো না আমি, তবে বুধবার বা বৃহস্পতিবারে কোনও সমস্যা নেই*—মানে কী? আমার বোনের প্রেমে পড়েছে ওয়েন গ্রিফিথ? পড়লে আমার সমস্যা কোথায়? না,

ওই মেসেজটা না, আসলে আমার দুশ্চিন্তার কারণ অন্যকিছু। আমার দুশ্চিন্তার কারণ অন্য কোনও একটা মেসেজ...একটা চিরকুট...

ঢুলুঢুলু করছে আমার দুই চোখ। হঠাৎ করেই টের পেলাম, বোকার মতো বিড়বিড় করছি, 'আগুন ছাড়া ধোঁয়া হয় না, ধোঁয়া ছাড়া আগুন জ্বলে না...'

একটা রাস্তা ধরে হাঁটছি আমি। আমার পাশে আছে মেগান। এইমাত্র আমাদেরকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল এলসি হল্যাণ্ড, ওর পরনে বিয়ের পোশাক। আমাদের আশপাশে অনেক লোক। বিড়বিড় করে কী যেন বলছে সবাই। একজনের কথা কানে এল, 'ডক্টর গ্রিফিথকে শেষপর্যন্ত বিয়ে করছে মেয়েটা। চুটিয়ে প্রেম করেছে এতগুলো বছর, অথচ আমরা কেউই কিছু টের পেলাম না...'

এখন আমরা দাঁড়িয়ে আছি গির্জার ভিতরে। বাইবেল থেকে কী যেন পড়ছেন ডেইন ক্যালথ্রপ। একবর্ণও বুঝতে পারছি না তাঁর কথা, কারণ সমানে ল্যাটিন আউড়াচ্ছেন তিনি।

হঠাৎ কোত্থেকে লাফিয়ে হাজির হলেন মিসেস ক্যালথ্রপ। চিৎকার করে বলছেন, 'বন্ধ করতে হবে এটা! শুনতে পাচ্ছ সবাই? এখনই বন্ধ করতে হবে এটা!'

চোখ খুললাম আমি। তাকিয়েই আছি। বুঝতে পারছি না ঘুমিয়ে আছি নাকি জেগে আছি।

আস্তে আস্তে পরিষ্কার হলো মাথাটা। বুঝতে পারছি, লিট্‌ল্ ফার্যের ড্রইংরুমে একটা আর্মচেয়ারে শুয়ে আছি আমি। খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়েছেন মিসেস ডেইন ক্যালথ্রপ, দাঁড়িয়ে আছেন আমার সামনে, বলছেন, 'বন্ধ করতে হবে এটা! শুনতে পাচ্ছেন? এখনই বন্ধ করতে হবে এটা!'

একলাফে উঠে বসলাম। 'ক্ষমা করবেন, আমি ঘুমিয়ে

বইঘর.কম

পড়েছিলাম। কী বললেন?'

একহাত দিয়ে আরেকহাতের তালুতে ঘুসি মারলেন মিসেস ক্যালথ্রপ। 'বেনামী চিঠি! খুন! এসব বন্ধ করতে হবে! অ্যাগনেস ওয়াড্‌ল্‌-এর মতো নির্দোষ নিষ্পাপ মেয়েদের মরতে দেয়া যাবে না!'

'ঠিক। কিন্তু কীভাবে করবেন কাজটা?'

'বন্ধ করতে হবে এসব!'

'কাজটা করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে স্থানীয় পুলিশ।'

'তা হলে বাধ্য হয়ে বলতে হচ্ছে আমাকে, তাদের সর্বশক্তির অবস্থা ভালো না।'

'তারমানে ওদের চেয়ে বেশি জানেন আপনি?'

'না। আমি আসলে কিছুই জানি না। সেজন্যই খবর দিতে যাচ্ছি একজন এক্সপার্টকে।'

মাথা নাড়লাম। 'কাজটা করতে পারেন না আপনি। কারণ ইতোমধ্যেই কাউন্টির চীফ কন্সটেবলের অনুরোধে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে এসেছে গ্রেভ্‌স্‌। নতুন কাউকে দরকার হলে ওরাই ব্যবস্থা নিতে পারবে।'

'আমি ওদের মতো কোনও এক্সপার্টের কথা বলিনি। আমি এমন কারও কথা বলিনি যিনি নিজেকে বেনামী চিঠি বা খুনের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ বলে দাবি করেন।'

'তা হলে?' কৌতূহলী হয়ে উঠছি।

'আমি এমন কারও কথা বলেছি যিনি মানুষ "চেনেন"। বছরের পর বছর ধরে গ্রামাঞ্চলে থাকার কারণে সেসব এলাকার মানুষদের স্বভাবচরিত্র আর কাজকর্ম সম্পর্কে নিখুঁত ধারণা আছে যাঁর। মানবচরিত্র পর্যবেক্ষণ করার অভিজ্ঞতা আছে যাঁর।'

কিছু বললাম না। পাগলাটে এই মহিলার সঙ্গে কথা বলতে

ইচ্ছা করছে না আমার।

তিনিও আর কিছু বললেন না, চলে গেলেন।

## চোদ্দ

অ্যাগনেস ওয়াড্‌ল্‌-এর হত্যারহস্যের প্রাথমিক তদন্ত শেষ হয়েছে। পুলিশ এখন বলছে: "অজ্ঞাতনামা এক বা একাধিক লোক করেছে খুনটা।"

বেঁচে থাকতে যে-মেয়ে ছিল সামান্য এক চাকরানি, মরে গিয়ে সে হয়েছিল সবার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু; খুবই সাধারণভাবে কিন্তু সব নিয়মকানুন মেনে পুরনো চার্চইয়ার্ডে দাফন করা হলো তাকে।

লাইম্‌স্টকে জীবন এখন আগের মতোই স্বাভাবিক।

না, শেষের কথাটা বোধহয় ঠিক হলো না।

এখানকার বাসিন্দাদের সবার চোখে এখন অর্ধেক ভয়, অর্ধেক অবিশ্বাস। কেউ বিশ্বাস করছে না তার কোনও প্রতিবেশীকে। তদন্তে বেরিয়ে এসেছে, অ্যাগনেস ওয়াড্‌ল্‌কে যে বা যারা খুন করেছে তারা আগন্তুক না।

তারপরও কেউ জানে না, খুনি কে। সবাই শুধু জানে, কেউ না কেউ খুনি।

এখন আমার আর জোয়ানার একটাই কাজ: কে খুনি তা আলোচনার মাধ্যমে বের করা। কিন্তু আলোচনা করা পর্যন্তই, সমাধানের ধারেকাছে দিয়েও যেতে পারি না আমরা। এবং যত আলোচনা করি, রহস্য তত যেন জট পাকিয়ে যায়। আমরা এখন উদ্বিগ্ন আর উৎকণ্ঠিত হয়ে অপেক্ষা করছি, নতুন কোনও ঘটনা

বইঘর.কম

কবে ঘটবে।

কিন্তু নতুন কিছুই ঘটছে না। বেনামী চিঠি পাচ্ছে না কেউ। হঠাৎ হঠাৎ শহরে দেখা যাচ্ছে ন্যাশকে, কিন্তু কী করছে সে, খুনির জন্য নতুন কী ফাঁদ পাতছে পুলিশ—কিছুই জানতে পারছি না আমি। বিশেষ কিছু করতে না পেরে চলে গেছে বিশেষজ্ঞ গ্রেভ্‌স্‌।

সেই শুরুতে যেমন ছিল, আমাদের জীবন এখন আবার সে-রকম নিরামিষ হয়ে গেছে। চায়ের দাওয়াত খেতে লিট্‌ল্‌ ফার্যে আসেন এমিলি বার্টন, পাল্টা চায়ের দাওয়াত দেন আমাদেরকে। হঠাৎ হঠাৎ লাঞ্চ খেতে আসে মেগান, হঠাৎ হঠাৎ ফোন করে আমাকে। তবে আমি কেমন আছি, কী করছি—এসব জানা পর্যন্তই, নতুন কোনও লাশের খবর শোনায় না। একসঙ্গে শেরি খাওয়ার জন্য মিস্টার পাই আমাদেরকে যেতে বলেন তাঁর বাড়িতে, বকবক করার ফাঁকে কেমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকান জোয়ানার দিকে। যত গর্জে তত বর্ষে না কথাটা সত্যি প্রমাণ করে দিয়ে সেদিনের মতো আর কোনও যুদ্ধংদেহী ভাব দেখান না মিসেস ক্যালথ্রপ, আমার মনে হয় সব ভুলে গেছেন তিনি, ফুলকপি আর বাঁধাকপির ক্ষেত বাঁচানোর জন্য সাদা প্রজাপতি কীভাবে ধ্বংস করা যায় তা নিয়ে মেতে আছেন আপাতত।

মিস্টার ডেইন ক্যালথ্রপের বাসভবনে, মানে ভিকারেজে, চা খাওয়ার দাওয়াত পেলাম একদিন।

বাড়িটা পুরনো হলেও আকর্ষণীয়। আবার ড্রইংরুমটা হতশ্রী হলেও যথেষ্ট বড় আর আরামদায়ক। গোলাপ ফুলের ছবি ছাপা সুতিকাপড়ের পর্দা ঝুলছে জানালায়। ঘরে বানানো চমৎকার কেক আর গরম চা খাচ্ছি আমরা। আমি আর জোয়ানা ছাড়াও আরও একজন মেহমান বসে আছেন এককোনায়। ইতোমধ্যে জেনেছি, কয়েকদিনের জন্য এখানে থাকতে এসেছেন তিনি।

ভদ্রমহিলা খোশমেজাজি, বয়স অনেক—বুড়িই বলা চলে।

সাদা উল দিয়ে কী যেন বুনছেন। পুরো নাম জেন মার্পল, তবে তিনি চিরকুমারী বলে মিস মার্পল নামে ডাকা হচ্ছে।

এটা-সেটা নিয়ে কথা বলতে বলতে একসময় স্বাভাবিকভাবেই বেনামী চিঠি, মিসেস সিমিংটনের আত্মহত্যা আর অ্যাগনেস ওয়াড্‌ল্‌-এর খুনের প্রসঙ্গ চলে এল।

মিস মার্পল বললেন, 'শহরের লোক সন্দেহ করছে কাকে?'

'মিসেস ক্লিটকে,' বলল জোয়ানা। www.boighar.com

'তিনি কে?' জিজ্ঞেস করলেন মিস মার্পল।

'মফস্বল শহরের এমন এক ডাইনি যাকে কেউ কখনও দেখেনি। আসলে খুনি কে বা কারা তা জানা যায়নি তো, তাই দোষ চাপিয়ে দেয়া হয়েছে মিসেস ক্লিটের উপর।'

মুচকি হাসলেন মিস মার্পল। 'যাকে খুন করা হয়েছে তার মাথার পেছনদিক দিয়ে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে একটা শিক, তারপরও একটা কল্পিত ডাইনির উপর দোষ চাপানো হচ্ছে কেন বুঝলাম না!' আমার দিকে তাকালেন। 'একজন আগন্তুক হওয়ার পরও যদি কয়েকটা প্রশ্ন করি আপনাকে, কিছু মনে করবেন?'

'না, না, মনে করার কী আছে? রহস্যটা সমাধানের ব্যাপারে বার বার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিয়েছি শেষপর্যন্ত, আপনি যদি নতুন কোনও আলোকপাত করতে পারেন, অসুবিধা কী?'

'বার বার চেষ্টা করেছেন?' কথাটা ধরলেন মিস্ মার্পল। 'ঠিক কতদূর এগোতে পেরেছেন?'

'বেশিদূর না। আসলে...আপনার প্রশ্নের উত্তর জানি না আমি। যখনই নিরালায় বসে থাকি, মনে হয় আরেকটু ভাবলেই সমাধান করে ফেলবো রহস্যটার, কিন্তু কেন যেন করতে পারি না সেটা। কেন যেন ঘুমিয়ে পড়ি, আর ঘুমের মধ্যে শুধু শুনি, "আগুন ছাড়া ধোঁয়া হয় না।" আজব আজব স্বপ্ন দেখি, ঘুম ভাঙলে সব তালগোল পাকিয়ে যায়।'

বইঘর.কম

'কী স্বপ্ন?'

'শেষবার দেখলাম মিস্টার সিমিংটনের নার্সারি গভর্নেস এলসি হল্যাণ্ডকে।'

'কী দেখলেন?'

'ডক্টর গ্রিফিথের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে ওর। মিস্টার ক্যালথ্রপ পড়াচ্ছেন বিয়েটা। কোত্থেকে লাফিয়ে হাজির হলেন মিসেস ক্যালথ্রপ, বললেন এসব বন্ধ করতে হবে। একটা মেসেজও দেখেছিলাম মনে হয়।'

'কীসের মেসেজ?'

'আমার বোন লিখেছিল মেসেজটা।'

জোয়ানার দিকে তাকালেন মিস মার্পল। 'যদি কিছু মনে না করেন, মেসেজটা বলতে অসুবিধা আছে?'

'আমি কিছুই মনে করছি না,' কণ্ঠ শুনে মনে হলো মজা পাচ্ছে জোয়ানা। 'তবে মুশকিল হচ্ছে, কী লিখেছিলাম তা এখন স্মরণ করতে পারছি না নিজেই। জেরি বলতে পারবে হয়তো। তবে ওটার কোনও গুরুত্ব আছে বলে মনে হয় না।'

যতদূর মনে পড়ল, বললাম জোয়ানার মেসেজটা। খেয়াল করলাম, মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনছেন মিস মার্পল।

মাথা ঝাঁকালেন তিনি, হাসলেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে সন্তুষ্ট হয়েছেন। বললেন, 'আপনি খুবই বুদ্ধিমান একজন মানুষ, মিস্টার বার্টন। তবে আপনার আত্মবিশ্বাস কম। সেটা আরেকটু বেশি থাকলে ভালো হতো।' উল আর কাঁটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন আবারও। 'সফল খুনি, মানে খুন করার পরও যে ধরা পড়ে না, তার কাজ কীসের সঙ্গে তুলনা করি আমি, জানেন? জাদুকরের হাতসাফাইয়ের সঙ্গে। কারণ লোকের চোখে ধোঁকা দেয় সে। ভুল জায়গায় ভুল জিনিস দেখতে বাধ্য করে দর্শকদের।'

'তারমানে আপনি বলতে চাইছেন, আমরা এই শহরের এতগুলো বাসিন্দা এবং পুলিশের বাঘা বাঘা অফিসাররা ভুল জায়গায় ভুল জিনিস দেখেছি এতদিন?'

'সেটা যদি না করতেন আপনারা, এতদিনে কি ধরা পড়ত না খুনি?' পাল্টা প্রশ্ন করলেন মিস মার্পল। 'খুনির কতগুলো কল্পিত দোষত্রুটি উল্লেখ করেছেন, কিন্তু সে আমার-আপনার মতোই স্বাভাবিক একজন মানুষ। খুবই স্বাভাবিক।'

'এবং ন্যাশ বলেছে সামাজিক অবস্থানের দিক দিয়ে খুনি নাকি সম্মানিত একজন মানুষ।'

'হ্যাঁ। ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।' জোয়ানার দিকে তাকালেন মিস মার্পল। 'আপনি কোনও চিঠি পেয়েছেন, মিস বার্টন?'

'হ্যাঁ, পেয়েছি। চিঠির ভাষা জঘন্য।'

'আসল কথা সেটা না। আসল কথা হচ্ছে, আপনি সুন্দরী। মিস্টার সিমিংটনের নার্সারি গভর্নেস এলসি হল্যাণ্ডও সুন্দরী। আপনাকে যদি চিঠি পাঠাতে পারে কেউ, তা হলে মিস হল্যাণ্ডকে পাঠাতে অসুবিধা কী ছিল তার?'

বিস্ময় চেপে রাখতে পারলাম না। 'তারমানে আপনি বলতে চাইছেন, মিস হল্যাণ্ডকেও চিঠি পাঠানো হয়েছে? কিন্তু...ন্যাশ কয়েকবার জিজ্ঞেস করেছে ওকে কথাটা, একবার তো আমার সামনেই। এবং প্রতিবারই একই জবাব দিয়েছে এলসি হল্যাণ্ড: কোনও চিঠি পায়নি সে। আমি আর ন্যাশ দু'জনই বিশ্বাস করেছি ওর কথা।'

'ইন্টারেস্টিং,' দ্রুত আর দক্ষ হাতে উল বুনছেন মিস মার্পল, দেখে মনে হচ্ছে হাতসাফাই করছেন তিনিও, 'খুবই ইন্টারেস্টিং।'

দু'দিন পর।

ডিনার খেতে শহরের বাইরে গিয়েছিলাম। লাইম্‌স্টকে

বইঘর.কম

পৌঁছানোর আগেই রাত হয়ে গেছে। গাড়ির হেডলাইটে কোনও একটা সমস্যা হয়েছে, ঠিকমতো জ্বলছে না। গতি কমালাম, বার কয়েক নেভালাম আর জ্বালালাম লাইট দুটো। কাজের কাজ কিছুই হলো না। রাস্তার এককোনায় গাড়ি থামাতে বাধ্য হলাম। নামলাম, কিছুক্ষণ খুটখাট করে ঠিক করে ফেললাম সমস্যাটা।

রাস্তাটা একেবারে নির্জন। রাত নামার পর লাইম্‌স্টকের বাসিন্দাদের কেউই বের হয় না বাড়ি ছেড়ে, তবে জরুরি প্রয়োজনের কথা আলাদা। দূরে দেখা যাচ্ছে গুটিকয়েক দালান; ওগুলো যেন নিঃশব্দে বলে দিচ্ছে কোত্থেকে শুরু হয়েছে লাইম্‌স্টকের সীমানা। ওগুলোর মধ্যে একটা ওমেন্স ইন্সটিটিউট। গুটিকয়েক তারাখচিত আকাশের পটভূমিতে আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে বাড়িটা।

চমকে উঠলাম হঠাৎ। চোরের মতো চুপিসারে কে যেন ঢুকছে ইন্সটিটিউটের গেট দিয়ে। চিনতে পারছি না, কিন্তু ওর হাবভাব সুবিধার ঠেকছে না আমার কাছে।

কী করবো এখন? কী করা উচিত? হেডলাইট ঠিক হয়ে গেছে, গাড়ি চালিয়ে ফিরে যাবো লিট্‌ল্ ফার্যে? কিন্তু যারপরনাই কৌতূহলী হয়ে উঠেছি, এত রাতে কে কী করতে ঢুকছে ওমেন্স ইন্সটিটিউটে তা জানার জন্য ছটফট করছে মন। কেন যেন মনে হচ্ছে, ওই ছায়ামূর্তির পিছু নিলে এমন কিছু জানতে পারবো, যা এই রহস্য সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

কারণ প্রত্যেকটা বেনামী চিঠির খামে ঠিকানা লেখা হয়েছিল টাইপরাইটার ব্যবহার করে, আর সে-রকম একটা টাইপরাইটার...

হেডলাইট নিভিয়ে দিয়ে ছুট লাগালাম। যতটা সম্ভব খেয়াল রেখেছি জুতোর নিচে যাতে চাপা না পড়ে কোনও ঝরা-পাতা বা ভাঙা-ডাল।

গেটটা হাঁ হয়ে আছে. একটুখানি, যাতে আওয়াজ না হয় এমনভাবে ধাক্কা দিয়ে আরেকটু খুললাম ওটা, ঢুকে পড়লাম ভিতরে। ছোট্ট একটা পথ দেখা যাচ্ছে, তারপর একটা সিঁড়ির চারটা ধাপ উঠে গেছে ইন্সটিটিউটের সদর-দরজার দিকে।

লোহার গেটটার কাছে দাঁড়িয়ে আছি, জড়তা পেয়ে বসেছে আমাকে। এখানে আসলে কী করছি আমি? জানি না। হঠাৎ, কাছেই, খসখস করে উঠল কী যেন। শুনে মনে হলো, কোনওকিছুর সঙ্গে যেন ঘষা খেয়েছে কোনও মহিলার কাপড়ের প্রান্তভাগ।

চট করে ঘুরলাম, পা টিপে টিপে এগিয়ে যাচ্ছি শব্দের উৎসের দিকে। ইন্সটিটিউটের একটা কোনা ঘুরতে সময় লাগল না।

কাউকে দেখা যাচ্ছে না। আবারও দ্বিধা জাগল মনে, কিন্তু সেটা ঝেড়ে ফেলে এগোতে লাগলাম আবার। অন্ধকারের কারণে ঠিকমতো দেখতে পাচ্ছি না। তবে বুঝতে পারছি, দালানটার পেছনদিকে চলে এসেছি। থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো হঠাৎ, কারণ আমার কয়েক ফুট দূরে একটা জানালা। খোলা আছে সেটা।

বসে পড়লাম, হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছি এবার। কান খাড়া। তবে কোথাও কোনও আওয়াজ নেই। তারপরও আমার মন বলছে, ইন্সটিটিউটের ভিতরে ঢুকে পড়েছে কেউ।

হাত আর পা অনেকখানি সেরে উঠলেও শারীরিক কসরতের জন্য এখনও উপযুক্ত হয়নি আমার পিঠ আর কোমর। গরাদে নেই জানালায়, ভাগ্যের সাহায্য পাওয়া যাবে কি না ভাবতে ভাবতে দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে টেনে তুললাম গোবরাটের উপর। তারপর লাফিয়ে নামলাম ভিতরে। কপাল খারাপ, নিঃশব্দে করতে পারলাম না কাজটা।

মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছি, সামান্যতম শব্দের আশায় খাড়া

বইঘর.কম

করে রেখেছি কান। বাইরে কিছুটা হলেও দেখতে পাচ্ছিলাম, কিন্তু ইন্সটিটিউটের ভিতরের অন্ধকার যেন কালিগোলা। দিক অনুমান করে নিয়ে ধীর গতিতে হাঁটতে শুরু করলাম, অন্ধের মতো সামনে বাড়িয়ে দিয়েছি দুই হাত।

ডানদিক থেকে ক্ষীণতম একটা শব্দ ভেসে এল এমন সময়।

অতি উত্তেজনার মাথায় বোকামি করে ফেললাম। আমার পকেটে টর্চ আছে, সেটা বের করে টিপে দিলাম সুইচ।

'নিভিয়ে দিন ওটা!' সঙ্গে সঙ্গে চাপা গলায় বলে উঠল কেউ।

আদেশ পালন করলাম, কারণ কণ্ঠের মালিককে চিনতে ভুল হয়নি আমার।

সুপারইনটেণ্ডেন্ট ন্যাশ।

হাত বাড়িয়ে আমার একটা হাত ধরল সে, একটা দরজা দিয়ে নিয়ে এল একটা প্যাসেজে। এখানে কোনও জানালা নেই, তাই আমরা যদি ফিসফাস করি তা হলে বাইরে দাঁড়িয়ে-থাকা কেউ শুনতে পাবে না।

একটা পকেটলাম্প বের করে জ্বালল ন্যাশ। ওর চেহারায় যতটা না রাগ তারচেয়ে বেশি হতাশা। আমার কানের কাছে মুখ নামিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'আপনাকে এখানে ঢুঁ মারতে কে বলেছে, মিস্টার বার্টন?'

'দুঃখিত,' ক্ষমা প্রার্থনা করলাম অত্যন্ত নিচু গলায়। 'কিন্তু কেন যেন মনে হলো আমার, কাউকে ঢুকতে দেখেছি এখানে।'

'কে?'

'দূর থেকে চিনতে পারিনি। তবে লোকটাকে...নাকি বলবো মহিলাটাকে...চোরের মতো ঢুকতে দেখেছি ইন্সটিটিউটের লোহার গেট দিয়ে। বাইরে এককোনায় কাপড়ের খসখস আওয়াজও শুনেছি।'

মাথা ঝাঁকাল ন্যাশ। 'আপনার আগে কেউ একজন ঢুকেছে

এখানে। লোকটা...অথবা মহিলাটা...জানালার কাছে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছিল, তারপর হুট করেই ঢুকে পড়ে ভিতরে। সম্ভবত আপনার আওয়াজ শুনতে পেয়েছে।'

আবারও ক্ষমা প্রার্থনা করলাম। তারপর বললাম, 'কিন্তু আপনি এখানে কেন?'

'বার বার মনে হচ্ছিল, বেনামী চিঠির লেখিকা বেনামী চিঠি না লিখে, সেগুলো প্রাপকের কাছে না পাঠিয়ে থাকতে পারবে না। সে জানে কাজটা বিপজ্জনক, কিন্তু ওটা যেভাবেই হোক করবে। ব্যাপারটা অনেকটা মদখোরদের মদ খাওয়ার মতো, ড্রাগঅ্যাডিক্টদের ড্রাগ নেয়ার মতো।'

বুঝতে পারার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালাম।

'যে-মহিলার পেছনে লেগেছি আমরা...নাকি বলবো আমাদের পেছনে লেগেছে যে-মহিলা...চিঠি না পাঠিয়ে থাকতে পারে না সে, পারবেও না। চিঠি লেখাটা...নাকি বলবো বই-থেকে-ছেঁড়া পাতা দিয়ে চিঠি বানানোটা কোনও ব্যাপারই না ওর জন্য। কিন্তু সমস্যাটা অন্য জায়গায়—খামের গায়ে প্রাপকের নাম-ঠিকানা টাইপ করা। প্রতিবার একই টাইপরাইটার ব্যবহার করেছে সে, এবং সেটাই কাজে লাগাতে চায় বার বার। অন্য কোনও টাইপরাইটার ব্যবহার করার ঝুঁকি নিতে পারে না সে। আবার নিজের হাতে নাম-ঠিকানা লিখতেও পারবে না।'

'আপনি কি নিশ্চিত এতকিছুর পরও খেলা চালিয়ে যাবে মহিলাটা?'

'হ্যাঁ, আমি নিশ্চিত। কারণটা বলেছি একটু আগে। এটা ওর জন্য একটা চ্যালেঞ্জ, আর আত্মবিশ্বাসের কোনও অভাব নেই ওর—অন্তত সে তা-ই মনে করে। যা-হোক, আমি সন্দেহ করেছিলাম, কোনও এক রাতে ইন্সটিটিউটে আসবেই মহিলাটা, কারণ টাইপরাইটার তার চাই-ই চাই।'

বইঘর.কম

'কে সেই মহিলা? মিস গিঞ্চ?'

'হতে পারে।'

'তারমানে এখনও নিঃসন্দেহ হতে পারেননি?'

'না।'

অতি উত্তেজিত হয়ে হুট করে ঢুকে পড়ে সব ভণ্ডুল করে দিয়েছি—তৃতীয়বারের মতো ক্ষমা প্রার্থনা করলাম।

'এখন আর কিছুই করার নেই,' দার্শনিকের ভঙ্গিতে বলল ন্যাশ। 'তবে আশা করা যায় পরেরবার ভাগ্য সাহায্য করবে আমাদেরকে।'

বাইরে বেরিয়ে এলাম।

আরেকবার চমকে উঠতে হলো আমাকে।

কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে আমার গাড়ির কাছে।

এবং এবারের ছায়ামূর্তিটাকে চিনতে একটুও অসুবিধা হচ্ছে না আমার, কারণ লাইম্‌স্টকের সবার মধ্যে ওকেই বোধহয় সবচেয়ে ভালোমতো চিনি।

মেগান।

বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম কয়েকটা মুহূর্ত, হুঁশ ফিরল তারপরই। এগিয়ে যাচ্ছি গাড়ির দিকে।

'হ্যালো,' আমার উপস্থিতি টের পেয়ে বলল মেগান। 'আপনার গাড়িটা চিনতে পেরেছি। এখানে এত রাতে কী করছেন?'

'তার আগে বলো তুমি এখানে-এত রাতে কী করছ?'

'হাঁটতে বের হয়েছি। আমি মাঝেমধ্যে রাতের বেলায় হেঁটে বেড়াই। কারণ এই সময়ে পথ রোধ করে এটা-সেটা জিজ্ঞেস করার মতো কেউ থাকে না। তা ছাড়া তারা দেখতে পছন্দ করি আমি। আরও বড় কথা হচ্ছে, খেয়াল করেছেন কি না জানি না, অদ্ভুত এক সুরাস ভেসে বেড়ায় লাইম্‌স্টকের রাতের বাতাসে।

সবকিছু রহস্যময় মনে হয়।'

'বুঝলাম। কিন্তু মফস্বলের লোকেরা বলে, বিড়াল আর ডাইনিরা হেঁটে বেড়ায় রাতে।'

'কে কী বলে না-বলে তাতে আমার বয়েই গেল!'

'এত রাতেও বাসার বাইরে তুমি...ওরা নিশ্চয়ই চিন্তা করছে তোমাকে নিয়ে?'

'ছাতার মাথা করছে! আমাকে নিয়ে কারও কোনও চিন্তা আছে নাকি?'

'কেন, এলসি হল্যাণ্ডও কি তোমার খোঁজ রাখে না?'

'এলসি হল্যাণ্ড...বাদ দিন। এসব নিয়ে কথা বলতে ভালো লাগছে না।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। 'গাড়িতে ওঠো। তোমাকে বাসায় পৌঁছে দিই।'

www.boighar.com

আমাকে নিয়ে কারও কোনও চিন্তা আছে নাকি—মেগানের প্রশ্নটা যথার্থ কি না, সন্দেহ জাগল সে-ব্যাপারে। কারণ সিমিংটনদের বাড়িতে পৌঁছে দেখি, উৎকণ্ঠিত চেহারায় পোর্চে দাঁড়িয়ে আছেন মিস্টার সিমিংটন।

তিনিও সম্ভবত চিনতে পেরেছেন আমার গাড়িটা, কারণ সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসেছেন দু'ধাপ। 'হ্যালো?' বললেন চেঁচিয়ে। 'মেগান আছে নাকি?'

গাড়ি থেকে নামলাম। 'হ্যাঁ। ওকে নিয়ে এসেছি আমি।'

মেগানও নামল।

'আমাদেরকে না বলে এভাবে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়া উচিত না তোমার, মেগান,' খনখনে গলায় বললেন মিস্টার সিমিংটন। 'তোমার জন্য চিন্তায় চিন্তায় অস্থির হয়ে গেছে মিস হল্যাণ্ড।'

বিড়বিড় করে কী যেন বলল মেগান, সৎ বাপকে পাশ কাটিয়ে


বইঘর.কম

ঢুকে পড়ল বাড়ির ভিতরে।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মিস্টার সিমিংটন। 'মেয়ে বড় হয়েছে, তার মা মারা গেছে, যত চিন্তা সব এখন আমার। বোর্ডিংস্কুলে যে পাঠিয়ে দেবো, সে-উপায়ও নেই। ও-রকম কোনও স্কুলে ভর্তি করানোর জন্য বয়স বেশি হয়ে গেছে ওর।' হঠাৎ সন্দেহ দেখা দিল তাঁর দু'চোখে। 'আপনি কি মেয়েটাকে গাড়িতে করে ঘুরাতে নিয়ে গিয়েছিলেন?'

থতমত খেয়ে গেলাম, পরমুহূর্তে টের পেলাম রেগে যাচ্ছি। কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে সামলে নিলাম নিজেকে। কথার পিঠে কথা বললে শেষে ঝগড়া লেগে যাবে ভেবে উঠে পড়লাম গাড়িতে।

ফিরে যাচ্ছি লিট্‌ল্ ফার্যে। অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছি।

কিছু একটা গড়বড় হয়েছে, কিন্তু বুঝতে পারছি না।

## পনেরো

পরদিন।

লণ্ডনে যাওয়ার কথা আছে আমার, কারণ চেকআপের জন্য প্রতি মাসে একবার দেখা করতে বলেছেন ডক্টর মার্কাস কেন্ট।

জোয়ানাকে বললাম, 'চলো আমার সঙ্গে। দুটো দিন কাটিয়ে আসি লণ্ডনে।'

'না, তুমি একলাই যাও। এখানে কাজ আছে আমার।'

'কী কাজ?'

'আছে একটা। তা ছাড়া এত চমৎকার আবহাওয়ার একটা জায়গা বাদ দিয়ে ট্রেনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অলস বসে থাকার মানে হয় না।'

যে-মেয়ে লণ্ডন ছাড়া কিছু বুঝতই না একসময়, তার কাছে এত অপ্রিয় হয়ে গেল শহরটা?

'গাড়ি লাগবে তোমার?' জিজ্ঞেস করলাম।

'না।'

'তা হলে ওটা নিয়ে রেলস্টেশনে যাই। লাইম্‌স্টকে ফিরতে রাত হয়ে যাবে, গাড়িটা কাজে লাগবে তখন।'

'যাও।'

গাড়ি চালিয়ে রেলস্টেশনে যাচ্ছি। স্টেশনটা, কে জানে কেন, হয়তো রেলওয়ে কোম্পানিই ভালো বলতে পারবে, মূল শহর থেকে আধ মাইলেরও বেশি দূরে।

রাস্তায় উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটতে থাকা একটা মেয়েকে ওভারটেক করলাম, ব্রেক কষলাম সঙ্গে সঙ্গে।

মেগান।

মাথাটা বের করলাম জানালা দিয়ে। 'হ্যালো, কী করছ?'

'হাঁটতে বের হয়েছি।'

'কিন্তু তোমার হাঁটার ভঙ্গি দেখে তো সেটা মনে হচ্ছে না। উপাঙ্গ ভেঙে-যাওয়া কাঁকড়া যেভাবে হাঁটে, তোমাকে দেখে সে-রকম মনে হচ্ছে।'

'আসলে...আমার কোনও গন্তব্য নেই।'

'তা হলে উঠে পড়ো গাড়িতে। লণ্ডনে যাচ্ছি আমি, আমার সঙ্গে চলো রেলস্টেশনে। আমাকে বিদায় জানিয়ে ফিরে যেয়ো বাসায়।' একদিকের দরজা খুলে দিলাম, লাফিয়ে উঠে পড়ল মেগান।

'লণ্ডনে যাচ্ছেন কেন?'

'ডাক্তার দেখাতে।'

'পিঠে কোনও সমস্যা?'

'এমনিতে ঠিকঠাকই আছে, তবে মাঝেমধ্যে ব্যথা করে।'

বইঘর.কম

'আর হাত-পা?'

'অনেকখানি সেরে গেছে। এখন আর লাঠির দরকার হয় না আমার। গাড়ি চালাতেও কষ্ট হয় না।'

স্টেশনে হাজির হয়ে এককোনায় গাড়ি পার্ক করলাম আমি। বুকিংঅফিস থেকে টিকিট কিনলাম নিজের জন্য। গুটিকয়েক লোক দেখা যাচ্ছে প্ল্যাটফর্মে, কাউকেই চিনি না।

'কিছু খুচরো পয়সা ধার দেবেন নাকি?' হঠাৎ বলল মেগান।

কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকালাম। 'কেন?'

স্টেশনের এককোনায় বসানো স্লটমেশিনটা ইঙ্গিতে দেখাল সে। 'চকলেট খাবো।'

কিছু কয়েন দিলাম ওকে—যা লাগবে তারচেয়ে বেশি।

মেশিনটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে মেগান। ঘাড়টা বাঁকা করে ওকে দেখছি আমি। দেখছি আর বিরক্ত হচ্ছি। উত্তরোত্তর বাড়ছে আমার বিরক্তি।

কারণ বরাবরের মতো ছেঁড়াফাটা কাপড় পরেছে মেয়েটা। ক্ষয়ে গেছে জুতো জোড়া। স্টকিংস একেবারে বাজে। জাম্পার আর স্কার্ট দোমড়ানো-কোঁকড়ানো।

নিজের আবেগ টের পেয়ে আশ্চর্য হচ্ছি নিজেই। মেগান কী পরল না-পরল তাতে আমার কী?

সে ফেরার পর ক্রুদ্ধ গলায় বললাম, 'ওই বিরক্তিকর স্টকিংস পরার মানে কী?'

মাথা ঝুঁকিয়ে ওগুলো দেখল মেগান, আশ্চর্য হয়েছে। 'সমস্যা কী?'

'সমস্যা কী মানে? বুঝতে পারছ না কী সমস্যা? ওগুলো দেখামাত্র গা ঘিনঘিন করে আমার। আর...পচা বাঁধাকপির মতো দেখতে পুলওভার পরেছ কেন?'

'আমার তো কোনও অসুবিধা হচ্ছে না! বছরের পর বছর

ধরে পরছি আমি এটা।'

'বছরের পর বছর ধরে পরছ বলেই তো এই অবস্থা। আর...'

কথা শেষ করতে পারলাম না, কারণ হাজির হয়ে গেছে ট্রেনটা। খালি একটা ফার্স্টক্লাস কামরায় উঠে পড়লাম, নামিয়ে দিলাম জানালাটা। মাথা বের করলাম, কথা শেষ করতে চাইছি মেগানের সঙ্গে।

জানালার ঠিক নিচে দাঁড়িয়ে আছে সে, তাকিয়ে আছে আমার দিকে। 'হঠাৎ এত রেগে গেলেন কেন?'

'রাগ করিনি। যখন দেখি নিজের কোনও খেয়ালই রাখো না তুমি, কেন যেন খুব বিরক্তি লাগে। তোমাকে দেখতে কেমন লাগে, জানো?'

'না, জানি না। জানার দরকারও নেই। কারণ আমি আপনার বোনের মতো সুন্দরী না, চেষ্টা করলেও হতে পারবো না। কাজেই কারও পরোয়া করি না।'

কিছু একটা আছে ওর কথায়, শুনে কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেল আমার মন। 'চলো লণ্ডনে নিয়ে যাই তোমাকে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত বদলে দেবো।'

হেসে ফেলল মেগান। 'যেতে পারলে ভালোই হতো।'

ঝাঁকুনি খেয়ে নড়ে উঠল ট্রেনটা, এখনই চলতে শুরু করবে। মেগানের দিকে তাকিয়ে আছি আমি। সে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। কেমন বিষণ্ন আর ব্যাকুল হয়ে আছে ওর চেহারা।

ব্যাখ্যা এবং বর্ণনার অতীত একরকমের পাগলামি পেয়ে বসল আমাকে এমন সময়।

হুঁশ যখন ফিরল তখন টের পেলাম, কামরার দরজা খুলে ফেলেছি, একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে সর্বশক্তিতে খামচে ধরেছি মেগানের একটা হাত, হ্যাঁচকা একটানে ওকে নিয়ে এসেছি কামরার ভিতরে।

বইঘর.কম

চিৎকার করে উঠল প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে-থাকা একটা কুলি, কিন্তু পাত্তা দেয়ার সময় নেই আমার। কামরার মেঝেতে পড়ে গেছে মেগান, দু'হাতে ধরে দাঁড় করাচ্ছি ওকে।

'এটা কী করলেন?' এমনভাবে বলল কথাটা, যেন উত্তরটা দাবি করছে আমার কাছে। একটা হাঁটু ডলছে, ব্যথা পেয়েছে সম্ভবত।

'চুপ করো!' কিছুটা হাঁপাচ্ছি। 'আমার সঙ্গে লণ্ডন যাচ্ছ তুমি। এমনভাবে বদলে দেবো তোমাকে, আয়নার সামনে দাঁড়ালে চিনতেই পারবে না নিজেকে। তোমাকে দেখিয়ে দেবো, চেষ্টা করলে কী হতে পারো তুমি।' www.boighar.com

'ওহ্!' পরম আনন্দে চাপা চিৎকার করে উঠল মেগান।

কাবাবের হাড্ডি হয়ে টিকিট কালেক্টর হাজির হলো এমন সময়। মেগানের জন্য একটা রিটার্ন টিকিট কিনলাম।

লোকটা চলে যাওয়ার পর আমার মুখোমুখি বসে পড়ল মেয়েটা। 'আমাকে বললেই তো আপনার সঙ্গে উঠে পড়তাম ট্রেনে। ওভাবে টান মারলেন কেন?'

আমার জায়গায় জোয়ানা থাকলে এবং মেগানের জায়গায় ক্যাবলামার্কা কোনও ছেলে থাকলে অকপটে জবাবটা দিয়ে দিত আমার বোন, কিন্তু আমি পারলাম না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, 'জানি না, মেগান। কখনও কখনও হঠাৎ করেই কী যেন হয়ে যায় আমার। ...লণ্ডনে গিয়েছিলে আগে কখনও?'

'হ্যাঁ। ওখানে মাঝেমধ্যে দাঁতের ডাক্তার দেখাতে যাই। কখনও কখনও নাটকও দেখি।'

ডক্টর মার্কাস কেন্টের চেম্বারটা হার্লি স্ট্রিটে, অ্যাপয়েন্টমেন্টের আধ ঘণ্টা আগে পৌঁছালাম সেখানে। হাতে সময় আছে, তাই একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে গেলাম মিরোটিনের দোকানে। মহিলার আসল নাম মেরি গ্রে, বয়স পঁয়তাল্লিশের মতো। প্রথাবিরোধী

আর ফুর্তিবাজ সে। জোয়ানা ওর বেশিরভাগ কাপড় মিরোটিনের কাছেই বানায়। পেশায় দর্জি হলেও অনেককিছু জানে সে। বুদ্ধিমতী মহিলাটার সঙ্গে আড্ডা দিতে মজাই লাগে। ওকে ভালো লাগে আমার।

মোটাসোটা একটা মহিলার সঙ্গে স্কিনটাইট ইভ্‌নিং ড্রেস নিয়ে কথা বলছে মেরি গ্রে; আমার সঙ্গে মেগানকে দেখে, যেমনটা ভেবেছিলাম, একটা ভ্রূ উঁচু করল।

'আমার কাযিন,' ওর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললাম আমি।

দোকানের আয়নায় দেখলাম, এবার ভ্রূ উঁচু হলো মেগানের।

মোটা মহিলাটার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে আমাদের দিকে মনোযোগ দিল মেরি গ্রে।

ইঙ্গিতে দেখালাম মেগানকে। 'দেখছেন তো, কেমন দেখাচ্ছে ওকে?'

'অবশ্যই দেখছি!'

'আমি চাই, ওকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত বদলে দেবেন আপনি। স্টকিংস, শু, অন্তর্বাস—মোদ্দাকথা ওকে আধুনিক বানাতে যা যা লাগে সব দেবেন। খরচটা নিয়ে নেবেন আমার কাছ থেকে। আরেকটা কথা। জোয়ানা যার কাছে চুল কাটায় সে-লোকের দোকান কাছাকাছিই না?'

মুচকি হাসল মেরি গ্রে। 'ঠিক আছে, মিস্টার বার্টন, ওই লোকের দোকান থেকে চুলও কাটিয়ে আনবো আপনার কাযিনের্।'

'আপনার মতো মানুষ হাজারে একটা পাওয়া যায়।'

'জানি।' মেগানের দিকে প্রফেশনাল দৃষ্টিতে তাকাল মেরি গ্রে। 'ওর ফিগারটা চমৎকার।'

'আপনার চোখ এক্স-রে'র মতো। ...একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে আমার, ফিরতে ফিরতে ছ'টা বেজে যাবে। ততক্ষণ

বইঘর.কম

আপনার জিম্মায় রেখে যাচ্ছি মেয়েটাকে।'

আমাকে দেখে সন্তুষ্ট হলেন মার্কাস কেন্ট। 'কল্পনাও করিনি এত দ্রুত এতখানি সেরে উঠবেন। দেখলেন তো, শহরের কোলাহল থেকে দূরে গ্রামাঞ্চলের খোলামেলা পরিবেশে থাকলে, এবং উত্তেজনা থেকে দূরে নিরিবিলিতে সরে গেলে কত ভালো থাকতে পারে একটা মানুষ?'

উত্তেজনা থেকে দূরে নিরিবিলিতে? মনে মনে হাসলাম কথাটা শুনে।

বড় একটা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছে মেগান, দেখছে নিজেকে। আয়নায় ওর প্রতিবিম্ব দেখে একটা ধাক্কার মতো লাগল আমার বুকে। ওকে বলেছিলাম, আপাদমস্তক বদলে যাওয়ার পর নিজেকে চিনতে পারবে না সে; এখন ওকে চিনতে কষ্ট হচ্ছে আমারই। মনে হচ্ছে, যেন দম আটকে আসছে আমার।

উইলো গাছের কাণ্ডের মতো লম্বা আর হালকাপাতলা দেখাচ্ছে ওকে। এবার ওর পরনে খাঁটি রেশমের তৈরি চমৎকার আঁটসাঁট স্টকিংস, টাখনু আর পা'র গড়ন বোঝা যায়। চকচক করছে জুতো জোড়া। চকচক করছে স্কার্ট আর শার্টও। মাথার আকৃতির সঙ্গে মিল রেখে ট্রিম করা হয়েছে চুল, বাদামকাঠের মতো চিকচিক করছে ওগুলো। আসলে ওকে এত চকচকে দেখাচ্ছে যে, হালকা করে লাগানো লিপস্টিকের কোনও দরকার ছিল কি না, তা নিয়ে সন্দেহ জাগল আমার মনে।

মনে হচ্ছে, আগে কখনও দেখিনি ওকে। মনে হচ্ছে, এভাবেই ওকে দেখতে চেয়েছিলাম আমি। মনে হচ্ছে...

আমার উপস্থিতি টের পেয়ে গেছে সে, ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। দুষ্টুমি ঝিলিক দিচ্ছে চোখে, একটু একটু লজ্জাও পাচ্ছে মনে হয়।

'কেমন লাগছে আমাকে?'

'চমৎকার!' উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলাম। 'না...চমৎকার শব্দটা বোধহয় মানানসই হলো না। আমার মনে হয়...'

'থামুন!' মৃদু তিরস্কার মেগানের কণ্ঠে, আমার দিকে ঘুরল। 'আমি আপনার বোনের মতো সুন্দরী না।'

'তাতে কিছু যায়-আসে না। ডিনার খেতে চলো আমার সঙ্গে, রাস্তায় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যদি ঘাড় ঘুরিয়ে না দেখে তোমাকে, তখন বোলো।'

আসলেই, জোয়ানার মতো সুন্দরী না মেগান, সৌন্দর্যের দিক দিয়ে জোয়ানার ধারেকাছেও না সে। কিন্তু কিছু একটা আছে ওর মধ্যে...অস্বাভাবিক কিছু একটা...অন্য কারও কথা জানি না, কিন্তু আমাকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করছে সেটা।

নামীদামি একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকলাম ডিনারের জন্য। প্রথমে ককটেল নিলাম, তারিয়ে তারিয়ে খেলাম। তারপর ডিনার। রেস্টুরেন্টের এককোনায় নাচের ব্যবস্থা আছে, খাওয়া শেষে একসঙ্গে নাচলাম দু'জনে। ধরেই নিয়েছিলাম নাচের কিছুই জানে না মেগান, কিন্তু আমাকে যারপরনাই আশ্চর্য করে দিয়ে আমার চেয়েও ভালো নাচল সে। খেয়াল করলাম, ওর পালকের-মতো-হালকা শরীরের বার বার স্পর্শে স্ফুলিঙ্গের মতো কিছু একটা ছুটে বেড়াচ্ছে আমার শিরায়-উপশিরায়।

'তুমি তো দারুণ নাচতে পারো!' টেবিলে ফিরে গিয়ে বললাম আমি।

'স্কুলে থাকতে প্রতি সপ্তাহে নাচের ক্লাস হতো আমাদের।'

'কিন্তু শুধু নাচের ক্লাস করলে এত ভালো নাচার কথা না কারও।'

হাসল মেগান। 'বাসায় যাবেন না?'

চোয়াল ঝুলে পড়ল আমার। ঠিকই তো! এতই মজে গেছি

বইঘর.কম

মেগানকে নিয়ে যে, লাইম্‌স্টকে ফেরার কথা ভুলে বসে আছি।

হাতঘড়ির দিকে তাকালাম। স্টেশন ছেড়ে অনেক আগেই চলে গেছে লণ্ডন থেকে লাইম্‌স্টকে যাওয়ার শেষ ট্রেন।

'তুমি থাকো এখানে,' জরুরি কণ্ঠে বললাম মেগানকে। 'আমি একটা ফোন করে আসি।'

"লেওয়েলিন হায়ার"-এ ফোন করলাম, ওদের সবচেয়ে বড় আর দ্রুতগামী গাড়িটা ভাড়া নিলাম। উচ্ছ্বসিত মেগানকে নিয়ে যতক্ষণে ফিরে এলাম লাইম্‌স্টকে, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

রেলস্টেশনে ছেড়ে দিলাম গাড়িটা, উঠলাম নিজেরটাতে। পাশেই আছে মেগান। আমার কর্তব্যবোধ এতক্ষণে যেন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। বললাম, 'আমার মনে হয় এতক্ষণে একটা সার্চপার্টি খুঁজতে শুরু করেছে তোমাকে।'

কথাটা শুনে ভাবান্তর হলো না মেগানের চেহারায়। 'প্রায়ই বাসা থেকে বেরিয়ে যাই আমি, এমনকী লাঞ্চের সময় গড়িয়ে গেলেও ফিরি না।'

'কিন্তু এখন লাঞ্চ তো পরের কথা, ডিনারের সময়ও পার হয়ে গেছে অনেক আগে।'

আমার দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকাল মেগান। 'সারা দুনিয়া থেকে আলাদা না হতে পারলে স্বপ্নের মতো একটা দিন পাওয়া যায় না।'

টের পেলাম, এবার মেগানকে স্পর্শ করা ছাড়াই স্ফুলিঙ্গের নাচন শুরু হয়েছে আমার শিরা-উপশিরায়।

ঘন অন্ধকারে ডুবে আছে মেগানদের বাড়ি। চারদিক গোরস্থানের মতো সুনসান। বাড়ির পেছনদিকে চলে আসার পরামর্শ দিল মেয়েটা, ওর কথামতো কাজ করলাম। উবু হয়ে ছোট একটুকরো

পাথর কুড়িয়ে নিল সে, ছুঁড়ে মারল রোযের ঘরের জানালায়। কিছুক্ষণ পর খুলে দিল সে রান্নাঘরের দরজাটা। ভিতরে ঢুকে পড়লাম আমি আর মেগান।

রোযের বিস্ময় যেন কাটতে চাইছে না, বাকহারা হয়ে গেছে সে। সামলে নিতে সময় লাগল ওর। বলল, 'অথচ...আমি ভেবেছিলাম নিজের ঘরে শুয়ে আছো তুমি, মেগান! মিস্টার সিমিংটন যখন জানতে চাইলেন তোমার ব্যাপারে, তা-ই বলেছি তাঁকে।'

'তিনি কোথায়?' জিজ্ঞেস করল মেয়েটা।

'গাড়িতে করে ঘুরতে বেরিয়েছেন,' নাক সিঁটকাল রোয, 'সঙ্গে আছে মিস হল্যাণ্ড।'

'রুলিন আর ব্রায়ান?'

'আমার কাছে রেখে গেছে।'

আমি বললাম, 'মেগান, তুমি বরং শুয়ে পড়ো এখন। অনেক রাত হয়ে গেছে।'

'গুডনাইট,' বলল মেয়েটা। 'আর...ধন্যবাদ। আজকের দিনটা আমার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর ছিল।'

কথা আর না বাড়িয়ে ফিরে এলাম লিট্‌ল্ ফার্যে।

গাড়ির আওয়াজ পেয়ে দরজা খুলল জোয়ানা। 'এসেছ শেষপর্যন্ত?'

'চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলে মনে হয়?' ভিতরে ঢুকে লাগিয়ে দিলাম দরজাটা।

ড্রইংরুমে গেল জোয়ানা, ওর পিছন পিছন আমি। এককোনায় একটা টিপয়ের উপর কফিপট দেখা যাচ্ছে। নিজের জন্য কফি বানিয়ে নিল জোয়ানা। একটা গ্লাসে খানিকটা সোডা-হুইস্কি নিলাম আমি।

'চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম কি না?' ঠোঁট উল্টাল জোয়ানা।

বইঘর.কম

'না। তোমার দেরি দেখে ভাবলাম, আজ রাতটা বোধহয় লণ্ডনেই থাকবে। বন্ধুদের আড্ডায় সারারাত মদ খাওয়ার অভ্যাস আছে তোমার।'

হেসে ফেললাম কথাটা শুনে।

'হাসছ কেন?'

কারণটা বললাম।

তাজ্জব হয়ে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকল জোয়ানা। 'জেরি, তুমি পাগল হয়ে গেছ! বদ্ধ পাগল!'

'আমারও তা-ই মনে হয়।'

'তোমার চেয়ে বয়সে এত ছোট...বাচ্চা একটা মেয়ে...'

'মেগান বাচ্চা না। অনেক আগেই বিশ ছাড়িয়েছে ওর বয়স।'

টিপয়ের উপর কফির কাপটা রেখে দিল জোয়ানা, চলে যাচ্ছে।

হুইস্কির গ্লাসটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি আমি, বিরক্ত লাগছে। মনে পড়ে যাচ্ছে মেগানকে।

বাচ্চা একটা মেয়ে...বিশ ছাড়িয়েছে বয়স...

## ষোলো

একজন পুরুষ যখন বিয়ের প্রস্তাব দেবে, তখন তার আচরণ কেমন হওয়া উচিত?

জানি না।

গল্প-উপন্যাসে পড়েছি, লোকটার গলা তখন শুকিয়ে আসে, পরনের জামাকাপড় অকারণেই টাইট মনে হয় তার কাছে, খুবই

বিচলিত বোধ করতে থাকে সে।

আমার সে-রকম কিছুই লাগছে না। কারণ, সম্ভবত, আমি গল্প-উপন্যাসের কোনও চরিত্র না।

সকাল এগারোটার দিকে গিয়ে হাজির হলাম সিমিংটনদের বাড়িতে। বেল বাজালাম, দরজা খুলে দিল রোয। মেগান আছে কি না জানতে চাইলাম।

এমন এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল রোয যে, লজ্জাই পেয়ে গেলাম কিছুটা। যে-ঘরে ন্যাশের সঙ্গে কথা বলেছিলাম, আমাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে অপেক্ষা করতে বলল সে, তারপর ডাকতে গেল মেগানকে।

দরজাটা খুলে গেল একসময়, গোবরাটে দাঁড়িয়ে আছে মেগান। ওকে দেখে লজ্জিত বা আপসেট বলে মনে হচ্ছে না।

'হ্যালো, ক্যাটফিশ!' টের পেলাম, কিছুটা হলেও বিচলিত বোধ করছি।

সম্বোধনটা শুনে হাসল মেগান। 'হ্যালো।'

'শোনো...গতকাল যা ঘটল...তুমি কিছু মনে করোনি তো?'

'নাহ্, মনে করার কী আছে?'

'আজ সকাল সকাল হাজির হলাম কেন, জানো?'

'না। কেন?'

'আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই, মেগান। আমি তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি।'

'ওহ্!'

আশ্চর্য হয়ে গেছে মেয়েটা। শুধুই আশ্চর্য। আমার কথা শুনে চমকে ওঠেনি, মনে হয় না কোনও মানসিক-ধাক্কা খেয়েছে। শুধু একটুখানি আশ্চর্য হয়েছে।

'আপনি কি আসলেই আমাকে বিয়ে করতে চান?'

'হ্যাঁ।'

বইঘর.কম

'আপনি কি আসলেই আমাকে ভালোবেসে ফেলেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু আমি আপনাকে ভালোবাসি না।'

'কিছু যায়-আসে না। কীভাবে ভালোবাসতে হয়, শিখিয়ে দেবো তোমাকে।'

'কিন্তু আমি সেটা শিখতে চাই না। আমার মনে হয় আমি আপনার বউ হওয়ার উপযুক্ত না। আমি এমন একটা মানুষ যে সবসময় অন্যদের ঘৃণা পেয়েছে, ভালোবাসা পায়নি।'

'ঘৃণা চিরস্থায়ী না, মেগান, ভালোবাসা চিরস্থায়ী।'

'আমার তা মনে হয় না।'

'তারমানে আমার প্রস্তাবের জবাব কি "না"?'

মাথা ঝাঁকাল মেগান।

'তুমি কি আরেকটু ভেবেচিন্তে বলবে?'

'এখানে চিন্তাভাবনার কিছু নেই। যা বলার ছিল, বলেছি।'

বেরিয়ে এসেছি সিমিংটনদের বাড়ি থেকে। কসাইয়ের দোকানে মাংস খেতে গিয়ে কসাইয়ের তাড়া-খাওয়া কুকুরের মতো মনে হচ্ছে নিজেকে।

আমি কি বেশি তাড়াহুড়ো করে ফেলেছি? আসলে এত বেশি আবেগাক্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম যে, সামলাতে পারিনি নিজেকে। কামনার চেয়ে আহত-কামনা জ্বালায় বেশি, তাই কেমন একটা উন্মত্ততা টের পাচ্ছি নিজের ভিতরে।

না, মেগানকে হারাতে পারবো না আমি। সে আমার। ওকে যেদিন প্রথম দেখেছি সেদিনই বুঝেছি, আমার জন্য বানানো হয়েছে ওকে। যেভাবেই হোক...

নিজেও জানি না কখন গিয়ে হাজির হলাম মিস্টার সিমিংটনের অফিসে।

কোনও ক্লায়েন্ট নেই, উকিল সাহেব ব্যস্ত না। আমাকে দেখামাত্র তাঁর চেহারার যে-অবস্থা হলো, বুঝতে বাকি রইল না, আমাকে একটুও পছন্দ করেন না তিনি।

'গুড মর্নিং,' বললাম হড়বড় করে। 'ব্যক্তিগত একটা ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে এসেছি আপনার সঙ্গে। এতদিনে হয়তো বুঝে গেছেন, আপনার মেয়েকে ভালোবাসি আমি। ওকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছি, কিন্তু প্রত্যাখ্যান করেছে সে। আমার ধারণা ওর সিদ্ধান্তটা চূড়ান্ত না।'

মিস্টার সিমিংটনের চেহারায় ভাবান্তর ঘটেছে। তাঁদের বাড়িতে মেগান একজন অনাকাঙ্ক্ষিত বাসিন্দা, ওকে ভালোয় ভালোয় বিদায় করতে পারলে যারপরনাই খুশি হন তিনি। তা ছাড়া...গতকালও শুনলাম এলসি হল্যাণ্ডকে নিয়ে গাড়িতে করে ঘুরতে বের হয়েছেন তিনি, তারমানে দু'জনের মধ্যে কিছু একটা চলছে। আসলেই যদি দ্বিতীয় মিসেস সিমিংটন হওয়ার ইচ্ছা থাকে আফ্রোদিতির মনে, মেগানকে বাড়িতে রাখতে চাইবে না সে-ও।

'কিন্তু...আসলে...' খুশি চেপে রাখার চেষ্টা করছেন মিস্টার সিমিংটন—যা করছেন তিনি সেটা আসলে ভণিতা গোপন করার ভদ্র অপচেষ্টা, 'এখনও তো বিয়ের উপযুক্ত বয়স হয়নি ওর।'

'আগামী দু'-এক মাসের মধ্যে হয়ে যাবে। শুনুন, মিস্টার সিমিংটন, আমি ভদ্র ঘরের ভদ্র ছেলে, আমার ব্যাপারে যা যা জানতে চান সব বলতে রাজি আছি। ভালো চাকরি করি আমি, মোটা বেতন পাই। বেলেল্লামি-লুচ্চামি করি না। আপনার মেয়েকে দেখে রাখবো, আমার কাছে সুখে থাকবে সে।'

'অবশ্যই...অবশ্যই...কিন্তু মেগানের তো কিছু বলার থাকতে পারে।'

'যা বলার বলে দিয়েছে সে,' উঠে দাঁড়ালাম। 'ওকে বোঝানোটা এখন আপনার দায়িত্ব।'

বইঘর.কম

আনমনা হয়ে হাঁটছি রাস্তা দিয়ে, আরেকটু হলেই ধাক্কা লেগে যেত মিস এমিলি বার্টনের সঙ্গে। তাঁর হাতে-ঝোলানো ব্যাগ দেখলে বোঝা যায় বাজার করতে বের হয়েছেন।

'গুড মর্নিং, মিস্টার বার্টন। শুনলাম গতকাল লণ্ডন গিয়েছিলেন।'

'হুঁ, ডাক্তার দেখাতে।'

'শুনলাম আরেকটু হলেই নাকি ট্রেনের নিচে কাটা পড়ত মেগান, আপনি বাঁচিয়েছেন ওকে।'

'ওকে টেনে আমার কামরায় তুলে নিয়েছিলাম।'

'ইস্‌স্‌, কী কপাল মেয়েটার! ভাগ্যিস আপনি ছিলেন!' মিটিমিটি হাসতে হাসতে চলে গেলেন তিনি।

তারমানে পুরো ঘটনা ইতোমধ্যেই রাষ্ট্র হয়ে গেছে লাইম্‌স্টকে?

www.boighar.com

আরেকটু এগোতে না এগোতেই মিসেস ক্যালথ্রপের সঙ্গে দেখা। 'আহ্‌, মিস্টার বার্টন যে! শুনলাম গতকাল নাকি মেগানকে জোর করে নিয়ে গিয়েছিলেন লণ্ডনে, দামি দামি কাপড় কিনে দিয়েছেন। ...কী আর বলবো...আমার স্বামীর একটা কথাই বলি। ঈশ্বর যে কখন কার দিকে কীভাবে মুখ তুলে তাকাবেন, তা কল্পনাও করা সম্ভব না আমাদের পক্ষে।' আমাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে গিয়ে ঢুকলেন একটা দোকানে।

পরদিন সকালে ন্যাশের ফোন এল।

'মহিলাকে ধরে ফেলেছি আমরা, মিস্টার বার্টন।'

চমকে গেছি, আরেকটু হলে হাত থেকে পড়েই গিয়েছিল রিসিভার।

'মানে...আপনি বলতে চাইছেন...বেনামী চিঠির...'

'একটু কষ্ট করে থানায় আসতে পারবেন?'

'এখনই আসছি।'

ঝড়ের গতিতে গাড়ি চালিয়ে হাজির হলাম থানায়।

ভিতরের দিকের একটা ঘরে বসে আছে ন্যাশ, সঙ্গে সার্জেন্ট পার্কিন্স। ন্যাশের চেহারায় লেপ্টে আছে নিঃশব্দ হাসি।

টেবিলের উপর একটা চিঠি পড়ে আছে, সেটার দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল সে।

না, চিঠির ভাষা এবার জঘন্য না, বরং...

*ভেবে কোনও লাভ নেই, একটা মৃত মহিলার স্থান দখল করতে পারবে তুমি। তোমাদের নিয়ে হাসাহাসি করছে সারা শহর। চলে যাও। দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই চলে যাও। তোমার ভালোর জন্যই সাবধান করছি। ওই মেয়ের কী হাল হয়েছে, মনে রেখো। চলে যাও। দূরে থাকো।*

'আজ সকালে মিস হল্যাণ্ড পেয়েছে চিঠিটা,' আমার পড়া শেষ হলে বলল ন্যাশ।

'কে লিখেছে এটা?'

'মিস এইমি গ্রিফিথ।'

সেদিনই বিকেলে গ্রেপ্তারি-পরোয়ানা নিয়ে গ্রিফিথদের বাসায় হাজির হলো ন্যাশ আর পার্কিন্স। ন্যাশ বলায় আমিও গেলাম ওদের সঙ্গে।

বেল বাজাল ন্যাশ, এক চাকরানি খুলে দিল সেটা। এইমি বাসায় আছে কি না, জানতে চাইল ন্যাশ।

ভিতরে ঢুকে কিছুটা আশ্চর্য হয়ে দেখি, ড্রইংরুমে বসে আছে এলসি হল্যাণ্ড, মেগান আর মিস্টার সিমিংটন; চা খাচ্ছে।

'আপনার সঙ্গে কথা ছিল, মিস গ্রিফিথ,' বলল ন্যাশ।

উঠে এল এইমি, হলরুম ধরে এগিয়ে আমাদেরকে নিয়ে গেল

বইঘর.কম

ছোট্ট একটা স্টাডিতে। ড্রইংরুম থেকে বের হওয়ার সময় দরজাটা আটকে দিলাম আমি।

স্টাডিতে গিয়ে শান্ত কিন্তু গম্ভীর গলায় ন্যাশ বলল, 'আমাদের কাছে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা আছে, মিস গ্রিফিথ। আপনি কিছু বললে অথবা কিছু করলে তা আপনারই বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হতে পারে আদালতে।' কী অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে গ্রিফিথকে, জানাল। তারপর বলল, 'আমাদের সঙ্গে থানায় যেতে হবে আপনাকে।'

হা হা করে হেসে ফেলল এইমি গ্রিফিথ। 'পাগল হয়ে গেছেন নাকি আপনি? আমি কখনও কাউকে...'

এলসি হল্যাণ্ডের কাছে পাঠানো চিঠিটা বের করল ন্যাশ। 'অস্বীকার করতে পারবেন এই চিঠি আপনি লেখেননি?'

মনে হলো একটা মুহূর্তের জন্য দ্বিধা ফুটল এইমির চোখে। 'অবশ্যই পারবো। এই চিঠি লেখা তো পরের কথা, এ-রকম কিছু দেখিইনি আমি কখনও।'

উপহাসের হাসি হাসল ন্যাশ। 'গত পরশু রাত এগারোটা থেকে সাড়ে এগারোটার মধ্যে আপনাকে দেখা গেছে ওমেন্স ইন্সটিটিউটে। তখন সেখানে এই চিঠি টাইপ করছিলেন আপনি। গতকাল একগাদা চিঠি নিয়ে পোস্টঅফিসে গিয়ে ঢোকেন আপনি...'

'আমি এই চিঠি পোস্ট করিনি।'

'না, আপনি করেননি। ডাকটিকেটের জন্য অপেক্ষা করার সময় সবার অলক্ষে চিঠিটা মেঝেতে ফেলে দেন। আপনি চলে যাওয়ার পর, কেউ একজন, কিছুই সন্দেহ না করে, এগিয়ে এসে মেঝে থেকে তুলে নেয় চিঠিটা। তারপর দয়াপরবশ হয়ে পোস্ট করে দেয়।'

'না, আমি...'

স্টাডির দরজাটা খুলে গেল, গোবরাটে দাঁড়িয়ে আছেন

সিমিংটন। 'কী হচ্ছে এখানে? এইমি, যদি কোনও ঝামেলা হয়ে থাকে, আইনের আশ্রয় নেয়ার সম্পূর্ণ অধিকার আছে তোমার। যদি চাও তা হলে আমি...'

হাত দিয়ে চেহারা ঢেকে ফেলল এইমি, কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়েছে একটা চেয়ারে। হাত না সরিয়েই বলল, 'চলে যাও, ডিক, চলে যাও! আমি তোমার সাহায্য চাই না।'

'কিন্তু এই মুহূর্তে একজন উকিল দরকার তোমার।'

'দরকার, কিন্তু তোমাকে না। আমি চাই না সব জেনে যাও তুমি।'

'তা হলে অন্য কাউকে নিয়ে আসি?'

মাথা ঝাঁকাল এইমি, ফোঁপাচ্ছে।

গোবরাট থেকে চট করে সরে গেলেন সিমিংটন। বেশি তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে হলরুমে ধাক্কা খেলেন ওয়েন গ্রিফিথের সঙ্গে।

'কী হচ্ছে?' কণ্ঠ শুনেই বোঝা গেল রেগে গেছে ওয়েন। 'আমার বোন...'

'আমরা দুঃখিত, ডক্টর গ্রিফিথ,' বলল ন্যাশ। 'কোনও উপায় ছিল না আমাদের হাতে।'

'আপনারা কি পাগল? আমার বোন কাউকে কোনও চিঠি পাঠায়নি।'

'আপনার বোনই যে চিঠি পাঠিয়েছে সে-ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই আমাদের।'

'এইমি?' গর্জে উঠল ওয়েন।

ওকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল এইমি। যাওয়ার সময় বলল, 'আমার সঙ্গে কথা বোলো না। এবং ঈশ্বরের দোহাই লাগে আমার দিকে তাকিয়ো না।'

এইমিকে নিয়ে চলে গেল ন্যাশ আর পার্কিন্স।

বইঘর.কম

ওয়েনের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। 'কিছু করতে পারি?'

'আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না ওই জঘন্য কাজ করেছে আমার বোন।'

'ভালো একজন উকিলের খোঁজ করা ছাড়া এই মুহূর্তে আর কিছু করার নেই আপনার।'

## সতেরো

হাই স্ট্রিটে জড়ো হয়েছে শহরের প্রায় সবাই, ওদের আলোচনার বিষয়: এইমিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

আমাকে দেখে এমিলি বার্টন বললেন, 'জানেন, আগে থেকেই ওর উপর সন্দেহ ছিল আমার।'

কসাইয়ের বউ বলল, 'আমারও তো একই কথা। সবসময় অদ্ভুত এক দ্যুতি দেখেছি আমি খাণ্ডারনিটার চোখে...'

ভালোমতোই ফেঁসেছে এইমি। ওদের বাসা সার্চ করে সিঁড়ির নিচে একটা কাবার্ডের ভিতর পাওয়া গেছে বইয়ের ছেঁড়া পাতাগুলো। পুরনো একটা ওয়ালপেপার দিয়ে মুড়িয়ে রাখা হয়েছিল ওগুলো।

www.boighar.com

'কথা আরও আছে,' আমাকে বলেছে ন্যাশ, 'বেশ কিছুদিন ধরে একটা বড় ভারী মুষল (pestle) খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না ডক্টর গ্রিফিথের চেম্বারে। আমার ধারণা ভাইয়ের চেম্বার থেকে ওটা সরিয়েছে মিস গ্রিফিথ, তারপর হ্যাণ্ডব্যাগের ভিতরে ভরে...'

'এত বড় একটা জিনিস বহন করে নিয়ে যাবে, অথচ...'

'কাজটা অন্য কেউ করলে লোক জানাজানি হতো। কিন্তু মিস গ্রিফিথের জন্য ওটা কোনও ব্যাপার না। গার্লস্ গাইডের সঙ্গে

জড়িত সে, প্রায়ই বড় আর ভারী ব্যাগ বহন করতে দেখা যায় ওকে। তা ছাড়া সেদিন বিকেলে রেড ক্রসের জন্য কিছু ফুল আর সব্জির চারা নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল ওর। কাজেই...'

'শিকটা খুঁজে পাওয়া যায়নি, না?'

'না। এবং যাবে বলে মনেও হয় না। এইমি আধপাগল হতে পারে, কিন্তু পুরো পাগল না। রক্তমাখা একটা শিক অজায়গায় ফেলে দিয়ে আমাদের কাজ সহজ করে দিতে চায়নি সে।'

'মানে?'

'খুন করার পর শিকটা ভালোমতো ধুয়ে-মুছে রেখে দিয়েছে সিমিংটনদের রান্নাঘরেই।'

আস্তে আস্তে ফুরিয়ে যাচ্ছে বিকেলটা। কমতে কমতে এখন অনেকখানি স্তিমিত হয়ে গেছে শহরের উত্তেজনা। লিট্‌ল্ ফার্যের পথ ধরেছি আমি। তাড়াহুড়ো নেই, কারণ রহস্যের সমাধান হয়ে গেছে, তাই ঘুরপথে যাচ্ছি। শহরের একপ্রান্তে একটা খাঁড়ির উপর ছোট্ট একটা ব্রিজ আছে, ওটার কাছে পৌঁছে থমকে দাঁড়াতে হলো।

ব্রিজের গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন মিস মার্পল, কথা বলছেন মেগানের সঙ্গে।

মেগানকে দেখতে ইচ্ছা করছিল আমার। ইচ্ছা করছিল, ওর সঙ্গে কথা বলি—রাজি করাই বিয়ের ব্যাপারে। কিন্তু আমাকে দেখে ঘুরে আরেকদিকে চলে গেল মেয়েটা।

রেগে গেলাম। ওর পিছু নিতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু আমার পথ রোধ করে দাঁড়ালেন মিস মার্পল।

'আপনার সঙ্গে কথা আছে আমার,' বললেন তিনি। 'আর...যদি কিছু মনে না করেন...খামোকা মেগানের পিছনে লেগে থাকার মানে হয় না। প্রেম-ভালোবাসা কোনও কুস্তি খেলা

বইঘর.কম

না যে, গায়ের জোরে সবকিছু করে ফেলবেন।'

এমন কিছু একটা আছে মিস মার্পলের কণ্ঠে যে, থমকে দাঁড়িয়ে যেতে হলো আমাকে। মনে হচ্ছে, এমন কিছু একটা জানেন তিনি যা আমি জানি না।

ঘাবড়ে গেলাম, কেন ঘাবড়াচ্ছি বুঝতে পারছি না।

'থানাটা কোন্‌দিকে, বলতে পারেন?'

বললাম।

ধীরেসুস্থে থানার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন মিস মার্পল। কোনও তাড়াহুড়ো নেই তাঁর।

একাকিত্ব উপভোগ করতে জানলে নিজেকে একা মনে হয় না কখনও। এই জীবনে কাজটা অনেকবার করেছি আমি। কিন্তু আজ করতে পারছি না। আমার বুকের ভিতরে অপমানের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে মেগানের প্রত্যাখ্যান। সে-আগুন নেভানোর চেষ্টা করছি সোডা-হুইস্কি দিয়ে, লাভ হচ্ছে না। বরং সময় যত যাচ্ছে, আমার মাথার ভিতরটা তত ফাঁকা হচ্ছে যেন। মেগানকে ভুলতে হলে চিন্তার নতুন খোরাক দরকার।

সবকিছুর মূলে তা হলে এইমি গ্রিফিথ?

বেনামী চিঠি পাঠিয়েছে সে, মেনে নেয়া যায়। ওর চিঠি পেয়ে আত্মহত্যা করেছেন মিসেস সিমিংটন, মেনে নেয়া যায়। কিন্তু কেন যেন মেনে নিতে পারছি না, অ্যাগনেসকে খুন করেছে এইমি।

কেন মানতে পারছি না?

কেন?

মদের গ্লাসটা নামিয়ে রাখলাম। এত খাওয়া ঠিক হচ্ছে না। ডক্টর মার্কাস কেন্ট কী যেন বলেছিলেন? ঠিক কতটুকু মদ যেন খেতে বলেছিলেন আমাকে? মনে পড়ছে না।

এইমি গ্রিফিথের মোটিভ কী? সে কি শুধুই ভয় দেখাতে চেয়েছে লাইম্‌স্টকের বাসিন্দাদের? বিকৃত বিনোদনের কুৎসিত বাস্তবায়ন? কিন্তু অ্যাগনেস যখন পথের কাঁটায় পরিণত হয় তখন বাধ্য হয়ে...

'চমৎকার একটা মানুষ,' মনে পড়ে যাচ্ছে এইমি গ্রিফিথের ব্যাপারে কী বলেছিলেন আমার বাড়িওয়ালি, 'খুবই চমৎকার। ওর কাজ করার ক্ষমতা দেখলে আশ্চর্য হয়ে যাই মাঝেমধ্যে। ঈশ্বর মনে হয় ক্লান্তি বলে কিছু দেননি ওকে। ওর সাংগঠনিক তৎপরতাও দারুণ। গার্ল্‌স্ গাইড চালায়, বেশ ভালো করছে শুরু থেকেই। ব্যবহারিক জ্ঞান আছে, যা জানে সবকিছুই আধুনিক। আমি তো বলবো আমাদের লাইম্‌স্টকের প্রাণ সে। আর হ্যাঁ, ভাইকে খুব ভালোবাসে। ভাইবোনের মধ্যে এত মিল সচরাচর দেখা যায় না।'

হুইস্কির আধ-খালি গ্লাসের দিকে হাত বাড়াতে গিয়েও সামলে নিলাম নিজেকে। হাতটা অল্প অল্প কাঁপছে বলে মনে হচ্ছে না?

'মজার কথা কী, জানেন?' এবার আমার স্মৃতিতে হানা দিয়েছে এইমি নিজে, 'আমি অনেকবার গেছি মিস্টার সিমিংটনদের বাসায়, অনেকবার দরজা খুলে দিয়েছে অ্যাগনেস...'

সেজন্যই কি এইমির দিকে উল্টো ঘুরতে দ্বিধা করেনি বেচারী মেয়েটা?

না...মিলছে না...কোথাও একটা ঘাপলা আছে...কী সেটা?

অ্যাগনেসকে খুন করা হয়েছে, কারণ পুলিশের অনুমান, যেদিন বয়ফ্রেণ্ডের সঙ্গে ঝগড়া করেছে মেয়েটা, সেদিন সিমিংটনদের বাড়ির লেটারবক্সে চিঠি ফেলতে দেখেছে এইমিকে। পরের একটা সপ্তাহ ভুগেছে সাংঘাতিক মানসিক অস্থিরতায়। কারণ কথাটা যদি বলত সে কাউকে...

মিলছে না। ন্যাশের ব্যাখ্যা এইমি গ্রিফিথের বেলায়

বইঘর.কম

জোড়াতালি বলে মনে হচ্ছে আমার কাছে। লাইম্‌স্টকের অন্য সবার কাছে নামীদামি মানুষ হতে পারে এইমি, কিন্তু অ্যাগনেসের তাতে কী? এইমির ফাঁসি বা যাবজ্জীবন হলে অ্যাগনেসের কী যায়-আসে?

ধেৎ! জাহান্নামে যাক সবকিছু। মেগান আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে, সেটাই বড় কথা। মেগান আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং আমাকে মদ খেতে হবে। এটাই শেষ কথা। গ্লাসটার দিকে হাত বাড়ালাম আবার।

কিন্তু হঠাৎ যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে গেলাম, থমকে গেল আমার বাড়ানো হাতটা।

মেগান?

আচ্ছা...অ্যাগনেস যদি সেদিন বিকেলে মেগানকে দেখে থাকে তা হলে কি...

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে উঠলাম আমি, মনে হলো যেন বাজ পড়েছে আমার মাথায়।

'আপনার বোনটা সাংঘাতিক সুন্দরী,' বলেছিল মেয়েটা আমাকে। 'আপনার সঙ্গে কোনও মিলই নেই তাঁর। কেন?'

*সুন্দরী আর বেপরোয়া যে-ঢেমনিকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন, সে আপনার বোন না...*

ঈশ্বর...ঈশ্বর...

'কনযারভেটিভ অ্যাসোসিয়েশনের জন্য কয়েকটা এনভেলপে ঠিকানা লিখে দিতে হবে,' এবার আমার স্মৃতিতে এইমি গ্রিফিথ কথা বলছে মেগানের সঙ্গে। 'পারবে না? পারার কথা, কারণ কাজটা আগেও করেছ তুমি।'

তারমানে লাইম্‌স্টকের বাসিন্দাদের আগেও চিঠি পাঠিয়েছে মেগান?

আর্মচেয়ারের হাতল দুটো আঁকড়ে ধরলাম, কারণ মদের

প্রভাবে নাকি অন্যকিছুর কারণে জানি না ঠিক, অল্প অল্প টলছি।

'মেগানকে অভিমানী বলে মনে হয়েছে তোমার?' জানতে চেয়েছিলাম আমি জোয়ানার কাছে। 'হ্যাঁ।' বলেছিল জোয়ানা।

অভিমান...বেনামী চিঠি পাঠানোর জন্য এর চেয়ে বড় মোটিভ আর কী হতে পারে?

মেগান নিজমুখে কী যেন বলেছিল আমাকে?

'লোকে মনে করে আমি বোকা। কিন্তু আমি আসলে বোকা না। এখানকার কে কেমন, কে কী করে না-করে, সব জানি আমি। এখানকার সবাইকে ঘৃণা করি।'

ঘৃণা...বেনামী চিঠি পাঠানোর জন্য এর চেয়ে বড় মোটিভ আর কী হতে পারে?

'যদি কখনও টের পান কেউ আপনাকে চায় না, সবাই দূর দূর করে আপনাকে, তা হলে আমার মতো একই কথা বলবেন।'

বঞ্চনা...বেনামী চিঠি পাঠানোর জন্য এর চেয়ে বড় মোটিভ আর কী হতে পারে?

'মা একটুও পছন্দ করে না আমাকে। কারণ আমাকে দেখলেই আমার জন্মদাতা বাপের কথা মনে পড়ে যায় তার। শুনেছি বিড়াল নাকি সেটার বাচ্চা খেয়ে ফেলে, আমি যদি বিড়ালের বাচ্চা হতাম তা হলে বোধহয় আমাকে খেয়ে ফেলত মা। আমি মানুষের বাচ্চা তো, এজন্য আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।'

ঈশ্বর...মাথার চুল খামচে ধরলাম।

'কেন চলে যাবো আমি? কেন চলে যেতে বলা হচ্ছে আমাকে বার বার? ওরাও চায় আমি যেন চলে যাই, কিন্তু আমি থাকবো। আমি থাকবো এবং আমি কী তা হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে ছাড়বো সবাইকে। শুয়োরের দল! লাইম্‌স্টকের সবাইকে ঘৃণা করি আমি। এখানকার সবাই মনে করে আমি বোকা, কুৎসিত। দেখিয়ে দেবো ওদেরকে...'

বইঘর.কম

আমার এ-রকম লাগছে কেন? আমি দম নিতে পারছি না কেন?

'মেগান একটু অন্যরকম মেয়ে,' এবার আফ্রোদিতি যেন উপহাস করছে আমাকে, 'সে কখন কী করে বসবে অথবা বলে বসবে তা আগে থেকে বলা মুশকিল।'

জোয়ানাকে ডাকলাম কয়েকবার, কিন্তু নিজের গলা নিজেই শুনতে পেলাম কি না সন্দেহ।

সৎ দুই ভাইকে যদি একটুও সহ্য করতে না পারে মেগান, আশ্চর্য হবে না কেউই। ওর মা'র সব মনোযোগ সৎ দুই ভাইয়ের উপর—টের পাওয়ার পর মাকে যদি শায়েস্তা করতে চায়, আশ্চর্য হবে না কেউই। শেষপর্যন্ত মাকেই যদি জঘন্য একটা চিঠি পাঠায়...

মেয়েটা কল্পনাও করতে পারেনি সেই চিঠির ফল কী হতে পারে। হাজার হোক ওর গর্ভধারিণী, তাই তাঁর লাশ দেখে প্রচণ্ড ঘাবড়ে যায়...অথচ আমি ভেবেছিলাম লুকিয়ে আছে পুরনো নার্সারিতে...ভয়ে জমে গেছে যেন।

'সাহস বলতে কিচ্ছু নেই আমার!' বলেছিল সে। 'ঘটনাটা...ঘটার আগে বুঝিনি আমি কত বড় কাপুরুষ!'

'ঈশ্বর...' বিড়বিড় করলাম, 'আমি এত বোকা কেন?'

গ্রেভ্স্ বা ন্যাশের কেউ একজন নর্দামবারল্যাণ্ডের এক স্কুলবালিকার কথা বলেছিল, তখনই বোঝা উচিত ছিল আমার লাইম্স্টকের সব বেনামী চিঠির প্রেরক কে।

'পৃথিবীতে নতুন বলে কিছু নেই,' বিড়বিড় করলাম আবারও।

স্পষ্ট মনে পড়ছে, অ্যাগনেস যেদিন ফোন করেছিল পার্ট্রিজকে, সেদিন আমাদের সঙ্গে নাস্তার টেবিলে বসে কিডনি ও বেকন খাচ্ছিল মেগান। আমি নিশ্চিত সে শুনেছে কে কথা বলতে চাইছিল পার্ট্রিজের সঙ্গে, আমি নিশ্চিত দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে

সে বুঝে গিয়েছিল কী বলতে চেয়েছিল অ্যাগনেস। তাই তাড়াহুড়ো করে ফিরে যায় বাড়িতে, কারণ অ্যাগনেসের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিলে ফাঁস হয়ে যেত সব।

অথচ আমরা সবাই সন্দেহ করেছি এইমি গ্রিফিথকে...

'আপনি ছাড়া আর কে কে জানত পার্ট্রিজকে ফোন করেছে অ্যাগনেস?' মনে পড়ে যাচ্ছে ন্যাশের প্রশ্নটা।

'মেগান,' সশব্দে জবাব দিলাম আমি, কিন্তু সেটা শুনতে পেল না ন্যাশ।

নিজের চুল নিজেরই ছিঁড়তে ইচ্ছা করছে এখন। সে-রাতে এক ছায়ামূর্তিকে অনুসরণ করে ঢুকে পড়লাম ওমেন্স ইন্সটিটিউটে, ন্যাশ ছাড়া কাউকে পাইনি সেখানে। যদি অনুমান করি আমাদের উপস্থিতি টের পেয়ে সটকে পড়েছিল ছায়ামূর্তিটা, তা হলে?

হ্যাঁ, ঠিক তা-ই, কারণ গাড়ির কাছে ফিরে এসে কাকে পেলাম? মেগান। এবং...ঈশ্বর...বাইসাইকেল ছিল না ওর সঙ্গে! কারণ ওটা যদি সঙ্গে থাকত তা হলে ওকে চিনে ফেলত যে-কেউ। ওর সমান বয়সী অন্য অনেক মেয়ের চেয়ে লম্বা সে, তাই সে-রাতে দূর থেকে দেখে ওকে মহিলা বলে ভুল করেছি আমি।

কী বলে যেন সাফাই গেয়েছিল সে নিজের?

'হাঁটতে বের হয়েছি। আমি মাঝেমধ্যে রাতের বেলায় হেঁটে বেড়াই। কারণ এই সময়ে পথ রোধ করে এটা-সেটা জিজ্ঞেস করার মতো কেউ থাকে না। তা ছাড়া তারা দেখতে পছন্দ করি আমি। আরও বড় কথা হচ্ছে, খেয়াল করেছেন কি না জানি না, অদ্ভুত এক সুবাস ভেসে বেড়ায় লাইম্‌স্টকের রাতের বাতাসে। সবকিছু রহস্যময় মনে হয়।'

সব বাজে কথা! আসল কথা হচ্ছে, আমি যাকে ভালোবেসেছি, যাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছি, সে একটা খুনি। ভয়ঙ্কর একটা মানুষ।

বইঘর.কম

নিজের অজান্তেই দাঁড়িয়ে গেলাম আর্মচেয়ার ছেড়ে।

'যদি আবারও খারাপ কিছু ঘটে,' আমাকে বলেছিল খুনিটা। 'আপনাকে ফোন করবো। আপনি আসবেন না?'

'আবার কী হবে তোমাদের বাড়িতে?'

কাউকে বলে দিতে হবে না...ভূতগ্রস্তের মতো এগিয়ে যাচ্ছি সদর-দরজার দিকে...কারণ উত্তরটা জানা আছে আমার।

আমরা এতগুলো লোক এতদিন বুঝেও বুঝতে পারিনি...মেগানের টার্গেট আসলে সিমিংটন হাউস।

আত্মহত্যা করেছেন মিসেস সিমিংটন...খুন করা হয়েছে ওই বাড়িরই চাকরানি অ্যাগনেসকে... www.boighar.com

এবার কার দিকে হাত বাড়াবে মেগান?

আফ্রোদিতির দিকে?

মনে হয় না। আফ্রোদিতির উপর ওর কোনও রাগ নেই সম্ভবত।

কলিন বা ব্রায়ান?

হতে পারে। নিষ্পাপ নিরপরাধ বাচ্চা দুটো মেগানের সৎ ভাই, ওদের উপর ওর আক্রোশ আছে, কারণ ওরা ওর মা'র মনোযোগ কেড়ে নিয়েছিল।

মিস্টার সিমিংটন?

আরেকবার যেন বাজ পড়ল আমার উপর।

ঈশ্বর...মেগানের পরের টার্গেট ওই সহজসরল মানুষটাই। কারণ সৎ বাপকে যারপরনাই ঘৃণা করে সে। যে-কোনওভাবে হোক, প্রথম সুযোগেই দুনিয়া থেকে বিদায় করার চেষ্টা করবে সে লোকটাকে...

না, এটা ঘটতে দেয়া যায় না। মিস্টার সিমিংটনকে সতর্ক করতেই হবে।

জানি না কখন বেরিয়ে এসেছি রাস্তায়। জানি না গাড়ির কথা

ভুলে গিয়ে কখন ছুটতে শুরু করেছি আমার পক্ষে যত দ্রুত সম্ভব।

'আমাকে নিয়ে কারও কোনও চিন্তা আছে নাকি?' ঠিক বলেছে মেগান–ওকে নিয়ে কারও কোনও চিন্তা নেই, ওর কথা ভাবিইনি আমরা কেউ...

আমার নেশা কেটে গেছে, নাকি মাথা পুরো এলোমেলো হয়ে গেছে, জানি না। শুধু জানি, আমাকে যত জলদি সম্ভব পৌঁছাতেই হবে সিমিংটন হাউসে।

হাতঘড়ির দিকে তাকালাম।

রাত সাড়ে ন'টা।

আকাশে চাঁদ নেই। নেই একটা তারাও। টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। কালিগোলা অন্ধকারের কারণে আশপাশ ঠিকমতো ঠাহর করা যায় না।

ঘুটঘুটে অন্ধকারে ডুবে আছে পুরো সিমিংটন হাউস, শুধু একদিকের একটা জানালা দিয়ে আলো আসছে। সেদিনের সেই ঘরটা নাকি—যেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলেছিলাম ন্যাশের সঙ্গে?

থমকে গেছি আমি, ইতস্তত করছি। বুঝতে পারছি সামনের দিকের দরজায় গিয়ে বেল বাজানো উচিত, কিন্তু কেন যেন করতে পারছি না কাজটা। উবু হয়ে সন্তর্পণে এগিয়ে গেলাম জানালাটার দিকে। দেয়ালের সঙ্গে পিঠ ঠেকিয়ে সাবধানে মাথা তুলছি একটু একটু করে।

জানালাটা বন্ধ না। পর্দা ঝুলছে, কিন্তু পুরোপুরি টেনে দেয়া হয়নি সেটা। ফাঁকফোকর দিয়ে দেখা যাচ্ছে কী হচ্ছে ভিতরে।

ঘরের পরিবেশ খুবই শান্ত। বড় একটা আর্মচেয়ারে বসে আছেন সিমিংটন। কাছেই বসে আছে এলসি হল্যাণ্ড, মাথাটা ঝুঁকে আছে ওর, কলিন বা ব্রায়ান কোনও একজনের একটা ছেঁড়া শার্ট সেলাই করছে সুই-সুতো দিয়ে।

বইঘর.কম

কাজ করতে করতে এলসি হল্যাণ্ড বলল, 'কিন্তু, মিস্টার সিমিংটন, আমার মনে হয় আপনার ছেলেরা এখন এত ছোট না যে, বোর্ডিং স্কুলে ভর্তি করানো যাবে না ওদেরকে।'

সিমিংটন বললেন, 'কথাটা হয়তো ব্রায়ানের বেলায় ঠিক, মিস হল্যাণ্ড। যে-প্রিপারেটরি স্কুলে পড়তাম আমি, ঠিক করেছি ওকে ভর্তি করিয়ে দেবো সেখানে। কিন্তু কলিন এখনও ছোট। ওর জন্য আরও একটা বছর অপেক্ষা করতে হবে।'

একটা দরজা খুলে মেগান হাজির হলো এমন সময়।

পিঠটা খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে সে, দেখেই বোঝা যাচ্ছে উত্তেজিত, চেহারায় কেমন একটা টানটান ভাব। দৃঢ়সঙ্কল্পের ছাপ চকচকে দুই চোখে।

'আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই। একা।'

কথাটা বলা হয়েছে সিমিংটনকে।

মনে পড়ল, উকিল সাহেবকে কখনও বাবা বলে ডাকে না মেয়েটা। মিস্টার সিমিংটন বা ডিকও বলে না কখনও। কোনও সম্বোধনই ব্যবহার করে না সে তাঁর বেলায়।

এলসি হল্যাণ্ডের দিকে তাকাল সে। 'এলসি, প্লিয।'

উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের বাইরে চলে গেল এলসি হল্যাণ্ড, লাগিয়ে গিল দরজাটা।

'কী ব্যাপার, মেগান? কী চাও?' জিজ্ঞেস করলেন সিমিংটন।

তাঁর দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে মেগান, তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে আছে। নতুন একটা কিছু দেখতে পাচ্ছি মেয়েটার চেহারায়।

কী সেটা? কঠোরতা? যা সবসময় থাকে একজন খুনির চেহারায়?

'কিছু টাকার দরকার আমার,' বলল মেগান।

'সেটা কি এখনই নিতে হবে? আগামীকাল সকালে চাইলে কি

হতো না? ...কী ব্যাপার, হাতখরচ হিসেবে যা দিচ্ছি তোমাকে তা কি যথেষ্ট মনে হচ্ছে না তোমার?'

'হাতখরচের কথা বলিনি আমি। আমার অনেক টাকা চাই।'

পিঠ খাড়া করে বসলেন সিমিংটন। 'আর কয়েক মাসের মধ্যেই প্রাপ্তবয়স্কা হয়ে যাবে তুমি। তোমার নানির রেখেযাওয়া যে-টাকা আছে তোমার নামে, পাবলিক ট্রাস্টির মাধ্যমে সেটা দিয়ে দেয়া হবে তোমাকে তখন।'

'আমার কথা বোঝাতে পারিনি। আমি আপনার কাছ থেকে টাকা চাই।'

থতমত খেয়ে গেছেন সিমিংটন, কিছু বলতে পারছেন না।

'আমার জন্মদাতা বাবার ব্যাপারে কেউ কখনও কথা বলে না আমার সঙ্গে। আমি যদি কখনও কিছু জানতে চাই, কেউ জবাব দেয় না। কিন্তু আমি জানি, একবার জেলে যেতে হয়েছিল তাঁকে। কারণ ব্ল্যাকমেইল করেছিলেন তিনি।'

নির্বাক দর্শকের মতো মেগানের কথা শুনছেন সিমিংটন।

'আমি তাঁর মেয়ে। একজন ব্ল্যাকমেইলারের মেয়ের ব্ল্যাকমেইলার হওয়াটাই স্বাভাবিক, না?'

'মানে?'

'মানে আমাকে যদি অনেক টাকা না দেন, তা হলে আমি সবাইকে বলে দেবো, সেদিন মা'র ঘরে কী করছিলেন আপনি।'

সিমিংটনকে দেখে মনে হচ্ছে, পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে গেছেন।

মনে হচ্ছে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে গেছি আমি নিজেও।

কিছুক্ষণ পর সিমিংটন বললেন, 'তুমি কী বলছ কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'কিন্তু আমার মনে হয় পারছেন,' হাসল মেগান।

ওই হাসি হাসতে পারে শুধু কোনও পিশাচ।

উঠে দাঁড়ালেন সিমিংটন, রাইটিংডেস্কের দিকে এগিয়ে

বইঘর.কম

যাচ্ছেন। পকেট থেকে একটা চেকবই বের করলেন, সময় নিয়ে একটা চেক লিখলেন। তারপর ফিরে এসে চেকটা বাড়িয়ে ধরলেন মেগানের দিকে। 'আমি কিন্তু আসলেই বুঝতে পারছি না কী বলছ তুমি। তারপরও...টাকা চেয়েছ আমার কাছে, এই নাও।'

চেকটা নিল মেগান, দেখল কিছুক্ষণ। তারপর কিছু না বলে চলে গেল ঘরের বাইরে।

তন্ময় হয়ে দেখছিলাম আর শুনছিলাম ঘরের ভিতরের নাটক, তাই লোকটা কখন হাজির হয়েছে আমার পেছনে, টেরই পাইনি।

পাথরের মতো শক্ত আর ভালুকের মতো শক্তিশালী একটা হাত দিয়ে আমার মুখটা চেপে ধরল সে, কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, 'একদম চুপ, বার্টন!'

## আঠারো

এত জোরে বাড়ি পড়ছে আমার বুকের ভিতরে যে, মনে হচ্ছে ছিঁড়েই যাবে হৃৎপিণ্ডটা।

আমার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে সুপারইনটেণ্ডেণ্ট ন্যাশ। 'একদম চুপ!' আবারও ফিসফিস করল সে। 'আগেরবারের মতো সব ভণ্ডুল করা যাবে না!'

বুঝতে পারার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালাম।

আমার মুখ থেকে হাত সরিয়ে নিল সে, ওকে অনুসরণ করার ইঙ্গিত করছে।

বাড়িটা থেকে যথেষ্ট দূরে নিয়ে এল সে আমাকে। 'হাজির হওয়ার আর সময় পেলেন না!' ওর কণ্ঠে খেদ।

'মেয়েটা...মেগান...

ভালুকের মতো শক্তিশালী হাতটা দিয়ে আমার একটা হাত চেপে ধরল ন্যাশ। 'কয়েকটা কথা শুনতে ও বুঝতে হবে আপনাকে, মিস্টার বার্টন।'

শুনলাম কথাগুলো।

পছন্দ হলো না, কিন্তু কিছু করার নেই।

বার বার বললাম, ন্যাশের সঙ্গে থাকতে চাই, কসম খেলাম সে যা বলবে তা-ই করবো।

ফলে বাড়ির পেছনের দরজা দিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই ঢুকে পড়লাম ভিতরে, ন্যাশ আর পার্কিন্সের পিছু পিছু। আগে থেকেই তালা খুলে রাখা হয়েছিল দরজাটার।

ন্যাশের সঙ্গে গিয়ে লুকালাম দোতলায় যাওয়ার সিঁড়ির ল্যাণ্ডিং-এ, ভেলভেটের একটা পর্দার আড়ালে। মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছি তো আছিই।

রাত দুটো বাজল, ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজিয়ে সময়টা জানিয়ে দিল গ্র্যাণ্ডফাদার ক্লক।

খুলে গেল সিমিংটনের বেডরুমের দরজা।

চুপিসারে বাইরে এলেন তিনি।

অত্যন্ত সন্তর্পণে এগিয়ে যাচ্ছেন মেগানের ঘরের দিকে।

এবার উত্তেজনায় না, মেগানের জন্য দুশ্চিন্তায় বুকের ভিতরটা ছিঁড়ে যাচ্ছে আমার।

আমি জানি কোথায় লুকিয়ে আছে সার্জেন্ট পার্কিন্স। আমি জানি লোকটা ভালো, নিজের কাজ বোঝে। এবং আমি জানি এখন যদি বের হই পর্দার আড়াল থেকে, আসলেই ভণ্ডুল হয়ে যাবে সব।

এক পা এক পা করে এগোচ্ছেন সিমিংটন, আর একটু একটু

বইঘর.কম

করে আটকে আসছে আমার দম। গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি মেগানের ঘরের দরজায়...ওটা খুললেন...ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন এদিকওদিক...ঢুকে পড়লেন ভিতরে...

আমি আর দম নিতে পারছি না। পর্দার আড়ালে বাতাসের বড় অভাব। আমি কি টলছি অল্প অল্প? পা দুটো আমার কসম ভুলে গিয়ে ছুট লাগাতে চাইছে কেন? ন্যাশই বা কেন ভালুকের মতো করে...

www.boighar.com

মেগানের ঘরের দরজায় উদয় হয়েছেন সিমিংটন। মেয়েটাকে পাঁজাকোলা করে ধরে আছেন তিনি। সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করলেন। এগিয়ে যাচ্ছেন রান্নাঘরের দিকে। কিন্তু মেগান কিছু করছে না কেন? বাধা দিচ্ছে না কেন? ওর মাথাটা কেন ঝুলছে নিথরের মতো?

রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকেছেন সিমিংটন। ন্যাশকে এখন ভালুক না, চিতাবাঘ বলে মনে হচ্ছে আমার। কারণ কখন যেন খুব সাবধানে পর্দাটা সরিয়ে দিয়েছে সে, এক পা এক পা করে নামছে...এগিয়ে যাচ্ছে রান্নাঘরের দিকে।

আমি নিশ্চিত আমার দুই পায়ে ভর করেছে কিছু একটা, কারণ আমার সারা শরীর কাঁপছে কিন্তু পা দুটো ন্যাশকে অনুসরণ করে চলেছে ছায়ার মতো...

মেগানের মাথাটা গ্যাস ওভেনের উপর নামিয়ে রেখেছেন সিমিংটন। ওভেনের চাবিতে হাত দিয়েছেন তিনি...এখনই ঘুরাবেন সেটা...এখনই জ্বলে উঠবে আগুন...এখনই...

ক্ষিপ্র গতিতে ছুটে গিয়ে রান্নাঘরের সুইচ টিপে দিল ন্যাশ, উজ্জ্বল আলোয় ভরে গেল ঘরটা। সে-আলোয় চকচক করছে ন্যাশের হাতেধরা রিভলভার। সেটা তাক করা মিস্টার সিমিংটনের দিকে।

ধরা পড়ে গেছেন রিচার্ড সিমিংটন।

ধপ করে মেঝেতে বসে পড়লেন তিনি। একছুটে মেগানের কাছে হাজির হলাম আমি, ওভেন থেকে সরিয়ে নিয়েছি বেচারীর মাথাটা। এবার আমি পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়েছি ওকে।

বাধা দেয়ার কোনও চেষ্টা করছেন না সিমিংটন। বুঝতে পারছেন, তাঁর খেল্ খতম।

বসে আছি মেগানের বিছানায়। মেয়েটা শুয়ে আছে। অপেক্ষা করছি কখন জ্ঞান ফিরবে ওর। একটু পর পর মনে মনে অভিশাপ দিচ্ছি ন্যাশকে।

'ঝুঁকিটা অনেক বড় হয়ে গেছে,' অভিযোগের সুরে বললাম।

কিন্তু ন্যাশকে দেখে মনে হচ্ছে না একটুও ভাবছে সে মেগানকে নিয়ে। 'প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর আগে এক গ্লাস দুধ খায় মেয়েটা, আজ ঘুমের-ওষুধ মেশানো দুধ খেয়েছে সে। মেনে নিলাম ডোজটা একটু কড়া হয়ে গেছে, তবে সেটা আমাদের নাটকের জন্য খারাপ হয়নি।'

আবারও মনে মনে অভিশাপ দিলাম ওকে।

'মেয়েকে বিষ খাইয়ে মারার ঝুঁকি নিতে পারেন না সিমিংটন। কারণ ইতোমধ্যেই আমরা গ্রেপ্তার করেছি মিস গ্রিফিথকে। লোকে বলবে: খুনি যখন পুলিশের হাতে বন্দি, তখন মেগানকে মারল কে? রহস্যজনক কোনও কারণে মেয়েটার মৃত্যু হয়েছে—এ-রকম ঘটনা সাজানোও তাঁর পক্ষে সম্ভব না। বাকি থাকল রক্তারক্তি কাণ্ড। সেটাও সম্ভব না। সুতরাং মা'র মৃত্যুতে যারপরনাই বিচলিত মেগান যদি উৎকণ্ঠা সহ্য করতে না পেরে নিজেই আত্মহত্যা করে, তা হলে সবদিক দিয়ে ভালো হয় সিমিংটনের জন্য। কারণ লাইম্‌স্টকের সবাই জানে মেগানের মাথায় ছিট আছে। বোঝাতে পারছি?'

'মেগানের মাথায় ছিট নেই। ...ওর জ্ঞান ফিরতে এত দেরি

বইঘর.কম

হচ্ছে কেন?'

'ডক্টর গ্রিফিথ কী বলে গেলেন একটু আগে, শোনেননি? মেগানের হার্ট ঠিক আছে, পাল্‌স্‌ ঠিক আছে। ঘুমাচ্ছে সে, নিজে থেকেই জেগে উঠবে একসময়।'

কিছুক্ষণ পর নড়ে উঠল মেগান, বিড়বিড় করে কী যেন বলল।

আমার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল ন্যাশ, চলে গেল ঘর ছেড়ে।

চোখ খুলল মেগান। 'জেরি?'

'হ্যালো, সুইট।'

'সব ঠিকমতো করতে পেরেছি?'

'ঠিকমতো মানে? তখন তোমাকে দেখে আর তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছিল, দোলনায় যখন ছিলে তখন থেকে ব্ল্যাকমেইলিং করছ!'

দুর্বল হাসি হাসল মেগান, চোখ বন্ধ করে ফেলল। 'একটা চিঠি লিখছিলাম তোমার জন্য। ভয় হচ্ছিল, যদি খারাপ কিছু হয়ে যায়? কিন্তু শেষ করতে পারিনি ওটা, কিছুদূর লেখার পরই ঘুমে জড়িয়ে আসে দু'চোখের পাতা।'

এগিয়ে গেলাম রাইটিং টেবিলের কাছে। ওটার উপর পড়ে আছে মেগানের অসমাপ্ত চিঠিটা।

' "মাই ডিয়ার জেরি," পড়ছি আমি, "স্কুলে শেক্সপিয়ারের একটা বই পড়তাম। ওটার একটা কবিতা খুব ভালো লাগে আমার: *বেঁচে থাকতে হলে খাবার চাই। আমার মনে হয় তুমি আমার জন্য সে-রকম কিছু। মরা জমিন উর্বর করতে বৃষ্টি চাই। আমার মনে হয় তুমি আমার জন্য সে-রকম কিছু।* ...জেরি, বুঝতে পারছি, আমিও ভালোবেসে ফেলেছি তোমাকে।"'

## উনিশ

'দেখলেন তো,' বিজয়ের আনন্দে আবারও রণমূর্তি ধারণ করেছেন মিসেস ক্যালথ্রপ, 'আমার বিশেষজ্ঞ আপনাদের বিশেষজ্ঞের চেয়েও বড় বিশেষজ্ঞ! তাঁকে খবর দিয়ে নিয়ে এসে ঠিক কাজ করেছি কি না, দেখেছেন?'

ভিকারেজে আছি আমরা। বাইরে এখন মুষলধারায় বৃষ্টি পড়ছে। ঘরের ভিতরে জ্বলছে চমৎকার লগ ফায়ার। "বিজয়ের আনন্দে" সারা ঘরে একবার "তুর্কি নাচন" নাচলেন মিসেস ক্যালথ্রপ, সোফা থেকে হঠাৎ করেই তুলে নিলেন কুশনটা, তারপর সেটা আছড়ে ফেললেন গ্র্যাণ্ড পিয়ানোর উপর।

লোকে যে তাঁকে পাগলাটে বলে, শুধু শুধু বলে না।

বলবো কি বলবো না ভাবতে ভাবতে শেষপর্যন্ত বলেই ফেললাম, 'আপনি কি আসলেই খবর দিয়ে নিয়ে এসেছেন কোনও বিশেষজ্ঞকে? লোকটা কে? কী করেছে সে?'

'লোকটা না,' শুধরে দেয়ার ভঙ্গিতে বললেন মিসেস ক্যালথ্রপ, হাত তুলে দেখাচ্ছেন মিস মার্পলকে। 'তিনিই আমার এক্সপার্ট। মানবচরিত্র সম্পর্কে অনেককিছু জানেন তিনি।'

'এভাবে বলাটা ঠিক না,' বললেন মিস মার্পল।

'কথাটা কিন্তু ঠিক।'

'বছরের পর বছর ধরে গ্রামে থাকলে, আশপাশের মানুষগুলোকে ভালোমতো খেয়াল করলে, মানবচরিত্র সম্বন্ধে আমার মতো জানতে পারবে যে-কেউ।'

মিস মার্পলের দিকে তাকিয়ে আছি আমি, পুরো ঘটনাটার

ব্যাখ্যা দাবি করছি নিঃশব্দে।

'মিস্টার বার্টন, আপনি যখনই কোনও হত্যারহস্যের তদন্ত করবেন, মনটা একেবারে খোলা রাখতে হবে আপনাকে। এত স্বাভাবিকভাবে এবং সরাসরি সবকিছু ঘটানো হয়েছে এই কেসে যে, জানা থাকার পরও আসল ব্যাপারটা দেখতে পাননি আপনি।'

www.boighar.com

'জানা থাকার পরও? আমি তো কিছুই জানতাম না!'

'জানতেন। আমাকে বলেছিলেনও। একটা ঘটনার সঙ্গে আরেকটা ঘটনার যোগসূত্র বের করে ফেলেছিলেন আপনি, কিন্তু আত্মবিশ্বাসের অভাবে এগোতে পারেননি। শুরু করা যাক "আগুন ছাড়া ধোঁয়া হয় না" কথাটা দিয়ে। আপনার অবচেতন মনে ঘুরপাক খাচ্ছিল একটা স্মোকস্ক্রিনের কথা। আরেকটু ভাবলেই বুঝতে পারতেন, কেন ও-রকম ভাবছিলেন। স্মোকস্ক্রিনের কাজই হচ্ছে, দর্শকের দৃষ্টি থেকে কোনওকিছু আড়াল করা। ঠিক একইভাবে, লাইম্‌স্টকের সবাই মাথা ঘামাচ্ছিল ভুল জিনিসটা নিয়ে—বেনামী চিঠি। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, বেনামী চিঠি বলে কখনও কিছু ছিলই না এখানে।'

'বলেন কী আপনি! আমি নিজে একটা বেনামী চিঠি পেয়েছি।'

'হ্যাঁ, পেয়েছেন, কিন্তু সেটা আসল না।'

'আসল না মানে?'

'বুঝিয়ে বলি। লাইম্‌স্টকের মতো মফস্বল শহর, কিংবা আমি যে-গ্রামে থাকি সেসব জায়গা যত শান্তিপূর্ণই হোক না কেন, সেগুলোর বাসিন্দারা ছোট-বড় স্ক্যাণ্ডালের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েই। এসব জায়গার মহিলাদের হাতে কাজ নেই বললেই চলে, তাই তারা প্রতিবেশীদের হাঁড়ির খবর নিতে এবং ছড়িয়ে দিতে খুব ভালোবাসে। কিন্তু পুরুষদের কথা আলাদা, বিশেষ করে মিস্টার

সিমিংটনের মতো কারও। কোনও মহিলা যদি বেনামী চিঠি লেখে, তা হলে অবশ্যই কোনও না কোনও স্ক্যাণ্ডালের ব্যাপারে কিছু না কিছু বলবে। বুঝতে পারছেন?'

মাথা ঝাঁকালাম।

'স্মোকস্ক্রিনটা, মানে যা দিয়ে দর্শকের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে তা সরিয়ে ফেলুন। অর্থাৎ বেনামী চিঠির কথা বেমালুম ভুলে যান। কী পাবেন? প্রথমেই মিসেস সিমিংটনের আত্মহত্যা। ঠিক না?'

'হ্যাঁ, ঠিক।'

'নিজের কাছেই জানতে চান, ওই ভদ্রমহিলা মারা গেলে কার লাভ সবচেয়ে বেশি। উত্তরটা সহজ—তাঁর স্বামীর। হয়তো প্রশ্ন করবেন, কারণ কী? মোটিভ কী? জবাবে উদাহরণ হিসেবে প্রথমেই ধরা যেতে পারে, সিমিংটন দম্পতির জীবনে অন্য কোনও নারীর উপস্থিতি।'

আবারও মাথা ঝাঁকালাম।

'শুরুতেই জানতে পারলাম, খুবই আকর্ষণীয় এক যুবতী গভর্নেস থাকে সিমিংটনদের বাড়িতে। তখন মোটিভ সম্পর্কে তেমন কোনও সন্দেহ থাকল না আমার মনে। মিস্টার সিমিংটনকে দেখলে মনে হয় কী শান্ত চুপচাপ একটা মানুষ, আবেগের বাড়াবাড়ি নেই তাঁর মধ্যে। স্ত্রীর সঙ্গে কী মধুর সম্পর্ক তাঁর! হয়তো সবকিছুই ঠিক ছিল, ছন্দপতন ঘটাল মিস এলসি হল্যাণ্ড।'

'আফ্রোদিতি,' বিড়বিড় করলাম আমি।

'একটা কথা বলি, কিছু মনে করবেন না। নির্দিষ্ট একটা বয়সের পর পুরুষমানুষ যদি প্রেমে পড়ে, সাংঘাতিক অবস্থা হয় তাদের, বলতে গেলে পাগলের মতো হয়ে যায় তারা। স্ত্রী বেঁচে থাকা অবস্থায় যে-লোক অন্য কারও প্রেমে পড়তে পারে, সে আর

বইঘর.কম

যা-ই হোক, মানুষ হিসেবে যে ভালো না, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।'

কিছু বললাম না।

'একটাই সমাধান ছিল তাঁর সেই পাগলামির—মিসেস সিমিংটনের মৃত্যু। এবং তারপর এলসি হল্যাণ্ডের সঙ্গে তাঁর বিয়ে। কিন্তু সমস্যা একাধিক। সবচেয়ে বড় সমস্যা: মিস্টার সিমিংটনের সামাজিক অবস্থান। লোকে কী বলবে? কলিন আর ব্রায়ানের কী হবে? তিনি আসলে একসঙ্গে চেয়েছিলেন সবকিছু—বাড়ি, বাচ্চা, সামাজিক মর্যাদা এবং এলসি। এবং এতকিছু একসঙ্গে পাওয়ার উপায় একটাই: খুন।

'ভেবে ভেবে খুবই ধূর্ত একটা উপায় বের করেন তিনি। অনেক ক্রিমিনাল কেস নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেছেন পেশাগত জীবনে, জানতেন যদি অস্বাভাবিক কোনও উপায়ে মৃত্যু হয় তাঁর স্ত্রীর তা হলে লোকে সবার আগে সন্দেহ করবে তাঁকেই। সুতরাং একটাই উপায় আছে: বিষ। এবং তা-ও আবার এমন কোনও কায়দায় এবং এমন কোনও সময়ে খাওয়াতে হবে, যাতে ঘটনা দেখলেই মনে হয়, আত্মহত্যা করেছেন বেচারী। আর সে-কারণেই লাইম্‌স্টকে আবির্ভাব ঘটল একজন বেনামী চিঠির প্রেরকের।'

'অবিশ্বাস্য!' বিড়বিড় করলাম আবারও।

'কিন্তু অবিশ্বাস্য হলেও সেটাই সত্যি, মিস্টার বার্টন। কাজে লেগে যায় মিস্টার সিমিংটনের শয়তানি বুদ্ধি—পুলিশ সন্দেহ করতে শুরু করে মাঝবয়সী এক মহিলাকে, যার মনে নাকি অবদমিত কামনা আছে, যে নাকি সামাজিক মর্যাদায় অন্য অনেকের চেয়ে উপরে। দোষ দেয়া যায় না পুলিশকে, কারণ বেনামী চিঠিগুলো এমনভাবে তৈরি করেছিলেন মিস্টার সিমিংটন যে, পড়লে মনে হবে ওগুলো কোনও মহিলারই কাজ। বুদ্ধিটা

তিনি পেয়েছিলেন ডক্টর গ্রিফিথের কাছ থেকে। ...ওহ্, আমার কথা শুনে আবার মনে করবেন না ডক্টর গ্রিফিথ বুদ্ধিটা দিয়েছিলেন তাঁকে। সহজসরল মানুষটা একবার এক স্কুলবালিকার কথা বলেন, বেনামী চিঠিতে কী লিখেছিল মেয়েটা তা-ও বলেন। আমার ধারণা শয়তানি বুদ্ধিটা তখনই খেলে যায় মিস্টার সিমিংটনের মাথায়। কিন্তু ওই মেয়ের মতো করে তৈরি করেননি তিনি তাঁর চিঠিগুলো, বরং মেয়েটার স্টাইল অনুসরণ করেছেন।

www.boighar.com

'তদন্ত করার সময় কীভাবে এগোবে পুলিশ, তা-ও জানতেন মিস্টার সিমিংটন। হ্যাণ্ডরাইটিং, টাইপরাইটিং টেস্ট...সব জানা ছিল তাঁর। সে-কারণে সময় নিয়ে একটু একটু করে এগিয়েছেন তিনি লক্ষ্যের দিকে। তিনি আসলে এত সময় নিয়ে তাঁর স্ত্রীকে খুন করেছেন যে, খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে পার্কিন্স, ন্যাশ, এমনকী গ্রেভ্স্-এরও।'

'কী পয়েন্ট?'

'টাইপরাইটার।'

'টাইপরাইটার?'

'হ্যাঁ। ওমেন্স ইন্সটিটিউটে একটা টাইপরাইটার দান করেছিলেন মিস্টার সিমিংটন...মনে পড়ে?'

'হ্যাঁ। কিন্তু...'

'পুলিশ কল্পনাও করতে পারেনি, ওটা দান করার আগেই সবগুলো খামের গায়ে বেনামী চিঠির প্রাপকদের ঠিকানা লিখে ফেলেছেন মিস্টার সিমিংটন।'

একটা চমক অনুভব করলাম।

'আমার মনে হয়,' বলছেন মিস মার্পল, 'কোনও এক সময় কোনও এক কাজে গিয়েছিলেন তিনি লিট্‌ল্ ফার্যে...আপনারা তখনও ভাড়া নেননি বাড়িটা...অপেক্ষা করছিলেন ড্রইংরুমে।

বইঘর.কম

ততদিনে বেনামী চিঠির পরিকল্পনাটা চলে এসেছে তাঁর মাথায়। তিনি জানতেন, ধর্ম নিয়ে নসিহত করা হয়েছে এ-রকম ঢাউস বই সাধারণত ঘাঁটাঘাঁটি করে না লোকে, তাই পাতা ছেঁড়ার জন্য কোন্ বইটা বেছে নিতে হবে সেটাও বুঝতে পারেন।'

'ইবলিশ!'

'হয়তো ঠিকই বলেছেন কথাটা। এবার আসি আসল কথায়। বেনামী চিঠি ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে; কে কী চিঠি পেল, কার চিঠিতে কী বলা হলো তা নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত লাইম্স্টকের বাসিন্দারা। স্ত্রীকে খুন করার জন্য জুৎসই একটা দিন বেছে নিলেন মিস্টার সিমিংটন। গভর্নেস এলসি হল্যাণ্ড বাড়িতে নেই। দুই ছেলে বাড়িতে নেই। মেগান বাইরে গেছে। চাকরানিদের আধবেলা ছুটি। ঘুমের ওষুধ খেয়ে নিজের ঘরে ঝিমাচ্ছেন মিসেস সিমিংটন। ব্যস, আর কী চাই? শুধু তাঁর পক্ষে অনুমান করা সম্ভব ছিল না, বয়ফ্রেণ্ডের সঙ্গে ঝগড়া হবে অ্যাগনেসের, সাধারণত যে-সময়ে বাড়ি ফেরে সে তার অনেক আগেই চলে আসবে,' দম নেয়ার জন্য থামলেন মিস মার্পল।

'মেয়েটা তা হলে সেদিন তাঁকেই দেখেছিল পোস্টবক্সে চিঠি ফেলতে? সেজন্যই এত উদ্বিগ্ন ছিল সে মরার আগের কয়েকটা দিন? সব বুঝতে পারছি এখন।'

মিষ্টি করে হাসলেন মিস মার্পল। 'আমি জানি না। তবে আমার অনুমান, কাউকেই দেখেনি অ্যাগনেস।'

'কাউকেই দেখেনি! মানে?'

'মানে...পুলিশ যেমনটা অনুমান করেছিল...হয়তো ঠিক ঠিকই প্যান্ট্রির জানালায় দাঁড়িয়ে ছিল অ্যাগনেস, অপেক্ষা করছিল কখন এসে ওর অভিমান ভাঙাবে ওর বয়ফ্রেণ্ড, কিন্তু কাউকেই দেখেনি সে...না কোনও পোস্টম্যান, না মিস্টার সিমিংটন...কাউকেই না।'

'কাউকেই না? তা হলে মিসেস সিমিংটন চিঠি পেলেন কীভাবে?'

'মিসেস সিমিংটন কোনও চিঠি পাননি।'

'কী!'

'মিসেস সিমিংটন কোনও চিঠি পাননি,' আবার বললেন মিস মার্পল। 'মিস্টার সিমিংটনের অবস্থান থেকে দেখলে এই কেস কিন্তু একেবারেই মামুলি আর সহজ। তিনি জানেন প্রতিদিন দুপুরে ওষুধ খেতে হয় তাঁর স্ত্রীকে। সেই ওষুধের শিশি সরিয়ে দিয়ে সেটার মতো হুবহু দেখতে সায়ানাইডের-শিশি রেখে দিলেই তো কেল্লাফতে।'

'তা হলে তদন্ত করার পরও ব্যাপারটা ধরতে পারল না কেন পুলিশ?'

'কারণ, আমার মনে হয়, বাগানের বোলতা মারার কাজে ব্যবহৃত সায়ানাইড দিয়ে মিসেস সিমিংটনের একটা খালি ওষুধের-শিশি পূর্ণ করার পর সেটা রাখেন মিস্টার সিমিংটন জায়গামতো। কাজ হয়ে যাওয়ার পর, পুলিশ আসার আগেই, সরিয়ে ফেলেন বিষের শিশিটা।

'একেবারে স্বাভাবিক আচরণ করেন তিনি সেদিন। বিকেলে ফেরেন অফিস থেকে, তাঁকে এমনকী রাস্তায় দেখতেও পায় এলসি হল্যাণ্ড। বাসায় ঢুকে ডাকেন তিনি মিসেস সিমিংটনকে, সাড়া না পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই গিয়ে ঢোকেন ভদ্রমহিলার বেডরুমে। ততক্ষণে মারা গেছেন বেচারী। দ্রুত কাজ শুরু করেন মিস্টার সিমিংটন, কারণ ছোট্ট একটা নাটক করতে হবে তাঁকে—স্ত্রী মারা গেছে সেটা "বোঝার" জন্য তখন মাত্র দু'-এক মিনিট সময় আছে তাঁর হাতে।

'গ্লাভ্‌স্ পরে নেন তিনি, সরিয়ে ফেলেন বিষের শিশিটা, পকেট থেকে আসল একটা সায়ানাইডের-বোতল বের করে

বইঘর.কম

রাখেন কাছেপিঠে কোথাও। তারপর বের করেন বেনামী চিঠিটা। খাম ছিঁড়ে চিঠিটা বের করে ফেলে রাখেন স্ত্রীর মৃতদেহের কাছাকাছি। একটা চিরকুটও বের করে ফেলে রাখেন, যেটাতে স্ত্রীর হাতের-লেখা নকল করে নিজেই লিখেছেন: "আর পারছি না।" '

স্তম্ভিত হয়ে গেছি, কথা সরছে না আমার মুখে।

'প্রত্যেক খুনিই ছোট-বড় ভুল করে, মিস্টার সিমিংটনও করেছেন। এবং...আফসোস...আরেকটু সতর্ক হলেই ভুলটা ধরতে পারত ন্যাশ...আসলে তখনই ধরা উচিত ছিল ওর।'

'কী ভুল?'

'একটা পৃষ্ঠা ছিঁড়ে বানানো হয়েছিল চিরকুটটা। ন্যাশের উচিত ছিল ছেঁড়া পৃষ্ঠাটার খোঁজ করা। যদি খুঁজে পেত, তা হলে আমার মনে হয় বুঝতে পারত চিরকুট লেখেননি মিসেস সিমিংটন। আমার মনে হয়, সেদিন যখন অফিসে ছিলেন মিস্টার সিমিংটন, তখন করেছেন কুকাজটা। ...ও, ভালো কথা...আপনি কিন্তু নিজের অগোচরে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বুঝে ফেলেছিলেন, মিস্টার বার্টন।'

'কোন্‌টা?'

'আপনার কথা শুনেই সঠিক পথে আসি আমি।'

'কী সেটা?'

'এলসি হল্যাণ্ড বাদে সবাই বেনামী চিঠি পাচ্ছে।'

'মানে?'

'প্রেম, মিস্টার বার্টন, প্রেম।'

'প্রেম?'

'আপনি মেগানকে ভালোবেসে ফেলেছেন। আজ বাদে কাল বিয়ে করতে যাচ্ছেন মেয়েটাকে। এই অবস্থায় ওর নামে কুৎসা রটানো কিংবা বাজে বাজে কথা লেখা কি সম্ভব আপনার

পক্ষে?'

'মোটেও না।'

'তা হলে মিস্টার সিমিংটন কীভাবে করলেন কাজটা? যাকে ভালোবাসেন তাকে গালি দেয়া, জঘন্য জঘন্য সব কথা বলা সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষেও।' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মিস মার্পল। 'মানবচরিত্র আসলেই খুব অদ্ভুত।'

'বুঝলাম। কিন্তু অ্যাগনেসকে খুন করা হলো কেন? আপনি নিজেই বলেছেন কাউকে দেখেনি সে সেদিন বিকেলে।'

'মানবচরিত্র!' আবারও দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মিস মার্পল।

'মানে?'

'অ্যাগনেস যখন টেলিফোনে কথা বলছিল পার্ট্রিজের সঙ্গে, কোনও সন্দেহ নেই ওর কথা শুনতে পান মিস্টার সিমিংটন। অ্যাগনেস বলেছে, মিসেস সিমিংটন মারা যাওয়ার পর থেকে অদ্ভুত এক অস্থিরতায় ভুগছে সে, কোথাও কিছু একটা ঘাপলা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে ওর। ব্যস...আর যায় কোথায়...কথাটা শোনামাত্র বিপদঘণ্টা বেজে উঠল মিস্টার সিমিংটনের মনে। সব ফাঁস হয়ে গেল না তো? অ্যাগনেস কিছু দেখে ফেলল না তো? কিছু বুঝে গেল না তো?'

'খুনটা কখন করলেন তিনি?'

'আমার মনে হয় সেদিন অফিসে যাওয়ার আগে।'

'অফিসে যাওয়ার আগে?'

'হুঁ...মনে হয়। ডাইনিংরুম বা রান্নাঘরে ছিল মিস হল্যাণ্ড, ওকে বিদায় বলে সদর-দরজার দিকে এগিয়ে যান মিস্টার সিমিংটন। দরজাটা খোলেন তিনি, ভান করছেন এখনই যেন চলে যাবেন অফিসে। কিন্তু না গিয়ে সেটা লাগিয়ে দেন আবার। শব্দ শুনলে যে-কেউ ধরে নেবে চলে গেছেন তিনি। অথচ ধূর্ত লোকটা তখনও কিন্তু বাড়ির ভিতরেই! চট করে গিয়ে ঢোকেন তিনি ছোট্ট

বইঘর.কম

ক্লোকরুমটাতে।

'বাড়ির ভিতরে অ্যাগনেস যখন একা তখন সুযোগ বুঝে মেয়েটার মাথায় বাড়ি মেরে এবং ঘাড়ে শিক ঢুকিয়ে খুন করেন ওকে, লাশটা নিয়ে রাখেন কাবার্ডের কোনায়। তারপর পেছনের দরজা দিয়ে বের হয়ে একটু দেরিতে হাজির হয়ে যান অফিসে। সবাই ভাবে, একটা মহিলা হ্যাণ্ডব্যাগে ভারী কিছু নিয়ে এসে...। আসলে প্রথম থেকেই ভুল বুঝেছে সবাই, কেউ সন্দেহ করেনি সবকিছুর পেছনে থাকতে পারে একজন পুরুষ।'

'জানোয়ার,' বললেন মিসেস ক্যালথ্রপ।

'এইমি গ্রিফিথের ব্যাপারটা কী? একটা মুষল খোয়া গেছে ওর ভাইয়ের ডিসপেন্সারি থেকে...'

'অ্যাগনেসের মাথা ফাটানোর কাজে মুষলের "ম"-ও ব্যবহার করেননি মিস্টার সিমিংটন,' বললেন মিস মার্পল। 'ক্লোকরুমের ক্লোক-ওয়েইটটা কাজে লাগিয়েছেন তিনি। তাঁকে গ্রেপ্তার করার পর রক্তমাখা অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে ওটা। রক্তের সঙ্গে লেপ্টে ছিল অ্যাগনেসের কয়েকটা চুল। উপযুক্ত পরীক্ষানিরীক্ষার জন্য সেটা ইতোমধ্যেই জব্দ করেছে পুলিশ। প্রশ্ন হচ্ছে, মুষল খোয়া গেল কেন তা হলে? কারণ আগে থেকেই অন্য কাউকে ফাঁসানোর চিন্তা খেলা করছিল মিস্টার সিমিংটনের মাথায়। ডক্টর গ্রিফিথের চেম্বার থেকে ওটা চুরি করেছেন তিনি নিজেই, বইয়ের ছেঁড়া পাতাগুলো নিজেই নিয়ে রেখেছেন এইমি গ্রিফিথের কাবার্ডের ভিতরে। অথচ যখন এইমিকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ, তখন এমন ভান করলেন যেন দরদ উথলে উঠছে তাঁর।'

'কিন্তু এইমি গ্রিফিথেরও দোষ আছে। ফাঁদ পেতে অপেক্ষা করছিল পুলিশ, কোনও সন্দেহ নেই তাতে ধরা পড়েছেন তিনি। তিনিই যে চিঠি পাঠিয়েছেন এলসি হল্যাণ্ডকে, সন্দেহ নেই

তাতেও।'

'হ্যাঁ, এইমিই চিঠি লিখেছে এলসিকে,' বললেন মিস মার্পল।

'কিন্তু কেন? কেন তিনি করতে গেলেন কাজটা? কেন তিনি হুমকি দিলেন এলসিকে? কেন চলে যেতে বললেন?'

'মানবচরিত্র,' বললেন মিস মার্পল।

বুঝতে না পেরে মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম আমরা বাকিরা।

'মিস্টার সিমিংটনকে অনেক আগে থেকেই ভালোবাসেন মিস গ্রিফিথ। কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারেন না, কারণ মিসেস সিমিংটন তখনও জীবিত। ভদ্রমহিলা আত্মহত্যা করার পর এইমি বুঝলেন, এই সুযোগ! কিন্তু ততদিনে পথের কাঁটায় পরিণত হয়েছে এলসি, ওর সঙ্গে মিস্টার সিমিংটনকে জড়িয়ে রসের কথা বলছে শহরের লোকে। কাজেই...হয়তো ভাবলেন...আরেকটা বেনামী চিঠি লিখলে অসুবিধা কী? এলসি যদি ভয় পেয়ে চাকরি ছেড়ে পালায় তা হলেই তো সাধআহ্লাদ পূরণ করার সুযোগ পাওয়া যায়। সন্ধ্যা ঘনালেই যেখানে খালি হয়ে যায় লাইম্‌স্টকের রাস্তাঘাট, সেখানে তিনি কল্পনাই করেননি রাত এগারোটা থেকে সাড়ে এগারোটার মধ্যে ওমেন্স ইন্সটিটিউটে গেলে ধরা পড়তে হবে পুলিশের ফাঁদে। তা ছাড়া...'

www.boighar.com

'তা ছাড়া?'

'হয়তো পুলিশ ধরত না তাঁকে। হয়তো মিস্টার সিমিংটনের মনে অন্য কাউকে ফাঁসানোর ইচ্ছা থাকার পরও কাজটা করতেন না তিনি। কিন্তু কাজটা তিনি করেছেন, কারণ আমার মনে হয় এলসি হল্যাণ্ডকে পাঠানো চিঠিটা আগাগোড়া দেখেছেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে বুঝে গেছেন, কাজটা কার। এ-ও বুঝেছেন, আরও একবার একটু চালাকি করলেই "বেনামী চিঠি-রহস্যের" সমাধান হয়ে যায়, সবরকমের সন্দেহের ঊর্ধ্বে উঠে যেতে পারেন তিনি

বইঘর.কম

নিজে। চিঠিটা নিয়ে থানায় যান তিনি, দেখেন না চাইতেই আকাশের চাঁদ চলে এসেছে হাতে—পুলিশের লোক নিজচোখে এইমিকে টাইপ করতে দেখেছে চিঠিটা। তাঁর ধূর্ত মস্তিষ্কে তখন খেলে যায় এইমিকে ফাঁসানোর পরিকল্পনাটা।

'পুরো পরিবার নিয়ে চা খেতে হাজির হয়ে যান এইমির বাসায়। তাঁকে দেখে এইমি খুশিতে গদগদ, কল্পনাও করেননি কী বিপদ ঘনিয়ে আসছে। সবসময় একটা অ্যাটাশি কেস ব্যবহার করেন মিস্টার সিমিংটন, ছেঁড়া পাতাগুলো ওটার ভিতরে ভরে নিয়ে যান সেখানে। কোথায় লুকাবেন জানতেন না, তাঁর মাথায় তখন ঘুরপাক খাচ্ছে অ্যাগনেসের মৃতদেহ লুকানোর ঘটনাটা, তাই আবারও কাবার্ড বেছে নেন, তারপর একফাঁকে...। এই পয়েন্টটাও কিন্তু পুলিশের চোখ এড়িয়ে গেছে।'

'শেষ একটা প্রশ্ন। কী নিয়ে যারপরনাই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিল অ্যাগনেস?'

'হতে পারে ওর বয়ফ্রেণ্ডের ব্যাপারটা নিয়ে। আবার, হতে পরে, মিসেস সিমিংটনের মৃত্যুর পর অপ্রস্তুত অবস্থায় দেখে ফেলেছিল মিস্টার সিমিংটন আর এলসি হল্যাণ্ডকে। পরে যা বোঝার বুঝে নেয়।'

www.boighar.com

'সব বুঝলাম...তারপরও...মিস মার্পল...আপনি যেভাবে টোপ হিসেবে ব্যবহার করেছেন মেগানকে, আমি কখনও ক্ষমা করতে পারবো না আপনাকে।'

'মানুষখেকো বাঘ মারতে গেলে অনেক সময় টোপ ব্যবহার করতে হয়, জানেন? কুবুদ্ধির অভাব নেই মিস্টার সিমিংটনের, বিবেক বলেও কিছু নেই তাঁর। বুঝতে পারছিলাম, তাঁকে পাকড়াও করতে গেলে বুদ্ধির খেলা খেলতে হবে আমাকে। ব্যবহার করতে হবে এমন কাউকে, যে বেপরোয়া হলেও মাথায় বুদ্ধি আছে, সমাজের চোখে উড়নচণ্ডী হলেও বুকে সাহস আছে।

কী আশ্চর্য, যাঁকে আমার সন্দেহ, তাঁর বাড়িতেই থাকে সে, তাঁরই সৎ মেয়ে। বুঝতে পেরেছেন? ...বলুন, এখনও কি আমার উপর রাগ আছে আপনার?'

## বিশ

www.boighar.com

পরদিন সকালে দেখা করতে গেলাম মেগানের সঙ্গে।

কিন্তু মোটেও রোমান্টিক হলো না আমাদের সাক্ষাৎ। মেগান দরজা খোলামাত্র বাসার ভিতর থেকে বিশাল এক কুকুর বেরিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার উপর, আরেকটু হলে পড়েই গিয়েছিলাম।

www.boighar.com

'আমাদের বিয়ের উপহার—অগ্রীম,' কুকুরটাকে সামলানোর চেষ্টা করতে করতে বলল মেগান, 'জোয়ানার পক্ষ থেকে। আমরা এখন শুধু উপহারই পাচ্ছি। উল দিয়ে কী যেন বানিয়ে দিয়ে গেছেন মিস মার্পল, ওটা কার কী কাজে লাগবে কে জানে! চমৎকার ক্রাউন ডার্বি টি সেট দিয়েছেন মিস্টার পাই। গুবরে পোকার আকৃতিতে খোদাই-করা সুন্দর একটা গহনা দিয়েছেন মিসেস ক্যালথ্রপ...ভদ্রমহিলা এত আজব কেন বুঝি না! এলসি দিয়েছে একটা টোস্ট র‍্যাক...ও...তোমাকে বলা হয়নি, এখানে আর চাকরি করবে না সে। নতুন কাজ পেয়ে গেছে—এক ডেন্টিস্টের সহকারী। নিজের হাতে বানানো একটা টেবিলক্লথ দিয়েছে পার্ট্রিজ। কিন্তু...একটা ব্যাপার বুঝলাম না।'

'কী?'

'কুকুরটার জন্য একটা বেল্ট আর একটা কলারও দিয়েছে জোয়ানা। কিন্তু অতিরিক্ত একটা বেল্ট আর কলার দেয়ার মানে

বইঘর.কম

কী?'

'কিছু না,' কিছুদিন আগে দেখা একটা স্বপ্নের কথা ভেবে হাসলাম মনে মনে, 'মাঝেমধ্যে তামাশা করতে পছন্দ করে আমার রোনটা।'

*মূল উপন্যাস: দ্য মুভিং ফিঙ্গার*

***

www.boighar.com

www.boighar.com